অতিথি।

অতিথির পরিচয়।

বঙ্গসমাজে বিবিধ সাময়িক পত্র আছে। প্রত্যেকেরই এক বা অধিক মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। অনেকেই তাহার মধ্যে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তবে কেন আবার এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটী বঙ্গের সাহিত্য সমাজে প্রেরিত হইল? এ নূতন অতিথি কেন আজি বঙ্গবাসিগণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল? কি নূতন ভাবে মজিয়া, কি নূতন উদ্দেশ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া, অতিথি তুমি আজি বঙ্গবাসিগণ সমক্ষে উপস্থিত হইলে? এ প্রশ্ন বঙ্গ-সমাজে উত্থাপিত হইবে, তাই আজি অতিথি নিজের পরিচয় আপনা হইতেই দিতেছে। ব্রিটিস্ ভারতে আমার জন্ম, চিরদিন বঙ্গসাহিত্য-উদ্যানে আমি প্রতিপালিত, জাহ্নবীর সিকতাময় তটে নির্জ্জন নিভৃত প্রদেশে আমার পিতার আবাস স্থান, পিতার নিকট বঙ্গের শোচনীয় অবস্থার কথা অতি কাতর হৃদয়ে শৈশব হইতেই শ্রবণ করিতাম। যৌবনের প্রথম উদ্যমে পারিব্রাজক অবস্থা অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু কৈ বঙ্গের মত শোচনীয় অবস্থা কোথাওতো দেখিনাই। বঙ্গবাসিগণের অবস্থা এত শোচনীয় কেন? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার লালসা বহু দিন হইতে আমার হৃদয়ে উত্থাপিত হইয়াছে ও সেই লালসা পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গের যাবতীয় সাময়িক ও প্রাত্যাহিক পত্রিকা পাঠ করিতাম। তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গবাসিগণের মধ্যে অধিকাশই তাঁহাদের স্বীয় প্রকৃত অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; অতএব তাহাতে আমার সে অভিলাষ পরিতৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, সঞ্জাত লালসা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আর বাহির না হইয়া থাকিতে পারিলাম না ও তাহাতে আর এক নূতন সত্য দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্গে "পরিবর্ত্তন" "পরিবর্ত্তন" চীৎকার শব্দ পড়িয়াছে। যাহা কিছু

পুরাতন ছিল এই স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে ও নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হইতেছে। পুরাতন পরিচ্ছদের বিনিময়ে নূতন ইংরাজী পরিচ্ছদ আবির্ভূতপ্রায়, ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ, ইংরাজী আহার, 'প্রিয় ব্রাণ্ডি জল' এই সমস্ত নূতন দ্রব্যের আধিপত্য বাড়িতেছে। সনাতন বেদান্ত-সম্মত পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম আজি বঙ্গে বিলুপ্তপ্রায়। আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণও প্রায় সকলেই এই পরিবর্ত্তন-স্রোতের অধীন। বোধ হয় যেন স্রোতে তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ভাসিতেছেন না। পরিবর্ত্তন আমারও আদরের ধন, পরিবর্ত্তনকে আমি ভাল বাসি। কিন্তু আমার সে পরিবর্ত্তন এরূপ অন্ধ পরিবর্ত্তন নয়। জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া যে নূতন সত্য দেখিতে পাই, সেই সত্যের অনুরোধে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সেই পরিবর্ত্তনই আমার প্রিয়! তাই আমি বঙ্গের প্রতিবিষয় লইয়া আন্দোলন করিব। বঙ্গবাসিগণকে দেখাইব, কোন্‌টীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক, আর কোন্‌টীর পরিবর্ত্তন শুদ্ধ অনাবশ্যক নয়-দূষনীয়। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ রাজকীয় চর্চ্চা লইয়াই অধিক উন্মত্ত, কেহ কেহ বঙ্গের বিজ্ঞান, বঙ্গের পুরাতন শাস্ত্র লইয়া অধিক ব্যস্ত, কিন্তু আমি বঙ্গের সামাজিক প্রথা লইয়া অধিক বকিব। অতএব আমার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। যদ্যপি ভক্তিভাজন জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক মহাশয়, পূজ্যপাদ হরিদাসের গুপ্তকথা-প্রণেতা, প্রিয় সখা জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সাহিত্য সংসারে পরিচিত মহোদয়গণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হইতেন, আমি তাহা হইলে এরূপ গুরুতর কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইতাম না। আমি অতিথি, আমি কুলীন গৃহে যাইয়াছি, বাল-বিধবার নিশীথ খেদোক্তি সকলও বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছি, আমি রাজবাটীতেও গিয়াছি, আমি সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্রেরই কথা বলিব। আবার পাছে এসব কর্কশ বিষয় লইয়া বকিতে গেলে, বঙ্গবাসিগণের কষ্ট হয়, তাই আমার এই পরিব্রাজকের অবস্থায় যে সমস্ত সুললিত মধুর গল্প শুনিয়াছি, যে সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি, অথবা যে সকল মনুষ্য-জীবনের বৈচিত্র্য নয়নপথে পড়িয়াছে, কল্পনার বলে সাজাইয়া বঙ্গবাসী তোমাদের নিকট গল্প করিব। বীণা বঙ্গের

পুরাতন গৌরবের ধন। আমি ও বীণা বাজাইতে জানি, পূর্ব্বে অনেক বার আমার পারিব্রাজক অবস্থায় বীণা বাজাইয়া বঙ্গবাসিগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি। আজও সেই বীণাশব্দ বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। সেই পুরাতন কীটদংষ্ট বীণাটীতে তার সংযুক্ত করিয়া আবার বাজাইতে চেষ্টা করিব। আমি দেখিতেছি, আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই গর্ব্ব কিছু অধিক, তাঁহাদের দর্শনী সাধারণ জনসমাজের কষ্টকর! আমি অতিথি, বঙ্গের উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী, আমার আবার দর্শনী কি? তবে পাথেয় ও পরিচ্ছদের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, সেই ব্যয়টী মাত্র আমি লইব। আমি অতিথি, দূরদেশান্তরে আমার বাস, আমি নিজ হইতে ব্যয় যোগাইতে কেমন করিয়া পারিব? আমি সংসার ব্রতে ব্রতী নই, আমার অধিকেই বা প্রয়োজন কি? আর অধিক লইলেই বা আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে কেন? তাহা হইলে সকলে আমাকে সাদর সম্ভাষণ কিরূপে করিবে? দেখি এই জনাকীর্ণ বঙ্গসমাজে বাহির হইয়া দেখি যদি কৃতকার্য্য হই, পাপ জীবনকে সফল মানিব। যদি বিফল হই,—কে জানে ঈশ্বরের ইচ্ছা,—আবার যে সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসীই হইয়া গহন বিজ্ঞানকাননে বা কল্পনাউদ্যানে নির্জ্জন প্রদেশে শান্ত সমীরণে বিচরণ করিয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত নিরাশ হৃদয়ের কষ্টের লাঘব করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব।

ভারতে ব্রিটিস্ শাসন।

জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলবলে আজ ভারতের অদৃষ্ট ব্রিটনবাসিগণ হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে ভারতবাসিগণ স্বপ্নেও একবার সুদূর এটলান্টিক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী শ্বেতকায় পুরুষদিগের বিষয় ভাবে নাই, আজ দৈবের কি বিচিত্রগতি! তাহাদের অদৃষ্টের ফলাফল সমস্তই ব্রিটিস বিধাতার হস্তে। ভারতভূমি প্রথমে যখন তাঁহাদের আবির্ভাবে পবিত্র হন, তখন রাজ্যশাসনলিপ্সা তাঁহাদের হৃদয়ের কত দূরে অবস্থিতি করিত কে বলিতে পারে? বাস্তবিক

ঘটনার বিচিত্রবলে আজ তাঁহারা ভারতরাজ্যে রাজচক্রবর্ত্তী। যে সময়ে তাঁহারা ভারতে রাজত্ব সংস্থাপন করেন, সে সময়ে ভারতের ঘোর বিপন্ন অবস্থা কোন্ ভারতবাসীর স্মৃতিপথে জলদক্ষরে অঙ্কিত নাই? ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, কালান্তকযমোপম ভীষণবেশধারী ম্লেচ্ছগণ দ্বারায় নিপীড়িত, দুর্গতির শোকময় দারুণ দুঃখসাগরে নিমজ্জিতপ্রায় ভারতবাসিগণকে যদি ঐ শ্বেতকায় পুরুষগণ আসিয়া না রক্ষা করিত, তাহা হইলে এত দিনে ভারতবাসী নাম বোধ হয় এ সংসারে বিলুপ্ত হইত। সেই জন্য বলি, ব্রিটনবাসিগণ আমাদের জীবনদাতা, শুদ্ধ তাহা নহে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা দিয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিদাতা, তাঁহারা রাজসংসারে আমাদের উচ্চশ্রেণীভুক্ত কর্ম্মচারী করিতেছেন, সেই জন্য আমাদের মান ও ধন দাতা, আর সেই জন্যই প্রথমে বলিয়াছি যে, ব্রিটনবাসিগণ আমাদের বিধাতা। এক্ষণে দেখা যাউক যে, ভারতবাসিগণ এই অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য উপকারের বিনিময়ে কতটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, এই জনাকীর্ণ সমগ্র ভারতভূমে সাধারণ জনসমাজে এমন অনেক প্রাণী দৃষ্ট হয়, যাহাদের হৃদয় ইংরাজরাজ প্রতি কৃতাজ্ঞতারসে পরিপ্লুত, যাহারা ঐ শ্বেতকায় পুরুষদিগের সহিত তাহাদের ইষ্ট দেবতার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পায়। কিন্তু সে বিষয়ের সমালোচনার পূর্ব্বে অগ্রে দেখা যাউক যে, দেশীয় রাজপুরুষগণের সেনাসমূহের ও উচ্চশ্রেণীভুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ব্যবহার ভারতবিজেতা ইংলণ্ডীয়গণের প্রতি কৃতজ্ঞতাময় কি না। ইংরাজরাজ দুরন্ত মুসলমানগণের হস্ত হইতে দিল্লীর সিংহাসন মুক্ত করিয়া তাহাদের যে উপকার করিয়াছেন, সে উপকারের বিনিময়ে তাহাদের হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হওয়া কর্ত্তব্য, সে কৃতজ্ঞতাকে মনুষ্যহৃদয়ে এমন কোন প্রলোভন নাই, সংসারে এমন কোন কষ্ট নাই, এমন কোন কিছুই নাই যাহা টলাইতে পারে। দেশীয় রাজপুরুষগণ কি সেই কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে ধারণ করেন? অবশ্য করেন। কিসে? ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতসাম্রাজ্য গ্রহণ করাতে আনন্দে ভারতবর্ষকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন বলিয়া? রাজ্য-

শাসন প্রণালী সম্বন্ধে ইংরাজরাজের পরামর্শ শিরোধার্য্য করেন বলিয়া? স্বীয় কোষ হইতে প্রত্যুপকারের আশা বিহীন সত্ত্বেও করপ্রদানে কুণ্ঠিত হন না বলিয়া? অথবা রণজিৎসিংহ প্রভৃতি দেশীয় রাজকুলচূড়ামণিগণ ব্রিটিস রাজত্বের উন্নতির জন্য স্বার্থপরতাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া জগৎ সংসারে কীর্ত্তিকলাপ সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া? শুদ্ধ তাহা নহে। এই কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের হৃদয়কে এত উন্নত করিয়াছে যে, ইংরাজরাজপুরুষগণ তাঁহাদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিলেও তাঁহারা তাহাতে দ্বিরুক্তি করেন না। তাঁহারা তাহাদের সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতে প্রস্তুত। প্রিয় বঙ্গীয় পাঠক, আমার এই প্রস্তাবের আপনারা কি প্রমাণ অপেক্ষা করেন? যদি করেন, তবে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রণিধান করুন, আমি একে একে আপনাদিগকে দেখাইতেছি। অগ্রে দেখা যাউক, পোলিটিকেল এজেণ্টেরা দেশীয় রাজগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন ও তাঁহারা কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। পোলিটিকেল এজেণ্টদের কথা বলিতে গেলে অগ্রেই কর্ণেল রাম্‌সের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। ইঁহার নাগপুরে রেসিডেণ্ট রূপে অবস্থিতি কালে তৎকালীন নাগপুররাজের প্রতি ব্যবহার বোধ হয় আপনাদের নিকট অবিদিত নাই। নাগপুররাজ কখন স্বপ্নেও ব্রিটিস রাজত্বের বিপক্ষতাচরণ করেন নাই ও সম্ভবতঃ কখনও ব্রিটিসরাজপুরুষগণের মনস্তুষ্টি করিতে অবহেলা করেন নাই। এরূপ সুযোগ্য ও নম্র প্রকৃতি রাজার সহিত রামসে সদ্ব্যবহার না করিয়া অত্যাচার ও পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার কর্কশ ব্যবহার নাগপুররাজের এত অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি অগত্যা তৎকালীন বড়লাট সাহেব লর্ড ডেলহাউসির নিকটে আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আবেদন করিলে কি হইবে? ফ্রান্সিস্ রামসে শুদ্ধ সেখানকার রেসিডেণ্ট নন, আবার ডেলহাউসির কুটুম্ব। লাভ হইল এই যে, নাগপুররাজের বন্ধুগণ পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইল ও রাজা স্বয়ং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লর্ড ডেলহাউসি লিখিলেন যে, মেজর রামসে নাগপুরে অবস্থিতি কালে নাগপুররাজকে নিয়মের অধীন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা আমার নিকট আবেদন করেন কিন্তু দেখিলাম যে রেসিডেণ্ট তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন অতএব তাঁহার কার্য্যের প্রতিপোষকতা করিলাম।* ঐমন্তব্যের প্রথম ভাগে দৃষ্ট হয় যে, হোমগবর্ণমেণ্ট রামসের এই সমস্ত ব্যবহারের কথা কিছুই শুনেন নাই। ইহা হইতে স্থির বুঝা যাইতেছে যে, নাগপুররাজ এই সমস্ত অত্যাচারে দ্বিরুক্তি না করিয়া অতি প্রশান্তভাবে সহ্য করিয়াছেন। তৎপরে কর্ণেল জর্জ রামসে ১৮৫৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড নগরের রেসিডেণ্ট হইয়া যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও বোধ হয় আপনাদের অজ্ঞাত নয়। নেপাল ইংরাজ রাজত্বের করপ্রদ বা রক্ষিত রাজ্য নহে। মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যে রামসে যে আধিপত্য চালাইয়া আসিয়াছেন, এখানে আর তাঁহার সে আধিপত্য চলে না। রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে রেসিডেণ্টের কোন মতামতের এরূপ রাজত্বে আবশ্যক করে না। জং বাহাদুর তাঁহার কোন মত গ্রহণ করিতেন না। তাহার জন্য জং বাহাদুরের উপর তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাহার সহিত অতি কুৎসিৎ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ক্রোধে অন্ধ হইয়া জং বাহাদুরের নিন্দা করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি জং বাহাদুরকে দাম্ভিক, গর্ব্বিত ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে স্বীয় প্রভু নেপাল রাজের সর্ব্বনাশ করিয়া জং বাহাদুর নিজের উদর পূরণ করিতেছে ও তিনিই এ সকল কুচক্রের নিবারণ করিয়া তাহাকে জব্দ করিয়াছেন। তিনি যে জং বাহাদুরকে জব্দ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার নেপালরাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন হস্ত ছিল না, তিনি কেমন করিয়া তাহাকে জব্দ করিলেন? "আমি জং বাহাদুরকে জব্দ করিয়াছি" তাঁহার এই উক্তির বিশ বৎসর পরেও জং বাহাদুর নেপালে একাধিপত্য করিয়াছেন ও নেপালরাজ এক দিনের জন্যও তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন নাই। জং বাহাদুর রামসের এইরূপ চরিত্রে এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, যখন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর প্রতিনিধি ক্যানিং সাহেব এলাহাবাদে জং বাহাদুরের সহিত

* Blue Book 82 of 1856 p. 41.

সাক্ষাৎ করেন ও নেপাল হইতে ২০,০০০ গুর্খা সৈন্য ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ্‌কে দিয়া অযোধ্যা-যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ দেন, তখন তিনি প্রতিদানে একটী "সামান্য ভিক্ষা" চান। ভিক্ষাটী এই যে রামসেকে তাঁহার রাজত্ব হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া। যেহেতু রামসে তাঁহাকে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিয়াছিল। বড় লাট সাহেব প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু রামসে কিছুতেই সে পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রামসে কহিয়াছেন যে, জং বাহাদুর ইংরাজরাজের প্রতি অকৃতজ্ঞ, কিন্তু জং বাহাদুর না থাকিলে গুর্খা জাতি কখনই বোধ হয় ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিত না। রামসে জং বাহাদুরকে স্পষ্ট করিয়া "দারুণ মিথ্যাবাদী" বলিতেন। দেশীয় রাজগণ বরাবর এরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এজেণ্টেরা তাঁহাদের মতের প্রতিপক্ষ মত কখন সহ্য করেন না। দেশীয় রাজগণ এত সহ্য করেন কেন? না সহ্য করিয়া কি করিবেন বলিয়া? তাঁহারা ত হোম গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে পারেন ও এ বিষয়ের প্রতিবিধান করাইতে পারেন, তবে কিসের জন্য? পূর্ব্বস্মৃতির জন্য নয় কি? এইরূপে এক একটী করিয়া দেখান যায় যে, দেশীয় রাজগণ পলিটিকাল এজেণ্টগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছেন। রবার্ট নাইট্ বলেন যে, এই কুৎসিৎ ব্যবহারে নির্লিপ্ত পলিটিকাল এজেণ্ট দশ জনের মধ্যে একজনও বোধ হয় পাওয়া যায় না। যাহা হউক, স্থানাভাবে অন্যান্য পলিটিকাল এজেণ্টদের কথা এখানে আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইল না, আমরা ক্রমশঃ জানাইব ও দেশীয় রাজপুরুষগণের এত সহিষ্ণুতার কারণ যে তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি সে বিষয়েরও বিশেষ প্রমাণ দিব।

ভারতসাম্রাজ্যে এত ঋণ কেন? পর্য্যাপ্তশস্যপূর্ণা রত্নগর্ভা ভারতে এত ঋণ কেন? এত টাকা কি হইল? ইংলণ্ড বাসীর নিকট ভারতবর্ষ যে কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই কি নয়? ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি অনুসারে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির জন্য * যে সমস্ত মুদ্রা ব্যয় হয়, তাহা কেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঘাড়ে পড়িল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া

* Charter, April 3, 1861 ; Mill. Vol. I p. 64 ed. 1858

কোম্পানি সহাস্যে ভারতবাসিগণের উপর-চাপাইলেন ? ইংলণ্ডের পূর্ব শত্রু ফরাসিদিগকে জব্দ করিবার জন্য কর্ণাটে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় সেই যুদ্ধের ব্যয় ঋণ ভারে ভারগ্রস্ত ভারতবাসিগণের উপর চাপান হইল কেন ? * দক্ষিণ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং বা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারায় যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, সে সমস্ত যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দায়ী করা হইল কেন ? সেই সমস্ত ঋণ ভার আজ ভারত-বাসী স্কন্ধে বহন করিতেছে কেন ? পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজরাজ এই ঋণগ্রস্থ ভারতবাসিগণের নিকট হইতে আদায়ী ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা সালিয়ানা দাওয়া করিলেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সহাস্য বদনে দ্বিরুক্তি না করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন কেন ? † এবং ভারতবাসিগণের ঋণের এইরূপে প্রথম সূত্রপাত করাইলেন কেন ? কেন ? তাহা কে জানে। আমি তাহা জানিতে চাহি না, আমি ইহাই বলিতে চাহি যে ভারতবাসিগণ ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কেন হইলেন না ? হইয়া কি করিবেন বলিয়া ? কোন উপায় কি ছিল না ? আচ্ছা নাই থাকুক চেষ্টাও কি ছিল না ? তবে কেন চেষ্টা হয় নাই ? পূর্ব্ব স্মৃতির জন্য নয় কি ? যুদ্ধের পর যুদ্ধ হইল, রোহিলার যুদ্ধ হইল, ভারতবাসিগণ টাকা যোগাইলেন, ‡ মহীশূর যুদ্ধই বলুন আর মহারাষ্ট্র যুদ্ধই বলুন, সমস্ত যুদ্ধের ব্যয় ভারতবাসিগণ যোগাইয়াছে। এইরূপে ভারতবাসিগণ ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন ও ইংলণ্ডপতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর যখন ভারত সাম্রাজ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন, তখন ইংলণ্ডবাসিগণ আনন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিসরাজের জন্য এত বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংগ্রহ করিতে ব্রিটিসবাসিগণের এক কপর্দ্দক ও ব্যয় করে নাই, সমস্ত ভারই ভারতবাসীরা বহিয়াছে, তবে ভারতবাসীরা কি কৃতজ্ঞ নয় ? বঙ্গীয় পাঠক ! ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রমান আরও কি চান ? যদি চান, তবে আসুন আরও দেখুন, ভারতে ব্রিটিস

* Commons report June 26, 1805, p. 171
† 7th George II, ch. 57 ; see also 9th report 1873, p. 15
‡ Mill. ed. 1858, Vol. III, 393-5 ; Marshman's history, Vol. I, pp. 415-20

সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বহুদিন পূর্ব্বে করোমণ্ডল কোষ্টে ফরাসীদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপনের জন্য যে ভয়ানক যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধের ব্যয় সমস্ত বঙ্গবাসীগণের উপর ন্যস্ত হয়। ব্যয় অতি অল্প নহে প্রায় ৫০০০০০০০ টাকা এবং বঙ্গবাসীরা যখন সে দেনা পরিশোধ করেন তখন শুদে আসলে সে দেনা ১৬০০০০০০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্গবাসি-গণ তোমরা যখন ইংলণ্ডবাসিগণকে চিনিতে না, যখন তাহাদের সহিত তোমাদের কোন সংশ্রব ছিল না, ইংলণ্ডবাসিগণের তৎকালীন্ দেনা—যে দেনায় তোমাদের কোন উপকার হয় নাই সেই দেনা--পরিশোধে তোমরা যদি কুণ্ঠিত না হইলে, তাহা হইলে মারলবরো ইউরোপীয় যুদ্ধের ব্যয় যোগাইতেওকি তোমরা কুণ্ঠিত হইবে ?

ক্রমশঃ।

সুরসুন্দরী।

—:○:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ী।

রাধানগর গ্রামে অদ্য মহোৎসব। প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। ঐ দিনে নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীগণ আসিয়া জগন্মাতা আনন্দময়ীর আনন্দময়ীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। অনেক দরিদ্র ভিক্ষুক অপর্য্যাপ্ত অন্ন লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজা ও বলি প্রদান করেন এবং মহা সমারোহে আত্মীয় স্বজনগণ সহ জগন্মাতার প্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র বোধ করেন। অনেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সায়ঙ্কালীন আরতি দর্শন করিয়া স্ব স্ব বাসগ্রামাভিমুখে প্রতিগমন করেন। এই উপলক্ষে আনন্দময়ীর মন্দিরসম্মুখস্থ বিশাল

প্রান্তরে একটী বিস্তীর্ণ বাজার বসিয়া থাকে। তথায় অনেক টাকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়। সুদক্ষ শিল্পীগণ বহু দূরদেশ হইতে স্ব স্ব শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া ঐ কালে উক্ত হাটে বিক্রয় করিতে আইসে। এতদ্ব্যতীত মিষ্টান্ন, বস্ত্রাদি, পশুপক্ষী প্রভৃতি, ও নানাবিধ ফলমূলের ও, বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। অদ্য সেই মাঘীপূর্ণিমা মহোৎসব সমাগত।

আনন্দময়ীর মন্দির আমূলচূড়াপর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। মন্দিরতল, সম্মুখস্থ দালান, ও তৎসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ সমস্তই শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত। মন্দির মধ্যে কালিমূর্ত্তি বিরাজিত। তাঁহারই অন্যতর নাম আনন্দময়ী। নাম আনন্দময়ী, কিন্তু মূর্ত্তি এরূপ বিকট যে, দেখিলে সহসা মনে ভয় উপস্থিত হয়। সেই কালিমূর্ত্তি শ্বেতপ্রস্তরেবিনির্ম্মিত ধূর্জ্জটীর বিশাল-বক্ষোপরি দণ্ডায়মান। প্রবাদ আছে, একজন পরমহংস কৃষ্ণো-পলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে ঐ প্রতিমা খোদিত করেন। পরে আপনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া কয়েক দিবস ভক্তিভাবে পূজা করিয়া মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেবীর সম্মুখে স্বহস্তে আত্মদেহ বলিদান করেন। তাঁহার দেহ ঐ প্রতিমার নিম্নে সমাধিস্থ রহিয়াছে। সেই সাধুরক্ত-রঞ্জিত-খড়্গখানিও প্রতিমার পাদদেশে স্থাপিত আছে।

অদ্য একজন অল্পবয়স্ক যুবাপুরুষ মন্দিরের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া এই ভীষণ মূর্ত্তি ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে অবলোকন করিতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ প্রফুল্ল হইল, তিনি দেখিলেন একটী অল্প বয়স্কা রমণী গললগ্নকৃতবাসে ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম করিলেন। পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অনুচ্চস্বরে কি প্রার্থনা করিলেন। সেই জনতার মধ্যে সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া যুবার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে সক্ষম? ইত্যবসরে এক-জন প্রবীণা স্ত্রীলোক আসিয়া সুন্দরীর অঞ্চল টানিয়া কহিলেন "আয় মা দেবীর প্রসাদ লইগে; আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে।" কন্যা পশ্চাতে ফিরিয়া বস্ত্রাকর্ষণকারিনীর প্রতি চাহিলেন, আবার ফিরিয়া যেমন দেবীর সম্মুখীন হইবেন, অমনি তাঁহার বিশাল-নেত্রের চপল-দৃষ্টি মন্দিরের যেদিকে যুবা দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে পতিত হইল।

কন্যা বিস্মিতনেত্রে সেই অল্প বয়স্ক যুবার বীরোচিতমূর্ত্তি আপাদমস্তক অবলোকন করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিই নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। অন্যা হইলে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। কিন্তু বর্ণিতা সুন্দরী সেরূপ করিলেন না। লজ্জা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না, তিনি শৈশবকাল হইতেই পিতার অতি আদরের সামগ্রী ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা পিতা ও পিতৃসুহৃৎগণের নিকট থাকিতেন। তাঁহার পিতা একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, এই কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তিনি স্ত্রীজনোচিত অনেক কোমলগুণে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার প্রকৃতি উদ্ধত বা অবিনয়ী ছিল না।

আমি এই বালিকার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে চাহি না। যদি ভাবুক হন তবে নিজ মনে ভাবিয়া দেখুন। যদি কবি হন কল্পনা করিয়া দেখুন। যদি তত্ত্বজ্ঞানী হন মনুষ্য প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। আমি কিছুই বলিতে চাহি না। যদি স্ত্রীলোকের ধীর অথচ শান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিতে চাহেন, তবে এই কন্যাকে দেখুন।

মধ্যাহ্নে পূজা হোম বলিদানাদি কার্য্য সম্পান্ন হইয়া গেল। নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তারস্বরে জগদম্বার স্তব পাঠ করিতে লাগি-লেন, মন্দির মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব প্রশান্তভাবের আবির্ভাব হইল। আমাদের বীরমূর্ত্তি যুবাও দেবীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সজল নয়নে যুক্তকরে ভক্তিভাবে ঈসানীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত সজলআরক্ত নেত্র বালিকা প্রাণ ভরিয়া দেখিল। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব গম্ভীর প্রশান্ত বদন বালিকা প্রাণ ভরিয়া দেখিল। তাঁহার সেই অনাচ্ছাদিত বিশাল বপু—সেই সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুযুগল—সেই অতি বিশাল উরস্থল—সেই মৃগরাজজয়ী ক্ষীণ কটীদেশ—সেই সুগৌর চম্পাককলিনিভবর্ণ, বালিকা প্রাণ ভরিয়া দেখিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রী সংখ্যা কমিতে লাগিল। পরে দেবীর আরতি ক্রিয়া হইয়া গেল। দেবালয় সংক্রান্ত দুই একজন ব্যক্তি ভিন্ন ক্রমে ক্রমে সকলেই চলিয়া গেল। নৌকারোহী যাত্রীগণ স্ব স্ব নৌকায়

গিয়া আরোহণ করিল। পথবাহী যাত্রীগণ দেবালয় সম্বন্ধীয় নানা গল্প করিতে করিতে স্ব স্ব গ্রামাভিমুখে প্রতিগমন করিল। আমাদিগের বর্ণিতা সুন্দরী প্রবীণা পিতৃস্বসার সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিলেন। মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল। দাঁড়ীরা দাঁড় বাহিতে লাগিল, ক্রমে তরণী সুন্দরী সহ অদৃশ্যা হইল।

পাঠক মহাশয়! যে মনোমোহন চিত্র আমাদিগের সম্মুখ হইতে এই মাত্র অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহা কি আর কখনো দেখিতে পাইব? চলুন, ঐ বীরমূর্ত্তিযুবাপুরুষের অন্তঃকরণ মধ্যে অনুসন্ধান করিগে, যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

মলিন যুবা।

অপরিচিতা সুন্দরী দেবালয় হইতে অপসৃতা হইলে বীরমূর্ত্তি যুবাপুরুষ কি করিলেন? তিনিও কি অন্যান্য বিদেশীয় যাত্রীর ন্যায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন?

সকলে চলিয়া গেলেও কেবল কয়েকজন পরিব্রাজক উদাসীন মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত দালানে বসিয়া হিন্দীভাষায় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। চক্রাকারে উপবিষ্ট সেই সন্ন্যাসীগণের মধ্যভাগে একখানা বৃহৎ কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। তাহারা বহ্নিসেবন করিতে করিতে কথোপকথন করিতেছিল।

অদূরে শ্বেতপ্রস্তরে আসীন একজন উন্নতকায় যুবাপুরুষ সায়ংকালীন সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন। দেবতার অধিকারী ও পরিচারকগণ ব্যতিত মন্দিরে অপর কেহ ছিল না। কেবল ইনিই যাত্রীগণের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। যুবকের আকৃতি মলিন-মুখমণ্ডল বিষণ্ণভাব ব্যঞ্জক।

দেবালয়ের অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পন্ন হইলে অধিকারী পরিচারকগণের স্কন্ধে পূজাবশিষ্ট ফল মূল মিষ্টান্ন ও তণ্ডুলাদি ভার

ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং দেবতার প্রণামী মুদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক দেবালয়ের রক্ষককে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। পরে প্রফুল্ল মনে বাসগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উন্নতকায় যুবাপুরুষও অলক্ষ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দেবালয়ের পশ্চাৎ দিয়া একটী অপ্রশস্ত পথ গ্রামাভিমুখে গিয়াছে; ঐ পথের উভয়পার্শ্ব বিরল জঙ্গলে আবৃত। ঐ পথ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া অধিকারী ব্রাহ্মণ পশ্চাতে চাহিলেন। ভারবাহী পরিচারকদ্বয় পশ্চাদনুসারী উন্নতকায় যুবাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। অধিকারী সহসা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?"

যুবা। দেবালয়ের যাত্রী।

অধি। দেবালয়ের যাত্রী—এ পথে কেন?

যুবা। আপনার নিকট প্রয়োজন আছে।

অধিকারী রুক্ষভাবে কহিলেন "আমার নিকট প্রয়োজন?—কি প্রয়োজন ব্যক্ত কর।"

যুবা। পথে বলিবার আবশ্যক নাই—চলুন, আপনার গৃহে গিয়া সমস্ত বলিব।

অধিকারীর মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিবাস কোথায়?

যুবা। বহুদূরে—২৪ পরগণায়।

অধিকারী আর কোন কথা বলিলেন না, সতর্ক ভাবে যুবকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় এক পোয়া পথ যাইলে পর তাঁহারা একটী ঘন পল্লবাবৃত বটবৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী অপরিচিত যুবাকে নিকটে ডাকিয়া কানে কানে কহিলেন "বাবু! আপনার প্রতি বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলাম—আপনাকে অতি ভদ্র ও অমায়িক দেখিতেছি। আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

সবে মাত্র এইকটী কথা বলা হইয়াছে, এমন সময় ঘোরতর হুঙ্কার ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। অবিলম্বেই দস্যুবেশী লগুড়ধারী কতিপয়

ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। অপরিচিত যুবা অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত সহসা একজন আক্রমণকারী বৃদ্ধের হস্ত হইতে লগুড় কাড়িয়া লইলেন। তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া উহাদের সহিত প্রচণ্ড লগুড়যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অধিকারী ভয়ে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পরিচারকগণ মিষ্টান্ন ও ফল মূলের ভার ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মায়ের প্রসাদী সন্দেশ সকল ও ফলমূলাদি বন্য শৃগালে আসিয়া ভীত চকিত ভাবে ভক্ষণ করিতে লাগিল। আতপ তণ্ডুল সকল ধূলাতে মিশ্রিত হইয়া গেল। অপরিচিত যুবক সদর্পে সোৎসাহে লগুড় চালাইতে লাগিলেন। আক্রমণকারীরা দেখিল, তিনি একজন সুশিক্ষিত বিপুলবাহুবলশালী পুরুষ। তাঁহার সুকৌশল লগুড়চালনে অবিলম্বেই দলাধিপতি আহতশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তদ্দর্শনে অপর কয়েকজন ঊর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলাভিমুখে পলায়ন করিল। যুবাপুরুষ পথপার্শ্বস্থ বন হইতে দৃঢ় লতা ছিঁড়িয়া আনিলেন। তদ্দ্বারা অচেতনভাবে পতিত দস্যুনায়কের হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ করিলেন। পরে নিকটস্থিত কূপে বস্ত্র ভিজাইয়া আনিয়া, সেই জল অধিকারীর বদনে ও ললাটে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় অধিকারী দস্যুগণের তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ভয়ে মূর্চ্ছাগত হইয়া পথপার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্যেই পড়িয়া গিয়াছিলেন। দস্যুগণ ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহাকে সন্ধান করিয়াও দেখিতে পায় নাই। তাই তিনি তাহাদের হস্তে এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বন্যশৃগালে লেহন করিলেও এপর্য্যন্ত তাহাঁর চৈতন্য হয় নাই। অনেকক্ষণ জলসিঞ্চনের পর অধিকারীর চৈতন্যলাভ হইল। তিনি নয়নোন্মীলন করিলেন। অপরিচিত যুবা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আস্তে আস্তে পরিস্কৃত পথের উপর আনিয়া শয়ন করাইলেন। মাঘমাঘের প্রচণ্ড হিমানীসম্পাতে অধিকারীর সর্ব্বশরীর তুশারবৎ শীতল হইয়া গিয়াছিল। যুবা আপনার উষ্ণ রাঙ্কববস্ত্র গাত্র হইতে খুলিয়া অধিকারীর সর্ব্বাবয়ব আচ্ছাদন করিলেন। পরে মৃদুমধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়! উঠিয়া বসিতে পারিবেন?"

অধিকারী ক্ষীণস্বরে কহিলেন "পারিব। আমাকে বসাইয়া দিন" যুবা অধিকারীকে উপবেশন করাইলেন। অধিকারী অতিকষ্টে বসিয়া সভয়-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দস্যুগণ কোথায়?" যুবক দেখিলেন, অধিকারী স্মৃতিলাভ করিতেছেন। বলিলেন তাহারা পলায়ন করিয়াছে। অধিকারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন পরিচারকগণ কোথায়?

যুবা। তাহারাও পলাইয়াছে।

অধি। মিষ্টান্ন ও ফলমূল?

যুবা। শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছে।

অধিকারী কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। পুনরপি কহিলেন, "বস্ত্রালঙ্কার?" যুবা পথপার্শ্বস্থ বনমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া একটী গাঁটরী পাইলেন। উহা অধিকারীর হস্তচ্যুত হইয়া জঙ্গলে পড়িয়া গিয়াছিল। যুবা অধিকারীর নিকট খুলিয়া দেখাইলেন, বস্ত্রালঙ্কার কিছুই নষ্ট হয় নাই-সকলি আছে। অধিকারী হৃষ্ট হইলেন। সস্নেহে যুবাকে কহিলেন "মহাশয় আজি আপনি আমার ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট চিরদিনের জন্য কেনা রহিলাম।" যুবা তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন্। তিনিই আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন"। সহসা অধিকারী জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলেন, হস্ত পদ বদ্ধ একটা বিকট মূর্ত্তি বটবৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিয়াছে। সভয়ে যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি?" যুবা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "দস্যুদলের মধ্যে এক ব্যক্তি আমার লগুড় প্রহারে আহতশীর্ষ হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে"। অধিকারী বিস্মিত অথচ সভয় চিত্তে বলিলেন "উহাকে লইয়া কি করিবে?"

যুবা। নগর রক্ষকের নিকট দিব।

অধি। (সভয়ে) কেন?

যুবা। তিনি উহার পাপ কার্য্যের সাজা দিবেন।

অধি। ও যদি এখনি চেতনা লাভ করে?

যুবা। উহার হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছি পলাইবার যো নাই।

অধি। উহাকে অদ্য রাত্রে কোথায় রাখিবে ?

যুবা। আপনার গৃহে ?

অধি। না।

যুবা। কেন ?

অধি। ওসব হাঙ্গামায় প্রয়োজন নাই।

যুবা। তা না করিলে পাপ কার্য্যের সাজা হয় না।

অধি। ভাই, পাপীর সাজা ভগবান্ দেবেন। আমরা কেন মিছে গোলোযোগ বাধাব ?

যুবক নিরস্ত হইলেন। পরে বলিলেন "তবে ও ঐ রূপ অবস্থায় থাক্।"

অধি। হাঁ উনি ঐ রূপ অবস্থায় থাকুন। চলুন আমরা আস্তে আস্তে বাড়ী যাই। আমাকে ধরুন। ধরিয়া লইয়া চলুন।

যুবা। দস্যুকে এত সম্মানসূচক কথা বলিলেন কেন ?

অধি। (আস্তে আস্তে) কি জানি যদি চেতনা লাভ করিয়া থাকে ? মন্দ কথা বলিলে কোন্ দিন্ অন্ধকারে ঘাড় ভাঙ্গিবে। আমার এই যাতায়াতের পথ—দস্যু বোধ হয় জানে।

যুবা। রসুন, তবে উহার হস্ত পদের বন্ধন খুলিয়া দিই। (সহাস্যে) নতুবা ও মনে করিবে, আমরা উহার হাত পা বাঁধিয়া দিয়াছি।

অধি। (ত্রস্ত ভাবে) না—সেরূপ করিবেন না। তা হলে এখনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। (অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে) উনি জানেন আমারা উহাঁর কিছুই মন্দ করি নাই। ওঁর সঙ্গীরাই আমাদের বহু মূল্য জিনিস পত্র লইবার সময়, উহাঁকে বক্‌রা দিতে হবে বলিয়া, ঐ রূপ অবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এই সময়ে হস্তপদবদ্ধদস্যু একবার নড়িয়া উঠিল; ব্রাহ্মণ ত্রস্তভাবে বলিলেন "আর নয়—আমাকে ধরিয়া লইয়া চলুন। এখানে আর অপেক্ষা করা বিধেয় নয়। দুর্গা-দুর্গা-শ্রীহরি-শ্রীহরি"। যুবা হস্ত ধরিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া-চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে অধিকারীর বিষয় বলিয়াছি, তাঁহার নাম পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী। দামোদর শাস্ত্রী বাল্যকালে মুগ্ধবোধ ও স্মৃতিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পড়িয়াছিলেন। কথিত আছে ব্যাকরণে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি। তিনি দশকর্ম্মে বিলক্ষণ নিপুণ।

দামোদর শাস্ত্রীর একখানি একতালা কোটাবাড়ী ছিল। তাহাতে তিনটী ঘর। বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র দালান ছিল। তথায় প্রতি বৎসর বাসন্তীপূজা হইত। মাঘীপূর্ণিমার পরদিবস অপরাহ্ণে তথায় একটী মাদুরী পাতিয়া দামোদর ও তাঁহার জীবন রক্ষক অপরিচিত যুবা বসিয়াছিলেন। নিকটে ভগবান্ নামক একটী বালক ভৃত্য তামাকু সাজিতেছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতে কথোপকথন করিতেছিলেন। যুবা বলিলেন "যে সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আপনাকে বার্ষিক প্রদান করেন তাঁহাদের সকলেরই নিকট কি আপনি সুপরিচিত ?"

অধি। তার আর সন্দেহ কি ?

যুবা। আচ্ছা গতকল্য আপনি যে একটী সম্ভ্রান্তবংশীয়া প্রবীণাকে ভগিনী সম্বোধন করিলেন; যিনি দেবতার প্রণামীতে অনেক অর্থ দিলেন ? তিনি কে ?

অধি। আমার স্মরণ হইতেছে না।—বহুলোকের জনতা ?

যুবা। যাঁহার সমভিব্যাহারে একটী অল্পবয়স্কা কন্যা আসিয়াছিলেন, যে কন্যা প্রতিমা প্রণাম করিয়া একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত বিল্বপত্র প্রতিমাচরণে উপহার দিলেন। এখন আপনার স্মরণ হয় ?

অধি। কোন সময়ে ?

যুবা। বেলা আন্দাজ ১১ টার সময়।

অধি। কই মনে পড়িতেছে না।

যুবা কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণভাবে অবস্থিত রহিলেন। পুনরপি কহিলেন "দেখুন দেখি মনে পড়ে কি না ? প্রবীণার সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন

কালে কন্যা আপনাকে আহ্বান করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে আপনি কানে কানে কি বলিয়া আপনার হাতে একটী সুবর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। বোধ হয় উহা আপনার কন্যা কিম্বা পুত্র অথবা পুত্রবধূকে উপহার দিলেন"।

অধি। এতক্ষণে স্মরণ হইল—অহো ঠিক্! ঐ প্রবীণা স্ত্রী বিষ্ণুপুর নিবাসী নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী এবং ঐ কন্যা তাঁহারই গর্ভজাত। কি আপদ্—এ কথাটা এতক্ষণ মনে আসিতেছিল না। কেন? তোমার উঁহাদিগকে কি প্রয়োজন?

যুবা। না--প্রয়োজন কিছুই নাই-কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম। এই সময়ে ভৃত্য শাস্ত্রীমহাশয়ের হস্তে হুঁকা দিল। অধিকারী ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "বিষ্ণুপুরের জমীদার নগেন বাবু অতি ধার্ম্মিক লোক। এতটা আয় কেবল সৎকার্য্যেই ব্যয় করেন। বাটীতে এক বিগ্রহ স্থাপন করেচেন। নিত্য দান ধ্যান জপ হোম প্রভৃতি পারমার্থিক কার্য্যে নিযুক্ত। নিজে অতি সুপণ্ডিত লোক। বহুযত্নে সংস্কৃত শিক্ষা করেচেন। অমন গুণবান্ অমায়িক লোক প্রায় দেখা যায় না।"

যুবার মন অন্য দিকে! এ সকল শুনিয়াও শুনিতেছিলেন না। তিনি তীক্ষ্ণনয়নে শাস্ত্রীর আপাদ মস্তক দেখিতেছিলেন। দামোদরের বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎবর্ষ। মস্তকের অর্দ্ধেক কেশ শুক্ল অর্দ্ধেক কৃষ্ণ; বর্ণ গৌর; শরীর নাতিস্থূল, নাতিকৃশ; আকৃতি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব; মুখখানি পক্ক গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজিতে পরিপূর্ণ। সকল শরীরেই অতিশয় লোম। এরূপ আকৃতির লোক প্রায়ই কিছু সন্দিগ্ধচেতা হইয়া থাকে। ইনি সন্দিগ্ধচেতা। কিন্তু মিষ্টভাষী পরদুঃখকাতর। যুবা পুরুষকে অন্যমনা দেখিয়া শাস্ত্রী কহিলেন, ভাই! (যুবা শাস্ত্রী অপেক্ষা অনেক ন্যূনবয়স্ক হইলেও তিনি গত রজনী হইতে ইহাঁকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেছেন) তোমায় বিমনা দেখিতেছি কেন?

যুবা। আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে।

অধি। হাঁ—কল্য আনন্দময়ীর মন্দিরে আমাকে দেখিয়াছ। যুবা উচ্চহাস্য করিলেন। অধিকারীর ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অল্প মাত্র হাস্য প্রকটিত

হইল। এই অবসরে অধিকারীর একটী পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র একখণ্ড সন্দেশ হস্তে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। ব্যস্তভাবে অধিকারীকে কহিল "বাবা! দিদি ছাত থেকে পড়ে গেছে—শীঘ্র এস।" অধিকারী একেবারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া অন্দরাভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন। অপরিচিত যুবাকে কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না।

প্রায় ২ ঘণ্টা পরে অধিকারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যুবা তথায় নাই। নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমশঃ।

সে দিন আর এ দিন।

সে দিন আর এ দিন! যে দিন পঞ্চবিংশতি কোটী মূক প্রজার অধীশ্বর মহাপুরুষ লীটন বাহাদুর এক অধিবেশনে মুদ্রণ-শাসনী আইন বিধিবদ্ধ করেন, সেই এক দিন, আর যে দিন সদাশয় মহাত্মা লর্ড রিপণ মুদ্রণ-শাসনী আইন অপসারিত করেন, সেই এক দিন! ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ দিবস বঙ্গের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সে দিনের ঘটনা ভারতবাসীরা নিজ নিজ হৃদয়ের শোণিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন, সে দিন বঙ্গের দুর্দ্দিন। আর ১৮৮২ সালের ১৯এ জানুয়ারীর ঘটনা ভারতবাসীরা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন, সে দিন ভারতের সুদিন। কবিবর বুল্‌ওয়ার লিটনের পুত্র,—আউরেন মারিডিথের আখ্যাধারী লিটন বাহাদুর—হতভাগ্য, নির্জ্জীব, নিপীড়িত, পদদলিত, পরমুখ-প্রত্যাশী ভারতবাসীর মস্তকে বিনা কারণে মুদ্রণশাসনী বজ্র নিক্ষেপে করেন, তাহাতে নির্জ্জীব নিরুৎসাহ দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদক ও গ্রন্থকারদিগের উন্মুখ-বিকাশ আশা-লতার মূলপর্য্যন্ত বিলোড়িত হয়; চির-দলিত, সশঙ্ক-হৃদয় ভারতবাসীর অন্তরে অধিকতর ভীতি-সঞ্চারিত হয়। বিধির বিড়ম্বনায় যে মহাপুরুষের হস্তে বিংশতিকোটী প্রজার সুখ—দুঃখ, উন্নতি—অবনতি, সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য, সদ্গতি--দুর্গতি, আশা--ভরসা সাধন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল, সেই মহোদয় সদস্য-

সমিতিসহ যে যুক্তি প্রদর্শন, যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহা বিচিত্র, অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব! চির-প্রচলিত নিয়মের অন্যথা করিয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যুক্তির আদেশ অমান্য করিয়া, হতভাগ্য দেশীয়গণের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া এক অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের অধীশ্বর বলিলেন যে, দেশীয় সম্পাদকগণ বিদ্রোহ-সূচক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজ-শাসন-পক্ষপাতী সন্তোষিত প্রজাদিগের সরল হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের হস্ত বন্ধ করা উচিত। মুদ্রণ-শাসনী আইন তাহা বন্ধ করিবার যন্ত্র। বঙ্গের অধীশ্বর বলিলেন যে, দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ সমাজের নগণ্য ব্যক্তি, নিরক্ষর, মূর্খ; তাহাদিগের সমাজে কোনরূপ ক্ষমতা নাই। মহারাজ বাহাদুর বলিলেন, মুদ্রণ-শাসনী আইন যত শীঘ্র বিধিবদ্ধ হয়, ততই মঙ্গল, তাহা হইলেই ব্রিটিস্ রাজ্য রক্ষা পাইবে; নচেৎ মজিয়া যাইবে। আরবথ্‌নট্ বলিলেন যে, সম্পাদকদিগের কথায় কাহারও আস্থা নাই, দেশীয় সংবাদ পত্রের প্রচার সংখ্যা যৎসামান্য, সুতরাং মুদ্রণ-শাসনী আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। লিটন—ইডেন—যতীন্—আরবথ্‌নট্ বাহাদুরগণের যুক্তিপূর্ণ মত সমষ্টিতে নবম আইনের জন্ম। সম্পাদকেরা বিদ্রোহসূচক প্রবন্ধ লেখেন, সম্পাদকেরা মূর্খ—সমাজে নগণ্য, তাহাদিগের লেখায় কেহ বিশ্বাস করে না, অল্প লোকেই দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করে, সুতরাং মুদ্রণ-শাসনী আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া আমরাও বলিয়াছিলাম,—সুতরাং! ভারতের সেই এক দিন! উন্মুখী-বল্লরী প্রবল বাটিকায় ভূমিতল-শায়িনী হইল, কিন্তু নির্ম্মূল হইল-না! বরং প্রচণ্ড বাত প্রবাহিত হইবার পর, বাত-সহিষ্ণু হইবার নিমিত্ত আয়াস করিতে লাগিল। ঘাত প্রতিঘাত ঐশিক নিয়ম। নির্জ্জীব ভারতবাসী মুদ্রণ-শাসনী প্রহরণে ক্ষণিক চেতনা-শূন্য হইয়াছিল, কিন্তু একবারে হতচেতন হইল না। বরং দ্বিগুণ বলে প্রহরণ নিবারিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া সমর-সাগরে অবতরণ করিল। আগে কে জানিত মহাসাগরের সুশীতল বারিগর্ভে বিভীষণ বাড়বাগ্নি বাস করে? কে জানিত

অর্ণবযান নিপীড়নে বাড়বাগ্নি-গর্ভ স্নিগ্ধ সাগরের অভ্যন্তর হইতে ভয়াবহ অগ্নিরাশি বিকীরিত করিয়া যান সুদ্ধ দগ্ধীভূত করিবে? অর্ণবযান-পরিচালক তাহা জানিলে উত্তালময়ী সাগর-বারি পীড়িত করিয়া সে পথ অতিক্রম করিতে সাহসী হইতেন না। মহাসাগর নিজ গর্ভস্থ বাড়বাগ্নির অস্তিত্ব নিজেই জানিতেন কি না সন্দেহ। ভারতবাসীরা যখন মুদ্রণ-শাসনী আইন অপসারণ করিবার উদ্যম করেন, সভা করেন, সমিতি করেন, বক্তৃতা করেন, আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, ইংলণ্ডে বঙ্গজগতের একটী ক্ষুদ্র পরমাণু লালমোহন উড়িয়া গিয়া রাজনীতিবিদ্‌দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সম্মিলনের কতদূর ক্ষমতা, তাহা জানিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, সেই সম্মিলনের ও আন্দোলনের ফলে লর্ড রিপণ মহোদয় মুদ্রণ-শাসনী আইন বিধিপুস্তক হইতে অপসারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাই বলি এই এক দিন!! ১৪ই মাঘ দিবসে সমগ্র ভারত শোকাশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ১৯এ জানুয়ারী দিবসে সমস্ত ভারতবাসী সাহ্লাদে আনন্দাশ্রুপাত করিলেন। তাই বলি সেই এক দিন আর এই এক দিন! অতিথি আজ সেই সুখ-সংবাদ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে বহন করিতেছে এবং উল্লাসে বলিতেছে যে, সেই এক দিন আর এই এক দিন!

প্রণয়-সঙ্গীত।

বাজ্ ওরে বীণা সুমধুর স্বরে,
প্রেমিকের মন বিমোহিত করে,
প্রেমের মহিমা কর্‌রে কীর্ত্তন,
বল্ বাখানিয়া প্রেম যে কেমন।
কেন সদা বল্ মানবের মন
লভিবারে প্রেম সততই ধায়।

অভাগার হাতে বাজিবে কি তুমি ?
বাজাইতে বীণা আমি কিবা জানি।
ধরিবে কি সেই সুললিত তান,
যে তানেতে কবি করেছিল গান,
মেঘদূত আর শকুন্তলায় ?

কিম্বা, যেই তানে করেছিল গান,
ভারতে বাল্মীকি, রামের আখ্যান ;
অথবা, যেরূপ পাশ্চাত্য প্রদেশে,
গেয়েছিল কবি, প্রেমের আবেশে,
হাম্‌লেট্ আর ওথেলো চরিত ?

কিম্বা প্রিয়কবি সম বাররণ্
মজিয়ে আপনি, মজায়ে ভুবন,
সমুদ্র, তুফান, পর্ব্বত কাননে
হেরিয়ে সমান প্রেমের নয়নে
গাহিবে কি তুমি প্রেমের গীত ?

হেন আশা আমি করিনা কখন,
কুকবির হাতে আমার মতন,
তেমতি আবার সুমধুর স্বরে,
মানবের মন বিমোহিত ক'রে,
গাহিবে আবার, প্রেম যে কেমন।

প্রবোধ মানেনা অবোধ হৃদয়,
করিয়াছে আজ ধারণ তোমায়,
এখনি বাজাবে বালকের ন্যায়,
ছাড়িবেনা তবু নাহি লাজ ভয়,
তবে তুমি বীণা কররে কীর্ত্তন।

কররে কীর্ত্তন বন মাঝে কেন
শকুন্তলা সতী দুষ্মন্তেরে হেন

বাসিলেক ভাল বারেক দেখিয়া,
পতিত্বে বরিল কণে্ব না বলিয়া,
কেন সে রূপসী মোহিতা হইল।

কেন ডেস্‌ডিমোনা সোণার প্রতিমা,
রমণী রতন, গুণে অনুপমা,
বরিলনা বল, সুন্দর যুবাকে,
কি গুণেতে বল, মুর ওথেলোকে,
নিষেধ না মানি আপনি বরিল।

ত্রিলোক বিখ্যাতা ললনা ভূষণ
সাবিত্রী কেন বা করিল বরণ,
রাজ্য ধন হীন, দীন সত্যবাণে,
হারাইবে পতি জানিয়াও মনে
বৎসরেক পরে ; কথা না শুনিল।

কেন বল বীণা, ব্রজ কলঙ্কিনী,
আয়ান রমণী রাই আদরিণী,
হেরিয়ে কালার বঙ্কিম মূরতি
পসিল যৌবন থাকিতেও পতি
কাল রূপে বল, কেনবা ভুলিল।

কেন বেশ্যা কন্যা বসন্তসেনারে,
বিমোহিত আর্য্য চারু দত্ত হেরে ?
কেনবা সুভদ্রা করিল বরণ
বিখ্যাত পার্থরে ;—করিল ধারণ
অশ্ব মুখরজ্জু সুকোমল করে।

আপনি হইল রথের সারথি,
যুঝিতে লাগিল পার্থ মহারথী,
সুভদ্রা হরিয়া পলাইল শেষে,
কেন বীণা বল কিসের আশ্বাসে,
এত দুঃখ সহে কিসেরি বা তরে ?

বাজ ওরে বীণা বাজ এই ব'লে
প্রণয়---প্রণয়—প্রণয়েরি বলে,
ত্যজি কুল শীল লোক লাজ ভয়,
প্রণয়ী জনেতে প্রণয়ী হৃদয়
আপনি যাইয়া মিলিত হইছে।

স্বরূপ কুরূপ করেনা বিচার
আছে ধন, কিবা না আছে তাহার,
বিচারিয়া তাহা দেখেনা কখন ;
চাহে নাক অন্য কোন রাজ্য ধন।
প্রণয়ী---প্রণয় কেবল চাহিছে।

বীরের বীরত্বে কেহবা মোহিত,
সুন্দর রূপেতে কেহ বিচলিত,
কেহ মুগ্ধ হয় হেরে ধর্ম্ম জ্ঞান,
কেহ ভালবাসে বলিয়া বিদ্বান্।
কেহ ভালবাসে সরল বলিয়া।

দয়াময় বিধি করিয়ে সৃজন,---
প্রেমরূপ এক অমূল্য রতন,
যাহার প্রভাবে মানব নিকরে,
আপনার বলে পৃথিবীকে হেরে,
প্রকাশেন সদা কৌশল আপন।

গাও সদা বীণা তাঁর গুণ গান,
যিনি হ'ন এই প্রেমের নিদান,
রবি শশী তারা যত গ্রহগণ,
খেচর ভূচর জীব অগনন,
সবে মিলে কর মহিমা কীর্ত্তন!

———

বিজ্ঞাপন।

বহুতর সাহিত্য-বন্ধুর আগ্রহে ও অনুরোধে অতিথি সাহিত্য-সংসারে অবতীর্ণ হইল। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রচার সম্বন্ধে যেরূপ অনিয়ম দৃষ্ট হয়, অতিথির সম্বন্ধে সেরূপ ঘটিবে না, বিশেষ কারণ আছে। সাহিত্য-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কতিপয় নির্দ্ধারিত সুলেখকের ভিন্ন অপর কাহারও প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইবে না। অতিথি ক্রমশঃ যাহাতে এক খানি উচ্চদরের সাময়িক পত্র বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হয়, তদ্বিষয়ে ব্যয় ও পরিশ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না। জন সাধারণের সুবিধার জন্য অতিথির মূল্য অধিক করিতে না পারায় এক্ষণে কাগজ, মুদ্রাঙ্কন ও অন্যান্য অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রতি অভিলাষমত দৃষ্টি রাখিতে পারিলাম না। গ্রহনেচ্ছুক মহোদয়গণ পত্র লিখিয়া মূল্য প্রেরণ করিলে, তাঁহাদের নিকটে যথা সময়ে নিয়মিতরূপে অতিথি প্রেরিত হইবে।

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম		পশ্চাতের
বার্ষিক	১৷৷০	... ...	২৲
ষান্মাসিক	৸০	... ...	১৵০
ত্রৈমাসিক	৷৷০	... ...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ।১০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথিকার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

ফাল্গুন ও চৈত্র সন ১২৮৮ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
ভারতে ব্রিটিস শাসন	২৫
সুরসুন্দরী	৩২
মধুমাস	৫৪
বৌদ্ধধর্ম্ম	৫৫
অবিদ্যা	৬১

ভবানীপুর।

ওরিএণ্ট্যাল প্রেশ।

শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

ভারতে ব্রিটিসশাসন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইংরাজরাজের দুরন্ত ধনতৃষ্ণানিবারণের জন্য কৃতজ্ঞহৃদয় দরিদ্র ভারতবাসিগণ কিরূপে ঘোর ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন আমরা তাহা পূর্ব্ব পত্রে পরিষ্কৃত রূপে বিবৃত করিয়াছি। ব্রিটনবাসিগণ ভারতশাসনভার গ্রহণ করিয়া অবধি ভারতবাসিগণকে আর পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহপূর্ণ লোচনে দৃষ্টি করেন না। স্বার্থপরতার পরিতুষ্টির জন্য কঠোর অত্যাচারেও কুণ্ঠিত হননা। নির্জ্জীব দুর্ব্বল ভারতবাসিগণকে বিপন্ন দেখিয়াও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হননা। তাহাদের দারুণ আর্ত্তনাদে ব্যঙ্গ প্রকাশ করেন। তাহাদের হৃদয়বিদারক কাতর ধ্বনিতে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকেন। এই সমস্ত ইউরোপীয় অমানুষিক ব্যবহারের চিত্র এই পত্রে প্রতিফলিত করিব ও দেখাইব তথাপি দেশীয় কৃতজ্ঞহৃদয় রাজগণ তাঁহাদের উপকার করিতেছেন ও ব্রিটনবাসিগণ তাঁহাদের নিকট কত বিবিধপ্রকারে উপকৃত হইতেছেন।

যাহা কিছু অর্থ ভারত রাজ কোষে সঞ্চিত হয়, সমস্তই ভারতবাসিগণ ব্রিটনবাসিগণের হস্তে ন্যস্ত করেন। ব্রিটিস্‌পার্লিয়ামেণ্টে সেই সমস্ত অর্থের ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। সে ব্যয় নির্দ্ধারিত করিবার জন্য ভারতের একটীও প্রাণী তথায় উপস্থিত থাকে না। ভারতবাসিগণ তাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ব্রিটনবাসিগণ কি করেন? তাঁহারা সেই বিশ্বাসের অপব্যয় করেন। ব্রিটনের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ রাখিতে যে ব্যয়ের প্রয়োজন সে সমস্ত ব্যয়ই তাঁহারা ভারত রাজ কোষ হইতে লইয়া থাকেন। এই দুই সাম্রাজ্যে পরস্পরের সম্পর্ক রাখিতে পরস্পরে যে পরিমাণে উপকৃত হয় সেই পরিমাণে পরস্পরেরই ব্যয়ের ভার সহ্য কবিতে হয়। এই চিরপ্রচলিত ন্যায়ের যুক্তি তাঁহারা স্বার্থপরতার অনুরোধে অমান্য করিয়া ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা দোষে লিপ্ত হন ও ঐ দোষ হইতে পরিষ্কৃত হইবার জন্য আশ্চর্য্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ভারত সাম্রাজ্য হইতে ব্রিটন বাসিগণের এক কপর্দ্দকেরও উপকার নাই তাঁহারা সেই ভারতের জন্য কেন ব্যয় সহ্য করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এ কথা

প্রকাশে যে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে, ভারতের নিকট কত প্রকারে উপকৃত হইতেছেন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সহজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

প্রথমতঃ ব্রিটিস্ বণিক্ ও ব্রিটিস্ শিল্পকার্য্যের উন্নতি। বাণিজ্যই ব্রিটন্‌বাসিগণের লক্ষ্মী। বাণিজ্য না থাকিলে ব্রিটন্‌বাসিগণ যে এই ঊনবিংশতিশতাব্দিতে অসভ্য গারো জাতি অপেক্ষাও হীন থাকিতেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্রিটনবাসিগণের সেই উন্নতিসোপান বাণিজ্য এই জনাকীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যে প্রাচুর্য্য পাইয়াছে। আজ যদি ভারতবর্ষ অন্য কোন রাজার শাসনের অধীন থাকিত তাহা হইলে কখনই ব্রিটনবাসিগণ এত স্বাধীন ভাবে রত্নগর্ভ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে পারিতেন না। নিশ্চয়ই ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়গণ অপেক্ষা বোম্বাইয়ের তন্তুবায়গণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত। যদি আজি ফরাসি আধিপত্য ভারতবর্ষে সংস্থাপিত থাকিত তাহা হইলে কত সহজে ফরাসিরা লাঙ্কাসায়ারের পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষীয় পণ্যশালা হইতে অপসৃত করিয়া স্বীয় দেশজাত নূতন পণ্যদ্রব্যের আমদানি করিত। অধিক কি ভারত সাম্রাজ্যে ব্রিটিস আধিপত্য সংস্থাপন তাহাদের বাণিজ্যের এত অধিক উন্নতির একমাত্র কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব শুদ্ধমাত্র ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে ব্রিটনবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে পর্য্যাপ্তরূপে উপকৃত হইতেছেন। অধিক কি আজ যদি ব্রিটিস্ আধিপত্য ভারত সাম্রাজ্য হইতে বিলুপ্ত হয় আর যদি ব্রিটন বাসিগণ ভারতের নিকট শুদ্ধ এই একমাত্র উপকারে উপকৃত হইতেন তাহা হইলেও যে তাহাদের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয় তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু শুদ্ধ বণিক্ নয় ব্রিটনের কি ধনী কি নির্দ্ধনী কি রাজা কি প্রজা কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকলেই ভারতবর্ষ হইতে উপকৃত হইতেছেন। ব্রিটনের উচ্চশ্রেণীভুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ভারতে রাজ প্রতিনিধি রূপে অধিষ্ঠানও ভারত শাসন লিপ্সা অতি যতনে হৃদয়ে প্রতিপালন করেন। মধ্যবিত্তব্যক্তিগণ ভারতের এক এক অংশের সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম সীমা পর্য্যন্ত ভোগ করেন। এই এক এক অংশ বড় সহজ নহে। পরিধি ও লোক সংখ্যায় এক একটী সমগ্র ফ্রান্সের তুল্য হইবে। কমিসনর, কাউন্সিলর, মাজিষ্ট্রেট, পোলিটিকেলএজেণ্ট, কালেক্টার প্রভৃতি

শত শত উচ্চপদদ্বার ব্রিটনের সমস্ত শ্রেণীর লোকের জন্য উদ্ঘাটিত ও ইহাদিগের আয় করপ্রদ সাধারণ রাজগণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র ব্রিটিস্ সিভিলিয়ান্ এই পর্য্যাপ্ত শস্যপূর্ণ ভারতবর্ষে রাজভোগে প্রতিপালিত হইতেছেন। ব্রিটনের ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এড্‌মিনিষ্টারজেনেরাল, এড্‌ভোকেটজেনেরাল, লিগাল্ রিমেম্ব্রান্সার, ছোট আদালতের জজ্ প্রভৃতি পদপ্রাপ্ত হইয়া অতিস্বল্পদিবসের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করত বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য যদি ভারত সাম্রাজ্যে আজ ব্রিটিস রাজত্ব সংস্থাপিত না থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত মহোদয়গণের মধ্যে অধিকাংশকেই জনসাধারণে মিশ্রিত হইয়া অতিকষ্টে দারিদ্র্যপীড়িত ভারাবহ জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। শুদ্ধ ব্যবহারজ্ঞ পণ্ডিত কেন ভারতে এই যে দ্বাদশ সহস্র চিকিৎসাবিৎ বৃটনসন্তান ভারতবাসিগণের রুগ্নকায় সুস্থ করিয়া তাহাদের ভাণ্ডার শুষ্ক করিতেছেন, আজি যদি ভারতে ব্রিটিস আধিপত্য না থাকিত তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে দশজনও এখানে আসিতেন কিনা সন্দেহ ও তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও মত দেশীয় কবিরাজের মতের উপর আধিপত্য করিত কিনা বলা দুরূহ। অধিক কি বলিব এই ভারতবর্ষে ব্রিটনবাসিগণ ক্ষুদ্র পণ্যব্যবসায়ী হইতে রাজপ্রতিনিধি পর্য্যন্ত নানারূপে অবস্থিতি করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করত স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহাতেও কি ব্রিটন বাসিগণ ভারত সাম্রাজ্য হইতে উপকার বোধ করেন না? ইহাকেও যদি তাঁহারা উপকার না বলেন তবে তাঁহারা উপকার কাহাকে বলেন জানিতে অভিলাষ হয়। ভারতবর্ষে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া এত পর্য্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করেন যে তাহাতেই তাঁহারা রাজভোগে বংশাবলীক্রমে কাটাইতে পারেন। কিন্তু শুদ্ধ তাঁহারা ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট হননা। ইহার পর আবার রাজকর্ম্মচারিগণের মাসহারা আছে। ভারতরাজকোষ সেই সমস্ত মাসহারা যোগাইতেছে। সিভিলিয়ান্ বিলাতে প্রত্যাগমন করিলেন দরিদ্র ভারতবাসিগণের নিকট হইতে তাঁহার সালিয়ানা দশ সহস্র মুদ্রা যাবজ্জীবন পারিতোষিক স্থির হইল। কতটাকা যে এইরূপে সালিয়ানা

মালতী তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতে দিলেন, রোগী ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার সজল-নয়নে ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন।

"মালতি!——কিছু দিন আগে——তুমি——আমায় ভাল বাস——জানিলে——প্রাণখুলে, আমার অনেক দুঃখের——কথা——বলিয়া——হৃদয়ের সহস্র——বৃশ্চিক দংশন হতে নিস্কৃতি—পাইতাম। এই বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, অতি কষ্টে জড়ীভূত স্বরে বলিলেন ;—"এজন্মে হল না। তুমি যদি আমায় ভালবাস——পর জন্মে হইবে।"

এই কথা বলিয়া একদৃষ্টে মালতীর মুখ পানে চাহিয়া থাকিলেন। নিমেষ শূন্য-নেত্র সেই পবিত্র শোভাময় বদন মণ্ডল দেখিতে লাগিলেন।

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য মরিব।" এই কথা শুনিয়া মুমূর্ষু রোগীর ও মুখ প্রফুল্ল হইল। স্নেহ-পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"পারিবে?"

মা। পারিব।

ক্ষণকাল নীরব থাকিতে থাকিতে নবীনকৃষ্ণের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বাক্য জড়িত হইয়া পড়িল, নীল প্রশস্ত নয়ন মালতীর বদনে ন্যস্ত করিয়া বলিলেন "মালতি!—মরি—বড় যাতনা—জল,—"আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। মালতী মুখে জল দিলেন কিন্তু নবীন বাবুর তাহা পান করিবার শক্তি রহিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে নবীনকৃষ্ণ বাবু সংসারের সুখ জলাঞ্জলী দিয়া চিরদিনের মত নয়ন মুদ্রিত করিলে। মালতী আর ডাকিয়া উত্তর পান না। তখন আপনার মাতাকে জাগরিত করিলেন, তাঁহার মাতা অবস্থা বুঝিয়া—কন্যার সাহায্যে ত্বরায় নবীনকৃষ্ণ বাবুকে গৃহের বাহির করিয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করাইলেন। নবীনকৃষ্ণ বাবু সেই অবস্থায়ও মালতীর মুখ পানে চাহিয়া, সেই নবীন বয়সে,—বিদেশে,—পরগৃহে,—অসহায়ে,—একটী বালিকার হৃদয় গ্রন্থি জন্মের মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মালতীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া গগনমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমা মৃত নবীনকৃষ্ণ বাবুকে পুনর্জীবীত করিতে যেন, তাঁহার ম্লান বদনোপরি অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও অভাগিনী

মালতীর ভাগ্য ফিরিল না। মালতী তাঁহার আশা-লতার একমাত্র আশ্রয়, ছিন্নমূল, ভূ—লুণ্ঠিত সহকারের পাদদেশে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

মালতি চিরদিনের মত নবীনকৃষ্ণের সুন্দর মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লও ;—মনশ্চক্ষে উহা দেখিয়া দেখিয়া নীরবে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বীরভূম জেলায়, রাইপুর নামক, একটি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম আছে। তথায় একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। প্রিয়মাধব বাবু তাহার প্রধান শিক্ষক। এক দিন, বেলা প্রায় এগারটা ;—প্রিয়মাধব বাবু অনন্য মনে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। এমন সময়ে সহসা একজন দীর্ঘাকার, স্কন্ধে একটী তাল পাতার ছাতি, হাতে দীর্ঘ যষ্টি, ধূলি ধূময়িত, অঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই প্রথম শ্রেণী। তথায় প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রণামান্তর তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান পূর্ব্বক বাবুর আদেশ অনুসারে, বিদ্যালয়ের ভৃত্যের সহিত স্নান আহারার্থ তদীয় বাসায় গমন করিল।

প্রিয়মাধব বাবু পত্র মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন। নেত্র অশ্রু ভরাক্রান্ত হইল। আর কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পত্র হস্তে দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে পদচালনা করিতে লাগিলেন। পত্র হস্তে আছে কিন্তু আর পড়িতে সাহস হয় না। ভাব ভঙ্গি ও আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন গুরুতর অশুভ সংবাদ ইহাঁর হৃদয় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। নির্জ্জনে বিষণ্ণ বদনে গভীর চিন্তায় মগ্ন। কি সে চিন্তা কে বলিতে পারে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আর কেহ প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে রাইপুরে, দেখিতে পায় নাই। বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত

অধিকাংশেরই একবারের অধিক অন্ন যুটিয়া উঠেনা। জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা কাহাকে কহে তাহা তাহারা জানেনা। যাহাদের শ্রমজাতশস্য হইতে শালিয়ানা তিন চারি কোটী টাকা ভারতেশ্বর করস্বরূপে গ্রহণ করেন তাহাদের প্রকৃত অবস্থার কথা শ্রবণ করিলে প্রতি সহৃদয় ব্যক্তিরই কর্ণ ব্যথিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।' উন্নতি কাহাকে কহে তাহা এখনও ভারতবাসিগণ জানে না। মুসলমানাধিকারের পর তাহারা যে কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা বোধ হয় না। লাভের মধ্যে এইত চক্ষের উপর দেখা যাইতেছে যে ব্রিটিস্ বাণিজ্যের সহায়ে দুর্ভিক্ষ গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ লোককে ইহ লোক হইতে পরলোকে প্রেরিত করিয়াছে। আবার সাধারণ বিজেতৃ মহোদয়গণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে ভারতবাসিগণ ব্রিটনবাসিগণের স্বার্থ-পরতার দাসরূপে অবস্থিতি করিবে ও ব্রিটিসসিংহের উপকারের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে * তবে ভারতবাসিগণের শান্তি কোথায়? কোথায় তাহাদের উন্নতি? হায়রে ব্রিটনবাসিগণের সেই স্নেহপূর্ণ উদার অন্তঃকরণ কোথায়? ভারতেশ্বরী বা পার্লিয়ামেণ্ট সভা দীন ভারতবাসিগণের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না তাই ভারতে এত অশান্তি, তাই ভারতের এত অধোগতি ও তাই ভারতের অবস্থা এত সঙ্কুল ও ভয়ানক। পলাশির যুদ্ধের পর বিশ বৎসর ধরিয়া হতভাগ্য ভারতবর্ষ লুণ্ঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শালিয়ানা এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষ হইতে লুণ্ঠন করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন অপরাপর সাধারণ বিজেতৃ পুরুষগণ যে কত টাকা ভারতবর্ষ হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে?†

ইহাতেও কি ব্রিটনবাসিগণ ভারতের নিকট উপকৃত স্বীকার করেন না? ধন্য ব্রিটনের কৃতজ্ঞতা! তাঁহাদের নিকট ভারতবাসিগণ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ!!

---

* Shore's Letters on Indian Affairs, Vol. II.

† Vide Ninth Report 1873 pp. 14—27. Bolt's 'Indian Affairs' ; Dow's 'Introduction to History of Hindoostan'. Lord Clive's Letters' '—Appendix to Third Report 1773'.

ব্রিটনবাসিগণ যে ভারতের নিকট হইতে উপকৃত হইতেছেন ইহা অপেক্ষা আর ভারতের আনন্দের কথা কি আছে? যতই কেন উপদ্রব করুন না; ভারতবাসিরা যে শান্তভাবে সহ্য করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের মনের উচ্চতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতেছেনা। তাঁহারা তাঁহাদের মনের উচ্চতা প্রকাশের যে এমন সুন্দর সুযোগ পাইতেছেন তাহাও তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। ব্রিটনবাসিগণ যত পারেন অত্যাচার করুন ভারতবাসিগণ আপনারা শান্তভাবে সহ্য করিয়া যান। চিরকাল একভাবে কখনই যাইবে না। এমন দিন আসিবে যেদিন ব্রিটনবাসিগণের হিতাহিত জ্ঞান স্বতই উত্তেজিত হইবে। এই সমস্ত উপদ্রবের অনুশোচনা আপনা হইতেই করিবেন ও বিরলে নিজ নিজ হৃদয়ের অভিরুচিকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে কথা যাউক ব্রিটনবাসিগণের অত্যাচার স্বার্থসাধনের জন্য বুঝিলাম যে ভারতের স্বার্থ হানিতে বৃটনের স্বার্থ সাধিত হইল তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু ইংরাজভক্তিপরায়ণ নির্জীব দুর্বল ভারতবাসিগণকে বিপন্ন দেখিয়া স্বার্থহানির সম্ভাবনা না থাকিলেও বৃটিসসিংহ তাহাদের রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেন না কেন আমরা বুঝিতে পারি না। তাহাদের হৃদয়-বিদারক কাতরধ্বনিতে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কেন থাকেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সত্য ভারতে যখন দুর্ভিক্ষাগ্নি প্রজ্বলিত হয় বৃটিসসিংহ স্বীয় রাজকোষ হইতে প্রচুর অন্ন বৃষ্টি করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। রোগ-গ্রস্ত ভগ্ন জরাজীর্ণ দরিদ্রশরীরের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় খুলিয়া রাখিয়া-ছেন। দীন দরিদ্রগণের নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের কিছুমাত্র ব্যয় লাগেনা সমস্তই সত্য। কিন্তু ইহাতে কি দরিদ্র ভারতবাসিগণের প্রতি ব্রিটনবাসিগণের সহানুভূতি করা হইল? ব্রিটিসসিংহের সহানুভূতি কি এত ক্ষুদ্র! এত সামান্য! যাহার অভাবে ভারতবাসী নির্জীব, নিরুৎসাহ, অল্পায়ু, ভগ্নকায় হইয়া পড়িতেছে। কৈ ব্রিটিস-রাজচক্রবর্ত্তী সে অভাব বিদূরিত করিতে একবারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন না কেন? যাহার অভাবে প্রতিবঙ্গবাসিগৃহ এক একটী শ্মশানবৎ ধূ ধূ করিতেছে সে অভাব মোচন করিতে ব্রিটিসরাজ হস্তপ্রসারণ করেন না কেন? যথায় নিঃসহায়া অনাথিনী কুলীনকামিনীর নীরব অশ্রুপতন অথবা পতিবিয়োগবিধুরা বাল-

বিধবার নিদারুণ আর্ত্তনাদ তথায় ব্রিটিসসিংহ তোমার করুণাময় অপত্য-স্নেহ নাই কেন?

ক্রমশঃ—

সুরসুন্দরী।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণচন্দ্র।

সিদ্ধগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পূর্ণবাবু আপন বৃহৎ অট্টালিকার এক কক্ষে কেদারায় বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে টেবিলের উপর কয়েক-খানি চিঠি, মসীপাত্র, লেখনী ও কাগজ রহিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট বাবুর আপাদমস্তক বহুমূল্য শালে আচ্ছাদিত। তিনি গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন।

বাবুর সম্মুখস্থ ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ৯টা বাজিল। একজন পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল "বাবু আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আসুন। আর অধিক রাত্রি করিবেন না।" বাবু অন্যমনে কহিলেন "যাও যাইতেছি।" পরিচারিকা চলিয়া গেল। বাবু কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। একখানি পত্র লেখা সাঙ্গ হইল। পরে আপন পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করিয়া তাহাতে এইরূপ লিখিলেন।

"১৮৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ছদ্মবেশে মেলা দেখিতে গেলাম। মেলা দেখিতে গিয়া একটী রমণীর অলৌলিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ঐ রমণীকে মন্দির মধ্যেই দেখিলাম। তাহার সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার পর দেবালয়ের পূজকের অনুযায়ী হইয়া তাঁহার গৃহে গেলাম। পথে দস্যু আক্রমণ করিল। একজনকে আহত করিলাম। নিজে প্রায় অক্ষত রহিলাম। ২৭এ জানুয়ারী অপরাহ্ণে সহসা একখানি অতি প্রয়োজনীয় পত্র পাইয়া অধিকারীকে না বলিয়াই ত্বরিতপদে আসিয়া নৌকা ভাড়া করিয়া সিদ্ধগঞ্জ আসিলাম। অধিকারীর নাম দামোদর শাস্ত্রী।"

পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পূর্ণবাবুর পকেট বুক বা সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী। পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে বীরমূর্ত্তি যুবাপুরুষই এই পূর্ণ বাবু।

পূর্ণবাবু টেবিলের ড্রয়্যার খুলিয়া তন্মধ্যে কাগজ পত্রাদি ও পকেট বুক রাখিয়া চাবি দিলেন। এমন সময়ে কেহ তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। তিনি পশ্চাতে চাহিলেন। কি দেখিলেন? রূপের প্রভায় গৃহ আলো করিয়া বিকসিত গোলাপ পুষ্প শোভা পাইতেছে। সদ্যঃপ্রফুল্ল গোলাপ-সদৃশ কমনীয়া, রূপলাবণ্যশালিনী, যৌবনমদমাদিনী, বিলাসিনী দুর্গাবতী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। দুর্গাবতী কে? জানিতে পাঠকমহাশয়ের ইচ্ছা হইতে পারে।

কিন্তু থাক—সে কথায় আর কাজ নাই। দুর্গাবতী বলিলেন মেজো বাবু, এখনও কি আপনার আহারের সময় হয় নাই? ভাত যে শুকাইয়া গেল। পূর্ণবাবু কহিলেন হাঁ চল যাই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দু। না—আমি এইখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করি। আপনি যান। তথায় আপনার ভগিনী ও পাচিকা উভয়েই আপনার জন্য বসিয়া আছেন।

পূ। না—তোমাকে যাইতে হইবে তুমি কাছে না বসিলে আমার আহার হইবে না।

দু। আজিকার দিন আমাকে ছুটী দিন্। আমি আপনার কেদারায় বসিয়া আপনার ন্যায় খবরের কাগজ পড়িব বড় সাধ হইয়াছে।

পূর্ণবাবু হাসিলেন। আস্তে আস্তে দুর্গার পৃষ্ঠে একটী চপেটাঘাত করিলেন। পরে বলিলেন আচ্ছা আজ তুমি পূর্ণচন্দ্র হও। আমি ও দুর্গাবতী হইয়া খাবার ঘরে যাই। তুমি আমাকে দুর্গাবতী সাজাইয়া দাও। দুর্গাবতী পূর্ণবাবুর গায়ের শাল খুলিয়া হাসিতে হাসিতে আপনি গায়ে দিলেন। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আপনার গায়ের কাপড় পূর্ণ বাবুর গায়ে দিলেন। পূর্ণবাবু কহিলেন "এখন তুমি সন্তুষ্ট হইলে?"

দু। না—আপনার জুতা, ষ্টকিং ও টুপি সকলি খুলিয়া দিন্ পূর্ণবাবু হাস্য-বদনে ক্রমে ক্রমে সকলি খুলিলেন। আপনি দুর্গার মস্তকে টুপি পরাইয়া দিলেন। পরে মোজা পরাইতে চেষ্টা করিলেন। দুর্গা বারণ করিয়া কহিলেন না

আপনাকে আমার পায়ে হাত দিতে দিব না। আমি নিজে পরিতেছি। পূর্ণবাবু কহিলেন 'তবে দিবনা।' দুর্গাবতী পূর্ণবাবুর হাত হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। পূর্ণবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন স্বীকারকর, আমি পরাইয়া দিব। নতুবা সকলি খুলিয়া লইব। আমার চেয়ারে বসিতে দিবনা। খবরের কাগজ পড়িতে দিবনা। ভাত খাইতে যাইব না। এবং মনে মনে তোমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইব।" দুর্গাবতী হাসিলেন। কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন আচ্ছা। আপনিই পরাইয়া দিন্। আমি স্বীকার করিলাম। এখন আপনি সন্তুষ্ট হইলেন? পূর্ণবাবু হাসিতে ২ ষ্টকিং ও জুতা পরাইয়া দিলেন। দুর্গাবতী কহিলেন ঘড়ী ও ঘড়ীর চেইন? পূর্ণবাবু উচ্চহাস্য করিলেন। পরে আপনার বক্ষঃস্থল হইতে ঘড়ী ও ঘড়ীর চেইন লইয়া, দুর্গাবতীর হস্তে দিলেন। দুর্গাবতী ঘড়ী লইয়া সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিলেন এবং চেয়ারে বসিলেন। পূর্ণবাবু তখন হাতযোড় করিয়া কহিলেন Sir, please let me go out. দুর্গাবতী উচ্চ হাস্য করিলেন। পূর্ণবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আজি বাঙ্গালিগণ দেখুক কিরূপে স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিতে হয়।

সহসা তাঁহাদের আমোদ প্রমোদ ভঙ্গ হইল। একজন শীতল কান্তি যুবাপুরুষ সেইগৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্ণবাবু পরম চতুরের ন্যায় তাঁহার হাত ধরিয়াই বাহিরে লইয়া গেলেন এবং সেই বেশেই কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যেঘরে আহার করেন সেই ঘরেই লইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে অপরিচিত যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাবুটী কেদারায় বসিয়া রহিয়াচেন, উনি কে? পূর্ণবাবু মনে মনে হাসিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন উহাঁর নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি আমার সম্পর্কে ভ্রাতা হয়েন। কল্য দেশহতে এসেছেন। অপরিচিত যুবা তাহাই বুঝিলেন। বাস্তবিক তিনি রহস্য বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই অপরিচিত যুবা পূর্ণবাবুর নিমন্ত্রিত। তিনি ইহাঁর আগমন বিষয়ে হতাশ হইয়া ছিলেন। এক্ষণে ইহাঁকে পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন। উভয়ে একত্রে বসিয়া নানা গল্প করিতে করিতে আহারাদি করিলেন। পূর্ণবাবুর ভগিনী, পাচিকা উভয়েই বাবুর শূন্যপদ ও অন্যবেশ দেখিয়া বড়ই

বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু কিছুই কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। নিমন্ত্রিত যুবা হীরালাল বাবুও পূর্ণবাবুর শূন্যপদ ও ভিন্নবেশ দেখিয়া প্রথমে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু আহারাদি হইলে যখন তাঁহারা বাহির বাটীতে আসিয়া একটী গৃহে গিয়া বসিলেন, তখন হীরালাল বাবু কহিলেন, পূর্ণবাবু, তোমায় শূন্যপদ দেখিতেছি কেন? পূর্ণবাবু হাসিয়া কহিলেন পায় একটা ক্ষত-আছে, সেই জন্য জুতা পরি নাই। যুবা পূর্ণের হাসিমুখ দেখিয়া সন্দেহ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপ ক্ষত দেখি পূর্ণবাবু বলিলেন আর ক্ষত দেখিয়া কাজ নাই। বসুন আমি জুতাপায়ে দিয়া গায়ের কাপড় লইয়া আসি। বলিয়াই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে স্মরণ হইল অন্যমনস্কতাবশতঃ ড্রয়্যারের চাবী ফেলিয়া আসিয়াছেন। তখন দ্রুতপদে যে ঘরে দুর্গাবতী ইয়ুরোপীয় মহিলার ন্যায় চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, সেইঘরে প্রবেশ করিলেন। যাইয়া দেখিলেন—কি দেখিলেন?—সর্ব্বনাশ! দুর্গাবতী ড্রয়ার খুলিয়া চিঠি পত্রাদি ও পকেট বুক লইয়া একতানমনে দেখিতেছেন। সম্মুখে স্ফাটিক সমাদানে স্নিগ্ধ আলোক জ্বলিতেছে। তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও দুর্গাবতী জানিতে পারিলেন না এতদূর অন্যমনস্কতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পত্র।

দামোদরশাস্ত্রী বহির্ব্বাটীর দালানে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। নিকটে ভগবান্ বসিয়া খড়কাটিতেছে। দালানের অর্দ্ধাংশ বিচালিতে পরিপূর্ণ থাকায় দামোদর শর্ম্মা উহার একপার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র আসনপাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। সহসা তিনি সম্মুখে চাহিয়া আপনা আপনি মস্তক নাড়িতে লাগিলেন। অবিলম্বে একজন ডাকহরকরা দালানে প্রবেশ করিল। ব্যাগহইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া দামোদরের হস্তে দিল। দামোদর চিঠি পাইয়া হৃষ্ট ও চিন্তিত হইলেন। পত্রবাহক হুঁকা প্রার্থনা করিল। দামোদর তাহাকে চিনিতেন—কিন্তু তিনি কোন্ জাতীয় তাহা জানিতেন না। সন্দিগ্ধ চিত্তে সভ্রুভঙ্গে কহিলেন আপনি কি ব্রাহ্মণ?

পত্রবাহক। আজ্ঞা হাঁ

দা। কোন্ শ্রেণী ?

প। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

দা। কোন্ গোত্র ?

প। শাণ্ডিল্য।

দা। আদি বসতি কোথায় ?

পত্রবাহক কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তা বলিতে পারিনা। এত খবরে প্রয়োজন কি ?"

দা। হুঁকা পাইবেন না

প। কেন ?

দা। কেন আবার কি ? তুমি ব্রাহ্মণ নও—ব্রাহ্মণ হইলে অবশ্যই ইহার উত্তর দিতে পারিতে।

প। সকলেই কি আদিবসতিস্থান মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। কি আপদ ! এমন গ্রহে মানুষে পড়ে না।

দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন ব্রাহ্মণের সন্তান হইলে অবশ্যই তাহার মুখস্থ থাকিবেক।

প। আপনাকে নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে বামুনের মত দেখিতেছি। ও সকল বিচার কি আজ কাল আর আছে ? (ক্রুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি)

দা। নাস্তিক—পাষণ্ড—ব্যল্লীক !

প। (সক্রোধে) মহাশয় গালী দিতেছেন কেন ? আমি কি আপনার বাড়ী বিয়ে করিতে এসেছি যে চৌর্দ্দপুরুষের খবর দিব ?

দা। কি বল্যে ? যত বড় মুখ তত বড় কথা ?

প। আমরা মশায় গবর্ণমেণ্টের চাকর, কোন বেটাকে ভয় করি না।

দামোদর আরক্তচক্ষে দাঁড়াইলেন। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া কহিলেন 'দূর হও পাষণ্ড, নাস্তিক, আমার এ দেবালয় হইতে দূর হও।' পত্রবাহক বাক্য ব্যয় না করিয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে শাসাইতে শাসাইতে তাঁহার নামে নালীশ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া গেল। পত্রবাহক চলিয়া গেলেও দামোদর অনেকক্ষণ মনের সাধ

মিটাইয়া গালি দিলেন। পরে ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম হইল। তখন, মনে মনে ভীত হইলেন। পত্রবাহক গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য পাছে তাঁহার নামে কোন অভিযোগ আনে। হঠাৎ রাগ করিয়া, গালি দিয়া ভাল কাজ করি নাই। কেমন স্বভাব খপ্ করে রাগ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর ব্রাহ্মণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্নান আহ্নিক ও শালগ্রামশিলা যথাবিধি পূজা করিলেন। অন্ন প্রস্তুত হইলে দেবতাকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং আহারে বসিলেন। কিন্তু অন্যদিনের মত স্ফূর্ত্তির সহিত আহার করিতে পারিলেন না। ভীত ও বিরক্তচিত্তে আহার করায় ভোজনে ভাল তৃপ্তি হইলনা। যাহাহউক ব্রাহ্মণ আহারাদি করিয়া গিয়া আপন শয্যায় শয়ন করিলেন। পত্রবাহকদত্ত চিঠিখানির অতি কষ্টে মোড়ক খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। উহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

সিদ্ধগঞ্জ।
৫ই চৈত্র ১২৮৭ সাল।

শাস্ত্রী মহাশয়,

যে অপরিচিত যুবা একদিন আপনার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, পরে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনাকে না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি সিদ্ধগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আপনি বলিতে পারেন, মাঘীপূর্ণিমার দিন, আনন্দময়ীর মন্দিরাভ্যন্তরে তিনি কোন্ স্ত্রীলোককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ? যদি এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইতে পারেন, আপনাকে দুইটী সুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিব। এ পত্র কাহাকেও দেখাইবেন না কিম্বা একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, আমার এই প্রার্থনা। আমার ঠিকানা নিম্নে লিখিলাম।

শ্রীমতী দুর্গাবতী দেবী।
সিদ্ধগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণবাবুর নিকট
পৌঁছিলে উক্ত ব্যক্তি পাইবেন।

পত্রপাঠ করিয়া দামোদর শর্ম্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। প্রথমতঃ সকলই তাঁহার নিকট ইন্দ্রজালবৎ প্রতীত হইল। অনেক চিন্তারপর মাঘীপূর্ণিমার সেইরাত্র, পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া, যুবক কর্ত্তৃক চৈতন্য-লাভ, আহত দস্যুকে বটবৃক্ষমূলে হস্তপদবদ্ধ অস্থায় দর্শন, পরদিন দালানে বসিয়া অপরিচিত যুবার সহিত কথোপকথন সকলি একে একে স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। কিন্তু যুবার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল না। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পাঠকমহাশয় হয়ত আমাকে মনে মনে কতই তিরস্কার করিতেছেন। যে ব্যক্তি জীবনদাতাকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যায় এবং তাহার কথাবার্ত্তা এত শীঘ্র বিস্মৃত হয়, তাহার চিত্র অবশ্যই পাঠকমহাশয়ের বিরক্তি-উত্তেজক হইতে পারে। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল সভ্য ভব্য মান্য মহাত্মারা মধ্যে মধ্যে জন্মদাতা পিতার নাম বিস্মৃত হয়েন, তাঁহাদিগকে কি বলিব?

কিন্তু অধিকারী পঞ্চাশৎবর্ষীয়, মস্তিষ্কের পীড়াযুক্ত, সর্ব্বদাই দেবকার্য্যে বিনিবিষ্ট, অনুক্ষণ ভ্রান্তচিত্ত বলিয়া ক্ষমাই হইতে পারেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভগবান।

বেলা দুই প্রহরের সময় বালক ভগবান্ একাকী সিদ্ধগঞ্জের বড় রাস্তা ধরিয়া চলিতেছে। চৈত্রমাসের রৌদ্রে বালকের আপাদ মস্তক ঘামিয়াছে ছাতা নাই—মাথায় গামছা বাঁধিয়াছে। হাতে একখানি পত্র আছে। পত্র খানির শিরোনামা দেখা যাইতেছে।

বোধ হয় পত্রবাহকের সহিত বিবাদ হওয়ায় শাস্ত্রী মহাশয় ডাকে চিঠি পাঠাইতে সাহস করেন নাই। তজ্জন্য ভগবানের হাতে দুর্গবতীর নামে চিঠি পাঠাইয়াছেন।

পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে দামোদর শাস্ত্রী দুইটী সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির আশ্বাসেই এত শীঘ্র পত্রের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রা প্রাপ্তি

বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহও ছিল। এজন্য বালক ভৃত্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে মুদ্রা না পাইলে প্রত্যুত্তর পত্রী কাহাকেও দিবে না।

বেলা আন্দাজ ১টার সময় যাদব পূর্ণবাবুর ভৃত্য তাঁহার বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। স্বপ্নে দেখিতেছিল, যেন সে সিদ্ধগঞ্জের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। যেন একটী রূপবতী কামিনী তাহার পদসেবা করিতেছে। সে যেন আলবেলায় মুখ দিয়া মহানন্দে ধূমপান করিতে করিতে আদালতের মোকর্দ্দমা লইয়া গভীর চিন্তা করিতেছে।

এমন সময় তাহার একজন সহযোগী আসিয়া তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিল শালার পো ঘুমাচ্চে দেখ। শালা যেন মুলুকের বাদ্‌সা, 'এমনি ভাবে শোয়া হয়েছে'। নিদ্রিত ভৃত্য ঐ সকল শুনিতে পাইতেছিল কিনা বলা যায় না সে অর্দ্ধজাগরিত হইয়া কহিল 'পরাণ, আর তোমার পদসেবা কোত্তে হবে না —তুমি শোও, তোমার কোমল হাতে নাজানি কত বেজেচে। সহযোগী হাসিয়া উঠিল। সে তামাক সাজিতে সাজিতে নিদ্রিত ভৃত্যের মুখের দিকে যতই চাহিতে লাগিল, ততই হাসি বাড়িতে লাগিল। তামাক সাজিয়া আপনি খাইয়া নিদ্রিত ভৃত্যের হস্তে হুঁকা দিয়া কহিল 'আপনি তামাক ইচ্ছা করুন'। ভৃত্য অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় বিবেচনা করিল যে তাঁহার যাদব চাকর সত্য সত্যই তাঁহাকে তামাক দিল। বাবু আলবোলার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র হুঁকা দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধবিকম্পিতস্বরে কহিলেন পাজী, নচ্ছার, তুই যবনদের হুঁকা আনিয়া আমাকে তামাক খাইতে দিতেছিস্? হারামজাদ্ তোকে পঞ্চাশ জুতা মারিব। বলিয়াই যেমন ক্রোধভরে উঠিতে যাইবে, অমনি তাহার দেহ লাগিয়া মাধব ভৃত্যের হস্তস্থ হুঁকা পড়িয়া গেল। কিয়ৎ পরিমাণ দুর্গন্ধজল উত্থায়মান চাকরের মুখে ও চক্ষে পড়িয়া গেল। কয়েকখান জ্বলন্ত অঙ্গার তাহার বক্ষদেশে পতিত হইল। সে জাগরিত হইয়া পদসেবাকারিণীর পরিবর্ত্তে হীনবর্ণ চাকর ও আলবোলার পরিবর্ত্তে হুকা দেখিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল। পরে বক্ষদেশে অগ্নির পতনে সম্যক্ চৈতন্যলাভ হইলে, অগ্নি ও ছাই সকল ঝাড়িয়া ফেলিল। মুখ ও চক্ষু পরিহিত বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেলিল। তখন আপনার পূর্ব্ব অবস্থার সহিত এখনকার অবস্থার সমালোচনা করিয়া মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব

করিল। পরক্ষণেই বক্ষের উপরিস্থ চর্ম্ম জলিতে লাগিল। তখন যাদব আপনবক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, বুকের দুই তিন স্থল অল্প দগ্ধ হইয়াছে। একে অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল, তাহাতে আবার বাহ্যিক প্রদাহে চাকর বাবু বড়ই কাতর হইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, কেহই সে ঘরে নাই। মেদো চাকর ইতিপুর্ব্বেই পলাইয়াছিল। সুতরাং অগ্নি ও হুঁকা কে তাহার নিকট ফেলিয়া গেল, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। পরক্ষণেই স্মরণ হইল, গৃহমধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়াছিল। নিদ্রিত অবস্থায় এইরূপ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কে সে? পরে স্থির করিল, এ নিশ্চয়ই রহস্যপ্রিয় মেদোর কায। এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিতেছে, এখন সময়ে পাঠকমহাশয়ের সুপরিচিত বালক ভগবান্ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই ক্রুদ্ধ ও যন্ত্রণাযুক্ত অবস্থায় যাদব চাকর সহসা একজন অপরিচিত কৃষ্ণকায় বালক দেখিয়া যারপরনাই রাগিয়া উঠিল। একবার সন্দেহ ও করিল, যে এই বালক, হয়ত, কাহারো পরামর্শে আমাকে এরূপ ক্লেশ দিয়াছে।

বালক ভগবান এসকল ব্যাপার কিছুই জানে না। সে চাকর বাবুর ক্রুদ্ধলোচন দেখিয়া সহসা কিছু বলিতে সাহস করিল না। চাকর বাবু তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া রাগতস্বরে কহিল 'তুই শালা আমার গায়ে আগুণ ফেলিয়া দিয়াছিস্—শালা আবার ভালমানুষেরমত দেঁড়্য়ে আছে দেখনা।' বলিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিল।

নির্দ্দোষী ভগবান্ কিছুই জানে না। ভগবান্ তাঁহাকে নিরীহ প্রকৃতি করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। সে ভয়ে গদ্গদকণ্ঠে যোড়হস্তে কহিল, 'মশায়, আমি কিছুই জানিনা আমি এইমাত্র আসিতেছি।' যাদব। এইমাত্র আসিস্ আর যখন আসিস্, আমার কাছে পার পাইবিনা আমি তোকে পঞ্চাশ জুতা মারিব। শালা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার গায়ে আগুণ ফেলিয়া দিস। তুই জানিস্ না, আমার নাম যাদব শর্ম্মা।

এ যন্ত্রণার সময়ে যে সেই তাহার গাত্রে অগ্নি নিক্ষেপ অপরাধে অপরাধী চাকর মহাশয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এবং যে সেই তাহার প্রতিফল প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। বালক ভগবান্ পুনরপি

কহিল 'আজ্ঞে আমার কোন দোষ নাই। আমি অধিকারী মহাশয়ের বাটী হইতে আসিতেছি। এখনও আমার খাওয়া দাওয়া হয় নাই।' যাদব কহিল 'শালা, তুই কেন আমার বৈঠকখানায় ঢুকিলি? তোকে থানায় ধরাইয়া দিব। হারামজাদ্ বদমাস্ জুয়াচোর'।

বালক ভগবান্ ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নিষ্ঠুর চাকরের মনে দয়ার পরিবর্ত্তে অন্য একভাবের উদয় হইল। সে কহিল তোর বাড়ী কোথায়? ভগবান্ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল 'আজ্ঞে রাধানগরে।'

যাদব। এখানে কেন আসিয়াছিস্?

ভগবান। এই চিঠি খানি দিতে।

যাদব। কাহাকে দিবি।

ভগবান। পূর্ণবাবুর বাড়ীর কোন স্ত্রীলোককে। এই চিঠির উপর তাঁহার নাম লেখা আছে। আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি।

যাদব। দেখি আমার হাতে দে।

নিরীহ ভববান চাকরবাবুর হাতে চিঠি দিল। বলা বাহুল্য যাদব চাকর বর্ণজ্ঞানশূন্য। সে কিয়ৎক্ষণ পত্রের উপরিভাগে নেত্রপাত করিয়া কহিল, হাঁ—আমারি পরিবারের নামে বটে।

ভগবান। আপনার নাম কি পূর্ণ বাবু?

যাদব। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ।

ভগবান। যিনি এ পত্র লইবেন, তাঁহাকে দুইটী মোহর দিতে হইবে। অধিকারী মহাশয়ের এরূপ আজ্ঞা আছে।

চাকর হাসিয়া উঠিল। বলিল তোমার অধিকারী পাগল হইয়াছে। তাহাকে শীঘ্র পাগ্লা গারোদে পাঠাইয়া দিব। আর তোমাকেও অল্পে ছাড়িব না। তোমার ১০ টাকা জরিমানা করিলাম।

ভগবান শুনিয়াছিল পূর্ণবাবু হাকিম—যা ইচ্ছা করিতে পারেন। অতএব সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল মহাশয় আমি গরিব মানুষ। মাস অন্তর একটী টাকা মাহিনা পাই। আমি কোথা থেকে ১০ টাকা দিব? বলিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। চাকরবাবু সময় বুঝিয়া কহিল, শালা তোকে এখনি দিতে হইবে। ভগবান আরো কাঁদিতে লাগিল। তখন যাদব

কহিল, আচ্ছা তোর কাছে যা আছে সকলি দে—তাহলে তোকে আপাতত খালাস দেব—না হলে এখনি গারদে পূরিব। ভগবান রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে অধিকারী মহাশয় আমাকে জল খাইতে এই চারিটী পয়সা দিয়াছিলেন আমার নিকট একটী পয়সা ছিল, তাহাতেই দোকান হইতে মুড়ী কিনিয়া খাইয়া আসিয়াছি, বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চাকর মহাশয় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন "আচ্ছা যা আছে, আপাতত তাই দে।" বালক কাঁদিতে কাঁদিতে আন্তরিক যন্ত্রণার সহিত বহু আদরে রক্ষিত চারিটী পয়সা দিল। চাকর পয়সা চারিটী আত্মসাৎ করিল। পাছে অপর কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায় কহিল 'শীঘ্র চলিয়া যা, না হলে তোর বিপদ ঘটিবে।' বালক ভগবান্ যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠহার।

দুর্গাবতী আপনকক্ষে পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। নীচে একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া পান সাজিতেছেন। উভয়ে চুপ করিয়াছিলেন না মধ্যে২ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। দুর্গাবতী হাঁসিয়া কহিলেন, এবম্প্রকার ঘটনা বুঝ্লেন মহাশয়। তাঁহার বিশুদ্ধ সাধুভাষা শুনিয়া তাম্বুলরচনাকারিণী উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি ভাই, তোমার সঙ্গে সাধুভাষায় কথা কহিতে পারিব না আমায় ক্ষমা কর।

দুর্গা। ক্ষমা কাহাকে বলে আমি জানিনা ক্ষমা আমার ব্যবসা নয়।

অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক কহিলেন 'কেন তুমি কি দুর্ব্বাসা?'

দুর্গা। নয় কেন? দুষ্ট অর্থাৎ মন্দ, বাস অর্থাৎ কাপড় যে স্ত্রীলোকের সেই ত দুর্ব্বাসা দেখ আজ্ আমি ময়লা কাপড় পরিয়াছি অতএব আমাকে দুর্ব্বাসা বলিতে পার।

তাম্বুলহস্তা সুন্দরী কথার কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'যাক্ ওকথা যাক্ তার পর কি হলো?'

দুর্গা। তার পর তোমার দাদা যে এসে আমার পেছোনে দাঁড়্য়ে আছেন, তা আমি আদতে টের পাই নাই। কিন্তু তখন আমার সব পড়া হয়ে গেছে। আমি একখান বাজার হিসাবের খাতা নিয়ে তখন দেখ্তে-ছিলুম। ওঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল আমি সকলি দেখিয়াছি কিন্তু সে সন্দেহ আমি অনেক কৌশলে ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, যে তাম্বুলরচনাকারিণী পূর্ণবাবুর সহোদরা। নমি প্রসাধিকা।

প্রসাধিকা এসকল কথায় কাণ দিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি ব্যস্তভাবে উঠিয়া গবাক্ষপার্শ্বে গমন করিলেন। পরে কহিলেন দেখ ভাই, একটী ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদ্চে। দুর্গাবতী উঠিয়া গবাক্ষসন্নিধি যাইলেন। প্রসাধিকা কহিলেন, অনেকক্ষণ অবধি কান্না শুনিতে পাচ্চি কিন্তু তোমার গল্প ফেলিয়া উঠিতে পারি নাই।

দুর্গা। সত্য বলিতেছি, ছেলেটীর কান্না দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে।

প্রসা। আমারও কি হচ্চেনা?

দুর্গা। ও কেন কাঁদ্চে জানিস্?

প্রসা। না।

দুর্গা। এস ওকে বাড়ীর ভিতরে আস্তে বলি।

প্রসা। না ভাই দাদা এসে শুন্তে পেলে বক্বেন।

দুর্গা। সে দায় আমার তোমার কি?

প্রসা। তবে ডাক। কিন্তু কুলের বউ হয়ে এখান থেকে চেঁচাবে কি করে? তোমার কি লজ্জাভয় নেই?

দুর্গা। কেন ইসারা করে ডাকিব।

প্রসাধিকা চুপ করিলেন। দুর্গাবতী হস্ত-সঙ্কেতে বালককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরীহ-প্রকৃতি বালকের দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে ছিল না, সুতরাং সে জানিতে পারিল না। দুর্গাবতী একটু ভাবিয়া গবাক্ষনিম্ন হইতে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড বহুসন্ধানে সংগ্রহ করিয়া বালককে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ

করিলেন। ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড বালকের পাদদেশে পতিত হইল। অপর কেহ জানিতে পারিল না। কিন্তু বালক ঊর্দ্ধে চাহিল।

বালক সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াও সহসা সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। কিন্তু দুর্গাবতীর সকরুণ দৃষ্টি, অমায়িক ভাব দেখিয়া, নির্ব্বোধ বালকেরও চিত্ত দ্রব হইল। সে কিছু পরে দুর্গার সঙ্কেতানুসারে খড়কীদ্বার দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। দুর্গাবতী উপর হইতে দ্রুতপদে নীচে আসিলেন। প্রসাধিকাও তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ আসিল। দুর্গাবতী নীচে আসিয়া বালকের হস্তে কিছু খাবার দিলেন। বালক দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দুর্গা কহিলেন তোমার কি খাওয়া হয়েছে?

বা। না।

দু। তবে আমার সঙ্গে এস আগে তোমাকে আহার করাই পরে তোমার সকল কথা শুনিব।

বালক পরম হৃষ্টচিত্তে দুর্গার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দুর্গা তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটী সুসজ্জিত পরিষ্কৃত গৃহমধ্যে গেলেন। বালক হাঁ করিয়া ঘরের শিল্পপারিপাট্য ও বৃহৎ বৃহৎ ছবি সকল দেখিতে লাগিল। দুর্গাবতী দ্রুতপদে একখানি পাত্রে করিয়া অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন সাজাইয়া আনিয়া বালকের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন 'বস আহার কর'। দুর্গা বালকের হস্তে যে মেঠাই দিয়াছিলেন, সে এখনও তাহা খায় নাই। বালকের আহারের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও সে ভয়প্রযুক্ত লোভ সম্বরণ করিয়াছিল। দুর্গাবতী বুঝিয়া কহিলেন "ভয় কি?—হাতের গুগুলি আগে খাইয়া ফেল, পরে ভোজন কর। এখানে কেহ তোমাকে কিছু বলিবেনা আমিই এ বাড়ীর কর্ত্রী।"

বালক তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দুর্গা কহিলেন "কাঁদ্‌চো কেন? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে?" বালক সে কথায় উত্তর না দিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল "আপনি আমাকে এত যত্ন করিতেছেন কেন? আপনি আমার কে হন্?"

দুর্গা। আজি হইতে আমি তোমার মা হইলাম। তোমার কি মা আছে?

বা। আছেন।

দুর্গা। তবে আমি তোমার আর এক মা হইলাম। এখন হইতে তোমার দুই মা হইল। তুমি আহারে বস।

বালক সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া হস্তের মেঠাই ভক্ষণ করিয়া আহারে বসিল। দুর্গাবতী জননীর ন্যায় তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। বালক অতিশয় হৃষ্টমনে আহার কার্য্য শেষ করিলে দুর্গাবতী তাহাকে মুখ প্রক্ষালনার্থ জল ও পরে তাম্বূল আনিয়া দিলেন। বালক আচমন করিল, কিন্তু তাম্বূল লইল না।

বালক প্রশস্ত দালানে সুখে উপবেশন করিল। দুর্গাবতী প্রসাধিকাকে লইয়া তথায় আসিলেন, বালককে জিজ্ঞাসিলেন "তোমার বাড়ী কোথায়?"

বা। রাধানগর।

দু। তোমার বাপ আছেন?

বা। না অধিকারী মশাই আছেন।

দু। তিনি কে?

বা। আমার মনিব।

দু। তাঁর নাম কি?

বা। দামুদর।

দুর্গাবতীর চক্ষু এক নূতন ভাব প্রকাশ করিল। সেভাব কেহ গ্রাহ্য করিলনা অথবা বুঝিলনা। সে অপূর্ব্ব ভাব দেখিলে পাঠক মহাশয় কি করিতেন বলিতে পারিনা, কিন্তু পূর্ণবাবু থাকিলে ঐচক্ষে সহস্র চুম্বন করিতেন, একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। দুর্গাবতী সেভাব নিমিষে সম্বরণ করিয়া কহিলেন "এ নগরে কেন আসিয়াছ"?

বা। একখানি চিঠি দিতে।

দু। কাহাকে?

বা। পূর্ণ বাবুকে।

দু। চিঠি কই?

বা। পূর্ণবাবু লইয়াছেন?

দু। পূর্ণবাবু কোথায়?

বা। বোধহয়, এই বাড়ীরই বাহিরে তাঁকে দেখিছি।

দু । তোমাকে চিঠির জবাব দিয়েচেন?

বা । আজ্ঞে না। আমার চারিটী পয়সা লইয়াছেন। আমাকে এবং অধিকারী মশাইকে জেলে দেবেন বলিয়াছেন। আমাকে ১০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন, আমি তাহা দিতে নাপারাতে চারিটী পয়সা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এত কান্নাকাটি করিলাম তিনি কিছুতেই কান দিলেননা।

প্রসাধিকা উচ্চহাস্য করিলেন। দুর্গাবতী তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বালককে কহিলেন "তুমি কি সেইজন্য কাঁদিতেছিলে?"

বা । আজ্ঞে হাঁ আর অতিশয় খিদে পেয়েছিলো বলে।

দু । আচ্ছা, তোমার সঙ্গে একজন দাসী দিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া পূর্ণবাবুকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন। আমার নাম করিলেই আসিবেন। বুঝিলে?

বা । আজ্ঞেনা—আমি সেখানে গেলে, তিনি আমাকে পুলিসে দেবেন বলেচেন্।

প্রসাধিকা পুনরায় হাসিল। দুর্গাবতী কহিলেন "তোমার কোন ভয় নাই। দাসী সঙ্গে দিতেছি"

বা । আজ্ঞে না—আমি তা পারবনা। আমাকে আর যা বলিবেন তাই করিব।

দুর্গাবতী বালককে কিছু না বলিয়া একজন দাসীকে ডাকিলেন। পরিচারিকা আসিলে কহিলেন "বিদি যাতো বাইরে থেকে যেদো চাকরকে ডেকে আন্তো।"

বি । কেন?

দু । যা, দরকারআছে।

দাসী চলিয়া গেলে দুর্গা প্রসাধিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন "দেখ দেখি বাবুর অসাক্ষেতে চাকরেরা কি না করিতে পারে। মেদো ভালমানুষ সে বোধ হয় একাজ করেনাই। এ দুষ্ট যাদবেরই কাজ।

দাসী একটু পরেই একখানি চিঠি ও চারিটী পয়সা লইয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল "যেদো এলোনা সে আমার হাতে ধরিয়া বলিল দোহাই ঈশ্বরের, আমি শুধু তামাসা করিবার জন্য চিঠিখানি ও পয়সা চারিটী লইয়া

ছিলাম। মা ঠাকুরান্ রেগেচেন, এখন আমি তাঁরকাছে যেতে পারিনা।" এই বলিয়া চিঠি ও চারিটী পয়সা দিল। ক্রোধে দুর্গাতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে রহিলেন। সে সুন্দর মুখের ক্রোধজনিত বিকৃতি দেখিতে আরো সুন্দর। পাঠক মহাশয়, যদি কখনো আপন সুন্দরী প্রণয়িণীর মুখে এইরূপ ক্রোধ বিকার দেখিয়া থাকেন, তবেই বুঝিবেন।

পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে বাটীর সমস্ত চাকরদাসীরা দুর্গাকে অতিশয় ভয় করিত। পূর্ণ বাবুর অপেক্ষাও ভয় করিত। কেন না দুর্গার ক্রোধ সহজে পড়িত না। ক্রোধ-কালে তাঁহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইত। দেখিলে চাকর দাসীরা কম্পমান হইত।

কিন্তু সে কথা যাক্ দুর্গাবতী পয়সা চারিটী বালকের হস্তে ফিরাইয়া দিলেন। পরে পত্র খুলিয়া এইরূপ পড়িলেন;—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ।

আপনার পত্রের উত্তর লিখিতেছি যে মাঘী পূর্ণিমার পর দিবস ছদ্মবেশী শ্রীমান্ পূর্ণ বাবু আমার দালানে বসিয়া আমাকে দুইটি স্ত্রীলোকের বিষয় কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। যাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন বিষ্ণুপুরের জমীদার নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী অন্যা তাঁহার কন্যা। আমার অনুমান হয় ঐ কন্যাকে দেখিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ কন্যা অলৌলিক রূপলাবণ্যবতী, কিন্তু পূর্ব্বে ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারি নাই।

ফলাহারী ব্রাহ্মণের বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ হইবে! পূর্ণবাবুকে আদালতে কয়েকবার দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন চিনিতে পারি নাই। পূর্ণবাবু আমাকে চিনিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে পারি নাই। মা, তাঁহাকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিবেন। আর অধিক কি লিখিব—আমি আপনার সন্তান—স্নেহচক্ষে দেখিবেন।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীদামোদর শাস্ত্রী।

পত্রপাঠ করিয়া দুর্গাবতীর মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বালককে কহিলেন বস আমি আসিতেছি, বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া উপরে গেলেন। কিছু পরেই ফিরিয়া আসিলেন, বালকের হস্তে একখানি চিটি দিলেন, পরে দুইটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া কহিলেন এই চিটি ও মোহয় দুইটী অধিকারী মহাশয়কে দিবে।

বালক পূর্ব্বাবধি সকল কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। সে বুঝিল ইনিই বাড়ীর কর্ত্রী। যিনি তাহাকে পূর্ণবাবু বলিয়া পরিচয় দিয়া চারিটি পয়সা ও পত্র লইয়া ছিলেন বাস্তবিক তিনি পূর্ণবাবু নহেন। তিনি এই বাড়ীর চাকর। আমি কি নির্ব্বোধ! তাহার কথায় ও তর্জন গর্জ্জন দেখিয়া সকলি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। দুর্গাবতী বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের কিরূপে খাওয়া পরা চলে?' বালক শুষ্ক-মুখে কহিল 'আমার মা পূর্ব্বে দুধের ব্যাবসা কত্তেন। এখন অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন, কোন কাজকর্ম্ম কত্তে পারেন না। আমি কেবল অধিকারী মশাইএর বাড়ী এক টাকা বেতন ও খাইতে পরিতে পাই। সেই এক টাকা মাকে দিই। তাহাতেই তাঁর অতি কষ্টে চলে। আর অধিকারী মশাইএর বাড়ী হতে কখনো কখনো কিছু আতব-চাল ও ফল মূল লয়ে তাঁকে দিয়ে আসি। এই রকমেই চলে।'

দুর্গাবতী আপনার কণ্ঠ হইতে একছড়া হার উন্মোচন করিয়া কহিলেন, 'দেখ, আমার হাতে এখন টাকা কড়ি কিছুই নাই। এই হার বিক্রয় করিলে পাঁচশত টাকা পাইবে। উহা তোমার অধিকারী মহাশয়ের হাত করাইয়া কাহাকেও কর্জ্জ দিতে বলিবে। তাহার সুদ হইতে তোমার খাওয়া পরা চলিবে। আমি এই হার তোমার বৃদ্ধা মাকে দিলাম।'

বালক আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। প্রসাধিকা দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া দুইবিন্দু অশ্রুপাত করিল। দুর্গাবতী কহিলেন প্রসাদ,

প্রসাধিকা দুর্গার গলদেশ আপন সুকোমল করপল্লবে বেষ্টন করিয়া কহিলেন "বউ, তুমি মানুষ না কোন দেবতা?"

দুর্গাবতী হাসিয়া কহিলেন 'তোর দাদা তা ভালরূপ জানেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস্।'

প্রসাধিকা ক্রুদ্ধ হইল। বলিল তোমার সকল সময়েই তামাসা।

দুর্গাবতী হাসিয়া কহিলেন 'এততেও তোমার দাদাকে সন্তোষ দিতে পারিনা।'

প্রসাধিকা ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন 'এ সকল গুণেও যিনি সন্তুষ্ট নহেন, তিনি মানুষ নহেন।'

দুর্গা। তবে কি?

প্রসা। জানি না।

দুর্গা। আমি বলিব?

প্রসাদ। বল।

দুর্গা। তিনি বানর।

প্রসাধিকার রাগ পড়িয়া গেল। তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

পাঠক মহাশয়কে বলিতে হইবে না। দুর্গাবতী পূর্ণবাবুর সহধর্ম্মিণী, বোধ হয় এতক্ষণে তিনি তাহা বুঝিয়াছেন।

অষ্টমপরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্র-নন্দিনী।

নগেন্দ্র-নন্দিনীর অর্থ এ স্থলে উমা নহে। কিন্তু নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুহিতা সুরসুন্দরী। নগেন্দ্র বাবু আপন কন্যার এরূপ নাম রাখিলেন কেন? তাহার বৃত্তান্ত বলি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নগেন্দ্র বাবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি তাহার নাম করণে চিন্তিত হইলেন। অনেক আত্মীয় স্বজনের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকে অনেক প্রকার বলিল কিছুই তাঁহার মনোনীত হইল না। কন্যা ক্রমে শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে পঞ্চম বৎসরের হইল। তখন ও তাহার নামকরণ হইল না।

পাঁচবৎসর ভাবিয়া নগেন্দ্র বাবু স্থির করিলেন যে ইহার নাম সুর-সুন্দরী রাখিব। কেন না পৃথিবীতে এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নাই এবং পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। "কাদম্বিনী" "সৌদামিনী"

"কুরঙ্গিণী" "তরঙ্গিণী" "শৈবলিনী" "সরোজিনী" প্রভৃতি কোন নামই ইহার পক্ষে সার্থক হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কন্যা পিতার অতি আদরের সামগ্রী ছিল। নগেন্দ্র বাবু আপন কন্যাকে সুর বলিয়া ডাকিতেন। এবং তাহাকে বালকের ন্যায় কাপড় চোপড় পরাইয়া সর্ব্বদাই আপনি সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন গ্রামের লোকেরা (যাহারা তাহাকে চিনিত না) বালক বলিয়া জানিত। বাস্তবিক কন্যার প্রকৃতিও বালকের ন্যায় ছিল। এবং পিতা ও পিতৃ-বন্ধুবর্গ ব্যতীত তাহার অপর সঙ্গিনীও ছিল না। এজন্য বালিকা স্ত্রীজনোচিত অনেকগুণে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু কালে সে সকল তিরোহিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে।

সুর-সুন্দরীর বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ। এই কোমল বয়সে তাহার প্রণয়-জ্ঞান কিছুই জন্মে নাই। প্রণয়শাস্ত্র বিজ্ঞানের একটী অংশ বলিলেও বলা যায়। সুতরাং বালিকা কিরূপে বুঝিবে? বালিকা অনেক সংস্কৃত কাব্যে প্রণয়ের বিচিত্র গতি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবেশ লাভ হয় নাই। সে বুঝিত আমি যেরূপ পিতাকে ভাল বাসি কাব্যে বর্ণিতা সুন্দরীরা পতিকে সেই রূপ ভাল বাসিতেন। আমি যেরূপ পিতার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহারা সেই রূপ পতির জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিত। পতিভক্তি ও পিতৃভক্তির যে কিছু বিভিন্নতা আছে, তাহা সে বুঝিত না। সুর-সুন্দরীর প্রকৃতি এই রূপ ছিল। প্রণয়-বিজ্ঞানে তাহার এইরূপ অধিকার ছিল।

বালিকা পূর্ণবাবুকে দেখিয়া অবধি একদিনের জন্যও তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু শিষ্যার ন্যায় মনে মনে তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিত—গুরুজ্ঞানে মনে মনে তাঁহাকে ভক্তি করিত। পূর্ণবাবুর সেই অলোকসামান্য মধুর আকৃতি বালিকা মনে মনে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রীতি রূপ কুসুমাঞ্জলি দিয়া নিত্য তাঁহার চরণ পূজা করিত। কেন সে এরূপ করিত, তা সে নিজে জানিত না—এরূপ করিলে সে সুখী হইত বলিয়া করিত।

আনন্দময়ীর মন্দিরে প্রায় একঘণ্টা কালের জন্য পরস্পরের যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালিকা তাহাতেই পূর্ণচন্দ্র-চরণে আপন প্রাণ মন বিক্রয় করিয়াছিল। তাহার মূল্য পাইয়াছিল কি? বলিতে পারি না। পাঠক মহাশয় পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় অনুসন্ধান করুন। অধিকারীর সহিত পূর্ণচন্দ্রের কথোপকথন

পকেটবুকে পূর্ণবাবুর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখন সকলি স্মরণ করুন। মলিন যুবার মালিন্য হৃদয়-নেত্রে দেখুন। দেখুন প্রকৃত মূল্য হইয়াছে কি না।

পূর্ণবাবু কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। পূর্ণবাবু

"গাম্ভীর্য্যে রতনাকর
স্থৈর্য্যে হিম ধরাধর
ক্রোধে প্রলয়-কালাগ্নি
ক্ষমাতে সদৃশ ক্ষৌণী" ছিলেন॥

তিনি অল্পদিনেই আপনার হৃদয়ের চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিলেন। হৃদয়কে দমন করা কর্ত্তব্য তাহাও বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া কি নিশ্চিন্ত রহিলেন? তাহা নহে। আপনার অনন্য সাধারণ আন্তরিক বলে অল্পদিনেই চিত্ত-প্রশমিত করিলেন। সাধু পূর্ণচন্দ্র সাধু!!—তুমিই দুর্গাবতীর যোগ্য পাত্র বট। কিন্তু এ অভাগিনী বালিকার কি গতি করিলে? তাহাকে কি জন্ম-দুঃখিনী করিবে? পূর্ণ! সাবধান দেখিও যেন একটী নির্দ্দোষ জীবন অকালে নষ্ট করিও না। তোমার প্রেমবারি অভাবে সুরসুন্দরী-লতিকার কি দশা হইতেছে এক বার দেখ। অথবা না, দেখিও না তাহা হইলে তোমার হৃদয় অবাধ্য ও চঞ্চল হইবে। এখন ও পর্য্যন্ত তুমি আপন হৃদয়ের আপনি প্রভু আছ। কিন্তু দেখিও পরে যেন সেই প্রভুত্ব নষ্ট করিও না। প্রেম সংক্রামক রোগ, প্রেম-পীড়ায় পীড়িত জনের মুখাবলোকন করিওনা। নির্ব্বিবাদে আপন কাজ করিয়া যাও, পরিণামে সুখী হইবে। গবর্ণমেণ্ট তোমাকে উচ্চপদ দিবেন। তুমি ও দুর্গাবতীর সহিত স্বচ্ছন্দে সমস্ত ঐহিক সুখ সম্ভোগে সমর্থ হইবে।

নগেন্দ্র-নন্দিনী আপন হৃদয়-ভাব সমস্তই পিতাকে জানাইতেন। কিন্তু একথাটী জানাইতে তাঁহার বড় লজ্জা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এ কথা পিতাকে বলিলে, পিতা তাঁহার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। আর এ কথা কি কাহারো কাছে বলা যায়? সকল কথা বলিতে পারি। কিন্তু এ কথা বলিতে কেমন লজ্জা আসে। কারণ কি? ভগবান জানেন। আমার এমন অবস্থা কখন ও ঘটে নাই। বালিকা মনে মনে এইরূপ ভাবিত আর হৃদয়-ব্যথা গোপন করিতে চেষ্টা করিত। বালিকার পূর্ব্বে যেরূপ পিতৃভক্তি

ছিল, বোধহয়, যেন তাহার একটু খানি কম পড়িয়াছে। বালিকার যে প্রগাঢ় দেবভক্তি ছিল তাহা পূর্ণচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ সমস্ত পরিবর্ত্তন অল্পদিনে ঘটে নাই, প্রায় সম্বৎসরে ঘটিয়াছে। সে প্রত্যহ রাত্রে স্বপ্নে দেখিত। সে স্বপ্নে পূর্ণচন্দ্র প্রায় দেখা দিতেন। ক্রমে বালিকা-হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রমূর্ত্তি গভীরাঙ্কিত হইল।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরম পণ্ডিত। তিনি কন্যার এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন। দুই একদিনে বুঝেন নাই, অনেকদিন পরে বুঝিতে পারিলেন। তখন ব্রাহ্মণ শিরে করাঘাত করিলেন। এবং ইষ্টদেবতা শ্রীমধুসূদনকে মনে মনে ডাকিয়া কহিলেন "ভগবন্ এ কি করিলে? অথবা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। মনুষ্য কেবল তোমার হস্তের খেলানী মাত্র। তাহাকে তুমি যে পথে চালাইবে, সে সেই পথেই চলিবে। তাহার স্বাধীনতা কোথায়? আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিবার শক্তি কোথায়? আমি তোমারি আশ্রিত। দেখিও নাথ! যেন আমার অন্তরে বেদনা দিওনা। আমি তোমারি আজ্ঞাকারী।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা-নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

চট্টোপাধ্যায় একদিন কন্যাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন "মা! তোমার মুখমণ্ডল চিন্তা ভারাক্রান্ত কেন? তুমি দিনে দিনে মলিন হইতেছে কেন? তুমি দিবারাত্রি আমার নিকট থাকিতে—এখন কিন্তু আমাকে দেখিলে অপরাধিনীর ন্যায় দূরে সরিয়া যাও। তোমার এভাব কেন হইল? আমি তোমার সন্তান—আমার নিকট গোপন করিওনা। যদি আমার সাধ্যে থাকে, তোমার এই রোগের প্রতীকার করিব। মা, আমার নিকট প্রকাশ করিবে না? তবে হৃদয় ব্যথা কাহাকে জানাইবে? আমি তোমার স্নেহময় পিতা—তুমি সেই পিতার নিকট মনের যন্ত্রণা এতদিন কিরূপে লুকাইয়া রাখিয়াছ? মা! যদি আমাকে যন্ত্রণা দেওয়া তোমার অভিপ্রেত না হয় তবে আর বিলম্ব করিওনা—মনোমালিন্যের কারণ ত্বরায় ব্যক্ত কর।'

পিতা কোমল-কণ্ঠে ব্যথিত হৃদয়ে এই সকল কথা বলিলে কন্যার নয়নে ধারাবাহী অশ্রুর উদয় হইল। অশ্রু ক্রমে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সুর-

সুন্দরী তখন মনে মনে মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইষ্ট দেবতা তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনি থামিল। পরে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বাবা, আমি আর তোমার নিকট মনোব্যথা গোপন করিব না। এতদিন গোপন করিয়াছিলাম কেন বুঝিতে পারি না। বোধহয়, কোন দৈবশক্তি আসিয়া আমার রসনা টিপিয়া ধরিত। পিতঃ, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না" সুর-সুন্দরী সুরসুন্দরীর ন্যায় পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "বাবা, আনন্দময়ীর মন্দিরে, মাঘী পূর্ণিমার উৎসবদিনে, বোধহয়, কোন দেবতাকে নয়নগোচর করিয়াছি। সেই দেবতা তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া নিরন্তর আধিপত্য করিতেছেন। আমি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ও ধ্যান করিবার পরিবর্ত্তে, এই মরদেবতাকে স্মরণ ও ধ্যান করিতেছি।" নগেন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, পরে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি তাঁহার পরিচয় জান?" কন্যা মলিনমুখে বলিল—না। নগেন্দ্র কি ভাবিতে ভাবিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বাহিরে যাইয়া বহির্ব্বাটীর দালানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সেদিন বেলা দুইপ্রহর অবধি কেবল চিন্তা করিলেন। তাঁহার ভগিনী আহারের স্থান করিয়া ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তখনও নগেন্দ্র বাবুর স্নান আহ্নিক পূজা কিছুই হয় নাই। তিনি চিন্তাভারাক্রান্ত মনে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্নান আহ্নিক পূজা সমাপন করিয়া ভাবনাযুক্ত অন্তঃকরণে আহারাদি করিলেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র বাবুর সাত দিন কাটিয়া গেল। ভাবনাযুক্ত মনে সকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন—ভাবনাযুক্ত মনে বৈষয়িক কাজকর্ম্ম করেন, দেখেন, শোনেন ভাবনাযুক্ত মনে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন—ভাবনাযুক্তমনে স্নানাহ্নিক করেন,—ভাবনাযুক্তমনে আহারাদি করেন—ভাবনাযুক্তমনে নিদ্রা যান—ভাবনাযুক্ত মনে সাংসারিক সমস্ত কাজ করেন। তাঁহার ভগিনী তাঁহার এই ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করেন—নগেন্দ্র বাবু কোন কথার প্রকৃত উত্তর দেন না। ভগিনী মনে মনে বিরক্ত হয়েন। দেওয়ানজী একদিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু আপনি যেন সর্ব্বদাই কি ভাবেন—বোধহয় যেন কি মনঃকষ্ট পাইতেছেন। কারণ কি বলুন দেখি।" নগেন্দ্র বাবু কপট হাসি হাসিলেন, বলিলেন—ও কিছুই নহে।

এই ভাবে কয়েকদিন গত হইলে নগেন্দ্র বাবু একদিন একখানি চিঠি পাইলেন। চিঠি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠির অর্থ ভাল বুঝিতে পারিলেন না। পরে পত্রপ্রেরকের নাম দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু পত্রপ্রেরক চিঠিতে আপন নাম লিখিতে ভুলিয়াছিলেন—অথবা ইচ্ছা করিয়া লেখেন নাই। পত্রিকার শীর্ষদেশে "সিদ্ধগঞ্জ" এই কটী অক্ষর লেখা আছে। আমরা যথা সময়ে পত্রে লিখিত বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইব। ভরসা করি তাঁহারা একটু ধৈর্য্য ধরিবেন।

ক্রমশঃ।

মধুমাস।

সই কি সুন্দর নিশি নিরমল,
বিধুর বিভায় ধৌত ধরাতল,
অচল সচল সুহাসে সকল,
মধুর মিলনে।

কাননে কাননে কুসুম কামিনী,
তরঙ্গের তান তুলিছে তটিনী,
মরি মধুরিমা ধরিছে ধরণী,
সুখ সম্মিলনে।

পুষ্প পরিমলে পূরিত পবন,
শীতল শরীর পেয়ে পরশন,
শ্রবণ সুস্বন করিছে কূজন,
বন বিহগিনী।

মুরজ মুরলী বীণা বিনোদন,
আলাপে আমোদে মাতাইবে মন,
সংগীতের স্রোতে ভাসায়ে ভুবন,
যাপিব যামিনী।

পবন পরশে পড়ে প্রকৃতির
আনন্দ অশ্রু, নীহার নীর
বন ব্রততীর, শর্ব্বরী সতীর
সীমন্তে সমান রতন রাজি।

নিসরে নিঝর তরঙ্গ তুলে,
হীরকের হার গিরির গলে,
অবনী আকাশে সলিলে শৈলে,
মরি কি মাধুরী বিরাজে আজি।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

কি আশ্চর্য্য উপাদানে যে বিশ্বস্রষ্টা মানব হৃদয় গঠন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে গেলে ক্ষুদ্র মানবচিন্তাশক্তি অবশ হইয়া পড়ে। প্রতি মনুষ্য হৃদয়েই ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বোধ হয় যেন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে বিনির্ম্মিত। তথাপি প্রতিহৃদয় সেই প্রণয় প্রস্রবণ জগন্নিয়ন্তার প্রতি ধাবিত হয়। সকল হৃদয়ই তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার সন্তোষামৃত পান লোভে লালায়িত। কিন্তু হৃদয়ের ভিন্নতাবশতঃ সেই পূজা পদ্ধতি ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই জনসাধারণের একমাত্র অভীষ্ট দেবতা জগৎপতির ভিন্ন ভিন্ন পূজা পদ্ধতি লইয়া সমালোচনা করা প্রতি মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার পূজা পদ্ধতির সমালোচনার পূর্ব্বে আদৌ তাঁহার পূজা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না মনুষ্য সম্পাদিত পূজা তিনি গ্রহণ করেন কি না সে পূজায় তিনি তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হন কি না এ সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা প্রার্থনা করেন। দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণের মতানুসারে আমরা সে সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা অগ্রে করিতে প্রস্তুত নহি। ঈশ্বর পূজা হৃদয়ের স্বভাবজাত ক্রিয়া, চিন্তা বা দর্শন সম্পাদিত নহে। চিন্তা বা দর্শন যাহাই কেন বলুন না আমরা হৃদয়ের স্বাভাবিকগতিতে তাঁহাকে পূজা করিব। অতএব আমরা এ বিষয়ে চিন্তা বা দর্শনের মতাপেক্ষী নহি। আমরা এ সমস্তের সমালোচনার পূর্ব্বেই ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর পূজা পদ্ধতির সমালোচনা করিব। ঈশ্বর পূজা পদ্ধ-

তির সমালোচনা করিতে হইলে অগ্রেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া জগতের অধিকাংশ লোকেই এই প্রথা অনুসারে ঈশ্বর পূজা করিয়া আসিতেছেন। শুদ্ধ ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ইহার মূলভিত্তি অতিগভীর ও ধর্ম্মপিপাসু হৃদয়াকার্ষণ-কারী সারত্ব ইহার অন্তরে নিহিত আছে। কিন্তু সামান্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষকে দেখিলে তাহার ধর্ম্মের এত গাম্ভীর্য্য সহজে উপলব্ধি হয় না। ইহা বৈদ্যগণের বিকারবিনাশক বটিকার ন্যায় দেখিতে সামান্য ও তুচ্ছ ; কিন্তু ফলে মহান্ গভীর। এ বিষয়ের মতামতের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশ্য জ্ঞাতব্য ইতিহাস ও নিয়মাবলী পাঠক মহাশয়গণকে জানাইব। ইহার ইতিহাস ও নিয়মাবলী পালি ভাষায় নেপাল, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান, লঙ্কা প্রভৃতি শত শত স্থানে স্তূপাকারে রক্ষিত আছে। বঙ্গভাষায় সেই সমস্ত ইতিহাস ও নিয়মাবলী আমরা বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণকে সংক্ষেপে অগ্রে জানাইব পরে আমাদের ইহার উপর মতামত প্রকাশ করিব।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধদেব যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে কপিলবস্তু নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোড়শবর্ষে কলিপতি সুপ্রবুদ্ধের কন্যা সুন্দরী যশোধরাকে তিনি বিবাহ করেন। কথিত আছে যে তাঁহার জন্মকালে গণনা-বিদ্যা-পারদর্শী ভবিষ্যদ্বক্তাগণ প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে এই শিশু সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইবে। যে মুহূর্ত্তে জরা, রোগ, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী এই চারিটী বিষয় তাহার নয়নপথে আসিবে সেই মুহূর্ত্তেই সে সংসার পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইবে। তাঁহার পিতা সুধোদন এই ভয়ানক কথা শ্রবণ করিয়া অবধি যাহাতে তাঁহার পুত্র এই চারিটী বিষয় না দেখিতে পায় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার সতর্কতা বৃথা হইয়া ছিল। তাঁহার বিবাহের কিছু দিবস পরে এক দিবস তাঁহার কোন বাল্য সখার বাটীতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে প্রথমে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধমনুষ্য যষ্টির উপর ভরদিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত একটীব্যক্তি যাইতেছে দেখিলেন। কিয়ৎদূর অতিক্রম করিয়া এক মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। অবশেষে এক সন্ন্যাসী তাঁহার নয়ন পথের

পথিক হইল। সন্ন্যাসীর শান্তমূর্ত্তি প্রশান্তভাব দেখিয়া তাহাকে অনুকরণ করিতে তাঁহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উপরি উক্ত নির্দ্দিষ্ট বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইলে তাঁহার প্রণয়ভিখারিণী যশোধরা একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে এই সম্বাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। সম্বাদ শ্রবণে তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। সঙ্গীতবিশারদ সুন্দরীগণ মধুরকণ্ঠে সুললিত তানে আগন্তুক গণের চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। কিন্তু বৌদ্ধদেবের চিত্ত হরণ করিতে পারিলনা। সন্ন্যাসী পূর্ব্বেই তাঁহার মন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার মন তাঁহার নিকট ছিলনা। কেমন করিয়া নর্ত্তকী গায়িকাগণ সে মন হরণা-ভিলাষে কৃতকার্য্য হইবেক? বারাঙ্গনাগণ যখন দেখিল যে তাহাদের আয়াস বৃথা। কুমারের মন গুরুভারে ভারাক্রান্ত। তাঁহার চিত্ত অন্যদিকে। নয়ন তাঁহার তাহাদের সুন্দর পদবিন্যাস দেখিতেছেনা। কর্ণ সে মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেনা। তখন তাহারা হতাশ হইয়া বিশ্রামাভিলাষে শয়ন করিল। তাহাদের নিদ্রিতাবস্থায় বিকৃতি দেখিয়া কুমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর পর্থিব আনন্দকে মনে মনে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল সেই মুহূর্ত্তেই সংসার পরিত্যাগে স্থির সংকল্প হইলেন। মনুষ্য-সমাজ পরিত্যাগাভিলাষে উঠিলেন। সংসারের ঘোর দুর্ভেদ্য মায়া একেবারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নিশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে একবার সতৃষ্ণনয়নে সেই সদ্যজাত শিশুর প্রতি চাহিয়াছিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অবধি জগৎ সংসারকে বুদ্ধদেব নিজের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মানবজাতির একমাত্র অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। অনেকেই এইরূপে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পারিব্রাজক অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষক ছিল, শিক্ষক কিরূপে মায়া মমতা কাটাইতে হয় উপদেশ দিয়াছিলেন ও তাঁহারা সেই উপদেশবলে সংসার পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কেহ শিক্ষক ছিল না। এ শিক্ষা তাঁহার হৃদয় নিজেই তাঁহাকে শিখাইয়াছিল।

তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে তাঁহার "পথ পরিষ্কার করিবার জন্য" কোন যোহন জন্ম গ্রহণ করে নাই। মক্কার বণিক্ তরবারি দেখাইয়া যত শীঘ্র না নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিয়াছিল তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রেমপূর্ণ মধুর সম্ভাষণে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ঈশ্বরপূজা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মপতাকা যে দেশে উড্ডীন হইত সেই দেশবাসিগণ অমনি তাঁহার নিকট পরাজিত স্বীকার করিত। শুদ্ধমাত্র তীর্ত্তকদের নিকট তিনি সম্মান পান নাই। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহার মতের প্রতিপক্ষ মত প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন। কিন্তু প্রায়ই পরাজিত হইতেন। এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারে মহামতি গৌতম বুদ্ধদের জীবন অতিবাহিত করিয়া অশীতি বৎসর বয়সে কুসিনার নগরে জীবন ত্যাগ করেন।

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের যে সমস্ত মতসমষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে প্রায় সেই সমস্ত মত বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ধর্ম্ম শাস্ত্রে নবতি কোটী এক শত পঁচাশি লক্ষ ছয়ত্রিশটী নিয়ম দৃষ্ট হয়। ইহার দুই শত বিংশতিটী অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই দুই শত বিংশতিটী নিয়ম পাতিমোক্ষ পুস্তকে পালি ভাষায় লিখিত আছে। প্রতি বৌদ্ধ পুরোহিত সভায় ইহা মাসে দুই বার পঠিত হইয়া থাকে। ঐ সভায় অন্ততঃ চারি জন পুরোহিতও উপস্থিত থাকেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারের প্রারম্ভেই এত অধিক নিয়ম প্রকাশ করেন নাই। যদি প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার শিষ্য এত অধিক হইত না। স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্য এত নিয়মের অধীন হইয়া থাকিতে কখনই সহজে স্বীকার করিত না। প্রথমে নিয়ম সংখ্যা অতি স্বল্প ছিল; পরে প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে তিলেশধুতঙ্গ ভাগ প্রধান। এই ভাগের পুরোহিতগণকে দ্বাদশটী নিয়মের অধীনে থাকিতে হয় (১) অতি তুচ্ছ পরিধেয় পরিধান করিতে হইবে (২) তিনটির অধিক পরিধেয় বর্জ্জন করিতে হইবে (৩) ভিক্ষালব্ধভিন্ন অন্য কোন খাদ্য আহার করিবেনা (৪) ভিক্ষাপাত্র লইয়া ধনী নির্দ্ধনী উভয়েরই দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইবে (৫) আহার কালীন আসন পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা (৬) একপাকে আহার প্রস্তুত করিতে হইবে (৭) মনুষ্য সমাজে

বাস করিতে পারিবেনা (৮) বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে হইবে (৯) গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে পারিবেনা (১০) শ্মসানে বাস করিত হইবে (১১) যে কোন আসন পাইবে তাহাতেই বসিতে হইবে (১২) শয়ন একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কালে স্বীয় শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দান করিতেন কিনা স্থির করিয়া বলা দুর্ঘট। চারিটী উপাধি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে (১) শ্রবক—শ্রোতা (২) শ্রমণ—পরিব্রাজক কঠোর নিয়মপালক (৩) থীর—স্থবীর (৪) ভিক্ষু—ভিক্ষুক। এই শেষোক্ত উপাধিদ্বারা গৌতম শিষ্যগণকে প্রায় আহ্বান করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির অষ্টম বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হওয়া চাই। ও তাহাতে তাহার পিতামাতার সম্পূর্ণ সম্মতি চাই। পীড়িত, ক্রীতদাস বা সৈনিক ভিন্ন সকলেই এইধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। বিশ বৎসরের অনধিকবয়স্কব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেনা। উপনয়ন কালে শিষ্যকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্নান করিতে হইবে ও পরে একটী পোষাক লইয়া গুরুকে দিতে হইবে ও গুরুর নিকট সেই পোষাক ভিক্ষা চাহিতে হইবে। গুরু শিষ্যকে সেই পোষাক দান করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করাইবেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ইহাভিন্ন শিষ্যকে দশটী সাধারণ নিয়ম পাঠ করিতে হইবে ও সেই নিয়ম পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইতে হইবেক। নিয়ম যথা—প্রাণীহিংসা করিবেন, যাহা দেওয়া হয়নাই তাহা যেন গ্রহণ নাকরাহয়, স্ত্রী সঙ্গম করিবেনা, মিথ্যাকথা বলিবেনা, মদিরিকা পান করিবেনা, দিবা দ্বিপ্রহরের পর আহার করিবেনা, যেস্থানে নৃত্য গীতাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আনন্দ হইয়া থাকে সে স্থানে যাইবেনা, সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিবেনা, নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা উচ্চাসনে বসিবেনা, এবং সুবর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করিবেনা। এতদ্ভিন্ন আরও কতক গুলি নিয়ম আছে যাহা প্রত্যহ প্রতিবৌদ্ধকে প্রতিপালন করিতে হয়। দিনচর্য্যা নামক পুস্তকে সেই সমস্ত নিয়ম লিখিত আছে।

জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্য এতসহজে কেমন করিয়া এই সমস্ত কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে স্বীকৃত হইল। বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণ কি এই সমস্ত কঠিন কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। বঙ্গীয় পাঠক মহাশয়ের জানিবার অভিলাষ হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন আমরা এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের সমালোচনা করিতেছি। আধুনিক বৌদ্ধগণের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যেরূপ আধুনিক হিন্দুগণ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের সমালোচনা হইতে পারেনা, যেরূপ ব্রাহ্মগণ দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সমালোচনা হইতে পারেনা, সেইরূপ আধুনিক বৌদ্ধগণ দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমালোচনা হইতে পারেনা। কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তরদিতে আমরা প্রস্তুত আছি। বুদ্ধদীক্ষিত একটী বৌদ্ধের মানসিক চিত্র বোধ হয় এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর হইতে পারে। আমরা চিত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কুরুপতি কৌরব্য বুদ্ধ কর্ত্তৃক নবদীক্ষিত ব্রাহ্মণতনয় রথপালকে তাহার এই কঠোর ব্রতের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এইরূপে তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিল। "একদিবস বুদ্ধদেব চারিটী সুন্দর উপদেশ আমায় দিয়াছিলন। উপদেশগুলি আমার হৃদয়ঙ্গম হওয়াতেই সংসারের সুখ লিপ্সা আমার অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে। উপদেশগুলি অতি মধুর। সংসারের সুখ সমূহ অপেক্ষা অধিকতর মধুর। মহাশয় শুনিতে ইচ্ছা করেন শুনিতে পারেন। প্রথম উপদেশ—পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই ধ্বংসের অধীন; কেহই এ জগতে চিরস্থায়ী নহে। দ্বিতীয় উপদেশ—তাহাদের রক্ষাকারী বা সাহায্যকারী এ জগতে কেহই নাই। তৃতীয় উপদেশ—তাহাদের স্থায়ী সম্পত্তি কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে। চতুর্থ উপদেশ—তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই; হৃদয়ের তৃপ্তি নাই; তাহারা সর্ব্বদাই মন্দবুদ্ধির ক্রীতদাস।" ব্রাহ্মণ তনয় আরো বলিল "এমত লোক অনেক আছে যাহারা প্রভূত ধনশালী হইয়াও চক্ষুর দোষে স্বীয় অতুল বৈভবের ইয়ত্তা করিতে না পারায় রাত্রি দিবস যাবজ্জীবন সেই ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির জন্য চিন্তা করে ও এই অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মর্ম্মে পীড়িত হইয়া দারুণ কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। এমন রাজা অনেক আছেন যাঁহারা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। সাম্রাজ্যবিস্তৃতির জন্য নূতন নূতন দেশের অনুসন্ধানে সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করিয়া বেড়ান। তাঁহারা তৃপ্তিলাভ কখনই করেন না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয় অতৃপ্ত থাকে। ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ মনুষ্যের আশাতৃপ্তির উপায় এ জগতে নাই। আশাই তাহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হয় ও তাহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই বহুপ্রয়াসসঞ্চিত তাহাদের আশার সম্পত্তি কি হয়? তাহারা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহারা তাহাদের চিরজীবনসঞ্চিত সে অর্থ সে সম্পত্তি লইয়া যাইতে পারেনা। অর্থ মনুষ্যকে ধ্বংশ হইতে রক্ষা করিতে পারেনা। জীবন অতি সল্প দিবসের জন্য। ধনী নির্দ্ধনী, জ্ঞানী, মূর্খ সকল অবস্থারই মনুষ্য সমভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মূর্খলোক মৃত্যুসম্বাদে কম্পিতহয়। জ্ঞানী স্থিরভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। অতএব ধন অপেক্ষা জ্ঞান সহস্রগুণে প্রার্থণীয়। আমি সেই মানবের একমাত্র স্থায়ীবন্ধু জ্ঞানশিক্ষার অভিলাষে সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা উচ্চাভিলাষ ও ধনলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।"

ইহাহইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে বুদ্ধদেব অদ্ভুত চিত্তাকর্ষণকারী ক্ষমতাবলে এই সমস্ত উচ্চ স্বর্গীয় উপদেশ দ্বারায় মনুষ্যগণকে সমাজ বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া, সমাজের উপর দারুণ অত্যাচার করিয়া, লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নিজ ধর্ম্ম ছায়ায় আশ্রয় দিতেন।

ক্রমশঃ।

অবিদ্যা!

পুরাণ প্রসঙ্গ——গ্রথিত যে গাথা,
পীযূষ পূরিত ব্যাসের বচনে—
(অমরতালাভ শুনিলে শ্রবণে।)
কবি কল্পনার অক্ষয় ভাণ্ডার।
অমর আলয়ে সুরেন্দ্র সভায়,
সকরুণস্বরে গাহিছে গায়ক,
বিরহ বিধূরা গোপীকার গান;
শুনি দেবদেবী পুলকিত প্রাণ।

ব্রজের বিলাপ সাশ্রু সম্ভাষণে,
জাহ্নবীর জল উছলে উজানে
সচল শেখরী অনন্ত অয়নে
সহসা স্থগিত গ্রহ গণগতি।
স্বর্গীয় সঙ্গীত সহসা শ্রুতিতে
বরষিল বিষ——বিষাদে ব্যথিত ;
গন্ধর্ব্ব গুণীর তান লয় জ্ঞান—
বিধির বিপাকে হয়েছিল হত।
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে ঝরণা,
স্বভাব সঙ্গীতে কাঁপায়ে কানন,
গভীর গরজে পড়িল পাষাণ,
সে তান তরঙ্গ মিশাইল মরি।
উপহাস ভাবি দেবতা মণ্ডলি
রুষিল বিষম, কি দারুণ দায়!
ত্রিংশত ত্রিকোটী দেবের দেখনা
নয়নে নিকলে কোপাগ্নির কণা!
ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বাহিরিল বহ্নি—
অকাল অশনি করিল নিস্বন—
প্রলয় প্লাবনে সপ্তসিন্ধু জল,
উঠিল উথলি,——ত্রস্ত ত্রিভুবন।
সম্বরিয়া শোক গন্ধর্ব্ব গায়ক,
চমকি চাহিল ;——বুঝিল বিপদ,
স্মরিল শ্রীহরি,——ভকৎ বৎসল!
বিপন্ন ব্যক্তির কি আর সম্বল?
"মাভৈ মাভৈ"—অন্যের অশ্রুত
শুনিল গায়ক ;—গিরির গায়েতে
অভেদ্য অয়সে ত্যক্ত প্রহরণ
প্রহারক প্রতি ফিরে গো যেমন

তেমতি দেবাগ্নি, লক্ষেরে নাশিতে
ব্যর্থ হয়ে, মরি, লাগিল ফিরিতে।
প্রোজ্জ্বল পাবকে শুদ্ধ স্বর্ণ সম
শোভিল সুন্দর গন্ধর্ব্ব গায়ক।
"সম্বর সম্বর——সুরেন্দ্র সমাজ!"
সহসা শূন্যেতে শুনিল সকলে,
দহে দেবগণ নিজ কোপানলে,
নিজ বিষে যথা জ্বরে বিষধর।
বসিয়া বিরিঞ্চি ধ্যানধরি ক্ষণ,
সম্বোধিলা সুরে ;—"শুন মঘবন!
কুলীশে কোপাগ্নি স্থাপহ তোমার ;
বরুণ!—বারিধি হৃদে বাড়বাগ্নি—
হও ; বৈশ্বানর!—বনে ধর গিয়া
দাবাগ্নির রূপ ;——সেনানী সমরে
শোণিতের স্রোতে শান্তি হবে তব।"
ক্রমে চতুর্ম্মুখ নিবাইলা সব।
অনিল অনল সূর্য্য সোম সবে,
আপন আহুতি পাইয়া ফিরিল,
বিচিত্র ব্যাপার!—কামের কোপাগ্নি
দ্বিগুণ হইয়া দহিতে লাগিল!
"কামের কোপাগ্নি—সুরাঙ্গনা সবে
লও"—বলে বিধি ; রুষিল রমণী
সমাজ ; "শাঁপান্ত করিব এখনি—"
কহে। কামিনীর ক্রোধ ভয়ঙ্কর!
পরে পদ্মযোনী সৃজিলা সুন্দরী
মানস সম্ভূতা।—কামের কোপাগ্নি
হইল নিহিত হৃদয়ে তাহার।
মানস মন্দিরে সে অনল ধরি—

অধীর অঙ্গনা মাতিল মদনে !
ত্যজি লাজ ভয় বলে বার বার,—
"মরমের জ্বালা জুড়াও আমার !"
লাজে নতমুখ দেবদেবী সব।
অশ্বিনী কুমার——(নাগর নিকরে
নবীন নায়ক)—কহে কামিনীরে ;
"পূরাব প্রার্থনা। যথার্থই যদি
মনোভাব তব কহ গো আমারে।"
অবাধে অবলা সম্ভাষি সবায়
কহিলা সঘনে; ——পুরুষ পরশে
(নিত্য নব নব)—পরম পীরিতি,
প্রমদার শুধু পুরুষে সম্প্রীতি।
গুণের গরিমা——চাহিনা চাহিনা,
রসিক্ অরসিক—বাছিনা বাছিনা,
পতিত কি পূত—মানিনা মানিনা,
পাত্রাপাত্র ভেদ—করিনা করিনা।
যতক্ষণ মধু ততক্ষণ মান,
কুসুম কুলের সুরভি সমান।
কিন্তু সব হতে অধিক উল্লাস
রতি-রঙ্গ-রত রসিক সকাশ !
কামিনী কুলের সতীত্ব সৌরভ,
কলুষিত হেরি ক্রোধে কাত্যায়নী
দিলা অভিশাপ,—"শোন কলঙ্কিনি !
পৃথ্বী পরে গিয়া অনেক অংশেতে
লহ গে জনম ;—একাধারে এত
তা হলে রবেনা অনঙ্গ আবেশ !
পবিত্র প্রণয়ে হইবি বঞ্চিত,
রে কামুকি, স্বর্গ নহে তোর স্থান !"

[প্রথম খণ্ড।] [৪র্থ সংখ্যা।]

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বৈশাখ সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
শিবসংহিতা	৬৫
সুরসুন্দরী	৬৯
আমরা এত গরিব কেন ?	৮৪
অদ্ভুত যোগ	৮৯
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম	৯৪

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

অধীর অঙ্গনা মাতিল মদনে!
ত্যজি লাজ ভয় বলে বার বার,—
"মরমের জ্বালা জুড়াও আমার!"
লাজে নতমুখ দেবদেবী সব।
অশ্বিনী কুমার——(নাগর নিকরে
নবীন নায়ক)—কহে কামিনীরে;
"পূরাব প্রার্থনা। যথার্থই যদি
মনোভাব তব কহ গো আমারে।"
অবাধে অবলা সম্ভাষি সবায়
কহিলা সযনে;——পুরুষ পরশে
(নিত্য নবনব)—পরম পীরিতি,
প্রনদার শুধু পুরুষে সম্প্রীতি।
গুণের গরিমা——চাহিনা চাহিনা,
রসিক্ অরসিক—বাছিনা বাছিনা,
পতিত কি পূত—মানিনা মানিনা,
পাত্রাপাত্র ভেদ—করিনা করিনা।
যতক্ষণ মধু ততক্ষণ মান,
কুসুম কুলের সুরভি সমান।
কিন্তু সব হতে অধিক উল্লাস
রতি-রঙ্গ-রত রসিক সকাশ!
কামিনী কুলের সতীত্ব সৌরভ,
কলুষিত হেরি ক্রোধে কাত্যায়নী
দিলা অভিশাপ,—"শোন কলঙ্কিনি!
পৃথ্বী পরে গিয়া অনেক অংশেতে
লহ গে জনম;—একাধারে এত
তা হলে রবেনা অনঙ্গ আবেশ!
পবিত্র প্রণয়ে হইবি বঞ্চিত,
রে কামুকি, স্বর্গ নহে তোর স্থান!"

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বৈশাখ সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
শিবসংহিতা	৬৫
সুরসুন্দরী	৬৯
আমরা এত গরিব কেন?	৮৪
অদ্ভুত-যোগ	৮৯
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম	৯৪

কলিকাতা।
নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।
১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

শিবসংহিতা।

যোগ।

" আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচর্য্যচ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা"।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনই যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ। যোগনিরত ব্যক্তির ইহসংসারে কিছুই অসাধ্য নাই। মনে করিলে যোগ বলে তিনি অতি আশ্চর্য্য—অশ্রুতপূর্ব্ব—অননুভবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতে পারেন। অধিক কি কথিত আছে সংযতচেতা যোগীপুরুষ মৃত্যুকেও জয় করিতে পারেন। কএক বৎসর অতীত হইল ভূকৈলাশের রাজভবনে একটী সিদ্ধ ও সমাধিযোগী উপস্থিত হন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বাহ্যে কোন লক্ষণ লক্ষিত হইতনা—অথচ তাঁহাদ্বারা যে সমস্ত আশ্চর্য্য অসাধ্য কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল শুণিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীতে সেরূপ যোগীর সংখ্যা অতি বিরল। ইহার কারণ কি? পুরাতন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে নূতন হিন্দুধর্ম্মের আবির্ভাবে যোগানুশাসনে অশ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ!

যোগানুশাসন বহুবিধ। তন্মধ্যে মহাযোগী মহাদেব কর্ত্তৃক "শিব-সংহিতা" নামে যে শ্লোক কতিপয় পরিব্যক্ত হইয়াছিল এ প্রস্তাবে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব ও তাহার সমালোচনা করিব।

শিবসংহিতা।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং
নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যং।
যদ্ভেদোস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব ॥ ১ ॥

"জ্ঞান" এক, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। তদ্ব্যতীত জগতে অন্য কোন বস্তু সত্য নাই। তবে যে সংসারে নানা প্রকার বস্তু ভিন্নরূপে দেখিতে পাওয়া যায় সে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়োপাধি দ্বারা ভেদ মাত্র। বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। ইন্দ্রিয় উপাধি-বিরহিত জ্ঞানই প্রোক্ত জ্ঞান শব্দের বাচ্য।

অথ ভক্তানুরক্তোহি ব্যক্তি যোগানুশাসনং
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামাত্মমুক্তি প্রদায়কঃ
ত্যক্তবা বিবাদশীলানাং মতং দুর্জ্ঞানহেতুকং
আত্মজ্ঞানায় ভূতানামনন্যগতি চেতসাং ॥ ২-৩ ॥

অনন্তর সর্ব্বজীবের আত্মমুক্তিপ্রদ ভক্তানুরক্ত ভগবান বিবাদশীল দুর্জ্ঞান হেতুক মতকে পরিত্যাগ করত অনন্যচেতা অনন্যগতি ভক্ত দিগের নিমিত্ত এই যোগানুশাসন কহিতেছেন ॥

সত্যংকেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথাপরে
ক্ষমাংকেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব সম মার্জ্জবং
কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্ম তথাপরে
কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমং
কেচিৎ গৃহস্থকর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ
অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরংবিদুঃ
মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনং
এবং বহুনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে।
এবং ব্যবসিতা লোকে কৃত্যাকৃত্য বিদোজনাঃ
ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তা পাপকর্ম্মভিঃ।

কেহ কেহ সত্যকে প্রশংসা করেন অপরে তপঃ শৌচাচারকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কেহবা ক্ষমা, সম, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতাকে প্রশংসা করেন। কেহ দান ও পিতৃকর্ম্মাদিকে উত্তম কল্প স্থির করেন। কেহবা স্বর্গার্থে সকাম কর্ম্ম ও কেহ বৈরাগ্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কেহ গার্হস্থ্য কর্ম্ম সকলকে প্রশংসা করেন। কেহবা অগ্নিহোত্রাদি অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ কল্প স্থির করেন। কেহবা মন্ত্র যোগকে কেহবা তীর্থপর্য্যটনকে প্রশংসা

করেন। এইরূপ বহুবিধ লোকে বহুবিধ উপায়কে মুক্তির হেতু মনে করেন। এইরূপ কৃত্যাকৃত্যকর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া শুদ্ধ কর্ম্মকে নিশ্চয় করত ব্যামোহ যুক্ত হয়েন *।

এতন্মতাবলম্বী যো লব্ধা দুরিত পুণ্যকে।
ভ্রমতীত্যবশঃ সোত্র জন্মমৃত্যুপরম্পরাং ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি এই সকল কর্ম্ম মতকে অবলম্বন করত কার্য্য করে সে পুণ্য পাপকে লাভ করতঃ অবশ হইয়া নিরন্তর জন্মমৃত্যু জপ সংসারে ভ্রমণ করে।

অন্যৈর্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈর্গুঢ়ালোকন তৎপরৈঃ।
আত্মানো বহব ঃ প্রোক্তানিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা ॥ ১০ ॥

অন্যান্য বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ গুঢ়দর্শী ও তৎপর ব্যক্তি দ্বারা নিত্য সর্ব্বগত আত্মা অনেক প্রকার উক্ত হইয়াছে।

যদ্যৎ প্রত্যক্ষ বিষয়ং তদন্যান্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যে নিশ্চয় করিয়া কহে "স্বর্গাদি কোথায়? যে যে বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহারই অস্তিত্ব স্বীকার করিব—তদ্ভিন্ন নয়"।

জ্ঞান প্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপুরুষৌ ॥ ১২ ॥

কেহ এক জ্ঞানকে মান্য করে, কেহবা শূন্যকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানে, কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতি পুরুষ উভয়কে পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করে।

অত্যন্ত ভিন্নমতয়ঃ পরমার্থং পরাঙ্মুখাঃ।
এবমন্যেতু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতং ॥ ১৩ ॥

ভিন্নমতি পরমার্থ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ তাহাদিগের যেমন বুদ্ধি যেমন জ্ঞান সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েও চিন্তা করিয়া থাকে।

নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথাপরে।

---

* কৃত্যাকৃত্যকর্ম্ম—বৈধাবৈধকর্ম্ম। ইহাতে পাপ ও উহাতে পুণ্য হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া পাপকর্ম্মকে পরিত্যাগ করত কেবল পুণ্য কার্য্যের সমাচরণ করিয়া থাকেন।

বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ॥ ১৪ ॥

তাহারা এই জগৎকে নিরীশ্বর বলে এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিবিধপ্রকারে ভেদবাক্য ও সুযুক্তির দ্বারা এই জগৎকে সেশ্বরও কহিয়া থাকে।

এতেচান্যেচ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথক্‌বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতাহ্যেতে লোক ব্যামোহ কারকাঃ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রে এই সকল এবং অন্যজ্ঞানী ব্যক্তি পরম্পরা ব্যামোহকারক ও সংজ্ঞাভেদ মত পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গ বহিষ্কৃতাঃ॥ ১৬ ॥

সেই সমূহ বিবাদশীল ব্যক্তিদিগের মত আমি কহিতে শক্ত নহি। ঐ সকল লোক মুক্তি পথ—বহিষ্কৃত হইয়া সংসারেভ্রমণ করিয়া থাকে।

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্যচ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগ শাস্ত্র মতং তথা॥ ১৭ ॥

যোগীগণ সর্ব্ব শাস্ত্র অবলোকন করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই এক যোগশাস্ত্রসম্ভূত-মতকেই সুনিষ্পন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যস্মিন যাতে সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতং।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতং॥ ১৮

যাহাতে সকলেরই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি—যাহার অনুশাসনে সকলে পরমাত্মারূপ যোগী-হইতে সমর্থ হয়েন—অন্য শাস্ত্রমত পরিত্যাগ করত একান্ত ভাবে সেই যোগানুশাসন শিক্ষা করাই উচিত।

যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতং।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যেচ মহাত্মনে॥ ১৯ ॥

এই যোগশাস্ত্র অতি গোপনীয়। জগতে সুভক্ত মহাত্মাপুরুষকে ইহা প্রদান করাই উচিত।

(ক্রমশঃ।)

সুরসুন্দরী।

নবম পরিচ্ছেদ।

অধিকারী-নগেন্দ্র সংবাদ।

অধিকারী পৌষমাসের শেষে আপন বার্ষিক আদায় করিতে বিষ্ণুপুর গিয়াছেন। তথায় নগেন্দ্র চট্টোর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। বৈকালে অধিকারী আহারাদি সমাপন করিয়া, একখানি পুঁথি খুলিয়া মহাভারত পাঠ করিতেছেন। এমন সময়ে নগেন্দ্র বাবু আসিলেন। অধিকারীর বাসা, বাহির বাটীতে ছিল। নগেন্দ্র আসিলে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইলেন। পরে আপনি সুললিতস্বরে পুঁথিপড়া আরম্ভ করিলেন। পাঠ করিতে ২ অধিকারী নিজে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রের চক্ষে এক বিন্দুও জল ছিলনা। অধিকারী পাঠ স্থগিত করিয়া একদৃষ্টে নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া ২ বুঝিলেন, যে নগেন্দ্র কোন গাঢ় চিন্তায় ব্যাপৃত—পুঁথিপাঠেরদিকে কাণ নাই। এবং তিনি যে তাঁহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়া আছেন, তাহাওনগেন্দ্র সম্ভবতঃ জানিতে পারেন নাই। অধিকারী আপনি মনে ২ কল্পনা করিতে লাগিলেন "মুখমণ্ডল যেরূপ মলিন ও চিন্তাভারাক্রান্ত দেখিতেছি, প্রকৃতি যেরূপ গম্ভীর ও নির্ব্বাক দেখিতেছি, তাহাতে অনুমান হয়, কোন ঘোরতর বিপৎপাত হইয়াছে। নতুবা তাদৃশ অমায়িক প্রফুল্ল সরল উদার মধুর প্রকৃতি এক্ষণে ঈদৃশ ম্লান অস্বাভাবিক গম্ভীর ও নির্ব্বাক হইবে কেন? বিধাতঃ! তোমার লীলা বুঝা ভার! একদিন এই মহাভারত শুনিয়া নগেন্দ্র অশ্রুজলে নিজবক্ষ সিক্ত করিয়াছিলেন! আজিও এতাদৃশ করুণরসশালী ভারতীয় নারীপর্ব্ব পাঠ করিতেছি তথাপি ব্রাহ্মণের নেত্রে একবিন্দু জল নাই—এ সকল আমারই অদৃষ্ট বশতঃ ঘটিয়াছে—কোথায় কিঞ্চিৎ লাভ করিব বলিয়া মনে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম সে আশা বুঝি নিস্ফল হয়—পথপর্য্যটনশ্রম, দেখিতেছি, সকলি পণ্ড হইল। ঈদৃশ অবস্থায় ইনি যে আমারে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিবেন, বোধ হয় না।" অধিকারী

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমাকে এত মলিন—এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন?" নগেন্দ্র অধিকারীর মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উদাসভাবে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন "আচার্য্য, আপনি কি আমাকে মলিন দেখিতেছেন?"

অধি। শুধু মলিন নহে। তোমার স্বভাবের ও বৈপরীত্য দেখিতেছি।

নগেন্দ্র সেইরূপ উদাসভাবে কহিলেন "কিরূপ?"

অধি। তোমার সে প্রফুল্ল অমায়িক প্রকৃতি নাই। তোমার প্রকৃতি বিষন্ন গম্ভীর হইয়াছে। প্রভাত সময়ের শশধরের ন্যায় তোমার বদন-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তোমার এরূপ মনোমালিন্যের কারণ কি?

নগেন্দ্র পূর্ব্ববৎ উদাসভাবে কহিলেন "কারণ?"

অধিকারী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিত হইলেন। কণ্ঠস্বর নিতান্ত করুণ—আন্তরিক যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক। সহজে অধিকারীর চক্ষে জল আসিত-এক্ষণেও তাহাই ঘটিল। অধিকারীর চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু দেখাদিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধিকারী স্বার্থপর হইলেও পরদুঃখকাতর—এইটী তাঁহার শাস্ত্রশিক্ষার ফল। বৃদ্ধ কাহারো যন্ত্রণা দেখিতে পারিতেন না-বরঞ্চ কখনও ২ পরের সুখে সুখবোধ করিতেন কিন্তু তাহা সচরাচর নহে। অধিকারী এরূপ জটীল প্রকৃতির লোক ছিলেন। পাঠকমহাশয় এইরূপ প্রকৃতি অনুভব করিয়া লউন।

অধিকারী কহিলেন "কারণ ব্যক্ত কর। যদি প্রতীকার থাকে অবশ্য করিব"।

নগেন্দ্রের মুখ ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল। কন্যাগত প্রাণ নগেন্দ্রের মুখমণ্ডল ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন "আপনারা দেবজানিত মনুষ্য—আপনার আশ্বাস বাক্যে আমার মন কতক সুস্থ হইল।"

অধিকারী সদম্ভে সোৎসাহে বলিলেন "প্রতীকার করিতে না পারি, পাঁজি পুঁথি জলে ফেলিয়া দিব। আজি হইতে দেবারাধনা পরিত্যাগ করিব।"

নগেন্দ্র মনে ২ হাসিলেন। বুদ্ধিমান্ নগেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাচালতা দেখিয়া মনে ২ হাসিলেন। কিন্তু তথাপি মনে আশা হইল, ইঁহার দ্বারা কার্য্য-

সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব বলিলেন "মহাশয়, কি আমাকে ইষ্ট সম্ভব করিবার জন্য এ সকল প্রতিজ্ঞা করিলেন?"

অধিকারী মনে ২ ভাবিলেন "ঠিক ঠাওরাইয়াছে। সন্তুষ্ট করা ভিন্ন এক্ষণে আমার অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নাই কিন্তু যেরূপে পারি এরূপ সচ্চরিত্র ব্যক্তির কিছু না কিছু উপকার করিব।" নগেন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন "চুপ করিয়া রহিলেন যে?"

অধি। তোমার যন্ত্রণার কারণ আমার নিকট ব্যক্তকর। আমি যথাসাধ্য প্রতীকারে সচেষ্টিত হইব।

তখন নগেন্দ্র অনুচ্চস্বরে ধীরে ২ তাবদ্বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া অধিকারী মৃদুহাস্য করিলেন। সেই পক্কগুম্ফ-শ্মশ্রুরাজি-সমন্বিত বৃদ্ধেরমুখে সেইহাসি বড় মধুর দেখাইল।

হাস্য সম্বরণ করিয়া অধিকারী কহিলেন "কয়েকমাস গত হইল, আমি একখানি পত্র পাইয়াছিলাম সে পত্রে এইরূপ লেখা ছিল" বলিয়া দুর্গাবতী-প্রদত্ত পত্রের বিবরণ সমস্ত নগেন্দ্র বাবুকে জানাইলেন। "পরে আমি তাহার এইরূপ প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলাম" বলিয়া আত্ম প্রেরিত পত্রের আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণন করিলেন। দুইটী সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহাও কহিলেন। এবং সেই পরম করুণাবতী তাঁহার নিঃসহায় বালক ভৃত্যকে যে ৫০০ শত টাকার কণ্ঠহার দান করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। অবশেষে সেই ছদ্মবেশী পূর্ণ বাবুর পরিচয় দিলেন। কিরূপে দস্যুহস্ত হইতে সেই মহাত্মা তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি তাঁহাকে না জানাইয়াই প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দালানে বসিয়া কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সকলি ভাবিয়া ভাবিয়া মাঝে ২ থামিয়া থামিয়া ব্রাহ্মণ সকলি বলিলেন। নগেন্দ্র বাবু একতানমনে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি যেন কোন ভূতপূর্ব্ব বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন। "আমি জানি তাঁহার বিবাহ হইয়াছে তিনি আমার সমান পর্য্যায়েরও বটেন। কিন্তু কুলীনের ছেলের দুই বিবাহে আপত্তি কি হইতে পারে?" নগেন্দ্র বলিলেন

"ভগবান্ এমন দিন কি দিবেন, যে আমার সুরসুন্দরীর অদৃষ্টে দেবসেনাপতি পতি হইবে!!" অধিকারী বলিলেন "কেন দিবেননা? ভগবান আমার ভৃত্য; আপনি কি জানেননা?" নগেন্দ্র বাবু হাসি রাখিতে পারিলেননা—উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন॥

অধিকারী কহিলেন "হাসিবেননা, সত্যই ভগবান নামে আমার এক ভৃত্য আছে। তাহাদ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব। সেই ই আমার প্রত্যুত্তর পত্রী লইয়া পূর্ণবাবুর বাটীতে গিয়াছিল। আর পূর্ণবাবুকে যেরূপ প্রকৃতির লোক দেখিয়াছি? আমরা বিশেষঃ অনুরোধ করিলে, বোধ হয় ছাড়াইতে পারিবেননা। তিনি বড় দয়ালু। তাঁহার দয়ালুতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছি"

নগেন্দ্র বাবু যারপর নাই হর্ষিত হইয়া কহিলেন "সকলি সম্ভব—ঈশ্বরেচ্ছায় কি না হইতে পারে? আপনি বসুন—আমি শীঘ্র অন্দর হইতে আসিতেছি।" বলিয়াই প্রস্থান করিলেন।

অধিকারী মনে২ জল্পনা করিতে লাগিলেন "এ ঘটকালীর ব্যাপারে কিছু লাভের চেষ্টা দেখিতে হইবে। কন্যাপক্ষ বরপক্ষ উভয় পক্ষ হইতেই কিঞ্চিৎ আত্মসাৎ করিতে হইবে। নতুবা কেবল ভেবা গঙ্গারাম হইলে চলিবেনা। উভয় পক্ষই প্রচুর ধনশালী—হয়ত এই উপলক্ষে পুত্রবধূর স্বর্ণালঙ্কার কয়খানি সহজেই গড়াইয়া দিতে পারিব। দেখি মা আনন্দময়ী কি করেন। আমি ঐ চরণ ভিন্ন আর কিছুই জানিনা। দেখিও জননি, ব্রাহ্মণকে নিরাশ করিও না। ইহ জীবনে ঐ পাদপদ্ম একমাত্র সার করিয়াছি॥"

দশম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাবতীর অভিমান।

যাদব চাকর কাঁদিতে২ বাহির বাটীতে আসিল। মাধব জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে—কাঁদিতেছিস্ কেন?" যাদব কিছু বলিলনা। মাধব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, তখন যাদব বলিল "মা ঠাকুরাণী আমার তিন মাসের বেতন দিবেননা বলিয়াছেন।"

মাধব। কেন?

যাদব রাগিয়া বলিল "কেন? মাথামুণ্ড জাননা তুমিই ত আমার সর্ব্বনাশের গোড়া। তুমি যদি সেদিন অমন করে আমার কাঁচা ঘুম না ভাঙিয়ে দিতে, তাহলে কি আর সেসব ব্যাপার হতে পাত্তো?"

মাধব। কেন?—আমার দোষ কি—আমি কি কল্লেম? যাদব পূর্ব্বাপেক্ষা আরো রাগত হইয়া কহিল "তবু ভণ্ডামি কচ্চিস্—তুই আমার কাঁচা ঘুম—অমন সুখের ঘুম ভাঙিয়ে দিলি কেন? তাইতেই ত আমার মেজাত্ খারাপ হয়েছিল—যারে সুমুখে দেখ্লুম তারই উপর ঝাল ঝাড়িয়া নিলুম। সেই বালক ভগবান্ কে নিয়ে একটু তামাসা করেছিলুম—সে সুমুন্দির পো গিয়ে মাঠাকুরোণ্কে লাগিয়াছে মাঠাক্রোণ আমাকে পেটের ছেলের চেয়ে ভাল বাসেন, তিনি আমাকে কখনো একটা খারাবি কথা বলেন নি, সন্তানের তত্তুল্যি আমাকে যত্তন করেন, সেই মাঠাক্রোণ কি না আমাকে আজ চোক্ রাঙ্গিয়ে যাচ্ছে তাই বল্যেন। সব সেই উনোনমুখো শালার দোষ। উঃ সুমুন্দির পোরে পাই, তা এক চাপড়ে মুণ্ডু ঘুর্য়ে দি।" বলিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি করিল। সরলচিত্ত মাধব হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেখিয়া যাদবের আরো রাগ হইল। সে মুখে যা আসিল, তাই বলিয়া মাধবকে গালি দিল। মাধব তথাপি হাসিতে লাগিল। যাদব ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সেদিন মাধবের কাছে বড়ই অপ্রস্তুত হইল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, একদিন ইহার প্রতিফল লইব।

সেইদিন রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় পূর্ণ বাবু আদালত হইতে গৃহে আসিলেন। ঐ দিন একটী সঙ্গীন মোকদ্দামা ছিল বলিয়া আসিতে অত রাত্রি হইয়াছিল। পূর্ণবাবু প্রত্যহ গৃহে আসিয়াই অগ্রে দুর্গাবতীর নিকট যাইতেন। সেই লাবণ্য পরিপূর্ণ, চঞ্চল, বিশাল নয়ন যুগল, যাহাতে হলাহলের সহিত সুধা মাখান রহিয়াছে, সেই সুমধুর রসপূর্ণ গর্ব্বস্ফীত ওষ্ঠাধরের ভুবনমোহন হাস্য দেখিয়া ক্ষণকালের ও জন্য পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণা, উন্নত তেজোপূর্ণ জীবনের গুরুভার দাসত্ব যন্ত্রণা সকলি বিস্মৃত হইতেন। মধুর প্রণয়মদে মাতাল হইয়া দুর্গাবতীর ঢল ঢল আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষে, গোলাপপুষ্পতুল্য সুকুমার কপোলযুগলে, রসপূর্ণ, তেজো-

পূর্ণ, দম্ভপূর্ণ সুকোমল ওষ্ঠাধরে শত শত—সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি—অসংখ্য অসংখ্য চুম্বন করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মত প্রেমানন্দে ভরপুর্ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ণবাবু দুর্গাবতীর নিকট যাইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজি বাটি আসিতে এত রাত্রি হইল কেন?

পূর্ণ। একটা ডাকাতি মোকদ্দামা ছিল।

দুর্গা। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথাকার?"

পূর্ণ। রাধা নগরের।

দুর্গা। রাধানগরের কার বাড়ী ডাকাতি?

পূর্ণ। তুমি রাধানগরের কাহাকে চিন?

দুর্গা। অনেককে চিনি।

পূর্ণ। নাম কর।

দুর্গা। (সহাস্যে) কেন দামোদর শাস্ত্রী তবে—

পূর্ণবাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর শাস্ত্রীকে কি রূপে চিনিলে?"

দুর্গা। আমি একদিন রাধানগরে আনন্দময়ী দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি।

পূর্ণ। তুমি?—কবে গিয়াছিলে?

দুর্গা। গিয়াছিলাম।

পূর্ণ। আমি জানিলামনা—তুমি আমাকে না জানাইয়া লুকাইয়া গিয়াছিলে কি?

দুর্গা। হাঁ।

পূর্ণ। কেন?

দুর্গা। ইচ্ছা হইল।

পূর্ণবাবু রাগত হইয়া কহিলেন "স্ত্রীলোকের এ বড় অন্যায়—এতদূর স্বাধীনতা ভাল নহে।"

দুর্গা। আপনি না একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার পোষক। আপনি না একজন বঙ্গের উন্নতিশীল যুবা?

পূর্ণ। কস্মিন্ কালে নহে। কখনও নয়।

দুর্গা। আপনি ব্রিটিস্ জ্ঞানালোকে দিব্য চক্ষু পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে বলীয়ান্ হইয়াছেন। আপনার মুখে এ কি কথা?

পূর্ণ। আমি অসভ্য—আমি মূর্খ—আমি অবনতিশীল থাকিব। তথাপি আমি ওরূপ সভ্য ওরূপ জ্ঞানী ওরূপ উন্নতিশীল হইতে চাহিনা।

দুর্গা হাসিয়া কহিলেন, তবে আমি আপনার উপযুক্তা হই নাই। পূর্ণ বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তামাসা কর আর যাই কর, মোর্দ্দা তোমার একাজ ভাল হয় নাই। আমাকে না বলিয়া কুলবধূ হইয়া আনন্দময়ীর মন্দিরে যাওয়া কি কর্ত্তব্য হইয়াছে?"

দুর্গা। (সহাস্যে) আমাকে নাজানাইয়া আপনার কি ছদ্ম বেশে আনন্দময়ীর মেলাদর্শনে যাওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে? পূর্ণচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনয়নে দুর্গাবতীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখকমলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে মুখে নূতন নূতন লাবণ্য বিকাশ পাইতেছিল। পূর্ণবাবু অনেকক্ষণ সেই মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে অন্যমনস্ক হইলেন—কি বলিবেন, সকলি ভুলিয়া গেলেন। একবার ইচ্ছা হইল, সে সুন্দর পদ্মমুখে একটি চুম্বন করেন—কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া তাহা করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পূর্ণবাবুর স্মৃতি শক্তি পুনরুদ্দীপিত হইল।

তিনি কহিলেন "দুর্গে! আমার যাওয়া উচিত হইয়াছে। কেননা অমি গবর্ণমেণ্টের দাস—আমি প্রাণপণে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে কখনও ত্রুটি করি নাই। আমাকে মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে আপন এলাকাস্থ গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে হয়—না করিলে প্রত্যবায় আছে। বুঝিলে?—সেইজন্য তোমাকে না বলিয়া সে দিন হঠাৎ গিয়া পড়িয়াছিলাম। তোমাকে না বলিয়া যাওয়া বাস্তবিক অন্যায় হইয়াছে, সত্য, কিন্তু সে দিবস এত ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার সহিত দেখা করিবার সাবকাশ পাই নাই। তার জন্য কিছু মনে করিওনা। কিন্তু আমাকে নাবলিয়া তোমার তথায় যাওয়া যার পর নাই অন্যায় হইয়াছে।"

দুর্গাবতী কহিলেন "ছদ্মবেশে মেলা দেখিতে যাউন—ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমাকে না বলিয়া যাউন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু—

পূর্ণ। কিন্তু কি ?

দুর্গা। (সহাস্যে) আগে অভয় দিন—পরে বলিব।

পূর্ণ। (সহাস্যে) অভয় দিলাম বলিতে আজ্ঞা হউক।

দুর্গা। (সহাস্যে) মেলাস্থানে পরস্ত্রী বা পরকণ্যাকে দেখিয়া সচ্চরিত্র কৃতদার পুরুষের চঞ্চল-হৃদয় হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

যেই মাত্র দুর্গাবতী এইকটী কথা মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, অমনি পূর্ণবাবু দুর্গার দুইটী কর কমল দুইহস্তে ধরিয়া ফেলিলেন। পরে সজল নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "দুর্গাবতি।—দুর্গে!—হৃদয়েশ্বরি! প্রাণ বল্লভে!—আমায় মার্জনা কর—আমি তোমার পায়ে পড়িতেছি। আমার তৎকালে কুমতি ঘটিয়া ছিল—কিন্তু কয়েক দিন পরেই চিত্তপ্রশমিত করিয়াছি। তোমার ন্যায় রাজলক্ষ্মী যাহার গৃহ আলো করিয়া রহিয়াছে, তাহার অন্য রমণীতে প্রয়োজন কি ?" এই বলিতে২ সিদ্ধগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সহধর্ম্মিনীর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন তখন দুর্গাবতী সাদরে প্রাণের প্রাণের হস্তধারণ করিয়া উঠাইয়া কহিলেন "কেন নাথ, ঐ কথাটী এতদিন আমার নিকট গোপন করিয়া ছিলে ? আমি যে তোমার বিশ্বস্তা সখী তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ? আমি যে তোমার আজ্ঞাকারিনী দাসী তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রহস্যপ্রিয়া দুর্গাবতীর তখন রহস্য-ভাব দুরীকৃত হইল। সেই প্রশস্ত লোচনকমল হইতে দরদরধারায় জল পড়িতে লাগিল।

অতিকষ্টে দুর্গাবতী আপন চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া কহিলেন "পূর্ণবাবু, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।—আমি তোমার দাসী—দাসীর যদি প্রভুকে ক্ষমা করিবার অধিকার থাকে, তবে আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ক্ষমা করিলাম। আর আমি কস্মিনকালে আনন্দময়ীর মন্দিরে যাই নাই। তুমি সমভিব্যাহারে না থাকিলে, আমার কোথাও যাইয়া আনন্দ বোধ হয় না। কিন্তু আজি আমি তোমার উপর অভিমান করিব বলিয়া বড় সাধ করিয়া ছিলাম—কিন্তু নিজ স্বভাব দোষে তাহা পারিলাম না। জানিনা পতিব্রতা স্ত্রীলোকেরা কিরূপে পতির উপর অভিমান করে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অসম্মতি।

প্রাতঃকালে পূর্ণচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিয়া, নিদ্রিতা দুর্গাবতীকে জাগাইলেন। সকালবেলাই গৃহের মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিল।

অল্পক্ষণ পরেই পূর্ণচন্দ্র বাহির বাটীতে আসিলেন। দেখিলেন দুইজন ভদ্রলোক তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে চিনিতেন—ইনি পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী। অপরকে চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু পরিচয়ে জানিলেন, তিনি বিষ্ণুপুরের জমীদার নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি উভয়কেই সমুচিত অর্ভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা গৃহে বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণে বৈষয়িক কথোপকথন সাঙ্গ হইলে পূর্ণবাবু অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নিকট কিছু প্রয়োজন আছে কি ?"

দামোদর। আছে।

পূর্ণ। বলুন—আমি অতি সুখী হইব—আপনাদের চরণস্পর্শে আমি ও আমার গৃহ অদ্য পবিত্র হইল।

দামো। ওরূপ কথা বলিবেন না—আপনি অতি মহদ্বংশজাত—কুলীন-শ্রেষ্ঠ—সুপণ্ডিত—ধর্ম্মজ্ঞ—সুবিবেচক।

নগেন্দ্র। তদনুযায়িক ধীর-গম্ভীর প্রকৃতিশালী।

দামো। ঐ সকল কমনীয়গুণের সহিত, বিধাতা আবার অসামান্য রূপলাবণ্যে শোভিত করিয়াছেন।

পূর্ণ। আর অধিক বর্ণনার আবশ্যক নাই—যথেষ্ট হইয়াছে।

দামো। সে দিন দয়া করিয়া যদি গরিব ব্রাহ্মণের বাটিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, নাবলিয়া কেন চলিয়া আসিলেন ?

পূর্ণ। কারণ ছিল। আমার সমভিব্যাহারী একজন পুলীশকর্ম্মচারী দ্রুত সংবাদ দিল, যে পিচ্‌পুরে একটী ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত—সুতরং আপনাকে জানাইতে গেলে বিলম্ব ঘটিবে, বিশেষ আপনার গৃহে তখন বিপদ—এজন্য আপনাকে না বলিয়াই প্রস্থান করিয়াছিলাম। তজ্জন্য দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

দামো। (হাসিয়া) মার্জনা করিব কি? অপনি একবার ঘোর রজনীতে দস্যুহস্ত হইতে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদপেক্ষাও ভীষণ বিপদে পড়িয়াছি, এ বিপদ সমুদ্র হইতে আমারে উদ্ধার করিতে হইবে।

পূর্ণ। (চিন্তিত ভাবে) কি বিপদ ব্যক্ত করুন—যদি সাধ্য হয় অবশ্যই প্রতীকার করিব।

দামো। নির্জ্জনস্থানে চলুন—এক্ষনে বলিবনা।

পূর্ণচন্দ্র দামোদরকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী নির্জন গৃহে যাইলেন। তখন দামোদর কহিলেন "যে নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনীর ও কন্যার কথা সে দিবস আপনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইনিই সেই নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

পূর্ণ। তাহা বুঝিয়াছি।

দামো। আপনি যেরূপ আনন্দময়ীর মন্দিরে ঐ কন্যাকে দেখিয়া চঞ্চল-চিত্ত হইয়াছিলেন, তিনি তদধিক হইয়াছেন। আপনি ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা নাই—আপনি ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও মাল্য দিবেননা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সাধু নগেন্দ্র চট্ট এক্ষণে আপনাকে সেই কন্যারত্ন দান করিতে বড়ই ইচ্ছুক—বড়ই উৎসুক। আপনার অভিপ্রায় কি?

পূর্ণ। আমি যে সেই কন্যাকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়াছিলাম একথা আপনাকে কে বলিল।

দামো। আমি মন্দির মধ্যে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

পূর্ণ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন আপনি যাহা বলিতেছেন, ঘটনা প্রকৃত বটে—কিন্তু নিজে তাহা জানিতেননা নিশ্চয়ই কেহ আপনাকে বলিয়াছেন—কিন্তু সে কথা যাউক, সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমার অভিপ্রায় সম্মতিসূচক হইবে কি রূপে? আমি কৃতদার।

দামোদর চিন্তা করিয়া কহিলেন কিন্তু পুরুষেরত দুই বিবাহে অধিকার আছে—বিশেষ আপনি কুলীন-সন্তান—দুই বিবাহে আপনার আপত্তি কি?

পূর্ণ। আপত্তি আছে। আমি বহুবিবাহের প্রতিপোষক নহি।

—বিশেষ প্রথম পরিনীতা ভার্য্যা আমার অতিশয় মনোনীত হইয়াছে। সে স্থলে পুনর্দার গ্রহণে আমার অভিলাষ সম্ভব হইতে পারে না।

দামোদর চিন্তা করিয়া কহিলেন "অভিলাষ নাই থাকুক—ইচ্ছা নাই থাকুক—প্রয়োজন নাই থাকুক, তথাপি বিবাহ উপযাচিত হইয়া কন্যা-প্রদানেচ্ছু হইলে, ঐ কন্যাকে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন।"

পূর্ণ। আমি তাহা অবগত আছি—কিন্তু অধর্ম্ম ভয়ে যে আমি বিবাহে অস্বীকৃত হইতেছি এরূপ নহে।

দামো। ওরূপ কন্যাকে বিবাহ না করিলে, পাতক আছে।

পূর্ণ। কই—শাস্ত্রে এরূপ কিছুই নির্দ্দেশ নাই।

দামো। আছে।

পূর্ণ। কই শাস্ত্রোক্তি দেখান।

দামোদর কহিলেন তাহা এক্ষণে আমার ভাল স্মরণ হইতেছেনা॥

দামোদর পুনশ্চ কহিলেন "আপনি নগেন্দ্রবাবুর স্বপর্য্যায়ের কুলীন—আপনাদের পর্য্যায়ে পাত্র পাওয়া অতিকঠিন। আপনি ঐ-কন্যাকে বিবাহ নাকরিলে, হয়ত ঐকন্যার যাবজ্জীবন বিবাহ হইবেনা। তাহাহইলে নগেন্দ্রবাবুর কৌলীন্য মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সাতি-শয় আন্তরিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ণ। কন্যার বিবাহ নাহইলে কুলীন দিগের কৌলীন্য মর্য্যাদা যায়না। এরূপ ঘটনা আবহমান কাল ঘটিয়া আসিতেছে।

দামোদর প্রত্যেক তর্কে পরাস্ত হইয়া একটু ক্রুদ্ধহইলেন, তাঁহার তর্ক-শাস্ত্রে যতদূর পুঁজি ছিল, সকলি প্রযুক্ত হইল——কিন্তু কোন ফল হইলনা। সুতরাং একটু ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন "মহাশয়, আপনি বড় ধার্ম্মিক ও বিনয়ী--কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত মর্য্যাদাসম্পন্ন অতুল বিভবশালী ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণের এতাদৃশ মনোকষ্ট দেওয়া কি আপনার উচিত হইতেছে?"

পূর্ণ। মনোকষ্ট কাহাকেও দেওয়া উচিতনহে। ধনী হউন দরিদ্রই হউন পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন সম্ভ্রান্তই হউন আর নীচই হউন ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, মনোকষ্ট কাহাকেও দেওয়া উচিত নহে।

দামো। তবে কেন দিতেছেন ?

পূর্ণ। আমি কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিতে পারিনা। বিশেষতঃ এ বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই।

দামোদর চুপকরিয়া রহিলেন। তখন পূর্ণবাবু মধুরস্বরে কহিলেন "বরঞ্চ আমি সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়াদিব। এবিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করিবনা।"

দামোদর বিষণ্ণ হইলেন। পূর্ণবাবু ভাবিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবালার সেই অসামান্য রূপ জ্যোতিঃ তাঁহার মানস-পটেপ্রতিচালিত হইল। একবার ভাবিলেন এই নিরপরাধী বালিকাকে বুঝি চিরজীবনের জন্য দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিলাম। করুণ-হৃদয় পূর্ণবাবু এইরূপ কল্পনায় ব্যথিত হইলেন। একবার ভাবিলেন———আর ভাবিতে পারিলেন না—সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। তিনি অধিকারীর নিকট ক্ষণেকের জন্য বিদায় চাহিলেন। কিন্তু তিনি বিদায় দিলেন না—পূর্ণবাবুকে লইয়া যে খানে সুধীর নগেন্দ্র বসিয়া ছিলেন, সেইখানে গেলেন। নগেন্দ্র কিছুই জানে না—কিন্তু উভয়ের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেন। দামোদর একে একে তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বজ্রাহত হইলেন। পরে উপস্থিত আন্তরিক যন্ত্রনা প্রশমিত করিয়া পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের করকমল আপন দুই হস্তে ধারণ করিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। পূর্ণচন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। নগেন্দ্র চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া গদগদ কণ্ঠে বহিলেন "বৎস! আমাকে বিন্দুমাত্র আশা দেও—নতুবা আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। একটী সংসারানভিজ্ঞা কুমারী ও একটী কন্যাগত প্রাণ নিঃসহায় ব্রাহ্মণের প্রাণদান কর। তোমাকে অধিক কি বলিব? বলিবার কিছুই নাই।" পূর্ণচন্দ্র তাঁহকে সযত্নে উপবেশন করাইয়া, নিজে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইঁহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া, আমি পাঠক মহাশয়কে অন্যত্র লইয়া যাইব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল।

পরদিবস হীরালাল বাবু প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করিতেছেন। তাঁহার হস্তে একখানি সেক্ষপীর রহিয়াছে। তিনি পড়িতেছেন, আর উচ্চৈস্বরে হাসিতেছেন। সে গৃহে আর কেহ ছিলনা—কিন্তু তাঁহার হাসির শব্দ অন্য গৃহ হইতে শুনা যাইতেছিল। তিনি সেক্ষপীরের "Comedy of Errors" নামক প্রবন্ধ পড়িতেছিলেন। সহসা একব্যক্তি যাইয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি দিল। চিঠিতে ইংরাজীভাষায় এইরূপ লেখা ছিল।

"প্রিয় হীরালাল, সন্ধ্যার সময় আমার সহিত অবশ্য অবশ্য দেখা করিবে। অন্যথা না হয়—আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।

তোমার

পূর্ণচন্দ্র।"

পত্র পাঠ করিয়া হীরালাল পত্রবাহককে কহিলেন "তোমার বাবুকে বলিও আমি সন্ধ্যার সময় নিশ্চয় তোমাদের ওখানে যাইব।" পত্রবাহক পূর্ব্বপরিচিত মাধব। সে নমস্কার করিয়া বিদায় হইল। হীরালাল "কমেডী অব্ এরারস্" পাঠ শেষ করিয়া মনে ২ সেক্ষপীয়রকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। এবং সেই অমর কবির প্রতিমূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাত পা নাক মুক ললাট মস্তক প্রভৃতি সমস্ত অবয়ব মনে ২ একে ২ কল্পনা করিয়া লইলেন। ক্রমে একাগ্রচিত্ত হইয়া হৃদয়-পটে সেক্ষপীয়রের কাল্পনিকমূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেই গৃহে একজন বৃদ্ধ প্রবেশ

করিলেন—তিনি হীরালালের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পরে উচ্চস্বরে কহিলেন "এত বেলা অবধি বসে ২ ঘুমুচ্চিস্—কি গ্রহের ভোগ!" হীরালাল বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

বৃদ্ধ পুনরপি কহিল "বলি এখনও উঠ্‌লিনি—তবু বসে ২ ঘুমুতে লাগ্‌লি?"

হীরালাল নির্ব্বাক।

এবার বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিল। পুনশ্চ উচ্চৈস্বরে কহিল "বলি বাজারের পয়সা টয়সা দিতে হবেনা? বেলা যে দ্বিতীয় প্রহর হলো—এখনি যে উদর জ্বলে উঠ্‌বে। এমন রোগওত কোথায় দেখিনি—দিব্যি বসে ২ ঘুমুচ্যে।"

উচ্চৈস্বরে এতগুলি কথা বলা হইলে, হীরালাল চক্ষু খুলিলেন। কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন "যান্—যান্—আপ্‌নি এখান থেকে যান। এখন বাজারের পয়সা দিবার দরকার নেই।"

বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ অথচ রাগত হইয়া কহিলেন "আকচু পোড়া খেলে—ছোড়াটা একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে। বেলা দুপুরের সময় বসে ২ ঘুমুচ্যে—আবার বল্যে পরে রাগ হয়। এদিকে বেলা দুপুর হলো নাওয়া নাই খাওয়া নাই, বই হাতে করে বসে ২ ঘুমুচ্যে।"

হীরালাল কহিলেন "আপনার ন্যায় আহার্ম্মুক ত দেখি নাই। আমি কি ঘুমুচ্যি—একটী অমর কবির প্রতি আন্তরিক ভক্তি হওয়াতে মনে ২ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি চিন্তা করিতেছিলাম।"

বৃদ্ধ। (বিকৃত মুখে) চিন্তা কর্‌ছিলেন--চিন্তা করে কি হবে?

হীরা। হবে আর কি?—ভক্তি হলো তাই চিন্তা কচ্ছিলাম।

বৃদ্ধ। কি কবি—কবিটা কি একবার শুনি।

হীরা। বিলাতের কবি সেক্ষপিয়র।

বৃদ্ধ। রেখে দাও সেকপীয়ের—দুদণ্ড দুর্গানাম জপ্ কর্‌লে ফল আছে। ও ছাই খ্রীষ্টানি দেবতা ভেবে ২ কি হবে?

হীরালাল আর বাক্যব্যয় নিস্ফল জানিয়া চুপ করিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে মৌনভাবে থাকিতে দেখিয়া তথা হইতে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে

চলিয়া গেলেন। এই বৃদ্ধ হীরালাল বাবুর পৈতৃক কর্ম্মচারী—ইনি হীরালাল বাবুর স্বর্গীয় পিতার পরম বান্ধব ছিলেন।

স্নানে, আহারে, ভ্রমণে, শয়নে হীরালাল বাবু কেবল সেক্ষপীরের অসামান্য জলন্ত বর্ণনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সায়হ্নে পূর্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্ণবাবু কহিলেন—"বিবাহ করিবে?"

হী। কেন?

পূর্ণ। সুন্দরী কন্যা আছে।

হী। কিরূপ কন্যা?

পূর্ণ। নবযৌবনা—or at the blooming age of sweet sixteen.

হী। কিরূপ প্রকৃতি?

পূর্ণ। সরল উদার প্রকৃতি।

হী। কাহার ন্যায়?

পূর্ণ। শকুন্তলা অথবা মিরান্দার ন্যায়।

হী। করিব। কারণ আমিও দুষ্মন্ত ও ফার্ডিনেণ্ডের প্রকৃতি বিশিষ্ট।

তখন পূর্ণ বাবু সরলা সুরসুন্দরীর ইতিহাস আদ্যোপান্ত হীরালালের গোচর করিলেন। শুনিয়া হীরালাল কহিলেন "এ বিবাহে আমার সম্মতি আছে।" পূর্ণবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। মনে ২ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হীরালাল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কিন্তু পূর্ণবাবু অতি সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া ২ হীরালাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি যদি ঐরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কও তবে আমায় বিদায় দাও—বাড়ী যাই।" পূর্ণ অম্লানবদনে কহিলেন "যাও কিন্তু যা বলিলাম স্বীকার?"

হী। স্বীকার—আমি চলিলাম।

পূর্ণ। কালি সাক্ষাৎ করিও—আজ মন খারাপ আছে ভাল করে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না।

হীরালাল চলিয়া গেলেন। মনে ২ সেক্ষপীরের সহিত কথোপকথন করিতে ২ চলিয়া গেলেন।

"ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম একটী সুপাত্র সন্ধান করিয়া দিব—তাহাত হইল—কিন্তু এইরূপ করিয়াই কি আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম?" পূর্ণবাবু মনে ২ এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ২ পরিশেষে কাঁদিতে লাগিলেন—সুর-সুন্দরীর সেই কমনীয় কান্তি—সেই সরল মধুর উদার প্রকৃতি মনে পড়ে, আর চক্ষে দর দর ধারায় জল পড়ে। কিছুতেই নিবারিত হয় না। এরূপ অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। সহসা একটী সুকণ্ঠনিঃসৃত সুন্দর গীতি তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল যেন সুর-সুন্দরী ঐ গীতি নিজে গাহিতেছেন।

সে কিসে জানিবে সখি, কত ভালবাসি তারে
নিরন্তর তার তরে দুনয়নে ধারা ঝরে
সে রূপ-নীরধি-নীরে ডুবিয়াছে প্রাণ মন
সে বিনা যেনগো দেখি শূন্যময় এ ভুবন
কি হবে আমার গতি প্রিয়সখি বল বল
সুধাসিন্ধু হৃদে মম কেন উঠিল গরল?

ক্রমশঃ।

আমরা এত গরিব কেন?

(গুটীকত কথা)

অতীত সময়ের সুখ্যাতি মনুষ্যের স্বভাবজাত ক্রিয়া। কোন্ ভারত-বাসী হিন্দুস্থানের অতীত বিষয়ের শ্লাঘা না করিয়া থাকেন? ভারতবর্ষে ভারতবাসী পক্ষে একথাটী যেমন সত্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব জন পক্ষে সেইরূপই সত্য। অসভ্যজাতিরা তাহাদিগের পুরাতন নায়ক দিগের আশ্চর্য্য অমানুষিক ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। সভ্য জাতিরা তাহাদের পূর্ব্বতন সমাজনেতৃবর্গের আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার

ও অসীম ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। এমন কি সুসভ্য জাতির মুখেও তাহাদিগের অসভ্য অবস্থার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রেয় ও প্রেয় দুই বৃত্তিই দিয়া ঈশ্বর মানব হৃদয় গঠন করিয়াছেন। উন্নতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রেয়ের অনুরোধ প্রেয়ের বিপক্ষে শুনিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেয়ের অনুরোধ শ্রেয়ের বিপক্ষে শোনেননা। কিন্তু এজগতে উন্নতিশীল ব্যক্তি কয় জন? অধিকাংশ লোকেই প্রেয়ের ক্রীতদাস; প্রেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত ও করেনা। যদি কখন হিতাহিত জ্ঞান শ্রেয়কে মানস নয়ন সমক্ষে আনয়ন করে তাহা হইলে তাহারা কষ্টে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিরক্ত ভাব প্রকাশ করে। উপরি উক্ত মনুষ্য স্বভাব প্রেয়ের অনুমোদনীয়, শ্রেয়ের নহে। বঙ্গবাসিগন পুরাতন আর্য্যঋষিগণের মহত্ত লইয়া অহঙ্কার করিলে কি হইবে? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন ঐশিক নিয়ম? এই জগতের যে রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, আচার ব্যবহার রীতি নীতির ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। বঙ্গের অহংকার ভারতের শিরোমণি পুরাতন ঋষিগণের মত বলিলে হইবেনা। যে সময়ে বঙ্গকুলগুরু বিধি বিধান দিয়াছিলেন আর এই সময়ে যখন সেই বিধি চালাইতে ইচ্ছা করিতেছেন এ উভয়ের কতদূর সামঞ্জস্য আছে আগে বিবেচনা করিবেন পরে সেই বিধান বর্ত্ত-মান সমাজের মঙ্গলকর কিনা বিবেচনা করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন। অধিক কি বর্ত্তমান সমাজের অধোগতি দেখা অবনতিশীল অলস ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে।

প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সলোমন বলিয়াছিলেন "যে সময় গিয়াছে তাহাকে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ভাল বলিও না, কারণ তুমি বর্ত্তমান সময় সম্বন্ধে স্থির হইয়া বিবেচনা করিতেছনা"। আরও এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ রোমীয় কবি হরেস বৃদ্ধ লোক সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন যে তাহারা সর্ব্বদাই অতীত সময়কে প্রশংসা করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ উন্নতিশীল মেকলে সাহেব বলেন "আমি বাল্য কাল হইতে কেবল উন্নতিই দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু অবনতি ভিন্ন আর কোনকথাই শুনিতে পাই না।"আমা-

দেরও বিবেচনায় ভারতবর্ষে পূর্ব্ব অপেক্ষা এক্ষণে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে ভিন্ন হ্রাস হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাকে অতিরিক্ত গননা করা আমাদিগের আর একটী ভ্রম। স্মাইলস্ বলেন "সকল সময়ের মনুষ্যই এই সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁহাদের সুখ ঐশ্বর্য্য আপন আপন চরিত্রের অপেক্ষা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সুরক্ষিত হইবে।"

বস্তু সকলের অধিক মূল্য, ব্যবসার মৃদুতা এবং সকল প্রকার দৈন্যতা এই সকল দোষারোপ প্রায় গভরমেণ্টের উপরই ন্যস্ত হইয়া থাকে। এমন কি অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি মহামারি ও দুর্ভিক্ষের কারণ আপনাদের ঘাড়ে না চাপাইয়া শাসনকর্ত্তাদের পাপের জন্য হইয়াছে বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকে।

দেশের উন্নতি সম্বন্ধে গভরমেণ্টের ক্ষমতা কতক আছে ইহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। জীবন ও সম্পর্ত্তি রক্ষার ভার গভরমেণ্টের হস্তে; কিন্তু আমাদের আপন ২ চরিত্র উন্নতি ও রক্ষা করিবার ভার আমাদের নিজের উপর। সুতরাং আমাদের চরিত্রের দূষনীয় ও ক্ষতিকারক ব্যবহার সকল আমরা নিজে পরিত্যাগ না করিলে গভরমেণ্ট কি করিতে পারেন? ধনাগমের ও দরিদ্র হওনের কতকগুলি কারণ আছে যাহা সকল সময়েই ঘটিয়া থাকে। পরিশ্রম ধন উপার্জ্জন করে এবং আলস্য মনুষ্যকে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করায়। প্রত্যেক পাপেরই উপযুক্ত শাস্তি আছে। আবার প্রত্যেক পুণ্যেরই উপযুক্ত পুরস্কার আছে। নৈতিক ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনই জাতীয়-উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট-উপায়।

কতকগুলি দেশাচার হইতে আমাদিগের অবস্থার এত দুর্গতি হইতেছে সেই গুলিকেই লক্ষ্য করিয়া এই কয়েকটি কথা বলা হইল।

১ম বাল্যবিবাহ। আমাদিগের মধ্যে অনেক পিতামাতার সন্তানের শিক্ষারদিকে যত লক্ষ থাক্ বা না থাক্ তাহাদিগের বিবাহ তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধ, ও নানা প্রকার রোগে লোক সংখ্যার এত বৃদ্ধি ছিল না কিন্তু এক্ষণে লোক সংখ্যার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

যত অধিক গো মেষাদি একটি মাঠে চরে তত অল্প খাদ্যই প্রত্যেকে খাইতে পায়। ক্রমে সংখ্যা আরো অধিক হইলে অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। মনুষ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। একজন কৃষকের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে ২ তাহার জমির চাষ কিছু আর বৃদ্ধি পায়না। ফসল সমান থাকিল, কিন্তু পরিবারের মধ্যে তাহার অংশীদারবাড়িল। দুর্ভিক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। জীবনের সুখ-সচ্ছন্দতা সরিয়া যাইল।

ফ্রান্সদেশ আমাদের ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। ওয়েভারবরন্ ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন "ফ্রান্সদেশীয় কৃষক যতদিন পর্য্যন্ত না গৃহ নির্ব্বাহোপযোগী যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ কিম্বা যথেষ্ট অর্থ না পায় ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখে। কিন্তু বঙ্গীয় কৃষক দেনা করিয়া বিবাহ করে এবং বিবাহের জন্য ঋণজালে আবদ্ধ হইতে কিছুমাত্র লজ্জা করেনা। এই জন্য এই উভয় কৃষকের মধ্যে এত প্রভেদ!!

বুদ্ধিমান্ বিবেচক লোক যতদিন পর্য্যন্ত না পরিবার প্রতিপালনের উপায় করিতে পারেন ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন না। বাল্য বিবাহের আরো লক্ষ লক্ষ বিষময় ফল থাছে; কিন্তু বঙ্গের দৈন্যের কারণ নির্দ্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য বলিয়া সে সকল কথার উল্লেখ হইল না।

২য় অযথা ব্যয়। বিবাহ ও অন্যান্য সমারোহে বিস্তর অর্থ অযথা ব্যয় হয়। আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি পুত্র কিম্বা কন্যার বিবাহে লোক তুষ্টিরজন্য বাজি, নাচ, তামাসা ও আলোকে ৪। ৫ হাজার টাকা ব্যয় করেন। অর্থের এরূপ অপব্যয়ে ও পাপ আছে।

যেমন শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কিছু শস্যের আবশ্যক করে। তেমনি অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে মূলধন থাকার আবশ্যক। যদি ধনী পুত্রের বিবাহে উক্তরূপে টাকার অপব্যয় না করিয়া ঐ টাকা নবীন দম্পতীর সুখের জন্য কোন প্রকারে নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহা হইতে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তিনি কেবল এইরূপে টাকা জলে ফেলিয়া দেন না, টাকার সদ্ব্যবহারের সুবিধাও নষ্ট করেন।

বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য আনন্দের কার্য্য তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ন্যায্য ও পরিমিত অর্থ ব্যয় হইলেই আনন্দ যথেষ্ট হইতে পারে। এরূপ অযথা ব্যয়ের আবশ্যক কি ?

৩য় ঋণ গ্রহণ। কতশত দীনদুঃখী কায়ক্লেশে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার অধিকাংশ ঋণ দাতার নিকট যাইতে দেখিলে কারনা হৃদয় বিদীর্ণ হয় ? আমাদের দেশের কৃষকদিগকে সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। আহা! তাহারা কেবল জীবিতমাত্র আছে এবং স্বকীয় পরিশ্রমদ্বারা মহাজনেরই উদর পূরণ করিতেছে।

৪র্থ স্বদেশ পরিত্যাগে অনিচ্ছা। আমরা যদ্যপি ব্রিটন দিগের ন্যায় যে স্থানে অল্পলোক আছে তথায় গিয়া বাস করি তাহা হইলে আমাদের অভাব থাকে না। কিন্তু জাতিভয় ও স্বদেশানুরাগ আমাদের এত অধিক যে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই অনেকে বাতুল বলিয়া উপহাস, কিম্বা বধিরের ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকিবেন।

৫ম আলস্যতার উৎসাহ প্রদান। দানের পাত্রকে দান করা উচিত। কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করা আমাদের দেশে যত প্রচলিত এরূপ আর কোথায় ও দেখা যায় না। ইহাতে আমরা মঙ্গল করিতেছিনা বরং আলস্যতাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছি। ভারতবর্ষে কত শত নাগা-সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই শরীরে হস্তীর-ন্যায় প্রভূত সামর্থ আছে কিন্তু ভিক্ষা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। দানপ্রাপ্ত পয়সায় ভাং চরশ খাইয়া কালাতিপাত করিতেছে।

সুদু হিন্দু সমাজে নয় হিন্দু পরিবারের মধ্যেও অনেক গুলি কুনিয়ম দৃষ্ট হয়। পরিবারের মধ্যে একজন দশ টাকা আনিতে সক্ষম হইলে অমনি স্বসম্পর্কীয় সমস্ত লোক তাঁহার ঘাড়ে পড়িল কিন্তু সুদু তাহা নহে। তৎসঙ্গে ২ স্ত্রীর সম্পর্কীয় লোক ও তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়ে! তিনি কি করেন ত্যাগ করিতে পারেন না এবং তাহারাও আপন ২ জীবিকা নির্ব্বাহের কোন চেষ্টা পায় না। একসন্ধ্যা আহারের যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপায় থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই অকর্ম্মণ্য জঘন্য ব্যক্তিরা তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করেনা।

ইহারা যদ্যপি সকলে স্বাধীনভাবে স্বকীয় জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করে, তাহা হইলে দেশীয় অর্থ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে।

৬ষ্ঠ কাইক পরিশ্রমে ঘৃণা। শারিরীক পরিশ্রম করিতে আমাদের মধ্যে অনেকে অবমাননা বিবেচনা করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেবের কথায় বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে " শারিরীক পরিশ্রম হইতে পলায়ন করিয়া আমরা মসী ও কলমের কল্পিত স্বর্গে যাইতে পারিলেই আমাদিগের উচ্চাভিলাষের চরম সীমায় আরোহিত হই।" কোন জাতিই কেবলমাত্র চাকরী করিয়া ধনী হইতে সক্ষম হয় নাই। শিল্পবিদ্যা, চাষ ও বাণিজ্যই ইংলণ্ডের একমাত্র উন্নতির কারণ। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় সে বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ইহাও আমাদিগের দুরবস্থার আর একটি প্রধান কারণ।

আমাদিগের এই সকল দোষ সংশোধন করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনের কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্গের উন্নতি সাধক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবক তোমরাই পথ প্রদর্শক হও, তাহা হইলে আর আমরা গরিব থাকিব না।

অদ্ভুত যোগ।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যানুরাগী। অল্প বয়সে শ্রীশ বিদ্যালাভার্থ বিদেশবাসী। বিদেশে আত্মীয়ের বাটী থাকিয়া নিকটস্থ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন। বীরভূমের অন্তঃপাতি হরিপুর নগরে স্বীয় পিত্রালয়ে শ্রীশের জন্ম হয়। শ্রীশের পিতা উচ্চশ্রেণীস্থ গৃহস্থ ছিলেন। শ্রীশ বাল্যাবধি উদ্ধত স্বভাব স্বতন্ত্রাভিলাষী ও অভিমানী। রুষ্ট কথার কিম্বা বক্রহৃদয়ের শ্রীশ কেহ নহে। শ্রীশ মিষ্ট কথার দাস। শ্রীশের হৃদয় দয়া ও করুণারসে শিক্ত ছিল। পরের দুঃখ দেখিলে শ্রীশের কোমল হৃদয় গলিত। শ্রীশ পর দুঃখেই কাতর। যে স্বার্থপরতা মানবের শিরে২ অস্থি মজ্জায় জড়িত—যে স্বার্থের অনুরোধে দিবারাত্র মানবগণ ঘুরিতেছে—যাহার জন্য তাহারা ব্যতিব্যস্ত—যে স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া মানব সংসারী—যাহার জন্য অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে—মানবে দুস্তর বালিরাশিপূর্ণ মরুভূমি

উত্তীর্ণ হইতেছে, ভয়াবহ তরঙ্গসঙ্কুল অকুল তোয়নিধি অতিক্রম করিতেছে—যাহার জন্য শিল্পের সৃষ্টি—বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব—দর্শনের আলোচনা—সাহিত্যের মনোরম সোপান পরিস্কৃত—কবির জন্ম—কাব্যের সৃষ্টি—ইতিহাসের আবশ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কার। পরের হিতার্থে সে স্বার্থ ও শ্রীশ সময়ে ২ ত্যাগ করিতেন। দোষের মধ্যে শ্রীশ কিছু স্পষ্টবাদী, শ্রীশ তোষামোদ প্রিয় ছিলেন না। বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীশের নিতান্ত আস্থা ছিল, বিদ্বান হইব—বিদ্যার উন্নতি করিব—সভ্যতার আলোক অজ্ঞানতমসাচ্ছাদিতব্যক্তির হৃদয় আলোকিত করিবে, ইহা শ্রীশের নিতান্ত বাসনা। শ্রীশ স্বভাবতঃ অতি দয়ালু! প্রতিদিন প্রাতঃকালে দীনগণের বাটীতে গমন করিয়া কাহার গৃহে চাল নাই, কাহার বস্ত্র নাই, কাহার কি অভাব তাহা দেখিতেন। ব্যাধিতকে ঔষধ দান করিতেন, চিকিৎসকের মূল্য দিতেন। দরিদ্র ব্যক্তির সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইলে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার পীড়ার শমতা করিতেন, তাহার সেবা সুশ্রুষা করিতেন, দীন অনাথ বালকগণকে রীতিমত শিক্ষা দান করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। শ্রীশের কোমল হৃদয়ে সমস্ত কোমলতা গুণের সমাবেশ ছিল। পাঠদ্দশায় শ্রীশের কোমল হৃদয়ে এক কোমল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল। এবার শ্রীশের কোমল হৃদয় নূতন করিয়া গঠিল। শ্রীশের নয়নে জগৎ নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

শ্রীশের পক্ষে সকলই মধুর, সকলই নূতন। যে কোমল—যে স্থির—যে মনোরম—যে মধুময়ী মূর্ত্তি শ্রীশের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাতে শ্রীশ উন্মত্ত। যে দিন হইতে শ্রীশের হৃদয়ে সেই অভিনব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে দিন শ্রীশের হৃদয়ে নবীন প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে; সেই দিন হইতে, শ্রীশের পাঠের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, সেই নবানুরাগে শ্রীশের উন্নতির অন্তরায় হইল। শ্রীশ প্রেম প্রত্যাখ্যানে সমর্থ নহে, কিন্তু বিদ্যার অনুরোধে সেই কোমল মূর্ত্তি হইতে অন্তরে থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাহাকে হৃদয় ভরিয়া কেহ ভালবাসে কিন্তু অন্তরে থাকিলে সে ঐকান্তিক ভালবাসারও শমতা হয়।

এই সময় আর এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শ্রীশের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহার পিতা যদিও প্রকৃত হিন্দু কিন্তু পুত্রকে কৃতবিদ্য করিবার জন্য তিনি সমাজচ্যুত হইতেও প্রস্তুত। বিলাত হইতে নূতন২ বঙ্গীয়-যুবক কৃতবিদ্য ও উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে পুত্রকে কৃতবিদ্য করিবার বাসনা উত্তেজিত হইল। পুত্রকে বিলাতে প্রেরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া শ্রীশকে পত্র লিখিলেন "তোমায় বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে বাসনা করিয়াছি, তুমি পত্র প্রাপ্তি মাত্র বাটিতে পৌঁছিবে।" শ্রীশ পত্র পাইয়া বড় খুসি হইল। কিন্তু কিরূপে সেই কোমল মূর্ত্তি হইতে অন্তর হইবেন সেই ভাবনা তাঁহার হৃদয়কে পাগল করিল। যে সরল হৃদয় শ্রীশের অন্তরে স্থান পাইয়াছিল তাহার নাম নলিনী। নলিনী শ্রীশের আত্মীয় কন্যা। যে সময়ে শ্রীশের হৃদয়ে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া অঙ্কিত হইল, সেই সময় নলিনীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। নলিনী সরল-সৎস্বভাবা—অচঞ্চলা—সুন্দরী। নলিনীর বর্ণ সুন্দর গোলাপনিভ—শিশির শিক্ত অবিকম্পিত গোলাপনিভ। শ্রীশের নিকট থাকিয়া নলিনী সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা হইয়া উঠিল। কিশোর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নলিনী যৌবন সুলভ লজ্জায় ভূষিতা হইলেন। নলিনী কুলীন কন্যা; দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই স্বর্ণ প্রতিমা এক বহুবিবাহ মূর্খ কুলিনের হস্তে পতিতা হইল। বিবাহ হইল মাত্র, কিন্তু নলিনী শ্বশুরালয়ে গমন করিলনা। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ নাই। যৌবন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশের সহবাসের সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর প্রেম জন্মিল। নলিনী তাহা প্রকাশ করিলনা। এক্ষণে নলিনীর বয়ক্রম চতুর্দ্দশবৎসর। নলিনী পূর্ণ যৌবনা। সে স্বামী সুখে চির জীবনের তরে বঞ্চিতা। স্বামীকে বিবাহ-কালিন একবার মাত্র দেখিয়াছে, তাহে কিরূপে ভাল বাসিবে, কেমনে বা প্রেম করিবে, কিসে ভক্তি জন্মিবে? কুলিন কন্যা বঙ্গে চিরদুঃখিনী, কাঁদিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। শ্রীশ পিতার পত্র প্রাপ্তি মাত্র মনে মনে চিন্তা করিলেন " নলিনীকে এ বিষয় জানাইব না, নলিনীর নিকট বিদায় চাহিতে গেলে যাওয়া হইবেনা, বিদায় কালীন নলিনীর মুখমণ্ডল—সেই

শেষ অশ্রুজল—সেই কোমল হৃদয়ের প্রেমপ্রত্যাখ্যান আমি সহ্য করিতে পারিব না, যে উদ্দেশে বিদেশে যাইব, সে কার্য্য সফল হইবে না। যখনি নলিনীর সেই কোমল হৃদয়স্মরণ করিব, তখনই হৃদয় উন্মত্ত হইবে, তখনই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিব। নলিনীকে বলিয়া যাওয়া হইবেনা, অথচ গুপ্ত. ভাবে যাইতে হইবে।" এই স্থির করিয়া শ্রীশ গোপনে প্রস্থান করিল। নলিনী কিছুই জানিল না, এদিকে অনাথা কুলিন কন্যা আর শ্রীশকে দেখিতে পাইল না। পরের স্ত্রী, তাহে হিন্দুরমণী, অন্যপুরুষের জন্য তাহার অশ্রু পতন নিতান্ত দোষের। সে অশ্রুপাত প্রকাশিত হইলে তাহার কলঙ্ক রটিবে। নলিনী শ্রীশের জন্য কাঁদিবার ও অধিকারিণী নহে। কেন তবে এ গর্হিত ভালবাসা জন্মিল, উভয়েই চিরদুঃখী হইবার জন্যই এই অভিনব প্রেমের সৃষ্টি। প্রেম মানব হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভূষণ, শরদাগমে নভোমণ্ডলের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়—শশধর যেরূপ মনোহর উজ্জ্বল কিরণে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে—বসন্তে প্রকৃতি যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তারিত করে—তরু-লতা যেরূপ অভিনব পল্লবে পরিশোভিত হয়—যৌবনে মানব হৃদয়ে অভিনব প্রেম বিকীরিত হইয়া অপূর্ব্ব পবিত্র শোভায় হৃদয় শোভিত হয়। প্রেমিকের নয়নে জগৎ সকলই সরস—সকলই মধুর—সকলই মনোহর—সকলই পবিত্র—সকলই সুখময়। প্রেমিক প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য, সুখলহরি খেলিতে দেখে—তাঁহার নয়ন আনন্দবিস্ফারিত। প্রেমিক সততই বিভোর। যতক্ষণ প্রেমিক প্রেম পুত্তলি অবলোকন করে, ততক্ষণ জগতে তাহাপেক্ষা কে সুখী। কিন্তু নিরাশ প্রেমিকের নয়নে জগত দুঃখময়। হৃদয়ে সুখের চিন্তা—সুখের কল্পনা—সুখ-স্বপ্নে সুখ-নিদ্রা, কিন্তু কার্য্যে সকলই দুঃখময়—তাহার জীবন সুতরাং অনিয়ত দুঃখেরই ভার বহিয়া কাটীতেছে। নলিনীর বিবাহের পূর্ব্বেই অভিনব প্রেমে হৃদয় বিভোর হইয়াছে। নলিনী বিবাহের পূর্ব্বে আপন অবশ হৃদয়—কোমল হৃদয়—সরল হৃদয় শ্রীশের হৃদয়ে অর্পণ করিয়াছে। তাহাতে এক্ষণে নলিনীর হস্ত নাই। আর নলীনীর সাধ্য নাই সে হৃদয়ে অন্য মূর্ত্তি স্থাপিত ক'রে অন্য দিকে হৃদয়-গতি ফিরায়—কেই বা জগতে তাহে সক্ষম, কয়বার মানব হৃদয়ে প্রেম

জন্মে—কয়জনের প্রতি পূর্ণ অকৃত্রিম প্রেম জন্মে। একটী হৃদয়ে কয়টী প্রেমের পুত্তলি স্থান পায়। 'একটী বৃন্তে কয়টী কমল প্রস্ফুটিত হইতে পারে ?' এটী কবির উক্তি এ উক্তির মর্ম্ম অতি গভীর। পবিত্র প্রণয়ী ইহা বুঝিবে। নলিনী ইহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু বুঝিয়াও তাহা সাধনে অক্ষম হইয়াছিল। বঙ্গ-রমণী পরাধিনা—আপন বাসনা প্রকাশে অসমর্থা। বিশেষতঃ লজ্জায় বিমুগ্ধা, বঙ্গীয় নারী কখনই কোনকালে গুরুজনের নিকট স্বীয় হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের গুপ্ত প্রেম প্রকাশ করে নাই, করিতেও সমর্থা নহে। বঙ্গ মহিলা বাচাল নহে। কিন্তু এই নিমিত্ত বঙ্গীয় কামিনী কখন কখন হৃদয়ে কলঙ্কিনী! নলিনীর বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল তথাপি হৃদয়ের গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করিলনা, ধর্ম্মাপেক্ষা গুরুজনের নিকট লজ্জার আধিক্য দেখা গেল। নলিনীর বিবাহ হইল বটে কিন্তু-মনে ২ শ্রীশকে প্রেমাধিকারী স্থির রাখিলেন। শ্রীশের প্রতি তাঁহার যে প্রেম জন্মিয়াছে, তাহাএবার নূতন ভাবে রচিত হইল, নলিনীর শ্রীশের প্রেম এবার কাল্পনিক পবিত্র প্রেমে পরিণত হইল। নলিনীর আর শ্রীশকে লাভ করিবার বাসনা রহিল না ; হৃদয়ে ২ তাঁহাকে ভাল বাসিবেন, তিনিও তাহার প্রতিদান করিবেন ইহাই তাহার কামনা রহিল সে শ্রীশকে দেখিবে তাঁহাকে হৃদয়ে পূজা করিবে। কিন্তু প্রেম কলুষিত করিবেনা। এ প্রেমে দোষ নাই পবিত্র-প্রেমে কি দোষ ? উন্মাদিনীর অকপট প্রেম অব্যাহত থাকে ইহা বাঞ্ছনীয়। একবার প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে সরল হৃদয়ার সাধ্য নহে তাহা সমূলে উন্মুলীত করে, কিন্তু এক্ষণে পরের, তাই বলিয়া তাহার হৃদয় পরাধীন নহে। হৃদয়ে অন্যকে ভাল বাসিবে-অন্যকে প্রেম করিবে তাহাতে জগত কেন দোষিবে-সে তো ব্যভিচারিনী-কলঙ্কিনী নহে ; মানবে ঈশ্বরে যে প্রেম করে, নলিনীর শ্রীশের প্রতি সেই প্রেম। দুষিত—সমাজবিগলিত—ধর্ম্ম-বহির্ভূত প্রেম নয়। ইতি মধ্যে নলিনীর মাতা গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। ২।১ দিনের মধ্যে তিনি এক গঙ্গাসাগুরে নৌকায় রওনা হইলেন, নলিনীও মাতার সহিত সেই পুণ্য-তীর্থের যাত্রী হইলেন। নৌকা ক্রমে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে নৌকায় নলিনী ও তাঁহার

মাতা ছিলেন, বিপরীত বায়ু ও পূর্ণভাঁটার জোর পাইয়া দক্ষিণাভিমুখে তীর-বেগে ছুটীল শেষে মহাসাগরে আসিয়া পড়িলে, আরোহীগণ আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল। সাগর অকুল—অনন্ত—অপার। সুনীল জলরাশি পর্ব্বত বেগে ছুটীতেছে—ঘোর গভীর গর্জ্জনে গিরিশৃঙ্গসম উচ্চ তরঙ্গে উচ্চ তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া দূরে ঘোর রোলে নদী-মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে। সাগরের তীর নাই, যে দিকে চাহিবে অনন্ত সুনীল জলরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। বঙ্গ-মহিলা নদীর তরঙ্গে আকুল, মহাসাগরের এভয় সঙ্কুল, উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে নাই, ভয়ে—আতঙ্কে—আসন্ন-মৃত্যু চিন্তায়—আকুলিত। দাঁড়িগণ বহু ক্ষণ দাঁড় বন্ধ করিয়াছিল এবার মাঝি হতাশ হইয়া পড়িল কর্ণধার হাল বন্ধ করিল। নৌকা স্বীয় ইচ্ছামত তীর-বেগে স্রোতমুখে ছুটীল, এক্ষণে নৌকা সাগরের মধ্যভাগে।

এদিকে শ্রীশ আত্মীয় পরিজনের নিকট প্রফুল্লমনে বিদায় লইয়া বাষ্পীয়-পোত আরোহণ পূর্ব্বক হুগলি বাহিয়া সাগরে পতিত হইলেন। সে সময় এই দিক দিয়া লোক বিলাত যাত্রা করিত। শ্রীশ যখন বাষ্পীয়পোতে সাগরের মধ্যভাগে উপস্থিত, এমন সময় দেখিল দূরে একখানি নৌকা তরঙ্গে আহত হইয়া নিমগ্ন প্রায়। তিনি সোৎসুকে বাষ্পীয়পোতের উপর ডেকে উঠিয়া সেই নিমোজ্জিতোন্মুখ নৌকা দেখিতে লাগিলেন। এই সময় একটী প্রবল বাত্যা উঠিল, সেই ঘূর্ণিত বাত্যায় নৌকাখানি প্রথমে ঘুরিতে লাগিল, সাগরের ভীষণ গর্জ্জনে ভীষণ তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, বোধ হইল পর্ব্বতসম তরঙ্গে নৌকা ডুবিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখা গেল। এবার শ্রীশ দেখিলেন, দুইটী স্ত্রীলোক নৌকার বাহিরে আসিয়া দারুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, কিছুক্ষণ পরে সেই দুই রমণীমূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন। একটী তাঁহারই হৃদয়াধিকারিণী কোমল-হৃদয়া নলিনী। এবার শ্রীশের হৃদয় স্থির রহিল না, শ্রীশ উপস্থিত বিপদে চেতনা হারাইয়াছেন, বিলাত যাত্রা ভুলিলেন, উন্নতি ভুলিলেন, উচ্চাশা ভুলিলেন, শ্রীশ এ জগতে যাহা তাঁহার হৃদয়ের এখনি তাহা হারাইবেন। ক্ষণমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল, শ্রীশও তাহাদের উর্দ্ধারার্থে জলে ঝাঁপ দিলেন।

সেই অসীম—অকুল—অনন্ত—সাগরে, শ্রীশ সন্তরণ-পটু হইয়াও, একবার ডুবিতে লাগিলেন একবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিলেন, নলিনীকে দেখিতে পাইলেন না; অবশেষে আত্মরক্ষার চেষ্টা অধিক হইয়া উঠিল। তিনি বহু কষ্টে সন্তরণ দিয়া শেষে তীরে উঠিলেন। তাঁহার সকলই বিফল হইল। হতাশ হৃদয়ে তীরে উঠিয়া শ্রীশ এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। দেখিলেন চতুর্দ্দিক জঙ্গলাকীর্ণ; একাগ্রচিত্তে কিছুক্ষণ বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, শেষে ধীরে ধীরে উপরে গিয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বনাকীর্ণ দ্বীপে, জনমানবের সমাগম নাই। শ্রীশ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া বনমধ্যে

প্রবিষ্ট হইলেন, শেষে বৃক্ষের সুপক্ক ফলে ও একটী সরোবরের জলে ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন।

এই ভাবে কতিপয় বৎসর অতীত হইল, শ্রীশ নির্ব্বাসিতের ন্যায় দ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। কোথায় বা বিলাত যাত্রা? কোথায় বা হৃদয়ানন্দ-দায়িনী নলিনী? কোথায় বা স্নেহময় জনক জননী? কোথায় আত্মীয় স্বজন? শ্রীশ নির্ব্বাসিত, স্বজন বিরহিত, স্নেহ-পুত্তলিকা বিবর্জ্জিত। ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন শ্রীশ গভীর বন মধ্যে একটী মন্দির চূড় দেখিতে পাইলেন, দ্রুতবেগে সেই মন্দির দ্বারে উপনীত হইয়া, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ভিতরে এক শ্বেত-পাষাণনির্ম্মিত শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহার সম্মুখে শীর্ণা, জীর্ণবসনা, শোকমলিনা, রুক্ষকেশা, এক মুদিত নয়না, যুবতী রমণী মহাদেবের ধ্যানে মগ্না। আতঙ্কে শ্রীশ প্রথমে কোন কথা কহে নাই। কতক্ষণ ভক্তিভাবে তিনি মুদিত নয়নে যোগিনীর পশ্চাতে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু তথাপি রমণীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। শ্রীশ মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, একবার ভাবিলেন, এ জনশূন্য স্থানে কে মন্দির প্রতিষ্ঠাকরিল এ যৌবনে-যোগিনী কোথা হইতে আসিয়া এই ঘোর ধ্যানে মগ্না হইল। কিন্তু শ্রীশ কিছুরই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন না, যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষায় রহিলেন, কতক্ষণ এই ভাবে যাইল, শেষে ধ্যান ভঙ্গের জন্য কত কি শব্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে যোগ ভঙ্গ হইবার নয়। নলিনী অনন্তযোগে, অনন্তদেবের ধ্যানে হৃদয় সমাধিস্থ করিয়াছে। আর কাহার ধ্যান ভাঙ্গিবে? নলিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় মহাযোগীর ধ্যানে লীন হইয়াছে, পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, অল্প দিবস মধ্যে সে দেহও নষ্ট হইয়া শৃগালের ভক্ষ্য হইবে। শ্রীশ কতক্ষণ এইরূপ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, তথাপি যোগিনীর স্পন্দন নাই। যোগিনীর প্রাণ বায়ু অনন্ত বায়ুতে মিশিয়াছে। এমন সময় মন্দিরের দেয়ালে ইষ্টক দ্বারা কি লেখা আছে দেখিতে পাইলেন। শ্রীশ সেই দিকে যাইয়া একমনে পাঠ করিলেন।

"আজ চারি বৎসর হইল অভাগিনী দৈব দুর্ব্বিপাকে পিতা মাতা হারাইয়া এই বিজন অরণ্যে উপস্থিত হয়। অবলা না বুঝিয়া অবিরত যে মূর্ত্তির ধ্যান করিত, যাহার উপাসনায় শৈশব, কিশোর ও যৌবন অতীত প্রায় তাহাকে তো পাইল না, সেই হৃদয়-রত্ন অবলাকে প্রতারণা করিলেন। তাঁহার প্রেম-কল্পনায় উন্মাদিনী বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি, দিবা-নিশি কষ্ট ভোগ করিয়াছি, শীর্ণ হইয়াছি, তথাপি তিনি আমার হৃদয়ের হইলেন না, কিন্তু একমাস মাত্র এই মন্দিরে আসিয়া, অভাগীর—রোগের—হতাশের শেষ উপায়, এই অনাদিনাথের ধ্যানে মগ্না হইয়া মনে প্রীত হইয়াছি। আজ চারি দিবস তাঁহারই যোগে জীবনের শেষ করিব

প্রতিজ্ঞা করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছি। আমি নিরাশ প্রণয়িনীর উদাহরণ, কেহ যেন কখন মানবে হৃদয় অর্পণ না করে। ঈশ্বরে প্রেম কর সহজে সফল হইবে অনাথিনী নলিনী সার তত্ত্ব বুঝিয়া আজ জগৎ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। শ্রীশ, এবার তোমায় ভুলিয়া অনাদিনাথে হৃদয় অর্পণ করিয়া সিদ্ধ হইলাম, তোমায় ধিক!"

শ্রীশ তৃপ্ত হইলেন না, একবার দুইবার তিনবার পাঠ করিলেন। এবার শ্রীশের দিব্য জ্ঞান হইল। তিনি অবলা নলিনীর অকপট, ঐকান্তিক ও অনন্ত প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। নলিনীর সহিত প্রথম সাক্ষাতাবধি অদ্য এই বর্ত্তমান ঘটনা পর্য্যন্ত সকলই স্মরণ হইল। শ্রীশ ক্ষিপ্তবৎ নলিনীর পবিত্র মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু পাছে পবিত্র দেহ কলুষিত হয় তাই চুম্বনে সাহসী হইলেন না; শ্রীশ উন্মত্তের ন্যায় নলিনীর নিকট গিয়া স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, শেষে সেই শবরূপিনী পূর্ণ প্রেম-মূর্ত্তি নলিনীকে স্কন্ধে করিয়া সাগরাভিমুখে উন্মত্তবৎ ছুটীলেন। সাগর সান্নিধ্যে গমন করিয়া জলে শব-সহ ঝাঁপ দিলেন। উভয়ের সাধনা সিদ্ধ হইল, উভয়ের যোগ একত্র যুক্ত হইল, উভয়ে সাগর-গর্ভে সমাধিস্থ হইলেন।

ব্রিটিস্‌রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম।

ভারতেশ্বর ভারত রাজকোষ হইতে খৃষ্টান্ ধর্ম্মের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অপক্ষপাতি রাজা আজি কেন পক্ষপাতিত্ব করিলেন? যে সিংহ একদিন খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণকে মেষের ন্যায় ব্রিটিস্ ভারত হইতে তাড়াইয়া ছিলেন, কেন তিনি আজ স্বীয় শিশু জ্ঞানে তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিলেন? যদি ধর্ম্ম রক্ষাই রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন তিনি সস্নেহলোচনে সমভাবে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি চাহিলেন না? হিন্দুধর্ম্মের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখেন না কেন? রাজন্ তুমি হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতি উভয়েতেই সমভাবে উদাসীন কেন থাক? অপক্ষপাতি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রিটনসন্তান স্বীয় ধর্ম্মে এত একমাত্র অস্থা কেন? এবম্বিধ ঘটনা শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত অবস্থানভিজ্ঞ বঙ্গবাসিগণ সম্বাদপত্রে এ সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া চীৎকার করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের সহিত যে ব্রিটিস্ রাজের কত নিকট সম্বন্ধ তাহা বঙ্গের কয়জন জানে? আমরা তাই আজি একে একে পাঠক মহাশয়কে দেখাইব যে কেমন করিয়া ব্রিটিস্ রাজ হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কতদূর পর্য্যন্ত ব্রিটিস রাজের হিন্দুধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক আছে—ও সেই সম্পর্কের ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছে।

ক্রমশঃ।

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম	৯৭
সুরসুন্দরী	৯৯
শিবসংহিতা	১১০
বৌদ্ধধর্ম্ম	১১৩
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১১৯

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

অতিথি গ্রহেণেচ্ছু মহাশয়গণ পত্র লিখিয়া নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে অতিথি যথা সময়ে নিয়মিতরূপে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে ও তৎতৎ স্থানীয় গ্রাহকগণের ডাক মাসুল লাগিবে না।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়।	২নং বলরাম বসুর লেন চক্রবেড়িয়া ভবানীপুর
,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষাল।	টালিগঞ্জস্কুল, টালিগঞ্জ
,, ,, অতুলচন্দ্র রায়।	বেহালা
,, ,, নির্ম্মলচন্দ্র রায়চৌধুরী।	বঁড়িষা
,, ,, ভূতনাথ দাস।	পার্কষ্ট্রীট কমিশারিয়েট আফিস্ কলিকাতা
,, ,, হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।	চন্দ্রশেখর মুখোর ষ্ট্রীট্ কোন্নগর

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১৷৷০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৵০	...	...	১৵০
ত্রৈমাসিক	৷৷০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৵১০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & ERIENDS, BEHALAH.

বিটিস্‌রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথম প্রথম ব্রিটিসরাজ হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি সকৃপ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি অনুগ্রহ বাড়িয়াছিল। ঐ অনুগ্রহ প্রথমে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে দৃষ্ট হয়। প্রথমে ব্রিটিস-রাজ সিংহ পরাক্রমে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ভারতবাসিগণকে বশীভূত করিতে প্রণয় ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র দেখিতে পান নাই। দুষ্ট লোকের কুচক্রের ভয়ে ব্রিটনেশ্বর সদাই শঙ্কিত থাকিতেন। যদি ভ্রমেও কখন ব্রিটিসরাজ ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া ব্রিটীসরাজ্য পুড়াইয়া ফেলিত। ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এত সতেজ ছিল ও ব্রিটনের শঙ্কা এত প্রবলভাবে বহিত। তাই জন্য—ভারতবাসিগণকে প্রণয়ে বশীভূত করিবার জন্য—ব্রিটিসরাজ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি গাঢ় ভক্তি দেখাইতে লাগিলেন—তাহাদের মন্দির, মস্‌জিদ সংস্থাপন ও তাঁহাদের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা দেখাইতে লাগিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত ভারত শাসন ভার যে সমস্ত মহোদয়গণ হস্তে ন্যস্ত ছিল, ইতিহাস—এই জন্য—তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বেষী বিধর্ম্মী হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহারা কার্য্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইতেন ও বাইবল্‌ অপেক্ষা কোরাণকে অধিক সম্মান করিতেন। সেই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বেষী প্রিন্দার্গাস্‌ টুইনিংস্‌ এবং ওয়ারেংস্‌ হিন্দু ষ্টিউয়ার্টস্‌ এবং ইয়ংস্‌ ভারতের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

মান্দ্রাজ হইতে বিশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে কাঞ্চীবরণ প্রদেশে দুইটী পবিত্র হিন্দু মন্দির বহুকাল হইতে সংস্থাপিত আছে। একটীতে দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজ করেন আর একটীতে বিশ্ব প্রতিপালক বিষ্ণু দেবরাজস্বামী নামে অধিষ্ঠিত আছেন। আর্য্যাবর্ত্তে কাশী বা

প্রয়াগ যেরূপ তীর্থস্থান দাক্ষিণাত্যে পুরী ও কাঞ্চীবরণ সেইরূপ। দাক্ষিণাত্যে কোন্ হিন্দু "দেবরাজস্বামী" নাম প্রগাঢ় ভক্তির সহিত উচ্চারণ না করে। কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে কাঞ্চীবরণের পুরাতন জীর্ণ দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া যাইল। সঞ্চিত অর্থও সমুদয় পাণ্ডাগণের স্বার্থপরতার অত্যাচারে পূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। অর্থাভাবে দেবরাজস্বামীর পূজার উৎসব আর তত সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় কালেক্টার মান্যবর লাওনেল প্লেস্ সাহেব দেখিলেন যে ব্রিটীসরাজের অনুগ্রহ অভাবে দেবরাজস্বামীর কাঞ্চীবরণে অবস্থিতি লুপ্তপ্রায়। হিন্দুধর্ম্মের এরূপ দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল—গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তি আশায় একটী সকরুণ আবেদনপত্র বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ে পাঠাইয়া দিলেন—সে পত্রে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রিটীসরাজপুরুষ হিন্দুধর্ম্মে যে প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইয়াছিলেন হিন্দু রাজকর্ম্মচারী কয়জন সেরূপ ভক্তি দেখাইয়া থাকেন? পত্রখানি বহুদিবস ধরিয়া সযতনে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টার গোপনে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেণ্ডঅব্ইণ্ডিয়া প্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন ও অদ্য বঙ্গবাসিগণ সমক্ষে বঙ্গভাষায় সে পত্র প্রকাশ করিবার অভিলাষ আমাদের বলবতী থাকিলেও স্থানাভাবে তাহা করিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, ব্রিটিসরাজ প্লেসের আবেদনপত্র গ্রাহ্য করিয়াছিলেন ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কাঞ্চীবরণ ও তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত তীর্থস্থানের মন্দিরের তত্ত্বাবধান ভার—উন্নতি অবনতি—আয় ব্যয় সমস্তই ব্রিটিসরাজ স্বীয় স্থানীয় কালেক্টারের উপরে নির্ভর করিলেন। ব্রিটিসরাজ সে ভার গ্রহণ করা অবধি কাঞ্চীবরণের আর তাদৃশ দুরাবস্থা কখনই হয় নাই—কাঞ্চীবরণে সেই সময় হইতে ক্রমশঃ উন্নতি ভিন্ন আর অবনতি দৃষ্ট হয় না। কালেক্টার সাহেব স্বয়ং দেবরাজস্বামীকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মণগণ আজও পর্য্যন্ত যাত্রীদিগকে তাহা দেখাইয়া থাকেন ও সেই পূজা ব্রিটিসরাজের অনুমোদনীয় ছিল। ব্রিটিসরাজের মন এত উদার ও সময়ে সময়ে ব্রিটিস রাজপুরুষগণের ব্যবহার এত চমৎকার, এত বিচিত্র।

এইরূপে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিসরাজ ক্রমশঃ একে একে সমস্ত তীর্থস্থানে—দেবমন্দিরে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রজাবৎসল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজরাজ স্বীয় ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া ভারতবাসিগণের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য নিজ নামে কলঙ্ক আরোপিত করিয়া ভারতবাসিগণের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ দেখাইয়াছেন। এইস্থানে মুসলমান চিত্র—মুসলমান রাজাগণের হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি—মহম্মদ গিজনীর মন্দির সংস্থাপন—দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা—আলাউদ্দীনের সরলতা—যদি স্থান থাকিত, তাহা হইলে চিত্রিত করিয়া দেখাইতাম যে মহামতি ইংরাজ শাসনে ভারতবাসিগণ কত সুখে আছে। সময়ে সময়ে ব্রিটিসরাজ তোমার নিকট অত্যাচারের অভাব হয় না বটে কিন্তু সে অত্যাচার মুসলমান অত্যাচারের নিকট সূর্য্যসমক্ষে দীপপ্রায়।

ক্রমশঃ।

সুরসুন্দরী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

গীতি শুনিয়া পূর্ণের হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার দুই চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সরল-হৃদয় পূর্ণ তখন জগদাধারকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন—"পিতঃ!—পরমেশ!—জীবনাবলম্বন!—প্রভো! কেন আমার হৃদয় এরূপ চঞ্চল করিলে?—আমি যে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর-সুবর্ণ-প্রতিমা এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—কেন, তাহা হৃদয়ে আবার আবির্ভূত হইল?—আবার এ পাপরূপের ছায়া আমার হৃদয়ে কেন পড়িল?" এইরূপ কহিয়া গবাক্ষ সন্নিধি গমন করিলেন। দেখিলেন, অদূরে হর্ম্ম্যতলে উপবেশন করিয়া মহেশমোহিনী দুর্গারূপিনী দুর্গাবতী বীণা-সহযোগে গীতি গাহিতেছেন। পার্শ্বে সুশীলা,-অশি-

ক্ষিতা অথচ কমনীয়গুণ-রাশি-শালিনী—নিরভিমানিনী প্রসাধিকা বসিয়া একতানমনে সেই কিন্নরীকণ্ঠবিনিঃসৃতবৎ সুললিত মানস-মোহন গীতি-সুধা পান করিতেছেন। দুর্গাবতীর স্বর অতি মিষ্ট—রাগ তাল লয়াদির তাদৃশ সামঞ্জস্য না থাকিলেও শ্রুতিসুখকর। দুর্গাবতী গ্রাম, মূর্চ্ছনা—অথবা ষড়্‌জ গান্ধার মধ্যম কাহাকে বলে জানিতেন না। কিন্তু সেটী যে রসের গীত, তাহা এরূপ বিশুদ্ধ ভঙ্গীতে গাহিতেন, যে শ্রোতার হৃদয়ে সেই রস জাগ্রত,—জীবন্ত করিয়া দিতেন।

গীতি শুনিয়া পূর্ণবাবুর হৃদয় বিপ্রলম্ভরসে পূরিয়া গেল। তিনি বিরহী না হইলেও হৃদয়ে কাহারো বিরহ-যন্ত্রণা অনুভূত করিলেন। সঙ্গীতের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা—নিদ্রিত মনোভাবকে জাগ্রত করিয়া দেয়—মৃত বাসনাকে জীবন্ত করিয়া দেয়। পাঠক মহাশয় যদি সঙ্গীত-রসজ্ঞ হয়েন, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন।

প্রভাতে পূর্ণচন্দ্র অর্দ্ধজাগরিতা দুর্গাবতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কোথায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পূর্ণ স্ত্রীলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল "পরিচয়ে প্রয়োজন নাই—পরিচয় দিতে আমি শঙ্কা বোধ করি—পত্রপাঠে সমস্তই অবগত হইবেন।" এই কটী কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। পূর্ণচন্দ্র পত্র খুলিয়া মনে মনে এইরূপ পাঠ করিলেন।——

বিষ্ণুপুর।

মহাত্মন্!

আমার নাম সুরসুন্দরী। প্রায় সম্বৎসর গত হইল, একদিন আনন্দময়ীর মন্দিরাভ্যন্তরে যে হতভাগিনীকে কয়েকদণ্ডের নিমিত্ত স্থিরচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমিই সেই——নির্ল্লজ্জা রমণী। যদি আমাকে কখনও এক মূহুর্ত্তের জন্য স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকেন, তবে আমার এই ভিক্ষা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগত পর্ব্বোপলক্ষে উক্ত দেবমন্দিরে আমাকে একটীবার দর্শন দিবেন। আমার কয়েকটী কথা আছে—ঐ দিন আপনাকে নিবেদন করিব।

সুরসুন্দরী।

পত্র পাঠ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হইল। পূর্ব্বরাত্রে দুর্গাবতীর যে গীতি শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়াছিল,—তাহার উপর আবার এই মহা তরঙ্গ—প্রতিঘাত হইয়া একেবারে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়বৎ অবস্থিত রহিলেন। পরে নিজ টেবিল্ সন্নিধানে গিয়া ত্বরিত হস্তে এই কয় ছত্র লিখিলেন।

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম। যদি কোন কথা বলিতে থাকে পত্র দ্বারা জানাইতে পার—কিন্তু পুনশ্চ আর কখনও পত্র লিখিওনা।" প্রথমে এইরূপ লিখিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন, আবার কি ভাবিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আবার এক-নূতন কাগজ লইয়া লিখিলেন।——

সুরসুন্দরি!

তোমার প্রার্থনায় আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। এ জন্মে তোমার সহিত আর দেখা করিব না। যেরূপে পার আমাকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়া যাও—আমার এই ভিক্ষা—অথবা এই প্রার্থনা।

তোমার হিতাভিলাষী

পূর্ণচন্দ্র।

এই কয়েক পুংক্তি মনে মনে চারি পাঁচবার পাঠ করিলেন। পরে পত্র মুড়িয়া কাহাকে দিবেন, ক্ষণেক ভাবিলেন। ক্ষণেক ভাবিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, অপরিচিতা স্ত্রীলোক পত্রের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তখন পূর্ণবাবু সেই চিঠি তাহার হস্তে দিয়া কহিলেন, "তুমি অনুগ্রহ করিয়া সুরসুন্দরীকে বলিবে যে, পূর্ণচন্দ্র কর্ত্তব্যের অধীন ও বাধ্য না হইলে তাঁহার সহিত" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আর বলিতে পারিলেন না—সহসা দ্রুতপদে সেস্থান হইতে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। একেবারে আপন শয়ন-গৃহে যাইয়া পালঙ্কে বসিয়া দুর্গার সুষুপ্ত-সুন্দর মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্ত প্রশমিত হইল—তখন স্বীয় দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সংসারে সাধু সংযমী

যুবা পুরুষের মনের উপর অবিশুদ্ধ প্রেম এইরূপ ক্ষণিক আধিপত্য করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্দির মধ্যে।

সম্বৎসর পরে আবার মাঘী পূর্ণিমাতে আনন্দময়ীর মন্দিরে বৃহতী জনতা হইল—সেইরূপ পূজা, হোম, বলিদানাদি ব্যাপার সম্পাদিত হইতে লাগিল। বাজারে সেইরূপ ক্রয়বিক্রয়াদি চলিতে লাগিল। সেইরূপ যাত্রীসকল দিগ্‌দেশান্ত হইতে সমাগত হইল।—সেইরূপ আমাদিগের সুরসুন্দরী পিতৃষ্বসা সমভিব্যাহারে আনন্দময়ী দর্শনার্থ আসিলেন। কিন্তু সেবারে আর এবারে সুরসুন্দরীর দৈহিক ও মানসিক কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে লাবণ্য আছে কিন্তু সে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ ও প্রখর প্রভা নাই। নয়নের সে সজীবতা ও তীক্ষ্ণতা নাই। সমুদয় অবার বিষণ্ণভাব-প্রকাশক। বদন নীলিমাব্যাপ্ত। হৃদয় চাঞ্চল্যের পরিবর্ত্তে স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। নয়ন চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে নির্নিমেষভাব ধারণ করিয়াছে। এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু ঐ দিবসে আমাদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ যুবা পূর্ণচন্দ্র আইসেন নাই।

সুরসুন্দরী পিতার নিকট পূর্ণচন্দ্রসংক্রান্ত যাবতীয় কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি যে কৃতদার ও পুনর্বিবাহে অসম্মত তাহাও শুনিয়াছিলেন। তিনি আর এখন পূর্ণচন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না—কেবল দর্শন প্রার্থিনী ছিলেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। তিনি সতৃষ্ণনয়নে মন্দিরের চতুর্দ্দিক দেখিলেন, দূরে, নিকটে, জনতামধ্যে সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। বসন্তের কোকিল বসন্তের সঙ্গেই উড়িয়া গিয়াছে—এ ঘোর বর্ষারজনীতে কেন সে দেখা দিবে? আবার যদি কখনো বসন্ত আসে, আবার দেখা দিতে পারে।

সুরসুন্দরী হতাশ হইয়া শীতল মসৃণ শিলাতলে বসিয়া পড়িলেন। একবার দেবী প্রতিমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, "জগদম্বে! শীঘ্র আমার জীবলীলা সাঙ্গ কর—মা! আর খেলিতে সাধ নাই।" এইকটী কথা বলা হইয়াছে, এমন সময়ে দেখিলেন প্রভাতসূর্য্য-রূপিণী তেজস্বিনী এক পূর্ণ যুবতী কামিনী পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত। সুরসুন্দরী তাঁহাকে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" রমণী গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "আমি অপরিচিতা দূরদেশবাসিনী—আমার পরিচয়ে কি হইবে? কিন্তু আপনি দেবীকে কি বলিতেছিলেন?"

সুর। আমি আমার দুঃখের কথা বলিতেছিলাম। তাহা শুনিয়া আপনার কি হইবে?

অপরিচিতা। যদি সাধ্যাতীত না হয় আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করিব।

সুর। আমি কাহারও উপকার-প্রত্যাশী নহি।

অপরিচিতা বিষণ্ণ হইলেন। বলিলেন "আপনার প্রকৃতির লোক জগতে অতি বিরল। এসংসারে দুঃখে পড়িলে, কে না অপরের সাহায্য ভিক্ষা করে? বিশেষতঃ আমি উপযাচিকা হইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছি। আপনার সাহায্য-গ্রহণে আপত্তি কি?"

সুর। আমি জানি, আপনা হইতে আমার কোন সাহায্য হইবে না। আপনি আমার কি সাহায্য করিতে পারিবেন? আমি অর্থ-প্রত্যাশী নহি।

অপরিচিতা। তাহা বুঝিয়াছি—কিন্তু কিসের প্রত্যাশী ব্যক্ত করুন।

"কিছুরই নহি" বলিয়া বালিকা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। অপরিচিতা সহসা তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "যাইতে দিব না—আপনার দুঃখের কথা আমাকে বলিতে হইবে—আমি যথা সাধ্য আপনার উপকার করিব।" অপরিচিতার স্বর এতদূর কোমল, চক্ষু এতদূর করুণাপূর্ণ, যে সুরসুন্দরীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি বলিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন অপরিচিতা কহিলেন "বলুন—আমি আপনার আত্মীয়—অথবা আজি হইতে আপনার সমদুঃখভাগিনী ভগিনী হইলাম। কিন্তু আপনার নাম কি সুরসুন্দরী?" অপরিচিতার মুখে আপনার নাম শ্রবণ করিয়া সুরসুন্দরী সহসা চমকিত হইলেন। বলিলেন, "আপনি কে বলিতে হইবে। আপনি আমার নাম কিরূপে জানিলেন?" অপরিচিতা একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার পরিচয় পরে দিব। এক্ষণে চল মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ঐ নির্জ্জনস্থানে যাই। আমার অনেক কথা আছে, এখানে বলিবার নহে। সুরসুন্দরী সম্মতা হইলেন। উভয়ে মন্দিরের পশ্চাদস্থ এক বিল্ববৃক্ষ মূলে নবীন দূর্ব্বাদলের উপর উপবিষ্টা হইলেন।

তথায় বসিয়া রমণীদ্বয়ের বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পবিত্র বিল্বমূলে বসিয়া, আনন্দময়ীর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তাঁহারা কি কথা কহিতেছিলেন। চলুন অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করিগে।—অথবা শুনিয়া কাজ নাই—স্ত্রীলোকের গুপ্তকথা শুনিতে আমাদের অধিকার কি?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঝিল্লী পাহাড়।

কয়েকদিন পরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইল যে, আগামী জুন মাস হইতে পূর্ণ চন্দ্র সিদ্ধগঞ্জ হইতে রামনগরে স্থানান্তরিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদবৃদ্ধিও হইবে। এই সমাচার পূর্ণের বন্ধুগণের ও কলিকাতায় তাঁহার পিতার নিকট প্রেরিত হইল। তাঁহার পিতা অজস্র আশীর্ব্বাদ পূর্ণ এক পত্র লিখিলেন।

মে মাসের শেষভাগে পূর্ণচন্দ্র পরিবারমণ্ডলির সহিত রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন তাঁহার স্থানে নূতন লোক আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। যাইবার সময় পূর্ণ তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "আপনার এলাকার মধ্যে রাধানগর গ্রামে পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী নামে এক ব্যক্তি বাস করেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে আমার স্থানান্তর হওনের

বিষয় জ্ঞাত করিবেন। এবং আমার ঠিকানা কহিয়া একবার আমার সহিত দেখা করিবার প্রার্থনা জানাইবেন। আর বলিবেন, আমি অবকাশাভাবে যাইবার কালীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না।

রামনগর আসাম দেশে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশে ঝিল্লী নামে একটী পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়শ্রেণীর মধ্যভাগে এক অত্যুচ্চ শিবমন্দির আছে। উহা প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। একজন দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী সেই শিবের পূজা কার্য্য করেন। নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে প্রবাদ ছিল তিনি শিববরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পূর্ণ বাবুর রামনগর আগমনের এক বৎসর পরে একদা কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে ধরণী ঘোর অন্ধকারময়ী হইলে সন্ন্যাসী মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া ইষ্টদেবতার জপে নিযুক্ত হইলেন। তখন আকাশমণ্ডল ঘনমেঘে আচ্ছন্ন—প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছিল। সেই নির্জন নিভৃত প্রদেশে সেই বায়ুর ভীষণ শব্দে পর্ব্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া দ্বিগুণ গর্জ্জিতেছিল। সন্ন্যাসী জপে একাগ্রচিত্ত। সহসা তাঁহার একচিত্ততা ভঙ্গ হইল। একটী করুণস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সেই স্বর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে অতি নিকটে বোধ হইল। ক্রমে ঠিক্ মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন সেই নির্জন নির্ম্মানুষ স্থানে মনুষ্য-সমাগম। এক শীর্ণকায় মলিন জীর্ণবস্ত্র বেষ্টিত মনুষ্যের দেহোপরি দেবালয়স্থ প্রদীপের রশ্মি পতিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী তীব্রদৃষ্টির সহিত কয়েক মুহূর্ত্ত সেই অপরিচিত মনুষ্যের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অপরিচিত বাক্য মাত্র কহিল না—করুণস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর দয়ালু-হৃদয় ক্রমে সিক্ত হইল। তিনি করুণকণ্ঠে কহিলেন "কি হইয়াছে?"

অপরিচিত। কন্যার মৃত্যু হইয়াছে।

সন্ন্যাসী। কোথায় তোমার কন্যা?

অ। অদূরে নির্ঝরিণী পার্শ্বে।

সন্ন্যাসী বলিলেন চল—দেখিগে।—কিরূপে মৃত্যু হইল?

অপরি। দুই জনে বহুদূর হইতে আসিতেছিলাম। বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ

পরিভ্রমণে অল্পবয়স্কা কোমল শরীরা কন্যা যার পর নাই ক্লান্ত হইয়াছিল। দারুণ পিপাসার্ত্ত হইয়া নির্ঝরিণী পার্শ্বে জল পানার্থ দ্রুত গমন করিল। এক অঞ্জলি জল মুখে দিতে দিতেই প্রাণত্যাগ হইল।

সন্ন্যাসীর চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিবাস কোথায় ?"

অপরি। "বহুদূরে—বঙ্গদেশে।"

স। "কোথায় যাইতেছিলে ?"

অপরি। "সীতাকুণ্ড তীর্থে।"

সন্ন্যাসী দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া সেই গম্ভীর অল্পভাষী মলিন বসন বেষ্টিত শীর্ণশরীর মনুষ্যের সঙ্গে চলিলেন। গমন কালে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া গেলেন।

এই সময়ে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। উভয়ে অতি কষ্টে বন্ধুর শিলাখণ্ডের উপরদিয়া চলিলেন। পথ সন্ন্যাসীর পরিচিত ছিল। তিনি মলিন বসনধারী পুরুষের দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় ধারণ করতঃ দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা নিকটস্থ এক শমীবৃক্ষে বজ্রপাত হইল—বৃক্ষ জ্বলিয়া গেল। উভয়েই নিষ্কম্প—নির্ভয়—নিরাকুল। প্রত্যুত সন্ন্যাসীর মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল।

অল্পক্ষণ পরেই বজ্রপাত সদৃশ অত্যুচ্চ গম্ভীরস্বর অপরিচিতের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। অপরিচিত প্রথম মুহূর্ত্তে চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই বুঝিল, সন্ন্যাসী সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন। সে সঙ্গীত প্রলয়কালীন শিব-বিষাণের শব্দের ন্যায় সকল শব্দ তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বত প্রদেশ কাঁপাইতে লাগিল। ঐ গীত সংস্কৃত শব্দে বিরচিত। উহার অর্থ নিম্নে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।

(ধ্রুপদ)

বিভো! সত্য—সনাতন!
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কারণ!
সত্ত্ব রজোতমো ত্রিগুণাশ্রিত
নিত্য সত্য সর্ব্বজ্ঞানাতীত

অমরগণৈঃ সদা হি চর্চ্চিত
রক্ষ প্রভো! অসহায় জন॥
নির্ব্বিকার নিরাকার
নিরুপাধি নিরাধার
স্বরূপ তব বোঝা ভার
পরমেশ বিপন্ন—তারণ॥
গভীরা রজনী ঘোরা
বিদ্যুৎ-বিকাশে ক্ষণেকে গোরা
অসহায়া বালা পড়ি মৃত-পারা
বাচাও তাহারে বিশ্ব-পালন॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নির্ঝরিণী পার্শ্বে।

উভয়ে নির্ঝরিণী পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সহসা স্তম্ভিত হইলেন। তাড়িতালোকে দেখিলেন, একজন দীর্ঘাকার পুরুষ মৃতা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া [illegible] কার পুরুষের গায়ে একটী মাত্র আবরণ—তাহাও বৃষ্টিপাতে ভিজিয়া গিয়াছে। মস্তকে বহুমূল্য টুপী। যুবকের আকৃতি গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক।

কন্যার পিতা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? দীর্ঘাকার পুরুষ নিঃসঙ্কোচে কহিলেন, আমার নাম পূর্ণচন্দ্র! কন্যার পিতা চমকিয়া উঠিলেন—সন্ন্যাসীর মনে চাঞ্চল্য উপজিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

পূর্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন, "এই পার্ব্বত্য পথে আমি মধ্যে মধ্যে

অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকি। অদ্য অপরাহ্নে ঘোটকারোহণে পিনাকী নামক শিবলিঙ্গ-দর্শন করিতে যাইতেছিলাম। পথভ্রম হওয়াতে অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে এইখানে উপস্থিত হইলাম। গৃহ প্রতিগমনের পথও নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া যথেচ্ছা যাইতেছিলাম। সহসা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইল—বজ্রপাত হইতে লাগিল। অবশেষে ভীষণবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আশ্রয় গ্রহণার্থ এই নির্ঝরিণী পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলাম। সহসা ঘোটক পিছু হটিল—আর অগ্রগামী হইতে চাহিল না। পশ্বাদির স্বাভাবিক একটী জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা অন্ধকারে নিকটস্থ পদার্থ জানিতে পারে। বোধ হয়, সম্মুখে মানবদেহের স্থায়ীত্ব অনুমান করিয়া ঘোটক অগ্রগামী হইল না। আমি আশ্চর্য্য মানিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেখিলাম। সহসা একটী মনুষ্য শরীরে হস্ত স্পর্শ হইল। অমনি "বাবা, কোথায় তুমি?" এই ক্ষীণস্বর আমার কর্ণগোচর হইল। অচিরাৎ তাড়িতালোকে দেখিলাম, অনাবৃত গাত্র একটী স্ত্রীলোক মূর্চ্ছাপন্ন। তখন আমি নিজ গাত্রস্থ উত্তরীয় খুলিয়া স্ত্রীলোকটীর গায়ে দিলাম। নিজ দেহ তাহার বদনোপরি স্থাপন করিয়া ভীষণ বৃষ্টিপাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কন্যা পিপাসার্ত্ত হইয়া পানীয় প্রার্থনা করিল। আমি তাহার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্বীয় দেহদ্বারা বৃষ্টিপাত নিবারণ পূর্ব্বক আমার সমভিব্যাহারী চৈতন্যকারক, উত্তেজক ঔষধ তাহার বদনে অল্প পরিমাণে সেবন করাইতেছি; কিন্তু আপনারা কে?—এরাত্রে কোথায় যাইতেছেন? জানিতে কৌতূহল জন্মিতেছে—আপনারা কি এই স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়?

সন্ন্যাসী কন্যার পিতাকে নীরব দেখিয়া স্বয়ং গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমি পিনাকী নামক শিবলিঙ্গের পূজক—উদাসীন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এই কন্যার পিতা। কন্যার ম্রিয়মাণ অবস্থা দেখিয়া ইনি আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। ইহাঁর কথানুসারে আমি ইহাঁর কন্যার উদ্ধারার্থ আসিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে মহাশয় আসিয়া ইহাঁর যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।" পূর্ণচন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—তিনি ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি প্রকার ঔষধ সেবন করাইতেছেন? পূর্ণচন্দ্র একটী বিজাতীয় ঔষধের নামোচ্চারণ করিলেন।

ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। দুই একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্র কহিলেন, "আর নয়—আমাকে বিদায় দিন্।" উদাসীন কহিলেন, আপনি পরোপকারী-মহদাশয়—আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। পূর্ণবাবু কহিলেন "সম্প্রতি আমি রামনগরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছি—আমার নাম পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।" সন্ন্যাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে মূর্চ্ছাপন্না বালা অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করি[illegible] ঐ দুইটী কথা তাহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। সে চীৎকার [illegible] পরক্ষণেই দেখা গেল কন্যা ঘোর অচেতনাবস্থায় স্পন্দহীন। [illegible] ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। উদাসীন বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

পূর্ণবাবু কহিলেন, "কাঁদিবেন না—আমি যে ঔষধি দিয়া যাইতেছি, ইহা রীতিমত সেবন করাইলেই আপনার কন্যা নিশ্চয়ই সুস্থ হইবেন।"

তখন গাঢ় অন্ধকাররাশি মধ্যে একটী গম্ভীর পরিচিতস্বর পূর্ণচন্দ্র আকর্ণন করিলেন। এ স্বর কাহার? পূর্ণচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। বোধ হইল, যেন নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং কহিতেছেন, "পূর্ণ, এজন্মে আমার কন্যা সুস্থতা লাভ করিতে [illegible] না। [illegible] কালফণী বাস করিতেছে। তুমি অজ্ঞের [illegible] কথা কি বলিতেছ?"

শ্রবণমাত্র [illegible]

অন্ধকারে উ[illegible] করিয়া কহিলেন, "[illegible]

করিবেন, অ [illegible] আপনাকে চিনিতে পারি নাই। [illegible]

পতিত কন্যা [illegible]?" নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "[illegible] তাহাই বটে।" পূর্ণবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "আমাকে নির্দয় বলিবেন না—আমি সকল অপরাধে অপরাধী হইতে পারি—কিন্তু নিষ্ঠুরতা অপবাদ আমাকে কেহই দিতে পারিবে না।"

নগেন্দ্র। আমি দিতে পারি।

পূর্ণ। কখনই নহে।

নগেন্দ্র। শতবার বলিব তুমি নিষ্ঠুর—সহস্রবার বলিব তুমি নিষ্ঠুর—তুমি নিষ্ঠুর নও?

পূর্ণবাবু কহিলেন "আমি আপনার সহিত বিতণ্ডা করিতে চাহি না—আমি চলিলাম—রাত্রি অধিক হইয়াছে" বলিয়াই লম্ফত্যাগে অশ্বারোহণ করিলেন। সন্ন্যাসী অন্ধকারেই অশ্বের মুখরজ্জু ধারণ করিয়া কহিলেন, "স্থির হউন—এতরাত্রে কোথা যাইবেন?—বিশেষ আপনি পথভ্রান্ত হইয়াছেন।—আমার দেবালয়ে চলুন—তথায় সাধ্যমত অতিথিসৎকার করিব।"

পূর্ণ। না—আমাকে মার্জনা করুন। অনুগ্রহ করিয়া গ্রামে যাইবার পথ বলিয়া দিন্। তাহা হইলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

সন্ন্যাসী। না—অদ্যরাত্রে আপনাকে যাইতে দিব না—আমার গৃহে অদ্য আপনাকে অতিথি হইতে হইবে।

পূর্ণবাবু উদাসীনের বিশেষ পীড়াপীড়ি দেখিয়াও অন্য গতি নাই জানিয়া স্বীকৃত হইলেন।

নগেন্দ্রবাবু তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বালা পুনশ্চ ক্রমশঃ সংজ্ঞা লাভ করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

শিবসংহিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদোদ্বিধা মতঃ।
ভবতি দ্বিবিধ ভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ ॥২০॥
দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডস্যান্নিষেধ বিধিপূর্ব্বকঃ ॥২১॥

বেদে দুইটী মতের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।—জ্ঞানকাণ্ড মত ও কর্ম্মকাণ্ডমত। জ্ঞানকাণ্ড দ্বিবিধ।—শুদ্ধজ্ঞান ও কর্ম্মযুক্তজ্ঞান (১) কর্ম্মকাণ্ডও দ্বিবিধ।—সগুণকর্ম্ম ও নির্গুণকর্ম্ম (১)।

নিষিদ্ধ কর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
বিধান কর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতং ॥২২॥

নিষিদ্ধ কর্ম্মকরণে পাতকোৎপত্তি এবং প্রসিদ্ধ কর্ম্মকরণে পুণ্যোৎপত্তি হয়।

ত্রিবিধো বিধিকূটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তিকান্যতঃ।
নিত্যেঽকৃতে কিল্বিষং স্যাৎ কাম্যেনৈমিত্তিকে ফলং ॥২৩॥

বৈধকর্ম্ম ত্রিবিধ।—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম্মের সমাধানে পুণ্য ও কাম্য এবং নৈমিত্তিকের সমাচারণে তাহার ফল লাভ হয়।

দ্বিবিধস্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গং নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ ॥২৪॥

বিবৃত ফল দ্বিবিধ।—স্বর্গ ও নরক (২) স্বর্গে নানাবিধ সুখভোগ ও নরকে নানাবিধ দুঃখভোগ হয়।

পুণ্যকর্ম্মণি বৈস্বর্গে নরকঃ পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥২৫॥

"পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গ ও পাপকর্ম্মে নরক" এই দুই কর্ম্মবন্ধনী সৃষ্টির হেতুভূত।

জন্তুভিশ্চানুভূয়ন্তে স্বর্গে নানা সুখানি চ।
নানা বিধানি দুঃখানি নরকে দুঃসহানিবৈ ॥২৬॥

---

(১) নিরালম্বোপনিষদে বর্ণিত আছে "একাদশেন্দ্রিয় নিগ্রহেণ-সদ্গুরূপাসনয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দিক্‌দৃশ্য প্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো "জ্ঞান"।

—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ পূর্ব্বক সদ্গুরূপাসনায় শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সহকারে ঘটপটাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্যপদার্থের নাম পরিত্যাগ করত তত্তৎবস্তুর অভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী অচৈতন্য ও নিত্য যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহার নাম "জ্ঞান"।

(১) কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাহঙ্কার স্বরূপ বন্ধনং জন্মাদি কর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত তপোদানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ তৎ "কর্ম্ম"।—আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহঙ্কার স্বরূপ যে বন্ধন তাহার কারণ এবং জন্মমৃত্যুর কারণ নিত্য নৈমিত্তিক যাগ, ব্রত, তপস্যা, দান ইত্যাদি কর্ম্মে যে ফলের অনুসন্ধান তাহার নাম "কর্ম্ম"

(২) সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ। অসৎ সংসার বিষয়ী-সংসর্গ এব নরকঃ।

জন্তুগণ স্বর্গে নানাবিধ সুখ ও নরকে নানাবিধ দুঃসহ দুঃখ উপভোগ করে।

পাপকর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাচ্ছুকং।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশং ॥২৭॥

পাপকর্ম্মবশে দুঃখ ও পুণ্যকর্ম্মবশে সুখ; অতএব সুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ পুণ্যকর্ম্মেরই সমাচরণ করিয়া থাকেন।

পাপভোগাবসানেতু পুনর্জন্ম ভবেদ্বহু।
পুণ্য ভোগাবসানেতু নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥২৮॥

পাপভোগাবসানে জীবের ইহসংসারে বহুপুনর্জন্ম হয় এবং পুণ্যাবসানে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে বহুজন্ম গ্রহণ করেন।

স্বর্গেঽপি দুঃখ সম্ভোগঃ পরস্ত্রী দর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয় ॥২৯॥

পরস্ত্রী দর্শনাদিতে স্বর্গেও দুঃখ সম্ভোগ হইয়া থাকে। ইহসংসার দুঃখ সমাকীর্ণ।

তৎকর্ম্মকল্পকৈঃ প্রোক্তং পুণ্য পাপামিতিদ্বিধা।
পুণ্যপাপময়ো বন্ধো দেহিনাং ভবতিক্রমঃ ॥৩০॥

তৎকল্পক ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে পুণ্য এবং পাপ এই উভয়েই দুঃখোৎপাদক। পুণ্য এবং পাপ বন্ধনী জীবগণের দেহ ধারণের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন পাপ বা নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যে দেহ ধারণ হয় না।

ইহামুত্র ফলদ্বেষী সফলং কর্ম্মসংত্যজেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকং সংজ্ঞংত্যক্ত্বা যোগে প্রবর্ত্ততে ॥৩১॥

যাঁহারা ইহলোক ও পরলোকের ফলানুসন্ধান না করেন তাঁহারা সফল ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ করত যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুর্দ্ধা যোগীত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে ॥৩২॥

সুধীব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডকে ত্যাগ করিয়া পাপপুণ্যের সমানত্ব জানিয়া উহা ত্যাগ করত জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়েন।

(ক্রমশঃ।)

বৌদ্ধধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৌদ্ধগণকে সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত করিবার সময় বুদ্ধদেব "ভিক্ষুক এই দিকে আইস" বলিয়া আহ্বান করিতেন এবং কথিত আছে সেই আহ্বান মাত্রেই নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী দৈববলে অমানুষিক ক্ষমতাপন্ন হইতেন। অধুনা বৌদ্ধগণ উপসম্পদকালে যে সমস্ত ক্রিয়া করিয়া থাকেন, পুরাবৃত্তে বুদ্ধদেবের সময় সে সমস্ত ক্রিয়ার উল্লেখ নাই।

একবার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর যে উপসম্পদ ক্রিয়া বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এমত নহে। সিংহলদ্বীপবাসিগণের ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধের সময় এ ক্রিয়া লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু কীর্ত্তিশ্রী পুনরায় এই ক্রিয়া প্রচলিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের অবমাননা করিয়া কীর্ত্তিশ্রী এই ক্রিয়াতে কেবলমাত্র চাসিদিগকে অধিকারী করিয়াছিলেন। রাজধানী কাঁদি ভিন্ন অন্য কোথাও এ ক্রিয়া সম্পাদিত হইত না। ইহাতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধগণ মধ্যে ভয়ানক মনোবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। স্বর্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মে এই সময়ে পার্থিব পাপের-বীজ অঙ্কুরিত হইল। হায় মানুষের কি ভ্রম! যে ধর্ম্ম পৃথিবীকে হেয় করিয়া, পৃথিবীর সুখ সচ্ছন্দতাকে ঘৃণা করিয়া, আশ্চর্য্য, অত্যাশ্চর্য্য অমানুষিক স্বর্গীয় সুখ লালসায় মনুষ্যগণকে লালায়িত করে, সে ধর্ম্মে কেন পার্থিব-বিষয় জুটাইয়া মনুষ্য নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করে?

পাঠক মহাশয়! সনাতন বেদান্তসম্মত হিন্দুধর্ম্ম কত গূঢ়তর আশ্চর্য্য স্বর্গীয় উপদেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া—পরলোকে সদ্গতি ইহার মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য ও ইহলোকের সুখ সচ্ছন্দতা ইহার দূর ও গৌণ উদ্দেশ্য—ইহা ভুলিয়া গিয়া, শুদ্ধমাত্র পার্থিব সচ্ছন্দতার জন্য তান্ত্রিকমত মিশাইয়া ধর্ম্মভীতু হিন্দুগণকে ধর্ম্মের

মুখ দিয়া ইহজগতের সুখের পন্থা বলাইয়া—কিনা সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বলুন? ক্রমশঃ বিজাতীয় জ্ঞানালোকে, বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্টে, তাঁহারা নিজে নিজে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা ঋষিগণ দ্বারা এইরূপে প্রতারিত হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়! আপনি তান্ত্রিক মতের যতই পক্ষপাতি হউন না কেন, তান্ত্রিকমতের আবশ্যতা যতই কেন দেখেন না, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, যে সেই সমস্ত আবশ্যকতা অন্যরূপে সম্পাদিত করিলে ভাল হইত। কেন না ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্মে আজ এত অনাস্থা—ইহারই জন্য হিন্দুধর্ম্মের আজ এত দুর্গতি—স্বর্গীয় ধর্ম্মে কেন পার্থিব বীজ অঙ্কুরিত হইল? সমস্ত সত্যে তিলমাত্র মিথ্যা কেন মিশাইল? কে না স্বীকার করিবেন যে মনুষ্যজাতির উৎকৃষ্ট আদর্শস্থল জুনানীমণ্ডলীর উপাস্য দেবতার মধুর উপদেশগুলি হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করে? কিন্তু কেন তবে আজ আমরা এত বিদ্বেষের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করি? যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পরের হিতের জন্য অকাতরে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, এমন উন্নতমনা তপস্বীর শিষ্যা ইংলণ্ডেশ্বরী মরিয়ম্ সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সহস্র সহস্র মনুষ্যকে নানাবিধ কষ্ট দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন কেন? ইতালির পোপ, সেই ধর্ম্মে পার্থিব বীজ বপন করিয়াছিল বলিয়া নয় কি? যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনিলে প্রতি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তাহার আজ এত দুর্গতি কেন? স্বতন্ত্র সামাজিক প্রথা ধর্ম্মপ্রণালীর নিয়মাবলির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া নয় কি? সেইরূপ স্বর্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মে পার্থিব বীজ বপন করাতে বৌদ্ধধর্ম্মে ভয়ানক বিপ্লব ঘটিয়া উঠিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দুটী বিপক্ষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। এক সম্প্রদায় ব্রহ্মদেশবাসিগণ ও অপর সম্প্রদায় লঙ্কাদ্বীপবাসিগণ। এই দুই সম্প্রদায় অদ্যাবধি পরস্পরকে অতি বিদ্বেষভাবে অবলোকন করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বুদ্ধ-পুরোহিতের বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ ও সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার কারণ বৌদ্ধদেবের স্বহস্তলিখিত একটী পুস্তকে অদ্য দেখিতে পাইলাম। কারণটী এই যে—যদ্যপি কেহ

তোমার মস্তক কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে অবশ্য তুমি জীবন ধারণ করিতে পার না। সেইরূপ যদ্যপি তুমি স্ত্রী-সহবাস কর, তাহা হইলে শ্রমণ উপাধি ধারণ করিবার তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ও শক্যের সন্তান বলিয়া কোন ক্রমেই পরিচিত হইতে পার না।

পুরোহিতগণকে যে এইরূপ কত সহস্র সহস্র নিয়মে আবদ্ধ করিয়া বুদ্ধদেব এই সব মনুষ্যকে স্বর্গীয় মনুষ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত উল্লেখ করিতে হইলে এ ক্ষুদ্র পত্রিকায় স্থানাভাব হয়। সে যাহা হউক, এই সমস্ত নিয়মে প্রতিপালিত তৎকালীন বৌদ্ধ-পুরোহিতের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পাঠক মহাশয়ের অভিলাষ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই সমস্ত নিয়মাবলীর ফল দেখাইতে আমি ইচ্ছুক, তাই একটী বৌদ্ধ-পুরোহিত-চিত্র নিম্নে চিত্রিত করিলাম।

দক্ষিণ লঙ্কাদ্বীপে করান্দুলেন নামক স্থানে চিত্তগুপ্ত নামা একজন বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহার আবাস-মন্দিরের প্রাচীর বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবিধ সুন্দর চিত্রে রঞ্জিত ছিল। এক দিবস কতকগুলি পুরোহিত চিত্তগুপ্তের সহিত সেই বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, প্রাচীরস্থ চিত্রগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তগুপ্ত তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "চিত্র! কৈ আমিতো দেখি নাই।" সেই গৃহে প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া চিত্তগুপ্ত বাস করিতেন কিন্তু তাহার প্রাচীরস্থ চিত্রগুলি কখনও তাঁহার নয়নপথে পড়ে নাই। ধন্য একাগ্রচিত্ততা! তাঁহার আবাসমন্দির পথে একটী না নামক বৃক্ষ ছিল কিন্তু সে বৃক্ষটীর প্রতি তিনি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। পুরোহিতগণকর্ত্তৃক কারণ পৃষ্ট হওয়ায় এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেবের এইরূপ আদেশ আছে যে, ঊর্দ্ধে বা দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে না। ধন্য নিয়ম প্রতিপালক! মগনেশ্বর এই পুরোহিতের এতাদৃশ পবিত্রতার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার লালসায় রাজভবনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করেন নাই। বার বার তিনবার মগনেশ্বর ডাকিলেন, তিনবারই সে সাধু সে আজ্ঞা অবহেলা করিলেন। যখন নরপতি তাঁহাকে আনিবার অন্য কোন উপায়

দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি একটী নবজাত শিশু কামিনীর স্তনের অগ্রভাগ বন্ধন করিয়া প্রকাশ করিলেন যে—" যদ্যপি সে ঋষি আসিতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে আহারাভাবে কামিনীর শিশু মারা যাইবেক ; যেহেতু তিনি না আসিলে আমিও স্তনদ্বার খুলিয়া দিব না নিশ্চয় করিয়াছি।" করুণ হৃদয় চিত্তগুপ্ত কর্ণে যখন এ সম্বাদ প্রবেশ করিল, তখন হৃদয় তাঁহার বিচলিত ছিল তিনি তন্মুহূর্ত্তেই সেই রাজসভায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা পরমানন্দে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, চিত্তগুপ্তও সাতদিবস ধরিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া যান, ভূপতি স্বয়ং তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পরে বিদায়কালীন রাজা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে, ঋষিবর " তোমার মঙ্গল হউক " বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। রাজাকে এরূপ তাচ্ছিল্য ভাবে আশীর্ব্বাদ করাতে অপরাপর পুরোহিতগণ বলিয়াছিলেন যে, রাজার প্রতি সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত ছিল। প্রত্যুত্তরচ্ছলে চিত্তগুপ্ত তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, " সম্মান-সূচক বাক্য কাহার প্রতি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা তোমরা জান না।"

বুদ্ধদেব যখন বৌদ্ধগণকে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন স্নেহ মমতা কাটাইবারও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

লঙ্কাদ্বীপে করুণাকর প্রদেশে একটী বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার নিকট বাস করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতের অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী শিক্ষা করিতেন। শিক্ষালাভ হইলে ভ্রাতুষ্পুত্র রুহণ নগরে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি করুণাকর পরিত্যাগ করিয়া রুহণ নগরে যাত্রা করিলে, তাঁহার পিতা মাতা আসিয়া প্রত্যহই তাঁহার পিতৃব্যের নিকট তাঁহার সমাচার প্রার্থনা করিতেন। অবশেষে বৃদ্ধ পুরোহিত ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃজায়ার অনুরোধে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ঐ সময়ে ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় বহির্গত হইয়াছিলেন। দুই পুরোহিতে মহানেলি নদীতটে সাক্ষাৎ হইল। তৎপরে পিতৃব্য সেইস্থানে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃদর্শনাভিলাষে স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি স্বদেশে উপনীত হইলে তাঁহার পিতা একজন সাধুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বাস নামক ব্রতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন, পুত্রও পিতাকে পরিচয় না দিয়া, প্রত্যহ বনমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বাটীতে যাইতেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য বাটীর কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। ব্রত সমাপন হইলে তিনি পিতাকে দেশ পরিত্যাগের কল্পনা জানাইলেন, পিতাও অভ্যাগত অপরিচিত ঋষিবরকে তৈল, চিনি ও নহাতি কাপড় একখানি দিয়া পূজা করিলেন, পুত্রও পূজা গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। বাটী হইতে নির্গত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে অবগত করিলেন, ও যাইবারকালীন বস্ত্রখানি তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইলেন। পরে পিতৃব্য স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা পুত্রের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিল, পিতৃব্য পুত্রের আগমনের বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিলেন ও প্রমাণ নির্দ্দেশচ্ছলে তাঁহার প্রদত্ত বস্ত্রখানি দেখাইলেন। পুত্র বাটী আগমন করিয়া সেই স্নেহময়ী জননী, সেই দয়াল পিতা, সেই প্রাণপ্রতিমা সহধর্ম্মিনী, সেই বাল্যকালের রঙ্গভূমি—সেই জন্মস্থান—সমস্ত দেখিয়াও অবিচলিতচিত্তে গুপ্তভাবে অপরিচিতাবস্থায় প্রস্থান করিয়াছে। পিতা যখন এই সমস্ত বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন আনন্দে ক্রন্দন করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "বুদ্ধদেব! এমন কি অস্ত্র আছে, যাহাতে আপনার শিষ্যেরা সংসারের অতি দুশ্ছেদ্য মায়া মমতা অতি সহজে একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলে ? "

শ্রমণাভিধেয় বৌদ্ধের আটটী দ্রব্য রাখা কর্ত্তব্য। (প্রথম তিনটী) ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোষাক, (চতুর্থ) কোমরবন্ধ, (পঞ্চম) ভিক্ষাপাত্র, (ষষ্ঠ) কাঁচি, (সপ্তম) সূচ, (অষ্টম) ঝাঁজরি। জলপানের সময় এই ঝাঁজরি দিয়া প্রতি বৌদ্ধকে জল ছাঁকিয়া খাইতে হয়। জললগ্ন কীটাদির হত্যার ভয়ে বুদ্ধদেব এই নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত কঠোর নিয়ম দেখিয়া বোধ হয় যেন বৌদ্ধগণের আহারের

নিয়মও এইরূপ কঠোর। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অবশ্য সুরাপান বৌদ্ধগণের নিষিদ্ধ, কিন্তু তদ্ভিন্ন তাহারা যাহা কিছু ভিক্ষালব্ধ সঞ্চয় করিতে পারে, সমস্তই দিবা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ভক্ষণ করে। গৌতম স্বয়ং শূকরের মাংস আহার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বৌদ্ধগণের রাত্রি তিন ভাগে বিভক্ত। কথিত আছে যে, গৌতম প্রথম রাত্রি ধর্ম্মপ্রচারে এবং ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কবিতর্কে কাটাইতেন, দ্বিতীয় রাত্রি দেবতাদিগের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অতিবাহিত হইত, তৃতীয় রাত্রির প্রথম বিভাগ নিদ্রায়, দ্বিতীয় বিভাগ চিন্তায়, তৃতীয় বিভাগ নগর পর্য্যটনে শেষ হইত।

শ্রমণদিগের যে ত্রয়োদশটী নিয়ম আছে, তন্মধ্যে শেষ নিয়মে তাহাদিগকে নিদ্রা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি বেড়াইতে পারেন, দাঁড়াইতে পারেন বা বসিতে পারেন কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারেন না। ধুতঙ্গতে তিন প্রকার পুরোহিতের উল্লেখ আছে। প্রথম শ্রেণীস্থ পুরোহিত কোন বস্তুর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারেন না, পোষাক ছাড়িয়া কোন বস্তুর উপর রাখেন না এবং বৃক্ষে আবদ্ধ কোন বস্ত্র লইবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরোহিত উপরি উক্ত নিয়মগুলির মধ্যে একটীমাত্র নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য। তৃতীয় শ্রেণীর পুরোহিত বসিতে পারিবে কিন্তু কেহই শয়ন করিতে পারিবে না।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের বিশেষ ঘৃণা। বুদ্ধদেব বলেন, স্ত্রীলোকেরা পাপী নহে কিন্তু শরীরধারী পাপ স্বয়ং।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, সুতানি ও অভিধর্ম্মানি কিন্তু এক্ষণে তিন ভাগে বিভক্ত আছে, (১) বিনয় (২) সুত্র (৩) অভিধর্ম্ম।

গৌতমের নিয়মাবলি তাঁহার জীবিতাবস্থায় লিখিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর ৪৫০ বৎসর পরে লঙ্কাদ্বীপে উহা প্রথম লিখিত হয়।

আধুনিক বৌদ্ধগণ প্রায় সকলেই পৌত্তলিক। কিন্তু কোন সময় হইতে পুত্তলিকা পূজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা দুরূহ।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

আর্য্যবালক (১)।

এখানি পৌরাণিক নাটক। আর্য্যকুল চূড়ামণি মহাবীর অর্জ্জুন-নন্দন যেরূপে কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্য নির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করতঃ শত শত কৌরবকে রণশায়িত করিয়াছিলেন, এই নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বিগত ২৯এ চৈত্রের নববিভাকরে ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে গ্রন্থখানি কিছুই নহে, প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইয়াছে। জানি না, সম্পাদক মহাশয় এ নাটক খানির উপর কেন এরূপ খড়্গহস্ত। তিনি লিখিয়াছেন, স্বগত বাক্যের দীর্ঘতা তাঁহার ভাল লাগে না। বস্তুতঃ ইদানীন্তন নাটককারদিগের ইহা একটী রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে স্বীকার করিলাম। এক পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠা স্বগত বাক্য কাহারও ভাল লাগে না। কিন্তু এ নাটকখানিতে ত সেরূপ স্বগত বাক্যের দীর্ঘতা দেখিতে পাইলাম না? বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় নাটকখানির প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই ইহার সমালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ ক্ষিপ্রহস্ততার বা অদূরদর্শিতার একটী কারণ আছে—সাম্বাৎসরিক হিসাব প্রভৃতির স্থিরীকরণ। আমরা এমত বলি না যে, নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ইহার স্থানে ২ অলঙ্কার দোষ ও অসদৃশ উপমা-যোজনা আছে, সুতরাং শ্রুতিকটু দোষ জন্মিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই যে ইহা একেবারে ঘৃণার্হ—অপাঠ্য, তাহাও বলিতে প্রস্তুত নহি। নগেন্দ্র বাবু ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সংরক্ষণে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কয়েকটীর চরিত্র যদি ততদূর যত্নের সহিত চিত্রিত করিতেন, তাহা হইলে নাটকের অনেক পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হইত। অভিমন্যুর চরিত্র সংরক্ষণ নিতান্ত মন্দ হয় নাই। যাহা হউক, নাটকখানি উচ্চাসনে স্থান না পাইলেও ইহা মধ্যশ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে। ইহার গীতগুলি সুকৌশল ও বিশুদ্ধ তান লয়ে গঠিত।

---

(১) শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

পুষ্পহার। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। ভবানীপুর ওরিএণ্ট্যাল প্রেসে মুদ্রিত। আমরা শুনিয়াছি এই পুস্তকখানি একজন অপরিণতবয়স্ক যুবকের লেখনী প্রসূত। তথাপি পুস্তকে পাঠ করিবার অনেক বিষয় আছে। স্থানে স্থানে কবিত্ব, ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। লেখক যে কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল ও সুন্দর কল্পনাশক্তিসম্পন্ন তাহা গ্রন্থের প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা অনেক দিনের পর একখানি সুপাঠ্য ও মনোরম গীতিকাব্য পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। বঙ্গীয় কবিতাপ্রিয় পাঠকগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁহারা এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার উৎসাহ-বর্দ্ধন ও সেই সঙ্গে প্রচুর আনন্দলাভ করুন। নিশীথ চিন্তা, প্রতিমা বিসর্জন, ভারতে সুখস্বপ্ন, দরিদ্র-বিলাপ প্রভৃতি কবিতাগুলি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অত্যুজ্জল রত্নস্বরূপ চির দিন জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবে। শৈশব-সঙ্গিনী-নামক কবিতাটী পাঠ করিতে গিয়া বাস্তবিক আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এরূপ হৃদয়োচ্ছাসক করুণরসাত্মক কবিতা বঙ্গভাষায় আমরা অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। উপসংহারকালে আমরা ঈশ্বরের নিকট গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

অনাথিনী। শ্রীহরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বীডন যন্ত্রে মুদ্রিত। অনাথিনী পাঠ করিয়া আমরা পুষ্পহার পাঠের ন্যায় আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, গ্রন্থখানি একেবারে অপাঠ্য নহে। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে সুপাঠ্য উপন্যাস লিখিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ আশা করি। অনাথিনী উপন্যাসটী অতি ক্ষুদ্র ; তথাপি গ্রন্থকার গল্প সাজাইবার কৌশল দেখাইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় অনাথিনীর ভাষা একটু উন্নত হইলে ভাল হইত। বোধ হয়, মাতৃভাষায় লেখকের ভাল অধিকার নাই। উপসংহারে আমরা তাঁহাকে মাতৃভাষা অনুশীলন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহুবাজার কপালিটোলা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয় অতিথির উন্নতির জন্য এককালীন পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। অতিথির প্রতি তিনি যে সকৃপ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ও তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন ইহাপেক্ষা আমাদের আর আনন্দের কি আছে? আমরা আহ্লাদের সহিত আরও প্রকাশ করিতেছি যে, হরেকৃষ্ণ বাবু শুদ্ধ এই এককালীন দানে সন্তুষ্ট রহিলেন না পরিণামে যাহা কিছু ব্যয়ের অনাটন হইবে সমস্তই যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ধন্য হরেকৃষ্ণ বাবুর মানসিক উচ্চতা। বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তি সঙ্কুলা বঙ্গমাতা হরেকৃষ্ণ বাবুর মত কয় জন ব্যক্তিকে তুমি বক্ষে ধারণ কর? তুমি যথার্থই রত্নগর্ভা!

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১॥০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৶০	...	...	১৶০
ত্রৈমাসিক	॥০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৴১০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

আষাঢ় সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা
চন্দ্রসুন্দরী	[illegible]
বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা ...	[illegible]
কালের কাল	[illegible]
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম	[illegible]

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, বি বেনার্জি এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহুবাজার কপালিটোলা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয় অতিথির উন্নতির জন্য এককালীন পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। অতিথির প্রতি তিনি যে সকৃপ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ও তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন ইহাপেক্ষা আমাদের আর আনন্দের কি আছে? আমরা আহ্লাদের সহিত আরও প্রকাশ করিতেছি যে, হরেকৃষ্ণ বাবু সুদু এই এক-কালীন দানে সন্তুষ্ট রহিলেন না পরিণামে যাহা কিছু ব্যয়ের অনাটন হইবে সমস্তই যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ধন্য হরেকৃষ্ণ বাবুর মানসিক উচ্চতা। বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তি সঙ্কুলা বঙ্গমাতা হরেকৃষ্ণ বাবুর মত কয় জন ব্যক্তিকে তুমি বক্ষে ধারণ কর? তুমি যথার্থই রত্নগর্ভা!

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম	পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১৷৷০	২৲
ষান্মাসিক	৸৵০	১৵০
ত্রৈমাসিক	৷৷০	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৵০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

আষাঢ় সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	১২১
বাঙ্গালা-সাহিত্য সমালোচনা	১৩৬
কালের কাল	১৩৯
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম	১৪৪

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

সুরসুন্দরী।

—oo—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পিনাকী।

পিনাকী নামক শিবমন্দিরে তিন ব্যক্তি বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। অদূরে শিবলিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে একজন স্ত্রীলোক নীরবে শয়ন করিয়া আছে। সুরসুন্দরী এক্ষণে অচেতন নহেন—তিনি শিলাতলে শয়ন করিয়া একাগ্রচিত্তে ব্যক্তিত্রয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীকে আপন কন্যার ইতিহাস আমূল কহিলেন—পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার যতদূর জ্ঞান ছিল বলিলেন। পরে কহিলেন, "পিতঃ! আমার কর্ত্তব্য কি বলিয়া দিন—আপনি সিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানী, মানবহৃদয়-দর্শী—আমার কর্ত্তব্য কি বলিয়া দিন।" সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হউন। আর এই বালাকে পিনাকীর পরিচর্য্যার্থ মৎসকাশে রাখিয়া যাউন। আমি যত্ন করিয়া দেখিব, যদি তাহার চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি।" পরে পূর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি কি বলেন?" পূর্ণ নীরব রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, "আমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছি—আমার চিত্ত অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে। অতএব আমাকে ও সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসিবেন না।" সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "পূর্ণ তুমি বালক নও—অশাস্ত্রজ্ঞ নও—তোমাকে অধিক কিছুই বলিতে চাহি না। তুমি সুরসুন্দরীকে বিবাহ করিলে বিশেষ কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে? শাস্ত্রে বিধি আছে, কেহ উপযাচিত হইয়া কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে কোন দোষ স্পর্শে না। এস্থলে একটী নিরপরাধিনী বালিকার আজীবন যন্ত্রণার কারণ হওয়া অপেক্ষা দ্বিতীয় দারগ্রহণ উচিত কি না, তুমিই একবার পক্ষপাতশূন্য, সহৃদয় অন্তঃকরণে বিচার করিয়া দেখ দেখি।" পূর্ণ কহিলেন, "আমার হৃদয় নাই—বিচার-ক্ষমতা নাই। আমার প্রতি বিচার-ভার অর্পণ করিবেন না।"

সুরসুন্দরী এতক্ষণ একতানমনে নয়ন ভরিয়া পূর্ণের আপাদ মস্তক দেখিতেছিলেন—দেখিয়া দেখিয়া প্রথমে বিহ্বল হইলেন। মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার নীরবে অশ্রুজলে বক্ষস্থল সিক্ত করিলেন। পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া আবার সে দেবনিন্দিত রূপরাশি অতৃপ্ত-লোচনে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সন্ন্যাসী ডাকিলেন "সুরসুন্দরি," সুরসুন্দরী এতদূর হৃদয়শূন্য, যে প্রথম আহ্বানের উত্তর প্রদানে সমর্থা হইলেন না। সন্ন্যাসী পুনশ্চ ডাকিলেন "সুর"! সুরসুন্দরী অতি ধীরে কহিলেন "কেন?"

সন্ন্যা। এখন কেমন আছ?

সুর। ভাল আছি।

সন্ন্যাসী। একটী কথা বলিব রাখিবে?

সুরসুন্দরী নিরুত্তরা। সন্ন্যাসী আলোকাধার লইয়া সুরসুন্দরীর নিকট গমন করিলেন, তাঁহার মুখের নিকট আলোক রাখিয়া সেই পক্ক গুম্ফ শ্মশ্রুরাজিযুক্ত বদন ভীষণ গম্ভীর করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী কুটিল-লোচনে সুরসুন্দরীর বদন-প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "আমি একটী কথা বলিব, রাখিবে?" সুরসুন্দরী সেই ভয়াবহ বদন নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতা হইলেন। সঙ্কুচিত-স্বরে কহিলেন, "রাখিব।"

সন্ন্যাসী। এই পিনাকী সাক্ষাৎ স্বীকার করিলে? সুরসুন্দরী নিরুত্তর—নির্ব্বাক্। সন্ন্যাসীর ভীষণ মূর্ত্তি আরও ভীষণতর হইল। নয়নযুগল আরক্ত হইল। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "শীঘ্র উত্তর দাও—শিব সাক্ষাৎ স্বীকার করিলে?" ভয়তাড়িতা বালিকার মুখ হইতে নির্গত হইল "হাঁ।" সন্ন্যাসী তখন উচ্চস্বরে কহিলেন, "এ জন্মে পূর্ণচন্দ্রকে ভুলিয়া যাও—আর কখনও পূর্ণচন্দ্রের চিন্তা করিবে না—যদি কর, ঘোর নরকে তোমার স্থান হইবে। বুঝিলে? যেরূপ করিয়া পার, মনকে ফিরাইয়া লও।" যেইমাত্র এই কয়েকটী কথা সাঙ্গ হইল, অমনি বালিকা চীৎকার পূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, বালিকা অচেতন।

নগেন্দ্র বাবু এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "গুরো,"—সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন "বাক্যমাত্র ব্যয় করিবেন না। আমি একবার সাধ্যমত চেষ্টা দেখিব, যদি তোমার কন্যার পীড়া আরোগ্য করিতে পারি। কেন না, আমি অনেক প্রকার পীড়ার চিকিৎসা জ্ঞাত আছি।

হীরালাল অধোবদনে।

সন্ধ্যাকালে দুর্গাবতী ও পূর্ণচন্দ্র একটী প্রাসাদের বারাণ্ডায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে হীরালাল বাবু পূর্ণ বাবুকে ডাকিতেছেন। শুনিয়া পূর্ণ ত্বরিতপদে বাহিরে আসিলেন। হীরালাল পরিহাস ভাবে কহিলেন, "ভায়া, আমার বিবাহের কি করিলে?

পূর্ণ। সে বিষয়ে সন্দেহ, হীরালালের মুখ শুখাইল। পরে কহিলেন "কিরূপ?"

পূর্ণ। পিতা ও কন্যা উভয়ে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন।

হীরালাল। কারণ?

পূর্ণ। কারণ তোমাকে বলিব—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

হীরালাল। কেন?

পূর্ণ। সে অতি দীর্ঘ উপন্যাস। আমার সঙ্গে উপবেশন গৃহে আইস—বিশ্রাম কর—আহারাদি সমাধা কর—পরে বলিব। উহা এখন-কার বক্তব্য নহে। আর আমি যাহা বলিব, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। বুঝিলে?

হী। বুঝিলাম। তাহাই হউক। কিন্তু আমার মন ক্রমে নিরাশ হইতেছে। বুঝি সে কামিনী আমার প্রাপনীয়া হইবে না।

পূর্ণ। বুঝি নহে—সত্য।

হীরালাল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু পূর্ণ হাসিলেন না। পূর্ব্ববৎ গম্ভীর রহিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তা অল্পে অল্পে চলিতে লাগিল।

অবিলম্বে উভয়েই আহারার্থ বাড়ীর ভিতরে গেলেন। উভয়েই চিন্তিত মনে আহারে বসিলেন। প্রসাধিকা আসিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল। প্রসাধিকা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা। স্বভাব সরল মধুর নিতান্ত শান্ত। চাপল্য নাই—চাঞ্চল্য নাই—উচ্চাভিলাষ নাই—রসিকতা নাই—আত্মমতের প্রতিপোষকতা নাই। এক কথায় নিতান্ত সরলা বালিকা।

হীরালাল প্রসাধিকাকে অনেকবার দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বিবেচনা করিয়া, কখনও তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে নাই। কিন্তু মনে মনে তাহাকে বড় ভাল বাসিত।

প্রসাধিকার শরীরে তরুণ যৌবন দেখা দিয়াছে, হীরালাল তাহা অদ্য দেখিল। প্রসাধিকা কাজকর্ম্মে ক্ষিপ্রহস্ত, হীরালাল তাহা অদ্য দেখিল। দেখিয়া মনে মনে কহিল, এই বালিকা যদি বুদ্ধিমতী হইত, তাহা হইলে সর্ব্বগুণসম্পন্না হইত। কিন্তু বালিকার চরিত্রে ঐ একটী প্রধান অভাব ঈশ্বর কেন করিলেন? কেন তিনি ইহাকে বুদ্ধিমতী করিলেন না।" হীরালাল এইরূপে ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় একটী বিড়াল হীরালালের পাতের নিকট আসিয়া একবার ডাকিল। হীরালাল প্রাসাধিকাকে হাসাইবার জন্য তাহার অবিকল অনুকরণ করিয়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চস্বরে ডাকিল। বিড়াল মনুষ্যের মুখে স্বীয় জাতির রব শুনিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। প্রসাধিকা হাসি রাখিতে পারিল না—উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। পূর্ণবাবু ঈষন্মাত্র হাসিলেন। হীরালাল প্রসাধিকার হাসি শুনিয়া একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। পরে পূর্ণবাবুকে কহিলেন "দেখুন, সকল প্রকার প্রাণীর রবের অনুকরণ করিতে পারিলে, সময়ে সময়ে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। পূর্ণবাবু কোন উত্তর দিলেন না, দেখিয়া হিরালাল মনে মনে বিরক্ত হইল।

আহারান্তে উভয়ে বাহির বাটীতে আসিলেন। তখন হীরালাল কহিলেন "আপনার স্বীকৃত কথা বলুন।" পূর্ণবাবু কহিলেন "শুনিতে কি তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে?"

হীরা। তা আর মুখে কি বলিব।

পূর্ণবাবু তখন তাবদ্বিবরণ ধীরে ধীরে বর্ণন করিলেন। হীরালাল স্থিরভাবে সমস্ত শ্রবণ করিল। কিন্তু কোন কথা তৎক্ষণাৎ বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে হতাশচিত্তে বলিল "আমি তবে অন্য পাত্রীর অনুসন্ধান দেখি।"

পূর্ণ। হাঁ। কিন্তু আমারও একটী বক্তব্য আছে তোমাকে বলিব।

হীরা। বলুন।

পূর্ণ। আমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন, যদি তোমার মনোনীত হয় বিবাহ করিতে পার। হীরালাল অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাস্করাচার্য্য।

সীতাকুণ্ড তীর্থে জনতা হইল। নগেন্দ্রবাবু ভগিনী ও পীড়িতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তীর্থস্থানে উপনীত হইয়াছেন। তীর্থদর্শনাদি ক্রিয়া সমাপিত হইলে তাঁহারা রাত্রিকাল যাপনের জন্য একটী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নিশীথ সময়ে সকলে সুষুপ্ত হইলে ম্রিয়মাণা সুরসুন্দরী আপন শয্যা হইতে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। বাসগৃহের পশ্চাতে গমন করিয়া মৃদু মৃদু পাদচারণ করিতে লাগিলেন। শীতল নৈশবায়ু আসিয়া তাঁহার অঙ্গসন্তাপ দূরীকৃত করিতে লাগিল। কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয় বিষম জ্বালায় প্রদাহিত হইতেছিল। সুরসুন্দরী একবার আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন "আমার এ জীবনে আর কি সুখ আছে? যাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন না। কেননা তিনি কর্ত্তব্যের অধীন। তিনি আমাকে ভালবাসেন কি না তাহাও জানি না। সুতরাং এ যন্ত্রণাময় জীবনভার বহন করা অপেক্ষা পরিত্যাগ করিলে একেবারে সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়।" পশ্চাৎ হইতে সহসা একটী কণ্ঠস্বরে কহিল "এইরূপে জীবনের যন্ত্রণা ঘুচিবে না। প্রত্যুত

অনন্তকাল নরকে অসহনীয় জ্বালা সহ্য করিতে হইবেক। সুরসুন্দরী ফিরিয়া দেখিলেন "শ্বেত-শ্মশ্রু-পরিপ্লুত-বদন জটাজূট-সমাবেষ্টিত দীর্ঘ মনুষ্যাকৃতি। সুরসুন্দরী সভয়ে কহিলেন "আপনি কে?" অপরিচিত কহিলেন "আমি তোমার সুহৃৎ—আমাকে চিনিলে না? পিনাকী নামক শিবমন্দিরে আমাকে আর একদিন দর্শন করিয়াছিলে। ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছ?" সুরসুন্দরী লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "এত রাত্রে একাকী এখানে আপনা আপনি কি বলিতেছ?

সুর। ক্ষমা করিবেন—আপনাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই।

সন্ন্যা। এতরাত্রে এখানে কেন?

সুরসুন্দরী চুপ করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন বুঝিয়াছি, তুমি শিবসাক্ষাৎ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ইতিমধ্যেই তাহা ভঙ্গ করিয়াছ এবং আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ।

সুরসুন্দরী মৌনভাবে রহিলেন, সন্ন্যাসীর চক্ষুদ্বয় ক্রমে আরক্ত বর্ণ হইল। তিনি ক্রোধবিকম্পিত কণ্ঠে হস্তস্থ ত্রিশূল উন্নত করিয়া কহিলেন "পাপীয়সি, এই ত্রিশূল দ্বারা অদ্য তোমাকে বিদ্ধ করিব।" সুরসুন্দরী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী পুনরপি কহিলেন "এখনও আমার সম্মুখে অঙ্গীকার কর কোন পুরুষকে চিত্তে স্থান দিবে না। নতুবা ইহ-পরলোকে ভীষণ যাতনা ভোগ করিবে।" সুরসুন্দরী সন্ন্যাসীর পদমূলে আছাড়িয়া পড়িলেন। যুগল হস্তে তাঁহার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া কহিলেন "পিতঃ, আমি যে যন্ত্রণা অহর্নিশি ভোগ করিতেছি, তাহা অপেক্ষা আর কি ভীষণ যন্ত্রণা আছে? তিনি আমার অস্থি মজ্জা শোণিতগত হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহাকে চিত্তে স্থান দিব না কিরূপে?" সন্ন্যাসীর নয়নে মুক্তা ফলের ন্যায় স্থূল দুই বিন্দু অশ্রু দেখাদিল।

তিনি তখন ধীরে ধীরে কহিলেন "তোমার এ রোগের ঔষধ নাই। এ পীড়া অচিকিৎস্য—এই পীড়ায় তোমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু যখন আমার গোচর হইয়াছে, তখন আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব, যদি তোমার পীড়ার কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারি। আইস—আমার সমভি-

ব্যাহারে আইস—আমি যথায় যথায় পর্য্যটন করিব আমার সঙ্গে যাইবে কোন শঙ্কা নাই—একবার প্রাণ পণ করিয়া দেখিব তোমাকে সুখী করিতে পারি কি না—আর্য্যতাপসগণ অনেক প্রকার মানসিক ব্যাধির বিবিধ প্রকার ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাঁহারা কহিয়াছেন, যত্ন দ্বারা সকলি সিদ্ধ হইতে পারে—একবার তাঁহাদের—সেই পূজ্যপাদ দেবসদৃশ পিতৃপুরুষগণের উপদেশের অনুবর্ত্তন করিয়া দেখিব, কিরূপ ফল ফলে। তোমার কি অভিপ্রায়?—আমার সঙ্গে যাইবে কি না?" সুরসুন্দরী জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কোথায় যাইবেন?

সন্ন্যা। তাহার স্থিরতা নাই।

সুর। স্বীকৃত হইলাম।—কিন্তু পিতার অনুমতি আবশ্যক।

সন্ন্যা। কোন আবশ্যক নাই।—আমি তাঁহাকে অতঃপর জানাইব।

সুর। তিনি আমার বিরহে অধীর হইবেন। আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে, কাতর হন।

সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। একবার ভ্রুকুটী করিলেন। পরে কহিলেন, "আমি তাঁহাকে প্রাতঃকালেই সংবাদ দিব যে, তোমার কন্যা আমার কাছে আছে, কোন চিন্তা নাই। তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সুরসুন্দরী কিছুই বলিলেন না—কিন্তু স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। এজন্য কহিলেন, "না—আমার যাওয়া হইবে না—আমি পিতাকে ফেলিয়া থাকিতে পারিব না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।" সন্ন্যাসী পুনশ্চ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমার পিতাকে কিছু বলিব। তাঁহাকে জাগাইয়া আমার নিকট ডাকিয়া আন। আমি এইখানে অপেক্ষা করিতেছি।" সুরসুন্দরী গৃহাভ্যন্তরমুখী হইলেন। সন্ন্যাসী তখন আবার কহিলেন, "বলিও ঝিল্লী পাহাড়ের পিনাকী শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভাস্করাচার্য্য আপনার প্রতিক্ষা করিতেছেন।"

সজলনয়না দুর্গাবতী।

একদা সায়ংকালে পূর্ণচন্দ্র আপন বাসস্থানের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। মাধব ভৃত্য আসিয়া

একখানি পত্র পূর্ণবাবুর হাতে দিল। পূর্ণবাবু পত্র খুলিয়া এইরূপ পাঠ করিলেন।

"শুভার্থী শ্রীদামোদর শর্ম্মণঃ। পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাশয়সন্তু বিশেষঃ। পরে নিবেদন যে, প্রায় চারিমাস গত হইল শ্রীমান্ নগেন্দ্র চট্টো তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তিনি বাটী আসেন নাই।—কোন সংবাদও পাঠান নাই। জনরব যে সীতাকুণ্ডতীর্থে তাঁহার ৺ ঈশ্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। এই সুযোগে তাঁহার দেওয়ান গণেশচন্দ্র ঘোষ কালেক্টরের মালগুজারী বন্ধ করিয়া বিষয়-সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করাইয়া, আপনার নামে ক্রয় করিবার মৎলব করিয়াছেন। মহাশয়কে এ সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য বিধায়, পত্র দ্বারা নিবেদন করিলাম। মহাশয় যদি ইহার কোন প্রতিকার করেন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ বিষয়-সম্পত্তি পরহস্তগত হইবে। সম্প্রতি আমার অতিশয় শিরঃপীড়া হইয়াছে। এর্কারণ সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি চিরজীবি ও চিরসুখী হউন। নিবেদনমিতি।

পুঃ সুরসুন্দরী নামে নগেন্দ্রবাবুর কন্যা ও তাঁহার ভগিনী তাঁহার সমভিব্যাহারেই তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, ইতি।"

পত্রপাঠ করিয়া পূর্ণচন্দ্র, পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া আবাসগৃহের অন্দরে গমন করিলেন। তথায় দুর্গাবতী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। পূর্ণবাবু যাইয়া দামোদর প্রদত্ত চিঠি দেখাইলেন। দুর্গাবতী পাঠ করিয়া সজল নয়ন হইলেন। পূর্ণবাবু আপন পরিধেয় বসন দ্বারা তাঁহার চক্ষুজল মার্জনা করিয়া কহিলেন, "দুর্গে! বিধাতা তোমাকে এতগুণেই গুণবতী করিয়াছেন, নতুবা আমার চিত্ত তোমাতে এত প্রসক্ত কেন?" দুর্গাবতী কহিলেন, "সুর-সুন্দরী কোথায়?"

পূর্ণ। ঈশ্বর জানেন। সেই পিনাকী শিবমন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দুর্গা। তার পর?

পূর্ণ। তার পর আমি কোন সম্বাদ পাই নাই। কেবল শুনিয়াছি যে, বালিকা পিতৃ সমভিব্যাহারে সীতাকুণ্ডতীর্থে গিয়াছে।

দুর্গা। আচ্ছা—আপনি প্রাজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ—ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ—আপনি আমাকে

বলিতে পারেন, বিধাতা কেন এরূপ বিসদৃশ অনুরাগ ঘটনা করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণকে এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা দেন।

পূর্ণ। সে কারণ দুর্জ্ঞেয়—ঐশ্বরিক অপরিজ্ঞাত নিয়মাধীন অথবা আমাদিগের পাপ-হৃদয়ের দোষে। এ জগতে ঈদৃশ ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। তোমায় অধিক কি বলিব? যিনি যতই বলুন না কেন, এ জগতে সুখের অংশ যৎসামান্য—দুঃখের ভাগই অতিরিক্ত। লোকে নিজে সর্ব্ববিষয়ে সুখী হইলেও পরকষ্টে তাহাকে সর্ব্বদাই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়। বোধ হয়, মনুষ্যের নিরন্তর সুখোন্নতির সৃষ্টিকর্ত্তা সেই অজ্ঞেয় জগৎকারণের কোন মহতী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আছে, যাহা তাঁহার এই বিশ্বকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-পূর্ণ করিবার মানসকে পদে পদে বিফলীকৃত করে। আমি অনুমান করি, এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক দুইটী প্রধান শক্তি আছে। একের উদ্দেশ্য সংসারকে সুখ-পূর্ণ আনন্দধাম করা—অন্যের উদ্দেশ্য উহার প্রতিদ্বন্দ্বীতা সাধন করা। নতুবা সংসার এত দুঃখময় কেন?

এইবার পূর্ণচন্দ্র দুর্গাবতীর মুখের দিকে চাহিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন, দুর্গাবতী তাঁহার প্রতি সজলনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——oo——

উইলিয়ম্‌স্।

হীরালাল কলিকাতা চিৎপুর রোডের পার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ অট্টালিকার বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। সম্প্রতি হীরালালের চাকরী হইয়াছে—তিনি কলিকাতার কোন মিসনস্কুলের শিক্ষক হইয়াছেন। উপরি লিখিত অট্টালিকার একটী কামরা ভাড়া লইয়াছেন। অদ্য সায়ংকালে বায়ুসেবনার্থ বারাণ্ডায় বসিয়া ইংরাজী নভেল পড়িতেছেন।

হীরালালের বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর। ইনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র। হীরালালের নিবাস পূর্ব্ববাঙ্গালা।

—ইতিপূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্র যে সিদ্ধগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ইহাঁর নিবাস সেই সিদ্ধগঞ্জ গ্রামে। পূর্ণবাবু তথাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলে, ইনি গ্রামের মধ্যে কৃতবিদ্য বলিয়া অগ্রে যাইয়া নবাগত শাসনকর্ত্তার সহিত আলাপ করেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রথম দর্শনেই সরলপ্রকৃতি বলিয়া পূর্ণচন্দ্র ইহাঁকে ভাল বাসিলেন। ইনিও পূর্ণচন্দ্রকে একটু ভক্তি করিলেন। তাহাতেই উভয়ের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। হীরালাল ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, বলা বাহুল্য।

হীরালাল অদ্য যে নভেল খানি পড়িতেছিলেন, তাহা সার্ ওয়াল্টর স্কট্ প্রণীত ব্রাইড অব্ লেমরমূর নামক বিয়োগান্ত উপন্যাস। পুস্তক খানির শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করা হইলে দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন। পরে পুস্তক রাখিয়া আপনা আপনি পুস্তকস্থ আখ্যান আমূল চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে মনে অতিশয় কষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও বিয়োগান্ত উপন্যাস পাঠ অথবা তাহার অভিনয় দর্শন করিবেন না। সহসা চিন্তাস্রোত স্তব্ধ হইল—সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। অবিলম্বে চারিদিক অন্ধকারময় হইল—প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। হীরালাল বারাণ্ডা হইতে উঠিয়া গিয়া গৃহাভ্যন্তরে স্বীয় শয্যার উপরি বসিলেন। দাসী প্রদীপ দিয়া জানালা দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হীরালাল অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ থাকিলে ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইল।

তিনি কতক্ষণ এরূপ নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন, ঠিক বলা যায় না। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, শুনিলেন, প্রাসাদের নিম্নে এক ব্যক্তি কি অস্পষ্টস্বরে চীৎকার করিতেছে। হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বারাণ্ডার নীচে সদর দরজায় দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি চীৎকার করিতেছে, অস্পষ্টভাবে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? কেন চেঁচাইতেছ?" চীৎকারকারী ইংরাজী ভাষায় প্রত্যুত্তর দিল, "একজন বিপদ্‌গ্রস্ত ইংরাজ, যে বিলাত হইতে অদ্য কলিকাতায় আসিয়াছে।"

হীরালাল ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি প্রয়োজন?" ইংরাজ। "আশ্রয় প্রার্থনা।"

হীরালাল সিঁড়ি দিয়া অন্ধকারেই আস্তে আস্তে নীচে আসিলেন। অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন "তুমি কি চাও?—আশ্রয়-স্থান এখানে পাওয়া দুর্ঘট। বরং কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে পারি। আমি গরিব। আমার থাকিবার অতিরিক্ত স্থান নাই।" ইংরাজ কহিল "দ্বার মোচন করুন, আমি বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি।" হীরালাল দ্বার মোচন করিলেন। ইংরাজ ভিতরে আসিল। হীরালাল কহিলেন, "দাঁড়াও—আমি আলো লইয়া আসি।" ইংরাজ দাঁড়াইয়া রহিল। অবিলম্বে হীরালাল আলোক হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরাজ কহিল "ক্ষুধায় আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে—সমস্ত দিবস আমার আহার হয় নাই।" হীরালাল একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমার সহিত উপরে আইস।" হীরালাল উপরে যাইতে লাগিলেন—ইংরাজ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

হীরালাল আপন শয়ন-কক্ষে ইংরাজকে লইয়া গেলেন। বসিবার আসন দিলেন। পরিধানের জন্য শুষ্ক বস্ত্র দিলেন। ইংরাজ আর্দ্র কোট পেণ্টুলন খুলিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিল।

তখনও প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। হীরালাল যৎকালে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময়ে পাচিকা আসিয়া তাঁহার আহারীয় তাঁহার শয়ন-গৃহে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গাইলে পাছে তিনি বিরক্ত হন, এজন্য নিদ্রাভঙ্গ করায় নাই। সে মধ্যে মধ্যে এক এক দিন এইরূপে ভাত-ব্যঞ্জনাদি ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত।

হীরালাল অন্বেষণ করিয়া আপন আহার্য্য পাইলেন। তিনি সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রাত্রি অনেক হইয়াছে—অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে। এ সময় অন্য খাদ্য মিলিবে না। বাঙ্গালীর আহার্য্য অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত আছে—যদি ইচ্ছা করেন, খাইতে পারেন।"

ইংরাজের ওষ্ঠাধর-প্রান্তে অল্পমাত্র হাস্য প্রকটিত হইল। সে বলিল "আপনি অদ্য আমার যে উপকার করিলেন, আমি তাহা কখনও বিস্মৃত

হইব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, আমি তাহাই আহার করিব।" হীরালাল তাহার মুখপানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "আপনাকে ভদ্রবংশোদ্ভব দেখিতেছি—জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় দেন, বড়ই বাধিত হইব।" ইংরাজ বলিল "ওরূপ কথা বলিবেন না, আপনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতেই আমি বাধিত হইলাম। লিচ্‌ফিল্‌ড সায়রে আমার আবাস-স্থান। আমার নাম উইলিয়ম্‌স্‌। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ব্যারণ উপাধিধারী ছিলেন। সম্প্রতি পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এত ঋণ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে মহাজনেরা সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। আমি অক্সফোর্ড কলেজে পড়িতাম। পিতার মৃত্যুর পর দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন হইলাম—অগত্যা কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাহরণ প্রত্যাশায় ভারতবর্ষে আসিবার সংকল্প করিলাম। অবশেষে কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়াই কলিকাতায় আসিলাম। কিন্তু আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, জাহাজ ভাড়ায় ও অন্যান্য প্রকারে খরচ হইয়া গিয়াছে। কাল কি খাইব, সংস্থান নাই। অদ্য নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে এই দিকে আসিয়াছিলাম। শেষে ঝড় বৃষ্টিতে প্রপীড়িত হইয়া আপনার দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলাম।"

হীরালাল একমনে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। পরে কহিলেন "ভালই হইয়াছে যে, আপনি আমার নিকট আসিয়াছেন, অন্য কোথাও যাইলে এ রাত্রে আপনাকে কেহই স্থান দিত না।" সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল, কিরূপে অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিতে হইবে, তাহা সাহেবকে দেখাইয়া দিলেন। সাহেব আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার আহার সাঙ্গ হইলে হীরালাল তাঁহার শয়নার্থ আপনার পার্শ্বে শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। আপনি সে রাত্রি নিরাহারে রহিলেন। সাহেব ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "আমি সন্ধ্যাকালে আহার করিয়াছি।" ইংরাজ তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

হীরালাল সে দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই অপরিচিত ইংরাজের সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিলেন। তাহার বাগ্মীতা, বিজ্ঞতা ও

সুশ্রী আকৃতি দেখিয়া হীরালাল তাহাকে স্নেহ করিলেন। ইংরাজের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর হইবে। সেই রাত্রে হীরালাল তাহাকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিলেন। ইংরাজ সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে হীরালালের চরিত্র অনুচিন্তন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষে কলিকাতা সহরে এরূপ সরল অমায়িক পণ্ডিত লোক আছে দেখিয়া, ইংরাজ মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। ইংরাজ হীরালালের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে হীরালাল সকলি বলিলেন। শুনিয়া ইংরাজ বলিল "যদি কখনও আমার সৌভাগ্য হয়, তথাপি আপনাকে ভুলিতে পারিব না।" সে রাত্রে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রণয় জন্মিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নৈমিষারণ্য।

নৈমিষারণ্যের এক বৃহৎ ক্ষেত্রে ভগবান ভাস্করাচার্য্য উপবিষ্ট—তাঁহার পদমূলে পীড়িতা শীর্ণা সুরসুন্দরী। ভাস্করাচার্য্য একটী পত্রের ঠোঙা করিয়া শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ বিশেষ পান করিলেন। নিজ বংশনির্ম্মিত পাত্র হইতে আরও কিয়ৎপরিমাণ ঢালিয়া সুরসুন্দরীকে পানার্থ প্রদান করিলেন। সুরসুন্দরী দারুণ পিপাসার্ত্ত হইয়াছিল, দ্বিরুক্তি না করিয়া সমস্তই পান করিল। তখন ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, কেমন সুস্থ হইলে?

সুর। হাঁ—কতক বটে।

ভাস্ক। কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিলে?

সুর। মিষ্টযুক্তঅম্লসদৃশ।

ভাস্ক। এক্ষণে এই সন্নিহিত বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় নিদ্রা যাও।

সুর। আপনি কোথায় যাইবেন?

ভাস্ক। নিকটস্থ প্রস্রবণ হইতে স্নান করিয়া আসি।

সুর। আমি একাকী থাকিব?

ভাস্ক। নতুবা আমার সমভিব্যাহারিণী হও।

সুর। আমার শরীর কেমন করিতেছে, আর চলিতে পারিব না। যেন নিদ্রা আসিতেছে।

ভাস্ক। চল, ঐ বটবৃক্ষ-মূলে যাই।

সুর। চলুন।

তথায় সুরসুন্দরী শয়ন করিয়া অবিলম্বেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রগাঢ় নিদ্র—চৈতন্য-বিরহিত। ভাস্করাচার্য্য তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া আপনি সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সে সঙ্গীত অনন্ত বিস্তৃত আকাশতল প্লাবিত করিল—বনের পশুপক্ষীগণকেও বিমোহিত করিল।

" আর কত কাল রব অসৎ বিষয় লয়ে,
ভ্রমিব আর কত দিন মোহ-আঁধার-নিলয়ে।"

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে সন্ন্যাসী প্রস্রবণ সন্নিধানে স্নানার্থ প্রয়াণ করিলেন।

এদিকে সুরসুন্দরী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সে স্বপ্ন পূর্ণচন্দ্রময়। বালিকা স্বপ্ন দেখিল যে, যেন নব-বসন্ত সমাগমে ধরণী হরিদলঙ্কারে সুশোভিত। বৃক্ষ লতা সকল মুকুলিত—কুসুমনিচয় অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত। শীতল দক্ষিণ বায়ু ধীরে প্রবাহিত। পক্ষীগণের কলরবে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত। যেন নব-বসন্ত-সমাগমে তরুণায়িত দুর্ব্বাদলোপরি বট-বিটপীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সুরসুন্দরী শুইয়া আছেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিতেছেন, " উঠ— গাত্রোত্থান কর। তোমার এযন্ত্রণা আমি আর দেখিতে পারি না।" পূর্ণের নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু—সেই অশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় বৃহৎ হইয়া সুরসুন্দরীর বদনে পতিত হইল। সুরসুন্দরী চমকিত হইলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন যাহা, তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল না—চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আবার দেখিলেন, কি দেখিলেন? সর্ব্বনাশ! গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদোদ্গম হইল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সত্য সত্যই পূর্ণচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সজলনেত্রে বলিতেছেন, " উঠ—গাত্রোত্থান কর—তোমার এ যন্ত্রণা আর আমি দেখিতে পারি না।" বালিকা উঠিয়া বসিল—কিন্তু জ্ঞানশূন্যের ন্যায়—বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া রহিল।

বাস্তবিক সুরসুন্দরীর জ্ঞানলোপ হইয়াছিল। বোধ হয়, আচার্য্য প্রদত্ত সুমিষ্ট পানীয়ের মাদকতাশক্তি ছিল। সুরসুন্দরীর লজ্জা, ভয়, হর্ষ, কিছুরই উদ্রেক হইল না। কেবল বিহ্বলের ন্যায় একদৃষ্টে পূর্ণ-চন্দ্রের বদনপানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া একবার সূর্য্যরশ্মিতে প্লবমান হরিৎবর্ণ তৃণক্ষেত্র প্রতি চাহিল—একবার নবীন পত্ররাজিতে সমাচ্ছাদিত বিশাল বটবিটপী প্রতি চাহিল। সহসা কাঁদিয়া উঠিল। পরে উন্মত্তার ন্যায় কহিল, " পূর্ণচন্দ্র! তুমি পরের জিনিষ। আমি তোমায় কেন আকাঙ্ক্ষা করি। আমি অভাগিনী। তুমি এজন্মে আমার হইবে না। তুমি কেন আমায় এখানে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছ। দূরে যাও—এখান হইতে চলিয়া যাও। নিষ্ঠুর, এ জন্মে তুমি আমায় আর কখনও দেখা দিও না।" পূর্ণচন্দ্র কিছুই বলিলেন না, কেবল একবার ডাকিলেন, " সুরসুন্দরী!" পূর্ণচন্দ্রের স্বর স্নেহময়, করুণাপূর্ণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশক। সুরসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, " পূর্ণ! দূর হও—দূর হও—তোমাকে দেখিয়া আমার মনে পাপসঞ্চার হইতেছে। অথবা একটু দাঁড়াও—আজি তোমার সম্মুখে পাপ-হৃদয় উৎপাটিত করিয়া ফেলি।" পূর্ণচন্দ্র অবাক্। তিনি সুরসুন্দরীর এই উন্মত্ত-প্রলাপ আকর্ণন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সুরসুন্দরী পুনশ্চ কহিলেন, " নৃশংস! কাঁদিও না—দেখ, আমি দয়ালু হইয়াও কাঁদিতেছি না। তুমি নিষ্ঠুর হইয়া কেন কাঁদিতেছ?"

পূর্ণচন্দ্র আবার কাঁদিলেন। সুরসুন্দরী বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, " পূর্ণচন্দ্র! তুমি এখানে কাঁদিতে আসিয়াছ? আমার সম্মুখে কাঁদিয়া কি আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছ? তবে আমি এই চলিলাম—নিষ্ঠুর! তুমি বাড়ী চলিয়া যাও—আমি তোমায় আর ভাল বাসিব না—তুমি আমার হইবে না।" এইমাত্র বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পূর্ব্বাভি-মুখে গমন করিলেন। গমনকালে একটী শৈশবাভ্যস্ত কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে গেলেন।

" ভালবাসার অনেক দশা,
কারও ভাঙ্গে আশার বাসা।

কারও বা শ্মশানে বাসা,
কারও ভাগ্যে রতনমণি ॥"

আজ হইতে আমার শ্মশানে বাসা হইল ॥

পূর্ণচন্দ্র ক্ষণেক বিমুগ্ধের ন্যায় রহিলেন। পরে যে দিকে সুরসুন্দরী দৌড়িয়া গিয়াছিল, চিন্তাকুলমনে সেই দিকে দ্রুতপদে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

আজি কালি বাঙ্গালা-সাহিত্য অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, এ কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য-গ্রন্থনিচয়ে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিশালিনী, একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যই কি বঙ্গভাষা উন্নতির উচ্চতম সোপানে সমারূঢ়া হইয়াছেন? সত্যই কি বঙ্গালাভাষার কোন অলঙ্কারের অভাব নাই? সত্যই কি দেশীয় কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলী মাতৃভাষার কোনপ্রকার সৌষ্ঠবের অভাব রাখেন নাই? আমরা এ কথায় বিশ্বাস করি না। স্বীকার করি, সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়খানি ব্যবহারোপযোগী?—কয়খানি লোকের যথার্থ উপকারে লাগিতেছে? বোধ হয়, অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিদিন যে রাশীকৃত পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, সকলই অপ্রয়োজনীয়—নিরর্থক। লেখকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, দিন দিন নূতন মুদ্রাযন্ত্রালয় স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাঠকের সংখ্যা অল্প—সুতরাং নূতন লেখকের গ্রন্থ সাধারণের গ্রাহ্য হইয়া উৎসাহ-বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত গৃহের অর্থ অকারণ ব্যয় হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি লেখকের সংখ্যা কমে না। উৎকৃষ্ট পুস্তকেরও কখন কখন ঐরূপ দশা ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। মাননীয় ভূদেববাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস যে পাঠকগণের অননুগ্রহে লুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণের বিচারক্ষমতার সঙ্কীর্ণতাতে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের যেরূপ অবনতি পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ অনেক অপকৃষ্ট গ্রন্থেরও প্রচার-বাহুল্য দেখা যায়। "যৌবনে যোগিনী" "হেমলতা নাটক" প্রভৃতি অর্দ্ধশিক্ষিত ও অপরিপক্ক-বুদ্ধি অজাতশ্মশ্রু যুবকগণের নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী।

সমাজমধ্যে অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের ভাগই অধিক। সুতরাং ঐ সকল পুস্তকের গ্রাহকসংখ্যাও অধিক। কিন্তু যথার্থ হিতকারী বাঙ্গালাভাষায় অতুলনীয় বঙ্কিম বাবুর "বিজ্ঞান-রহস্য" প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তকের গ্রাহকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। পরন্তু সুখের বিষয়, আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণী সুশিক্ষিত পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, যাহাতে এমত আশা করা যায় যে, কালে আমাদের এই মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক শ্রেণীর লেখকের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যাঁহারা গ্রন্থকার নামের উপযুক্ত। কিন্তু আজিও—এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—আমাদিগের মাতৃভাষা যে দীনা, উজ্জ্বল-আভরণ-বিহীনা, তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? লেখকগণের রুচি সুমার্জ্জিত ও পাঠকগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা বলবতী থাকিলে আমাদিগের মাতৃভাষা সৌষ্ঠব-সম্পন্না হইবেন, আমরা এরূপ আশা করি।

সাধারণ বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচন করিতে গেলে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় বাবু ও বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থনিচয় সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবুর পুস্তকগুলি অশিক্ষিতকে মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থকারের গ্রন্থপাঠে সুশিক্ষিতের জ্ঞান-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আমরা বঙ্কিম বাবুকে আধুনিক বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহি। এই অসাধারণ লেখক সাহিত্যের যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাই অলৌকিক সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া পাঠকের চিত্তবিমোহন করিয়াছেন। শুধু উপন্যাস নহে, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও কাব্য রচনায় ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন ইহাঁর নাম বঙ্গসমাজে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে সমাদৃত থাকিবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালক-পাঠ্য গ্রন্থগুলি সরল, সুপাঠ্য ও জ্ঞানোৎপাদক। কিন্তু আজি-কালি কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ সকল গ্রন্থ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর জ্ঞানগর্ভ পুস্তকসকল রচিত হইতেছে। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থগুলি যে আরও বহুদিন আমাদিগের বঙ্গবিদ্যালয়সমূহে বহুলরূপে পঠিত হইবে, এমত বোধ হয় না। যখন আমাদের মাতৃভাষায় পাঠ্য-পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময়ে উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক সকল রচনা করিয়া বাঙ্গালিবর্গের চির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার যশ বঙ্গসমাজে অক্ষয় হইয়াছে। তিনি মাতৃভাষা-ভক্ত-জনগণের পূজার যথার্থ যোগ্যপাত্র।

অক্ষয়বাবুর বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি অতি উপাদেয়। তাহা যখনই পাঠ করা যায়, তখনই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্ত হইয়া থাকে। তিনি যে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃত গ্রন্থ পাঠে সুন্দর উপলব্ধি হয়। তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত সঙ্কলন করিয়াছেন, নিজের মতামত কিছুই দেন নাই। এজন্য দুই এক স্থানে তাঁহাকে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিরক্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অনুরক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় লেখক বঙ্গসমাজে চিরদিন ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত পাত্র। আমরা হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বাহ্যবস্তু, ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ চিরদিন বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া সাদরে পূজিত হইবে।

পণ্ডিতবর রামদাস সেন ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গভাষার যে কীদৃশ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা এক মুখে বলিবার নহে। রামদাসবাবু বিলুপ্ত পুরাতন হিন্দু-দর্শন-বিজ্ঞান, সঙ্গীতাদিশাস্ত্র সকল মন্থন করিয়া যে অত্যুজ্জ্বল রত্ন সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই আঁধারময় বঙ্গগৃহে চিরদিন জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবে। মাননীয় রাজেন্দ্রবাবু যে সকল বিবিধ প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন,

তাহাতে শুধু বঙ্গ কেন? সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞ।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লেখকবর্গের মধ্যে চারি পাঁচটী নাম আমরা যাবজ্জীবন স্মরণ করিব। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত একজন সুন্দর ঔপন্যাসিক। তাঁহার কৃত উপন্যাস কয়খানির মধ্যে "জীবন-প্রভাত" আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ উৎকৃষ্ট চরিতাখ্যায়ক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়েই সুকবি।

যে সকল সাময়িক পত্র বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, যাহারা সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী, এস্থলে তাহাদেরও উল্লেখ করিয়া অদ্যকার প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। "বঙ্গ-দর্শনের" লোক-বিমোহিনী প্রবন্ধ সকল কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরাজ, সকলেরই নিকট সমান শ্রদ্ধা ও যত্নের সামগ্রী। "আর্য্য-দর্শনের" বিচারক্ষমতা ও ভাষার গৌরব প্রশংসনীয়। "বঙ্গ-দর্শন" হইতে বঙ্গভাষার যুগান্তর সম্পাদিত হইয়াছে। এই পত্রিকা প্রচার হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন উৎকৃষ্ট সাময়িকপত্র ছিল না, এরূপ বলা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

কালের কাল।

১

নিশা অবসানে দেখা দিলা ঊষা,
একটী রতন ললাটের ভূষা
জ্বলে ধক্ ধক্ মণির সমান,
হেরি তারাগণ ভয়ে যেন ম্লান।

২

পাণ্ডুর বরণ হলো নিশাপতি,
পলায় পশ্চিমে সচঞ্চল অতি ;
হেরিয়া নাথের বিরস বদন,
কুমুদিনী ধনী মুদিল নয়ন।

৩

চন্দ্রকান্ত-মণি হলো জ্যোতি-হারা,
সহসা জগৎ অন্ধকার পারা ;
শাখায় বিহঙ্গ গাইছে গান,
উধাও পাপিয়া ধরিছে তান।

৪

চকাচকী বসি এ পারে ও পারে,
ডাকিছে আনন্দে দোঁহে মিলিবারে ;
দেখিতে দেখিতে সঙ্গে লয়ে নিশা,
ঊষা পলাইল ঘুচাইয়া দিশা।

৫

হইল প্রভাত উদে দিনমণি,
সরসী সলিলে হাসিল নলিনী ;
হাসিল জগৎ মাতিল হরষে,
নিশাচর-গণ পলায় তরাসে।

৬

হরিতে জীবের অমূল্য জীবন,—
এই কি তোমার সময়, শমন ?
এই কি তোমার উচিত সময় ?
" জানিও নিশ্চয়,—তা' নয়,—তা' নয় !

৭

'প্রদোষ, প্রভাত, কি নিশি কি দিবা,
শরত, হেমন্ত, শীত, গ্রীষ্ম কিবা,
নাহি ঋতু ভেদ স-কাল অ-কাল,
সকল সময় তোমার, রে কাল !"

৮

চলি গেলা ক্রমে দীপ্ত দিনমণি,
আঁধারে আবরি আইল রজনী,
স্বভাবের দীপ অম্বরের গায়,
হীরক-মণ্ডিত হেন শোভা পায়।

৯

শশীর সুহাসে জোছনা বিকাশে,
তাই সরোবরে কুমুদিনী হাসে ;
খদ্যোতিকা-কুল তরু-শির'পরে,
নাচিয়া নাচিয়া চাঁদে হাস্য করে।

১০

নিশি, দিবা, তিথি, মাস, কাল, বার,
এরূপে নিয়ত ভ্রমে অনিবার ;
চলিল বৎসর, যুগ, যুগান্তর,
প্রবাহিনী যথা ছুটে নিরন্তর।

১১

এ সকলে আছে ক্ষণ নিরূপণ,
মাস, বার, তিথি, বৎসর গণন ;
কিন্তু নাহি তোর, ওরে রে শমন,
জীবের গ্রহণ কাল নিরূপণ।

১২

বলিবারে পারে চন্দ্রে বৃদ্ধি হ্রাস,
গণিবারে পারে তিথি, বার, মাস,
পৃথিবীর গতি পারে রে গণিতে,
কিন্তু তোর কাল কে পারে বলিতে ?

১৩

মাতৃক্রোড়ে শিশু আনন্দে খেলায়,
দুঃখের বারতা জানেনা, রে, হায় !
জানে না সংসার কেমন ভীষণ,
দুঃখের সংসারে সুখের জীবন।

১৪

অথবা যৌবনে, সুখের সময়ে,
সদা মত্ত মন বিভব বিষয়ে ;
ভ্রমে অনিবার সুখের আশায়,
একবার ভ্রমে ভাবেনা তোমায় !

১৫

যবে বৃদ্ধ-কালে, চরম দশায়,
বল বীর্য্য লয়ে যৌবন পলায় ;
শুভ্র কেশ-দাম অন্ত-দন্ত-হীন,
জ্বরা-গ্রস্ত দেহ সৌন্দর্য্য বিহীন—

১৬

অ-বিরাম গতি চক্রের সমান,
জীবের অবস্থা করিছে পয়ান ;
কিন্তু বল মৃত্যু, কেবা জানে, হায়,
কবে এ জীবন লইবে বিদায় !

১৭

প্রচণ্ড নিদাঘে, প্রখর তপন,
নিজ করে করে জগত দাহন,—
সেই কি তোমার প্রশস্ত সময় ?
" জানিও নিশ্চয়,—তা' নয়, তা' নয়।"

১৮

কিম্বা ওরে কাল, বরিষার কালে,
গগণ যখন ঢাকে মেঘ-জালে,—
সেই কি তোমার প্রশস্ত সময় ?
" জানিও নিশ্চয়—তা' নয়, তা' নয়।"

১৯

সরস শরতে, অথবা হেমন্তে,
হিমানীর হিমে, সুখের বসন্তে,—
সেই কি তোমার প্রশস্ত সময় ?
" জানিও নিশ্চয়,—তা' নয়, তা' নয়।"

২০

নাহি কালাকাল, নাহি ঋতুভেদ,
নাহিক মিলন নাহিক বিচ্ছেদ ;
তোর কাছে কারো নাহিরে নিস্তার,
সকলেই তোর পূর্ণ অধিকার।

২১

প্রদোষ, প্রভাত, কি নিশি, কি দিবা,
শরত হেমন্ত শীত গ্রীষ্ম কিবা,
নাহি ঋতুভেদ, স-কাল অ-কাল,
সকল সময়, তোমার, রে কাল !

বিটিসরাজ ও হিন্দুধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

শুদ্ধ দাক্ষিণাত্যে নয়, আর্য্যাবর্ত্তেও ব্রিটিসরাজের অনুগ্রহ হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি মূর্ত্তিমান্ দৃষ্ট হয়। এক দিন বঙ্গদেশে বৈদ্যনাথের মন্দিরে এক শত পঞ্চাশ জন পুরোহিত প্রতিপালিত হইত। ইংরাজরাজ যখন বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন দেখিলেন, বৈদ্যনাথের অবস্থা বড় মন্দ নয়, শালিয়ানা ৪০ সহস্র মুদ্রা আয় রহিয়াছে। কিন্তু উচ্চমনা ব্রিটিস-রাজ হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য প্রথমে সে আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। পরে যখন দেখিলেন যে, পূর্ব্বাপর সমস্ত রাজগণ ইহার তৃতীয়াংশের দুই অংশ লইয়া থাকেন, তখন প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া ব্রিটিসরাজ স্বীয় প্রাপ্য লইতে অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আবার যখন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে পুরোহিতগণ অর্থলোলুপ হইয়া সে অংশ দিতে কষ্ট প্রকাশ করিল, তখন ব্রিটিসরাজ কি করিলেন? অবলীলাক্রমে স্বার্থশূন্যতার পরিচয় দিয়া অর্থলালসা পরিত্যাগ করিলেন। ধন্য ব্রিটনেশ্বর! তুমিই রত্নগর্ভা ভারতভূমির যোগ্য শাসনকর্ত্তা বটে! পূর্ব্বাপর সমস্ত রাজগণ বৈদ্যনাথের ওজা (পুরোহিত) স্থিরীকরণ ভার নিজের উপর লইতেন। ব্রিটিসরাজও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া, সে সম্মান অবহেলা করেন নাই। কিন্তু যখন সর্ব্বানন্দ নামক পুরোহিতকে ওজা পদবী প্রদান লইয়া ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন মহারাণীর প্রতিনিধি লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সে সম্মান পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রিটিসরাজ অর্থের মর্ম্ম জানেন, স্বীয় মর্য্যাদার গুরুত্ব জানেন, তবে কেন একে একে অবলীলাক্রমে অকাতরে ব্রিটিস-রাজমুকুট হইতে এসমস্ত অমূল্য রত্নখণ্ড খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন? ভারত-বাসিগণ ইহা তোমাদের প্রতি ঐকান্তিক বাৎসল্য প্রদর্শনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ক্রমশঃ।

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১৷৷০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৵০	...	...	১৵০
ত্রৈমাসিক	৷৷০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৵০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অতিথি।

সাহিত্য পত্রিকা

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রাবণ সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	১৪৫
অভিনন্দন	১৫২
বউ কথা কও	১৫৭
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম	১৬০
উচ্ছ্বাস	১৬১
বৌদ্ধধর্ম্ম	১৬৩
বাঙ্গালীর একটী বতন	১৬৮

কলিকাতা।
নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।
১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রাবণ সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	১৪৫
অভিনন্দন	১৫২
বউ কথা কও	১৫৭
ব্রিটিস রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম	১৬০
উচ্ছ্বাস	১৬১
বৌদ্ধধর্ম্ম	১৬৩
বাঙ্গালীর একটী রতন	১৬৮

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

সুরসুন্দরী।

——ss——

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

পূর্ণবাবু নগেন্দ্রের বিষয় সম্পত্তি নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। দামোদরের পত্র পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু দাওয়ানজীকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। দাওয়ানজী জমীদারীর সমস্ত আয় আত্মসাৎ করিতেছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের তাহাতে অসন্তোষ জন্মিল। তিনি নগেন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করিলেন, নিজে তাঁহার আগমন প্রত্যাশায় রহিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র আসিলেন না, তখন পূর্ণচন্দ্র বড়ই চিন্তিত হইলেন। অনেক প্রকার অনুসন্ধান করিয়া সীতাকুণ্ডের একজন যাত্রীর মুখে শুনিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু কন্যার সহিত নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। শুনিয়া পূর্ণচন্দ্র ব্যথিত হইলেন। তিনি দুই মাসের ছুটী লইয়া স্বয়ং নগেন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। নৈমিষারণ্যতীর্থের অনেক স্থানে অন্বেষণ করিয়াও নগেন্দ্রকে পাইলেন না।

একদা মধ্যাহ্নকালে রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া একটী মাঠের নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ ছায়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অবিলম্বেই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত নবপত্ররাশিসমন্বিত বিশাল স্নিগ্ধ ছায়াকারী বটবিটপী নেত্রপথে পতিত হইল। তখন অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া মৃদুমন্দপদসঞ্চারে বটবৃক্ষমূলে আসিলেন। মূলদেশে আসিয়া নিদ্রিতা সুরসুন্দরীকে দেখিলেন, তাহার সুষুপ্ত-সুস্থির আন্তরিক দুঃখান্ধকার ব্যঞ্জক চিন্তারেখাঙ্কিত বদনমণ্ডল দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তাঁহার শীর্ণ বিবর্ণ দেহযষ্টি দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তাহার বৃক্ষমূলে তৃণশয্যা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, তাহাকে একাকিনী সঙ্গীমাত্রবিহীনা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, সেই নৈদাঘ মার্ত্তণ্ডের জ্বালাময়ী তীক্ষ্ণ কিরণে পরিতাপিত পূর্ণচন্দ্র আপন

পথভ্রমণ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া সেই বালিকার কঠোর যন্ত্রণা একবার হৃদয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন। হৃৎপিণ্ড দ্রব হইল, চক্ষু হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু অজ্ঞাতসারে পতিত হইল। সেই অশ্রু বালিকার বদনোপরি পড়িল, পূর্ণচন্দ্র বালিকার এত নিকটে বসিয়া তাহার কালীমা ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দেখিতেছিলেন।

পূর্ণচন্দ্রকে গম্ভীর ও স্থিরপ্রকৃতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, পাঠক মহাশয় পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় গাম্ভীর্য্যে ও স্থৈর্য্যে পরিপূর্ণ না হইলে এরূপ অবস্থায় তিনি হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। মাঘী পূর্ণিমার দিবস আনন্দময়ীর মন্দিরাভ্যন্তরে সুরসুন্দরীকে প্রথম দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত যেরূপ বিকৃত হইয়াছিল, অদ্য ও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল, কেবল একমাত্র স্থৈর্য্যরূপ শৃঙ্খলে তিনি মনমাতঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ সংসারে সাধু সংযমী যুবকপুরুষের উপরে অবিশুদ্ধ প্রেম এইরূপ ক্ষণিক আধিপত্য করিয়া থাকে।

এদিকে দুর্গাবতী মাসাবধি পূর্ণচন্দ্রের সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিতা হইলেন। প্রসাধিকাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পেসা, মেজো বাবু এক সপ্তাহ পরে আসিবেন বলিয়া গেলেন, কিন্তু মাস গত হইল কেন আসিলেন না? "নগেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানার্থ নৈমিষারণ্য চলিলাম" এই মাত্র বলিয়া চলিয়া গেলেন, তবে কেন এত দিন বিলম্ব করিতেছেন? হয় ত কোন বিপদে পড়িয়াছেন, নতুবা পত্র লিখিয়া বিলম্বের কারণ জানাইলেন না কেন? আমার প্রাণ নিতান্ত অস্থির হইয়াছে, কি করি বল দেখি? প্রসাধিকা কহিল, কি জানি, হয় ত আজ্ কালের মধ্যে আসিবেন বলিয়া পত্র দ্বারা সংবাদ পাঠান নাই। দুর্গাবতী কহিলেন "যাই হৌক, আমার ভয় হয়, পাছে নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া যান্। একবার দামোদর শাস্ত্রীকে পত্র লিখি, যদি নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে থাকেন, দামোদর অবশ্য জানিবে।"

দামোদরের নিকট পত্র পাঠাইবার চারি পাঁচ দিবস পরে শাস্ত্রী মহাশয় একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে স্বয়ং রামনগরে পূর্ণবাবুর বাসাবাটীতে আসিলেন। দুর্গাবতী পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। আহারাদির সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দামোদর বড়ই হৃষ্ট হইলেন। দুর্গাকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে দুর্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা! পূর্ণবাবুর কাছে আমারও বিশেষ প্রয়োজন আছে— তিনি নগেন্দ্রবাবুর বাটীতে যান নাই। যদি তোমার অভিমত হয় আমি তাঁহার অনুসন্ধানার্থ যাই। দুর্গাবতী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। শাস্ত্রীর পাথেয় অন্যান্য সমস্ত খরচ দিয়া তাঁহাকে নৈমিষারণ্য পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ পরের অর্থে তীর্থদর্শন হইল, ইহাই পরমলাভ বিবেচনা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ণান্বেষণে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সহসা ব্রাহ্মণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। দামোদর ভাবিলেন, এ কি! পরে অনুচ্চস্বরে আপনা আপনি কহিলেন, "আনন্দময়ি! জননি! সন্তানকে বিপদে রক্ষা করিও।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাস্করাচার্য্যের পরিচয়।

পূর্ণবাবু উন্মাদিনী সুরসুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেকদূর দৌড়াইলেন। শেষে এক পার্ব্বতীয় প্রদেশের উপত্যকাভাগে উপনীত হইলেন। সুরসুন্দরী তখন পথ পর্য্যটনে ক্লান্তা হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অবিলম্বেই পূর্ণবাবুকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ঘন গুল্মরাজির অভ্যন্তরে লুকাইলেন। পূর্ণচন্দ্র অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন, উপত্যকাপ্রদেশে আসিয়া অনেকক্ষণ সুরসুন্দরীর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু বৃথা হইল, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। পরিশ্রান্ত হইয়া এক অতি বৃহৎ আম্র-তরুতলে বিশ্রামার্থ বসিলেন। সহসা শীতল জীব-শরীরে হস্তস্পর্শ হইল—পূর্ণচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই পিপীলিকা দংশনবৎ ঈষৎ যন্ত্রণা অনুভূত হইল। পূর্ণচন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন এক বিষাক্ত কৃষ্ণসর্প তাঁহার হস্তাঙ্গুলিনে দংশন করিয়া ত্বরিতগমনে পলায়ন করিতেছে, দেখিবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্থৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শীঘ্রহস্তে একটা লতা ছিঁড়িয়া হস্তের প্রকোষ্ঠস্থল দৃঢ়বদ্ধ করি-

লেন। পরে গ্রামাভিমুখে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু মূহুর্ত্ত-মধ্যেই অতি বিষম যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে জ্বালা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্রের প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তিনি চতুর্দ্দিকে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন। জ্বালা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্র তখন অন্তিম সময় বিবেচনা করিয়া একবার দুর্গাবতী, প্রসাধিকাকে চিন্তা করিলেন। পরক্ষণেই পূজ্যপাদ পিতামহা-শয়কে স্মরণ হইল। বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চক্ষু দিয়া দর্ দর্ ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। "দুর্গা" এই নামটুকু উচ্চারণ করিতেও অসমর্থ হইলেন। তখন স্বাভাবিক অনন্য সাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আসিয়া পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ে উদিত হইল। তখন জড়জগতের সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, ধার্ম্মিক পূর্ণচন্দ্র সেই অজ্ঞেয় জগৎ কারণের স্বরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে চিন্তাশক্তি লোপ হইল। পূর্ণচন্দ্র মৃতবৎ আম্রতরুমূলে পতিত রহিলেন।

এদিকে ভাস্করাচার্য্য প্রস্রবণে স্নান করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে করিতে উপত্যকাপ্রদেশ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিলেন। আম্র-তরুতলের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে সহসা মৃত মনুষ্যদেহ পতিত দেখিতে পাইলেন। মৃতদেহ বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ ক্ষীণস্বরে "জল" এই কথাটী সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল। তিনি অমনি ফিরিলেন। অচেতন মনুষ্যদেহের নিকট যাইয়া তীক্ষ্ণনেত্রে উহার আপাদমস্তক দেখিলেন। কিঞ্চিৎ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকায় বুঝিলেন, সর্পদংশনে এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সন্ন্যাসী তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, উপত্যকাপ্রদেশ হইতে বিষঘ্ন বনৌ-ষধি সকল সংগ্রহ করিলেন। একটী স্থূলাকার লতার মূলদেশ দুইটী উপলখণ্ড দ্বারা ছেঁচিয়া রস নির্গত করিলেন। উহা সর্পদংষ্টের ওষ্ঠে নাসিকাগ্রভাগে সিঞ্চন করিলেন। তখন পূর্ণবাবুর একটুকু চৈতন্য হইল। তিনি চীৎকার করিয়া যন্ত্রণাময়-স্বরে বলিলেন, "জল! জল! জল!"

সন্ন্যাসী আর একটী ক্ষুদ্র গুল্ম-বৃক্ষের পত্রসংগ্রহ করিয়া দুই হস্তে

মর্দ্দন করিলেন। সেই রস তৃষ্ণার্ত্তের বদনে বিন্দু বিন্দু প্রদান করি-লেন ও সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ পরে পূর্ণচন্দ্রের জ্ঞান লাভ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে দীর্ঘজটাধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রথমে চমকিত হইলেন। পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? সন্ন্যাসীর মুখ—হর্ষে প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, আমার স্মরণ হইতেছে যে, এই কণ্ঠস্বর একদিন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিশীথ-কালে ঝিল্লিপাহাড়ের নিম্ন-প্রদেশে শুনিয়াছিলাম। এরূপ কণ্ঠধারীর সহিত এক রজনী পিণাকী মন্দিরে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। কিন্তু অন্ধকারে আকৃতি দেখি নাই। পূর্ণচন্দ্র সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন, "বলিলেন ক্ষমা করিবেন, আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আপনি পিণাকী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য।" সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন, "মহাত্মা কহিও না—আমি অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত।"

পূর্ণ। দেখিতেছি, অদ্য আপনিই আমার জীবনদান করিয়াছেন, আপনি মহানুভব—পরোপকারী। আপনিই কি আমারে ঔষধি সেবন করাইয়াছেন?

সন্ন্যা। হাঁ—আমিই বটে? কিন্তু আমি পরোপকারী নহি।

পূর্ণ। তবে আপনি কি অভিপ্রায়ে আমার জীবনদান করিলেন?

সন্ন্যা। আপনি একদিন আমার জীবনদান করিয়াছিলেন।

পূর্ণ। (সাশ্চর্য্যে) কবে?—কোথায়?—কিরূপে?

সন্ন্যা। মাঘীপূর্ণিমার দিন—রাধানগর গ্রামে। যৎকালে দামোদর অধিকারীর সহিত আপনি যাইতেছিলেন, আমি সেই সময়ে সদলে আপনাদিগকে আক্রমণ করি। আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে দস্যুদলের অধিনায়ক ছিলাম। আমিই দস্যুদলপতি,—যাহার হস্তপদ আপনি লতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র অবাক্ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে কি একভাবের উদয় হইল। পূর্ণ কহিলেন, "আমার হৃদয় কৌতুহলরসে আপ্লুত হইতেছে। আপনি বলুন, কিরূপে এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিল?

ভাস্করাচার্য্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "সে দীর্ঘ উপন্যাস—সময়ানুসারে বলিব।" পূর্ণচন্দ্র হতাশ হইলেন। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া কহিলেন, "এখন সে সকল কথা বলিতে গেলেও বলিতে পারিব না। আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল রহিয়াছে। বৎস! তুই বৎসরে এই পরিবর্ত্তন-শীল জগতে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, যাহা কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। আমার যে এমন সময় আসিবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যে মহাত্মার অনুকম্পায় আমার আত্মার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এই শৈলশেখর তাঁহার যোগসাধন স্থান। চল, তোমাকে সেই পবিত্রমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আনি।"

"নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায়?" একথা পূর্ণচন্দ্র সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমার নিকট কন্যা-রক্ষার ভারার্পণ করিয়া সেই তাপিত হৃদয় ব্রাহ্মণ সম্প্রতি জ্বালামুখী প্রস্থান করিয়াছেন।"

"কন্যা-রক্ষার ভার আপনার উপর কেন?" এ কথাও পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

সন্ন্যা। তিনি নৈমিষারণ্যে কয়েকদিন বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার কন্যা শিরপীড়ায় পীড়িতা হন। পীড়িতা দুহিতাকে কোথায় লইয়া যাইবেন? আমার উপর ভক্তি থাকায় এবং আমাকে চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ও সদুপদেষ্টা জানিয়া আমারই নিকট কন্যা ও ভগিনীকে রাখিয়া যান। স্বয়ং একাকী জ্বালামুখী প্রস্থান করিয়াছেন। অতি সত্বরেই এখানে আসিবেন, এরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেন্দ্র কন্যা এক্ষণে কোথায়?"

সন্ন্যা। অদূরে—প্রান্তর-মধ্যস্থ বটবৃক্ষমূলে নিদ্রিতা! পূর্ণচন্দ্র তখন সুরসুন্দরীর সহিত যেরূপে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, একে একে সকলি বলিলেন।

সন্ন্যাসী শুনিয়া অধীর হইলেন। একবার ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পরে ব্যথিতস্বরে কহিলেন, "পূর্ণ! তুমি কি বলিলে? ব্রাহ্মণ আসিয়া

যখন আমার কাছে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কি বলিব? তুমি অপেক্ষা কর—আমি এই পর্ব্বতপ্রদেশে একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখি?" বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্র একাকী সেই আম্রতরুতলে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর বলশূন্য—মন নিস্তেজ। তিনি একটীবার একটী শৈশবাভ্যস্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

"রুদ্র, যত্তে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

এই বিপদ সময়ে একবার দুর্গাবতীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত লোচন-যুগল রসস্ফীত ওষ্ঠাধরের মৃদু হাস্য, সেই ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী ক্রমান্বয়ে স্মরণ হইল। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার বলিলেন, "দুর্গে, কোথায় তুমি?" সে কথা পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রস্তর-স্তূপে প্রতিধ্বনিত হইল।

পূর্ণচন্দ্র সহসা চমকিত হইলেন। দুই একটী শুষ্ক আম্রপত্র তাঁহার গাত্রে পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বৃক্ষোপরি নানা বর্ণের বিহঙ্গগণ কলধ্বনিতে পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ণচন্দ্র সেই শান্ত নির্জ্জন স্থানে রম্য আম্রতরু-মূলে চিত্তবৃত্তি একান্ত স্থির ও নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া সেই পরমপিতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। সুমন্দ দক্ষিণ-সমীরণ প্রস্রবণ-নীরে স্নাত হইয়া বির্ বির্ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের গায়ে পড়িতে লাগিল। আকাশ পরিষ্কার—অনন্ত নীল গগনতলে ক্ষুদ্র পক্ষিসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। পূর্ণচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী একটী প্রস্রবণের জলরাশি সুমধুর শব্দ করিতে করিতে রজত-স্তূপের ন্যায় প্রস্তরখণ্ড রাশির উপরে সজোরে পতিত হইতেছিল। পূর্ণচন্দ্রের ঠিক মস্তকের উপরিভাগে একটী পাপিয়া সুমধুর স্বরে শীশ্ দিতেছিল। এরূপ সুরম্য স্থানে স্থির অবিচলিত চিত্তে পূর্ণচন্দ্র জগৎকারণে আত্মা সমর্পণ করিয়া ভূমানন্দ লাভ করিতেছিলেন; সহসা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক অপরিচিত মূর্ত্তি—জটা-জূট-বিলম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রু সমন্বিত প্রশান্ত গম্ভীর অপরিচিত মূর্ত্তি।

ক্রমশঃ।

অভিনন্দন।

ভারতের নিশি পুনঃ পোহাইবে,
গভীরা তমসা বুঝি বিদূরিবে ;
ভারত-গগণ নিরমল হবে,
দাসত্ব যন্ত্রণা পুনঃ কি ঘুচিবে ?
ভারত-প্রাঙ্গণে ভাতিবে ভানু।

ওই শুক্র তারা উজ্জ্বল প্রভায়,
ভারতের ভাবী সূচিয়া ঊষায় ;
উদ্ভাসিত করি দিক্ সমুদয়,
ছড়ায়ে মধুর কিরণ নিচয় ;
প্রাচি দিকে ওই প্রকাশে তনু।

কত শত বর্ষ ঘোর অন্ধকারে,
ভারতের মুখ আবরিত ক'রে ;
দুরন্ত যবন নির্ম্মম নিদয়,
ঘোর অত্যাচারী পাষাণ হৃদয় ;
করিল রাজত্ব অনার্য্য জাতি।

আর্য্য বীর-দর্প গর্ব্ব অভিমান,
শৌর্য্য বীর্য্য দম্ভ প্রতাপ মহান্ ;
ছিল শ্রেষ্ঠ যারা পৃথিবী ভিতরে,
প্রাতঃ শশী সম ম্লান ম্লেচ্ছ করে ;
পূজিল সাদরে পুনশ্চ অরাতি।

লর্ড কর্ণয়ালি ভারতের বক্ষে,
হানিলেন ছুরি ব্রিটনের পক্ষে ;
ভারত-সন্ততি বুঝিল তখন,
সে ঘোর দাসত্ব ঘোচেনি এখন ;
রাজকার্য্যে মোরা বঞ্চিত এবে।

সাত শত বর্ষ অজ্ঞান তিমির,
আবরিয়া মুখ ভারত-ভূমির ;
(বহেনি ভারতে স্বাধীন সমীর,)
জয় নাদে তারা আছিল বধির ;
প্রতীচি আলোক পশেছে যবে।

একটী কলঙ্ক ব্রিটিস শাসনে,
শুভ্র যশোরাশি মলিন কুক্ষণে,
সাধু সদাশয় বেণ্টিক রাজন
পঙ্কিল কলঙ্ক করি প্রক্ষালন
উড়াল ব্রিটিস গৌরব ধ্বজা।

স্বাধীনতা-বীজ স্বাধীন শোণিত,
আর্য্যশিরে পুরা ছিল প্রবাহিত ;
দাসত্ব নিহারে নাহি অঙ্কুরিল,
শীত অধীনতা শীতল করিল ;
হীন বীর্য্য হায় ! ভারত প্রজা।

স্বাধীন সমীর পুন নিশ্বাসিল,
স্বাধীন বায়ুতে ভারত পূরিল ;
সাধু মেট্‌কাফ ব্রিটিস রাজন,
ভারত ব্রিটিস নাহি নির্ব্বাচন ;
স্বাধীনতা মন্ত্র দিলেন সবে।

মন্ত্রদীক্ষা-বলে ভারত সন্তান,
সেইদিন হতে স্বাধীন নিশান ;
সমান গরবে উড়াল গগণে,
বিচরিল সুখে ভারত প্রাঙ্গণে ;
বাজিল দুন্দুভি গম্ভীর রবে।

ভিক্টোরিয়া যার হৃদয় উচ্ছাস,
ক্যানিঙ্ সময়ে করিল প্রকাশ ;
ধন্য মহারাণী ব্রিটন কুমারী,
জ্বলিল, প্রখর ধন্য বীরনারী,
ক্ষীণ আশা দ্বীপ ভারত-গৃহে।

পুন মহামতি লর্ড এলজিন,
দয়া নিস্বার্থতা গুণেতে প্রবীণ ;
চাহি নিজগুণে হাইকোর্ট আসনে,
বসালেন সাধু ভারত সন্তানে ;
সিবিল সার্ভিস পশ্চাতে রহে।

ভারতের নিশি নাহি প্রভাতিল,
ঘন-ঘোর মেঘ গগন ছাইল ;
কুক্ষণে লিটন রাজ-প্রতিনিধি
বাড়িল ভারতে যাতনা বারিধি
সব স্বাধীনতা ঘুচিয়া গেল।

সেই অন্ধকার সেই অত্যাচার,
সেই অধীনতা সেই হাহাকার ;
দারুণ-দুর্ভিক্ষ প্রবল সংগ্রাম,
সেই পক্ষপাত নাহিক বিরাম,
নানা ঘোর করে সকলি গেল !

চির দুখ কভু কেহ নাহি সয়,
চির মেঘ-জাল গগনে না রয় ;
অনন্ত রজনী-গভীর তমসা
অনন্ত দাসত্ব-প্রবল দুরাশা
বিভু কৃপাবলে বিলোপ হয়।

ভারতের নিশি পুনঃ প্রভাতিল,
গভীরা-তমসা পুনঃ বিদূরিল ;
ভারত-গগন নিরমল হোল
স্বাধীন নিশান বিমানে উড়িল
ভারত প্রাঙ্গণে ভাতিল ভানু।

মহীরুহ তলে আতপে তাপিত,
জীব জন্তু শ্রম করে প্রশমিত ;
কণ্টক পাদপ কভু ছায়া দানে
তৃপ্ত নাহি করে সুফল প্রদানে
শীতল কাহার না হয় তনু।

সেই মহীরুহ বিপিন বিজন,
ধন্য বীর-প্রসূ ধার্ম্মিকা ব্রিটন
ধন্য শ্বেত দ্বীপ সরগের সম !
ধন্য মহারাণী গুণে অনুপম !
সকল যন্ত্রণা ঘুচিয়ে গেছে।

চির শান্তি বায়ু ভারতে বহিল,
পুরা সত্য যুগ ভারতে আসিল ;
সুশস্য শালিনী হোল বসুন্ধরা
সুখেতে ভারত আজি মাতোয়ারা
সুখ শুক-তারা আজি উঠেছে।

আনন্দ তুফান বহিল সম্প্রতি
শোসনের জজ আজি হিন্দুজাতি ;
ইংরাজের সহ সম-অহঙ্কারে,
শাসনের দোষ তন্ন তন্ন করে,
পার্লিমেণ্টে গিয়া নির্ভয়ে কয়।

হাইকোর্টের প্রধান ভূষণ
বঙ্গ-কুল-রবি রমেশ রতন ;
অগণ্য যূনানী সিবিল সার্ভেণ্ট্,
যাঁর আজ্ঞাকারী সম লেফ্‌টেনেণ্ট
পুনঃ ভারতের ঘোষিল জয়।

ধন্য-গো ভারত রমেশ জননী,
চিরকাল তুমি রত্ন প্রসবিনী ;
মুখ তুলে মাগো চিফ্‌জষ্টিস্ বলে,
ডাকিয়া রমেশে লও তুলি কোলে
সাদরে শিরেতে চুম্বন কর।

তব জীর্ণ-বাস সেই রূক্ষ-কেশ,
সেই শীর্ণ-দেহ মলিন অশেষ ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরক্ত নয়ন,
দেখাও রমেশে চিরিয়া পরাণ ;
কহ গো কাহিনী ধরিয়া কর।

গাও বঙ্গবাসি সুমধুর স্বরে,
জগতের মন বিমোহিত করে ;
ভেরী তুরী বীণা লয়ে তান-পুরা,
কর জয়-গীত দিয়া তান, পুরা ;
বল জয় জয় রমেশের জয় !

কি শুনি আবার ভারত ভিতর,
ধন্য হে রিপণ ধার্ম্মিকপ্রবর !
নিরপেক্ষ ভাবে ভারতের পানে,
চাহিয়াছ তুমি দুঃখ ভাবি মনে ;
ঘুচিবে ভারতে শাসন-ভয়।

শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্‌টার,
যাঁহার আদেশে শিক্ষার প্রচার ;
মহামতি উড্রো ক্রফ্‌টী এট্‌কিন্সন্,
যে মহা আসন করেছে শোভন ;
বাঙ্গালী-গৌরব ভূদেব তায়।

ধন্য হে রিপণ সাধু সদাশয় !
গাও হে ভারত রিপণের জয় ;
উচ্চ-বংশজাত ব্রটিস-কুমার,
গুণেতে বিভোর ভারত তোমার ;
কৃতজ্ঞতা-হারে পূজিছে তোমায়।

বউ কথা কও।

—৪৪—

ঘন পত্র-সমাচ্ছাদিত বৃক্ষান্তরালে বসিয়া ও কি রব পাখী ? "বউ কথা কও।" আমরি মরি ! কি মধুর ! কি প্রাণারাম ! কি প্রণয়-প্রত্যাখ্যান-নিদর্শন-পরাকাষ্ঠা ! পাখি ! শিশ্নোদরপরায়ণ বঙ্গবাসিগণের প্রেম-শিক্ষক ! কি দুঃখে আজ তুমি পঞ্চম অথচ কুণ্ঠিত-স্বরে গগন মাতাইয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে ডাকিতেছ "বউ কথা কও ?" প্রেমিক-চূড়ামণি ! বাস্তবিকই কি তোমার গৃহিণী আছে ? সেও কি আমাদিগের দামিনী ভামিনীদিগের মত কথায় কথায় অভিমান-সাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকে ? তুমিও কি বনের পাখী তাহার জ্বালায় সময়ে সময়ে আমাদিগের ন্যায় জ্বালাতন হও ? তাই শোকে, ক্ষোভে, কুণ্ঠিতস্বরে ডাকিতেছ " বউ কথা কও ?" কেন ? তোমার কিসের অভাব ?—(অভাব না থাকিলে আদরিণীদিগের মান সম্ভবে না) গৃহিণীর বর-বপু সাজাইতে তোমার অলঙ্কার বা বস্ত্রের প্রয়োজন নাই—ভরণ পোষণের নিমিত্ত তোমাকে পর-পদ-লেহন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখনী-জীবী কেরাণীদিগের ন্যায় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। তোমার গৃহিণীর সেই ঈশ্বরদত্ত সূক্ষ্ম সুকোমল পল্লবরাশিই

বহুমূল্য অলঙ্কার, সেই অনায়াস-লভ্য বৃক্ষজাত বন্য-ফলরাশি তাহার প্রিয় খাদ্য। তবে কেন পাখী কি মর্ম্ম পোড়ায় পুড়িয়া আজ তুমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছ "বউ কথা কও!"

সমস্ত দিবস মসী-মর্দ্দনে—শ্বেতকায়-চরণসেবনে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া ঐ হতভাগা কেরাণী বাবু আজ তাঁহার কুটীর-সমাগত প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমার বদনেন্দু সন্দর্শনে সমুৎসুক—এদিকে তাঁহার সোহাগিনী বিষম মানার্ণবে নিমগ্না, বদন-সুধাকর রাহুগ্রস্ত, বাবুর সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তুমিও সময় বুঝিয়া সাধা গলায় ডাকিয়া উঠিলে "বউ কথা কও!" বাবুর চৈতন্যোদয় হইল, তিনিও তোমার ন্যায় সাধা গলায় বলিলেন, "বউ কথা কও!" নির্ব্বোধ বউ শুনিল না। তুমি আবার ডাকিলে "বউ কথা কও।" তিনিও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া—তোমার ঐ বন্য বুলিতে বুক বাঁধিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "বউ কথা কও।" এইরূপে একবার দুইবার তিনবার অনুবৃত্তির পর তাঁহার আদরের "বউ" প্রসন্না হইলেন। তাঁহার দেহে প্রাণ আসিল। পাখী তোমায় ধন্য। কিন্তু পাখী এই ধন্যবাদ গ্রহণ করিতে, মানভঞ্জনের অব্যর্থ উপায় প্রদর্শন করিতেই কি তুমি তোমার ঐ সোহাগ মাখান বুলিটী অতি যত্নে সাধিয়াছিলে? পাখী জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গে তোমার অবস্থান কত দিন? যে দেবতুল্য আর্য্যঋষিগণের কথা গল্পচ্ছলে শুনিয়া থাকি, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সংগৃহীত পুস্তকে যাঁহাদিগের অপার ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি, যে কালের

"সত্যে ধর্ম্মরতো নিত্যং তীর্থানি চ সদাশ্রয়ঃ।
নন্দন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে সত্যে সত্যপরা নরাঃ॥"

লক্ষণ ছিল—পাখী সেকালেও কি তুমি ছিলে? তখনও কি ঐ সোহাগ মাখান বুলিটী তোমার ছিল? তোমাদিগের ইতিহাস নাই—প্রকৃতি-বিজ্ঞানে তোমাদিগের আদিপুরুষের নাম নাই—কেমন করিয়া জানিব যে, তখন তোমরা ছিলে কি না। শুনিয়াছি দ্বাপরে প্রণয়িকুল-ধুরন্ধর দেবকীনন্দন ষোড়শ শত গোপিনী লইয়া লীলা করিতেন। তিনিই বোধ হয়, স্ত্রী-সমাজের প্রথম স্বাধীনতা-দাতা—অভিমান-সাগর-

উত্তরণের অমোঘ-উপায় প্রবর্ত্তয়িতা। একদিন তাঁহার "গরবিণীর" মানভঞ্জনার্থে তিনি কহিয়াছিলেন, "রাধে মানময়ি—একবার বদন তুলে কথা কও।" জানি না তখন তুমি সেই ব্রজবিপিনে তমালবনে স্বরের লহরী ছড়াইয়া, সাধা গলায় একবার "বউ কথা কও" বলিয়া ডাকিয়া ছিলে কি না। এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? উনবিংশ শতাব্দীর কয়জন কৃতবিদ্য এ বিষয় লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছেন? না করুন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না। আমি বলি সেই সময় হইতেই পাখী তোমার আবির্ভাব। সেই সময় হইতেই তোমার ঐ সোহাগমাখান "বউ কথা কও" বুলিটী সাধিত।

কিন্তু পাখী সে সমস্ত এখন অলীক স্বপ্নে পরিগত, সে শ্যাম নাই—সে রাধা নাই—সে ব্রজবিপিন নাই—তবে কেন পাখী এখনও তোমার সেই সেকেলে বুলি তুমি ত্যাগ কর নাই? প্রাণাদপি গরীয়সী প্রিয়তমার বদন সুধাকর ম্লান দেখিলে, ইন্দীবরতুল্য ঈষন্নীলীম নয়ন-যুগল লোহিতাক্ত দেখিলে, বঙ্গবাসিগণ—বিশেষ পাশ্চাত্য সভ্যতার আশ্চর্য্য অনুকরণকারী ভ্রাতৃগণ—উচ্চৈঃস্বরে কহিবে, "Thou art the precious gem" "বচসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী" তাহাতেও যদি না হয় তবে "শ্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মুণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়া সোহাগের একশেষ করিবে—তখন তাহারাই কহিবে "বউ কথা কও।" তাহা না হইয়া পাখী আজ তুমি কি ভাবে মজিয়া বৃক্ষের উচ্চ-শাখায় বসিয়া ডাকিতেছ "বউ কথা কও?" এখনও কি তোমার সাধ মিটে নাই? অথবা বঙ্গের ঘরে ঘরে স্ত্রী-সোহাগের একশেষ দেখিয়া—"নারীবশাঃ মানবাঃ" যুগধর্ম্মের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়া, বঙ্গবাসিগণ প্রণয়িগণের ক্রীড়াকন্দুকবৎ যথেচ্ছ পরিচালিত দেখিয়া, আজ তুমি ব্যঙ্গ-স্বরে উচ্চ-শাখায় বসিয়া সাধা গলায় ডাকিতেছে "বউ কথা কও।" নিশ্চয়ই তাই। নতুবা তোমার সেই পীত-পল্লব-পরিশোভিত চঞ্চুমুখী গৃহিণীর মান সম্ভবে না।

সর্ব্বনেশে পাখী আমাদিগকে ব্যঙ্গ! সপ্তসমুদ্র অতিক্রম করিয়া যে সভ্যতা শিখিয়াছি, তাহার তুমি কি জান? চল—ইংলণ্ডে চল—চল

ফ্রান্সে চল—চল যথায় ইচ্ছা তথায় চল—দেখিবে "স্ত্রীরত্নং মহাধনম্" স্ত্রী মাথার শিরোমনি। আর্য্য ঋষিগণ? অরসিক। তাহাদিগের কথা বলিওনা—তাহারা কি জানিত? অনুস্বরান্ত শব্দবিন্যাসে পটু ছিল—স্মৃতির কুটিল প্রশ্ন লইয়া তাহাদিগের দিনাতিপাত হইত, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের মর্ম্ম কি বুঝিবে? বুঝিবার যাহা তাহা আমরা আর আমাদিগের শুভক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী বুঝিয়াছে। কি বলিব পাখী তুমি নিরক্ষর, নতুবা তোমায় শাস্ত্রী মহাশয়ের "স্ত্রী-বিপ্লব" পড়াইয়া শুনাইতাম, তুমি বনের পাখী সভ্য হও। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তোমার ওরূপ অসভ্যাবস্থায় দিনযাপন ভাল দেখায় না।

ব্রিটিস্‌রাজ ও হিন্দুধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠক মহাশয় এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে কি সস্নেহ প্রতিপালনও ব্রিটীসরাজ বৈদ্যনাথ সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিলেন? পাঠক মহাশয় স্থির জানিবেন যে, যদিও মধ্যে মধ্যে ব্রিটীসরাজ ভারতবাসিগণকে দারুণ অত্যাচারে নিপীড়িত করেন, তথাপি মন তাঁহার এত নীচ নয় যে, তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হন। যখন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কালেক্টার মহোদয় ষ্টেন্‌ফোর্থ পুরোহিতগণের ঘোর অত্যাচারের বিষয় অবগত হইলেন, যখন তিনি দেখিলেন যে পুরোহিতগণ শুদ্ধ বৈদ্যনাথের ভাণ্ডার লুটিয়া সন্তুষ্ট হইতেছে না, যাত্রীগণকেও অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে, আর যখন এ সমস্ত সংবাদ ব্রিটীসরাজ-প্রতিনিধির কর্ণ-গোচর হইল, তখন তিনি কি করিলেন? নববিধি সংস্থাপিত করিয়া ব্রিটীস-আলোকে দুষ্ট অত্যাচারকে দুরীভূত করিয়া শান্তি সংস্থাপিত করিলেন।

কিন্তু প্রয়াগ-সম্বন্ধে ব্রিটীসরাজের সম্বন্ধ যত দৃঢ়, যত স্থির, এত আর কোথাও নহে। প্রয়াগে গয়ালিগণের অত্যাচার ব্রিটীসরাজের কর্ণ-গোচর হইলে ব্রিটীসরাজ প্রয়াগ-সম্বন্ধে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট নিয়ম, আশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা প্রতি বঙ্গবাসি-হৃদয়ে জলদক্ষরে অঙ্কিত আছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে যে এই উপকারের বিনিময়ে ব্রিটীসরাজ পর্য্যাপ্তরূপে উপকৃত হইয়াছেন। গয়ার যাত্রীগণের নিকট ব্রিটীসরাজ কর লইয়া থাকেন। সে কর বড় অল্প নহে। আজ কাল সালিয়ানা প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্রিটীসরাজের প্রয়াগ হইতে লভ্য হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যে জগন্নাথের মন্দির-সম্বন্ধে পুরিতে ব্রিটীসরাজ হিন্দুধর্ম্মে যে জ্বলন্ত প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় আপনাদের অবিদিত নাই। মুসলমানগণ এই জগন্নাথ-দেবের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণার সহিত কুটীল দৃষ্টিপাত করিতেন। ইহার পুরোহিতগণকে উৎপীড়ন করিবার জন্য তাঁহারা ইহার যাত্রী ও পুরোহিতগণের উপর কর নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়াধিকারের সময় হিন্দু মহারাষ্ট্রীয় রাজগণও মুসলমানগণের অনুবর্ত্তি হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি ইংরাজরাজ উড়িষ্যা হস্তগত করিলেন, তখন তিনি কি করিলেন? তিনি স্বার্থপরতা বিস্মৃত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের ধন-লিপ্সা ঘৃণা করিয়া যাত্রীগণের নির্দ্ধারিত কর একেবারে কমাইয়া দিয়া মন্দির-রক্ষোপযোগী যথাযথ ব্যয়টী মাত্র লইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

উচ্ছ্বাস।

তিমির-চিকুরে পরি তারকার ফুল,
দুলাইয়া ফুলমালা, যুড়াতে মনের জ্বালা,
যামিনী-কামিনী ভ্রমে শোভায় অতুল।
স্তাবক ঝিল্লীর দল, বিদারিছে নভস্তল,
বেহাগ রাগেতে ধরি সুমধুর তান;
মৃদুল মলয় বায়, পত্র ব্যজনিয়া তায়,
দেখাইছে যামিনীর প্রতি সুসম্মান॥

শুনিয়া ঝিল্লীর গান, মনে পেয়ে অপমান,
বিহঙ্গম কুলায়েতে নীরব এখন ;
সুমধুর মধু আশে, ফুলকুল আশে পাশে,
শ্রমশীল শিলীমুখ করিছে গুঞ্জন !
বিশাল গগণ গায়, দীপ্ত দীপ দেখা যায়,
শত শত মরকত খচিত বিতান ;
এ নীল বিতান-তলে, ভাসি আমি অশ্রুজলে,
স্মরিয়া প্রিয়ার সেই রুচির বয়ান।
সেই হাসি মাখা মুখ, হেরিতে অপার সুখ,
সেই প্রেম-প্রপূরিত বাক্যের লহরী ;
স্তিমিত বিষদ দৃষ্টি, সে কটাক্ষ বড় মিষ্টি,
সেই লজ্জাবিজড়িত মম প্রাণেশ্বরী।
স্মরিয়া তাহারে হায়, মম প্রাণ ফেটে যায়,
সেই দিন,—যেই দিন ছিলাম দুজনে ;
মুখ দেখা দেখি করি, আহা ! দিবা বিভাবরী,
কেন সে সুখের দিন আঁধার এক্ষণে !
আঁধার দুঃখের রাতি, নির্ব্বাণ প্রেমের বাতি,
পথিকের সাধ্য কিবা পথ চলিবারে ;
জীবনের পথ এই, বিশ্রামের স্থান নেই,
তাহে দীর্ঘতর দীর্ঘ বেষ্টিত প্রান্তরে।
নাহি কেহ আলো ধরে, ঠিক পথ দেখাবারে,
অমানিশি-শশী-প্রিয়া নাহিক আমার ;
এখন যেদিকে চাই, দুঃখ-তম ভিন্ন নাই,
যন্ত্রণার হাস্য-আস্য হেরি অনিবার !!

বৌদ্ধধর্ম্ম।

—ss—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৌদ্ধগণের মধ্যে চারি প্রকার যোগ-সাধন-প্রথা প্রচলিত আছে। (১) মৈত্রু (১) মুদিত (৩) কারুণ্য (৪) অশুভ। এই চারি প্রকার যোগ-সাধন-প্রথার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিলে, পাঠক মহাশয়, আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেও হইতে পারে। এই আশঙ্কায় শুদ্ধ একটীমাত্র যোগ-সাধন-প্রথার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি, পাঠক মহাশয় যে ইহা হইতেই তাহাদের যোগ-সাধনের উদ্দেশ্য অপূর্ব্ব, অলৌকিক, স্বর্গীয় ও তাহাদের যোগানুষ্ঠান কঠিন—অতি কঠোর শাসনে শাসিত তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই চতুঃপ্রকার যোগ-সাধনের মধ্যে অশুভ যোগানুষ্ঠান অতি চমৎকার।

এই নশ্বর ক্ষণকাল স্থায়ী পৃথিবী মিথ্যাতে পরিপূর্ণ, এই সংস্কার যোগীর মনে প্রগাঢ়-রূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়াই অশুভ যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। মনুষ্য পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সংসারে কেবল দুঃখভোগ করিতে আইসে। সংসার মরুভূমি নিমজ্জিত হস্তপদ-হীন মনুষ্য জীবিত মৃতদেহমাত্র, জগৎ-সংসারে তুচ্ছ কীটাপেক্ষাও কোনমতেই উচ্চ নহে। ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য এই যোগের সৃষ্টি। সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত মরিচীকার ন্যায়, নিদাঘকালীন স্বপ্নের ন্যায়, মেঘমুক্ত বিদ্যুতের ন্যায়, এই পার্থিব জীবন বৃথা ভ্রান্তি পতিত মূর্খ মানবের পক্ষে ক্ষণ-স্থায়ী আনন্দদায়ক মাত্র। এই স্বর্গীয় উপদেশ সকল যোগীর হৃদয়ে জ্বলন্তরূপে উত্তেজিত করিয়া দেওয়াই এই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই যোগানুষ্ঠান-লিপ্সু শিষ্য গুরুর নিকটে যাইয়া স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গুরু তাঁহাকে শ্মশানে যাইয়া ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিবেন। শ্মশানে যাইয়া শিষ্য যোগানুষ্ঠান করিবার উপযোগী একটী শবাসন

বাছিয়া লইবেন। শিষ্যা পুরুষের, শিষ্য স্ত্রীলোকের মৃত দেহ আসন করিতে পারিবেক না। মনুষ্য সমাগম সন্নিহিত শ্মশান-ক্ষেত্রে যোগানুষ্ঠান হইবে না—মনুষ্যের সমাগমে যোগ ভঙ্গ হইলেও হইতে পারে—শিষ্যা পুরুষের, শিষ্য স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করিবে না, ইহা এই যোগ-শাসনের অপরিহার্য্য নিয়ম। আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে যাইবার পূর্ব্বে গুরুদেবকে সংবাদ দিয়া যাইতে হইবে। গুরুদেব সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই শিষ্যের ভিক্ষার ঝুলি বা অপরাপর তৈজস-পত্রাদি যাহাতে তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত না হয়, সে বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর শ্মশান যাহাতে শিষ্যের প্রাণহর না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। গুরুকে সংবাদ দিয়া যাইবার আরও এক প্রধান কারণ আছে। এই সমস্ত নির্জ্জন-স্থান প্রায় দস্যুগণের আবাস-ভূমি। শান্তি-রক্ষকগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে, তাহারা অপহৃত বস্তু যোগিগণের নিকটে ফেলিয়া পলায়ন করে। ধর্ম্মপরায়ণ নির্দ্দোষী যোগী অন্যায় ধর্ম্মাধিকরণে ধৃত হইয়া পাছে রাজদ্বারে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়, তাই তাহাদের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ-স্বরূপ গুরুকে পূর্ব্বে স্বীয়াভিলাষ ব্যক্ত করিতে হয়। গুরুর অনুমতি পাইবামাত্রেই নবরাজ্যে অভিষেকোন্মুখ কুমারবৎ, প্রচুর গুপ্তধন গ্রহণোন্মুখ দরিদ্রবৎ, নবমেঘ নিনাদে কলাপীবৎ শিষ্য আনন্দে উৎফুল্ল মনে অসঙ্কুচিত চিত্তে শ্মশানে গমন করেন। গমনকালীন শিষ্য যষ্টি লইয়া যাইলেও যাইতে পারেন। শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে যষ্টি লইয়া যাইতে গুরুর অনুমতি আছে। কিন্তু সে যষ্টি দ্বারা জীবহত্যা অথবা যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে পর যষ্টি চালনা কালীন চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া পার্থিব কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া শিষ্য বায়ুর গতি অনুসারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে—পাছে দুর্গন্ধ বায়ু তাহার প্রশান্ত চিত্তে চাঞ্চল্য উপজিত করে—শ্মশানশায়ী শবের মস্তক বা পদ শিষ্যের আসনের উপযুক্ত স্থান নহে—যোগী তাহার পার্শ্বেও দাঁড়াইবে না। নিম্নোদর তাহার উপযুক্ত স্থান। প্রথমে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া চিত্ত প্রশমিত হইলে শিষ্য একমনে শব-প্রতি নিরীক্ষণ করিবে, তাহার

বর্ত্তমান অবস্থার সহিত জীবিতাবস্থার তুলনা করিবে। যোগী একে একে তাহার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি নিরীক্ষণ করিবেক ও প্রতি ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত দোর্দ্দণ্ড লালসার কথা চিন্তা করিবেক ও হৃদয়ে মনুষ্য-প্রকৃতিকে শত শত ধিক্কার দিবেক—মনুষ্যসমাজের উচ্চতা-নীচতা—রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, ভিক্ষুকের অসহনীয় কষ্ট সমস্তই স্মরণ করিবে ও হৃদয়কে মনুষ্য-সমাজ-বিরুদ্ধে প্রস্তুত করিবে ও এইরূপে যোগানুষ্ঠান ক্রিয়া সমাপন করিবে। গৌতম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এইরূপ চিন্তা করিলে চিন্তাশীল মনুষ্য সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে, যে কেবল ধ্বংস ও দুঃখ এই দুই উপাদানে পরমেশ্বর মানবদেহ গঠন করিয়াছেন। অতএব এ তুচ্ছ নশ্বর দেহে যত্ন করা মূর্খতার কার্য্য। নির্ব্বাণ মনুষ্যের একমাত্র উপায়, তাহা তাঁহারা তখন জানিতে পারিবেন। অতএব অশুভ যোগ নির্ব্বাণের পন্থা স্বরূপ।

কথিত আছে যে, যোগবলে বৌদ্ধেরা অশ্রুতপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব, অমানুষিক অদ্ভুত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। তাঁহাদের এই সমস্ত অমানুষিক ক্ষমতার কথা পাঠ করিতে করিতে সময়ে সময়ে বোধ হয় যে, তাঁহারা দ্যুলোকবাসী অমরশ্রেণীভুক্ত অলৌকিক প্রাণী বিশেষ। জনসাধারণে প্রসিদ্ধ কসিনাখ্য যোগসাধনের বিষয় পাঠক মহাশয় কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন, তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার পন্থা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

এই যোগ-সাধন করিবার পূর্ব্বে চিত্ত প্রশমিত করিবার জন্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে একতান মনে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তকে প্রশমিত করিতে হইবে। গৌতম ইহার কারণ নির্দ্দেশচ্ছলে বলেন যে, সচরাচর মনুষ্য বন্য পালিত বৃষের ন্যায় অদমনীয় ও অকার্য্যশীল। বৃষকে যেরূপ কার্য্যকারক করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহাকে শিক্ষিত করিতে হয়, রিপুপরবশ দুর্দ্দান্ত চিত্তকে সেইরূপ স্বকার্য্যানুষ্ঠান-তৎপর করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহাকে সংযত করিতে হয়।

চিত্ত প্রশমিত করিবার জন্য যে যে নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে মনকে নিযুক্ত করিতে হয়, বুদ্ধদেব স্পষ্টাক্ষরে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। ১ পৃথ্বী

২ অপ্ (জল) ৩ তেজ (অগ্নি) ৪ বায়ু ৫ নীল (বর্ণ) ৬ পীত (বর্ণ) ৭ অদাত (শ্বেতবর্ণ) ৮ লোহিত (বর্ণ) ৯ আহোক (শ্বেতবর্ণ বিশেষ) ১০ আকাশ। প্রথমটীর দ্বারা চিত্তনিবেশ শিক্ষা করিতে হইলে চারিটী কাষ্ঠ দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মাটীতে পুতিতে হইবে, উহার উপরিভাগে একখণ্ড চর্ম্ম হউক, বস্ত্র হউক বা মাদুরী হউক পাতিতে হইবে। কতকগুলি মাটী লইয়া ঘাস বা বৃক্ষাদির মূল বা কঙ্করাদি যাহা কিছু থাকে, বাছিয়া ফেলিয়া তাহার উপরিভাগে গোলাকারে বিছাইতে হইবে। নির্ম্মিত দ্রব্যটির পদ্ম-পুষ্পের ন্যায় আকৃতি হইবে। অতঃপর মনুষ্য যেরূপ দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করে সেইরূপ তাহাকে তাহার প্রতি একতান মনে চাহিয়া থাকিতে হইবেক। শিষ্য এইরূপে সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া চিত্ত সংযত করিতে উপক্রম করিলে, গুরু স্রোতস্বিনী হইতে বারি আনয়ন করিয়া দণ্ডোপরিস্থিত মৃত্তিকা মার্জ্জনা করিবেন ও দণ্ডের নিম্নদেশ স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিবেন। পরে শিষ্যকে আড়াই হস্ত দূরে অবস্থিত করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে বলিবেন। শিষ্য এইরূপে অবস্থিত হইলে প্রথমে সংসারের পাপ-তাপের বিষয় চিন্তা করিতে থাকিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় সংসার বিপক্ষে জ্বলিয়া উঠিবে। হৃদয়ের এই অবস্থাকে বুদ্ধদেব "নিমিত্ত" বলেন। ইহা হইতেই হৃদয় ক্রমশঃ গভীর, প্রশান্ত, ঐশিক চিন্তায় মগ্ন হয়। এই মানসিক অবস্থাকে গৌতম ধ্যান বলিয়া থাকেন। চিত্ত প্রশমন করিবার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বিশেষে যোগী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবান্ হয়েন। যে যোগী পৃথ্বী দ্বারা চিত্ত সংযত করেন, তিনি বহু মূর্ত্তিতে বহু স্থানে ভ্রমণ করিতে পারেন, তিনি বায়ুতে পরিভ্রমণ করিতে পারেন অথবা জলধীতে বিচরণ করিতে পারেন। যে মনস্বী বায়ু দ্বারা চিত্ত প্রশমিত করেন, তিনি বারিধীতে মৃত্তিকা ভাসাইতে পারেন, বৃষ্টি সৃজন করিতে পারেন, নদী বা সমুদ্রের খাত নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ভূমিকম্প তাঁহার হস্তাধীন এবং শরীর হইতে জল নির্গত করিতে পারেন। তেজে যে মহাত্মা চিত্ত প্রশমিত করিয়াছেন, তিনি অগ্নি-বৃষ্টি প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইতে পারেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণের অর্থ কেহ কেহ বলেন, প্রাণাদি সমস্ত বিলুপ্ত হইলে আত্মা যখন পরমাত্মায় বিলীন হন তখন তাহাকে নির্ব্বাণ কহে। কেহ কেহ কহেন, আত্মা যখন শরীর ধারণ-রূপ পাপ হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়া পরমাত্মার সহবাসে ভূমানন্দ লাভ করেন, তখন তাহাকে নির্ব্বাণ কহে। কিন্তু বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ-রূপ যন্ত্রণার অবসানকে নির্ব্বাণ বলেন।

বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্তির চারিটী সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (১) সোবা, (২) শক্রদাগামী, (৩) অনাগামী, (৪) আর্য্য।

প্রথম পথ প্রবিষ্ট মানব নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাতটী মাত্র জীবন ধারণ করিবেক। সে জীবন যে কোন্ জগতে ধারণ করিবে, সে বিষয়ে গৌতমের কিছু নির্দ্দেশ নাই, কিন্তু অবশ্য চতুর্নরক মধ্যে নহে ইহা স্থির। দ্বিতীয় পথ-প্রবিষ্ট মানব ইহ জগতে দ্বিতীয় জন্ম মাত্র পরিগ্রহ করিবেক, অধিক নহে। তৃতীয় পথাক্রান্ত মানবকে ইহজগতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, তাহার জন্ম ব্রহ্মলোকে হইবে এবং তথা হইতে সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। শেষ পথ-প্রাপ্ত মহাত্মার নির্ব্বাণ জীবনের শেষ সীমায় অপেক্ষা করে। জীবন শেষের সঙ্গে সঙ্গে সে নির্ব্বাণ লাভ করে। বৌদ্ধেরা কি অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন কি? একদা মিলিন্দা নাগসেনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব এক্ষণে মৃত্যুর পর কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? নাগসেনা সে প্রশ্নের উত্তর এইরূপে দিয়াছিলেন,—মহামতি বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার অবস্থিতি কোথায়? প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইলে, অথবা প্রদীপ্তালোক নিবাইয়া ফেলিলে, সে শিখা বা সে আলোক কোথায়, কে বলিবে? তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে!—বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ!

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালীর একটী রতন।

সুষুপ্ত ধরণী, গভীর রজনী,
নীরব নীশিথ, সকলিই স্থির।
নিরিবিলি খালি, ঝিঁঝিঁ পোকা ধ্বনি,
সুনীল গম্ভীর সরোবর-নীর।

নবীন চাঁদের নবীন কিরণ
চুম্বিছে কুমুদ, সরসী উপর
আদরে সোহাগে প্রফুল্ল আনন
হাসিছে রূপসী মরি কি সুন্দর।

ঘাটের উপর কতই কামিনী,
বসাইয়া যেন রূপের হাট,
ফুটিয়া রয়েছে কত গরবিণী
আলো করি মরি সরসী ঘাট।

মালতী মল্লিকা কতই রূপসী,
তারাও এখন বুঝিয়া সময়,
দুলিয়া দুলিয়া কত হাসি হাসি
পড়িছে ঢলিয়া এ উহার গায়।

রসিক পবন বুঝি অবসর,
ধীরে ধীরে আসি মালতী সদন,
সাদরে সোহাগে ধরি দুটি কর,
করিছে কতই প্রেম আলাপন।

নবীনা মালতী কুমারী কামিনী,
অস্ফুট সৌন্দর্য্য রূপের ডালি,
সারল্যের ছবি প্রেম সরোজিনী
ছিল গরবিণী ঘোমটা খুলি।

সলাজে সোহাগে ঘোমটা টানিয়া,
অধরেতে ধনী মুচ্‌কি হাসিয়া,
সখীর কাছেতে গেল লো সরিয়া,
আমরি আমরি মুচ্‌কি হাসিয়া।

এ হেন সময়ে একাকী আসিয়া,
ধীরে ধীরে বসি ঘাটের উপর,
পবনের রঙ্গ মালতী লইয়া,
হেরিতেছিলাম কেমন সুন্দর।

দেখিতে দেখিতে সেই মুখখানি
আরও সলাজ আরও সুন্দর
হৃদয়েতে গাঁথা সে প্রতিমাখানি
হেরিলাম যেন চক্ষের উপর।

অমনি উঠিয়া মালতীরে ফেলে
হৃদয়-সরসী-সরোজ আমার
হেরিতে সে রূপ আইলাম চলে
প্রেমের পুতলী সরোজ আমার।

দেখিলাম আমি শয্যা-সরোবরে
নিদ্রিত প্রতিমা সরোজ আনন
প্রেমে ঢল ঢল সে রূপ উপরে
পড়েছে চাঁদের মধুর কিরণ।

কতক্ষণ ধরে সে মোহন শোভা
হেরিলাম বসে ভরিয়া নয়ন,
কত যে সুন্দর কত মনোলোভা
হেরিলাম তায় বলিব কেমন ?

জানিনা বিধাতা বসে নিরজনে,
এ চারু কুসুম কি দিয়ে কেমনে,
গড়েছিল হায় এ অভাগাজনে
বাঁধিয়া রাখিতে সংসার-কাননে।

তা না হলে আজি এত অবিচার
অর্থের গৌরব, অর্থের সম্মান
স্বার্থপূর্ণ নীচ এ পোড়া সংসার
কে বল সহিত এত অপমান ?

সে কারণ চারু একটী রতন,
অতীব সুন্দর অতি মনোহর,
প্রেমে ঢল ঢল একটী রতন,
মরুভূম মাঝে চারু সরোবর।

এত অবিচার এত অপমান
সকলিই হায় যায় সে ভুলিয়া
হেরিলে, হেরিলে এ চারু আনন
উন্মত্ত পরাণে নয়ন ভরিয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কুসুম কাননে কোমল-হৃদয়া কুসুমিকা লতিকা বারি-সিঞ্চন বিহনে জীবন ধারণ করিতে পারে না বটে কিন্তু গহন বিপিনে কঠোর-প্রাণা বটবৃক্ষ কভু উদ্যান পালক আয়াসলব্ধ তড়াগ-সঞ্চিত-নীর প্রত্যাশী নহে। সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বী অতিথি কদাপি কোমল-হৃদয়া কুসুমিকা লতিকাবৎ হইতে পারে না। কঠোর-প্রাণা বটবৃক্ষ ইহার সাদৃশ্য স্থল—পাঠক মহাশয়গণের ইহা অনুগ্রহাপেক্ষী নহে—বোধ হয় পাঠক মহাশয় এইরূপ মনে মনে ধারণা করিয়া অতিথির প্রতি এত নিরপেক্ষ—অতিথিকে সাহায্যদানে এত বিমুখ—পাঠক মহাশয় এ যুক্তিটী অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। বটবৃক্ষ কুসুমলতা উভয়েই পাদপ, উভয়েই বারিপানে জীবন ধারণ করে। কেহ বা আয়াস-লব্ধ জীবনে, কেহ বা অনায়াসলব্ধ কাদম্বিনী বিনিঃসৃত বৃষ্টিতে জীবন ধারণ করে। পাঠক মহাশয় অতএব অনুগ্রহ করিয়া, স্বীয় স্বীয় দেয় দানে অতিথির প্রতি করুণ-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করুন, আমার এই বিনীতভাবে আপনাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা।

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১॥০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৶০	...	...	১৶০
ত্রৈমাসিক	॥০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৵১০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্ } শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

ভাদ্র, সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	১৩৫
লক্ষ্ণৌ—কেশর-বাগ (পদ্য)	১৫৮
বঙ্গের সামাজিক অবস্থা সমালোচনা ...	১৬৮

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, বি বেনার্জি এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কুসুম কাননে কোমল হৃদয়া কুসুমিকা লতিকা বারি-সিঞ্চন বিহনে জীবন ধারণ করিতে পারে না বটে কিন্তু গহন বিপিনে কঠোর-প্রাণা বটবৃক্ষ কভু উদ্যান পালক আয়াসলব্ধ তড়াগ সঞ্চিত নীর প্রত্যাশী নহে। সন্ন্যাস ব্রতাবলম্বী অতিথি কদাপি কোমল-হৃদয়া কুসুমিকা লতিকাবৎ হইতে পারে না। কঠোর-প্রাণা বটবৃক্ষ ইহার সাদৃশ্য স্থল—পাঠক মহাশয়গণের ইহা অনুগ্রহাপেক্ষী নহে—বোধ হয় পাঠক মহাশয় এইরূপ মনে মনে ধারণা করিয়া অতিথির প্রতি এত নিরপেক্ষ—অতিথিকে সাহায্যদানে এত বিমুখ—পাঠক মহাশয় এ যুক্তিটী অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। বটবৃক্ষ কুসুমলতা উভয়েই পাদপ, উভয়েই বারিপানে জীবন ধারণ করে। কেহ বা আয়াস-লব্ধ জীবনে, কেহ বা অনায়াসলব্ধ কাদম্বিনী বিনিঃসৃত বৃষ্টিতে জীবন ধারণ করে। পাঠক মহাশয় অতএব অনুগ্রহ করিয়া, স্বীয় স্বীয় দেয় দানে অতিথির প্রতি করুণ-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করুন, আমার এই বিনীতভাবে আপনাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা।

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১॥০	...	...	২
ষান্মাসিক	৸৵০	...	...	১৵০
ত্রৈমাসিক	॥০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৴১০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

অতিথি।

৪০৪

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

ভাদ্র, সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	১৬৯
লক্ষ্ণৌ—কেশর-বাগ (পদ্য)	১৭৮
বঙ্গের সামাজিক অবস্থা (দলাদলি) ...	১৮৪

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

—ss—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিসনরী সংসর্গ।

উইলিয়ম্‌স সম্প্রতি অন্য কোন স্থানে কাজকর্ম্মের অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক দিবসের জন্য হীরালালের বাসা বাটীতেই থাকিলেন। হীরালাল অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে কলিকাতাস্থ কোনও ধনীর বাটীতে প্রহরীর কার্য্য যোগাড় করিয়া দিলেন। মহাত্মা ইংরাজ আপনার সময় ও অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহাই স্বীকার পূর্ব্বক প্রফুল্ল-চিত্তে কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এ কর্ম্মও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভু হিন্দুস্থানী প্রতিহারির পরিবর্ত্তে ইংরাজ প্রহরী পাইয়া আপনার গৌরব বিবেচনা করিলেন। সাধারণ প্রহরীগণের অপেক্ষা তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চ বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইংরাজ ১২ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তিনি যে সুন্দর লেখা পড়া জানেন তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। সামান্য ব্যক্তির ন্যায় এরূপ স্বল্প বেতনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে হীরালাল যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন, কিছু কিছু সাহায্যও করিতেন। এই অসময়ে সেই অকারণ সাহায্য ইংরাজ বহুমূল্য জ্ঞান করিত, এবং সেই পরমপিতার নিকট অহরহ হীরালালের মঙ্গল প্রার্থনা করিত। ইংরাজ হীরালালকে এত ভক্তি করিত যে, বিলাতে কোন আত্মীয়কে সে এই সময়ে একখানি পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতে হীরালালের উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিল, নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে জন হাউয়ার্ডের ন্যায়ও মহানুভব ব্যক্তি আছেন। এক ব্যক্তি মাসিক ৫০।৬০ টাকা বেতন পান। এই অল্প আয়ের অধিকাংশই তিনি বিপন্নগণকে দান করেন। হতভাগ্য আমাকে অনেক সাহায্য করেন। তিনি এরূপ সাহায্য না করিলে এতদিনে আমার কি দশা ঘটিত বলিতে পারি না।

ছয় মাস পরে ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানির অধীনে একটী রেলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্ম শূন্য হইল। হীরালাল অবিলম্বে এই সংবাদ উইলিয়ম্‌স সাহেবকে প্রদান করিয়া একখানি দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। সাহেব তাঁহার পরামর্শ অনুসারে একখানি দরখাস্ত করিলেন, তিনি যে অক্সফোর্ড কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্র, তাহা উহাতে উল্লেখ করিলেন না, কেন না এ কর্ম্মে শিক্ষিতাশিক্ষিতের কোনও তারতম্য ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, তিনি রেলওয়ের কর্ম্ম পাইয়া প্রহরীকার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থান এলাহাবাদ। সেখানে উত্তম রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে ক্রমে উচ্চ পদ পাইতে লাগিলেন। এক্ষণে ইংরাজের আর তাদৃশ কষ্ট ছিল না। তিনি উচ্চ বেতন পাইতে লাগিলেন। তিনি ভদ্র ইংরাজের ন্যায় সুখে ও সম্মানের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। হীরালালের সহিত পত্রাদি লেখাও রীতিমত চলিতে লাগিল। হীরালাল মনে মনে বড়ই সুখী হইলেন।

পরে এমন এক সময় আসিল যে, হীরালাল আর সাহেবের পত্র পাইতেন না, তাহাতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি বারম্বার পত্র লিখিয়াও প্রত্যুত্তর পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন যে, বোধ হয় সাহেব কোথাও স্থানান্তরিত হইয়াছেন, আমার প্রদত্ত পত্র পাইতেছেন না। কিন্তু যেখানেই থাকুন, মনে করিলেই ত আমার এই ঠিকানায় পত্র দিতে সহজেই পারেন। সাহেব যে আমাকে আর পত্র লেখেন না, ইহার অর্থ কি?

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হীরালাল ৬০ টাকা বেতনে কলিকাতার কোন মিশন্ কলেজের শিক্ষক হইয়াছেন। অচিরেই শিক্ষকতাকার্য্যে তিনি ইংরাজ অধ্যাপকগণের প্রশংসাস্থল হইলেন। অতএব তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল। ক্রমে মিশনরি অধ্যাপকগণের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। একজন অল্প বয়স্ক মিশন অধ্যাপকের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইত। হীরালাল অনেকটা ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। এজন্য সাহেব তাঁহাকে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। ছয় মাস তর্ক বিতর্কের পর নবীন অধ্যাপক জয়ী হইলেন। তিনি হীরালালকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে

পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হীরালাল সহসা স্বীকৃত হইলেন না। সাহেব তাঁহার নিকট প্রত্যহই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। হীরালাল বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে আমাকে কিছুদিন বিবেচনা করিতে দিন, পরে যাহা ভাল বুঝিব করিব। সাহেব নিরস্ত হইলেন।

হীরালাল মধ্যে মধ্যে খ্রীষ্টীয় উপাসনালয়ে যাইতে লাগিলেন। তথায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গীত শুনিয়া বড়ই প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ধার্ম্মিক ইংরাজ ও ইংরাজমহিলার সহিত আলাপ হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণ অজানিত রূপে খ্রীষ্টধর্ম্মকে জগতের মধ্যে সত্যধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। অনেক ধার্ম্মিক ইংরাজ তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় আরও একটী বিচিত্র ঘটনা হীরালালের জীবনে ঘটিল।

একজন বিংশবর্ষীয়া সুন্দরী ইংরাজ-মহিলার সহিত সৌভাগ্যক্রমে হীরালালের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহারা ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। হীরালাল সেই ইংরাজ-মহিলার বিজ্ঞতা, বাগ্মীতা ও পূর্ণ-যৌবন অবলোকন করিয়া মনে মনে চমৎকৃত হইলেন। এক দিন একটী উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করিয়া বিবিকে উপহার দিলেন। বিবি প্রথমে লইতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলেন না। হীরালাল বলিলেন, "এক ব্যক্তি দেশীয় যে আপনার গুণ-গৌরবে বিমুগ্ধ হইয়া আপনার প্রতি আন্তরিক অনুরাগী হইয়াছিল, তাহার চিহ্নস্বরূপ এই অল্পমূল্যের যৎসামান্য বস্তুটী উপহার দিলাম। যখন আপনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইবেন, তখন এইটী হস্তে লইয়া একবার একবার আমাকে স্মরণ করিবেন।" বিবি এ সকল শুনিয়া ঈষন্মাত্র হাস্য করিলেন। হীরালাল তাঁহার মুখপ্রতি অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বিবি তাহা দেখিলেন। তিনি সহসা হীরালালের হস্ত ধারণ করিয়া মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরালাল, তুমি কি আমাকে ভালবাস?" হীরালাল বলিলেন, "আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা সত্য।" বিবি বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী কল্য তুমি চৌরঙ্গী রোডে

২৩ নং ভবনে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তোমাকে কোন কথা বলিব।" হীরালাল স্বীকৃত হইলেন।

হীরালাল অতিশয় সরল প্রকৃতি ছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মিস্ লুইস্ ও প্রসাধিকা।

হীরালাল নিয়মিতরূপে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর রহিলেন। এক দিন সহসা পূর্ণবাবুর প্রেরিত একখানি লিপি পাইলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল।—

"প্রিয়তম হীরালাল, বহুদিন তোমাকে দেখি নাই। একবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তোমার সহিত অনেক কথা আছে। এক দিন সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করিব। যদি অবকাশক্রমে এক দিন আসিতে পার ভালই, নচেৎ কবে তোমার সহিত দেখা করিতে যাইব, লিখিবে। অদ্য তিন দিন হইল আমি পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আমার কর্ম্মস্থানে আসিয়াছি। ভাল আছি।

তোমার
পূর্ণ।"

পত্রপাঠ করিয়া হীরালাল চিন্তা করিতেছেন—সহসা চিন্তা-স্রোত প্রতিরুদ্ধ হইল। দক্ষিণপার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপরিভাগে মৃদু পাদবিক্ষেপধ্বনি ধ্বনিত হইল। হীরালাল চাহিয়া দেখিলেন, জনৈক শ্বেতকায়া রমণী। সুপরিচিতের ন্যায় হীরালাল সহসা যাইয়া তাঁহার করগ্রহণ পূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শ্বেতকান্তি রমণী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "হীরালাল বাবু, আপনি এখন কি করিতেছিলেন?" হীরালাল তাঁহাকে বারাণ্ডায় আনিয়া আপন পার্শ্বস্থ আসনে বসাইলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভাল আছেন ত?"

হীরা। শারীরিক ভাল বটে।

বিবি। মানসিক?

হীরা। মানসিক ভাল নহে।

বিবি। কারণ?

হীরা। প্রিয়বস্তুর অদর্শন।

বিবি। প্রিয়বস্তু কে অথবা কি?

হীরা। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন।

বিবি। সে অসুখ ত অনেক কাল হইতে আছে।

হীরা। সত্য, কিন্তু তাহার উপরে আবার একটী নূতন অসুখ জন্মিয়াছে, তাহা আপনার নিকট বলিতে সঙ্কোচ করি। বিবি হাসিলেন। বলিলেন, "তোমরা বাঙ্গালী—সকল বিষয়েই সঙ্কোচ অবলম্বন করা তোমাদের ধর্ম্ম।" হীরালাল আপনি বাঙ্গালী এই কথা চিন্তা করিয়া একটু ব্যথিত হইলেন। বিবির পরিহাসে একটু অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন "না—আর আমি সঙ্কুচিত হইব না—সত্য বলিতেছি, আপনাকে কয় দিন না দেখিয়া বাস্তবিক অসুখী হইয়াছি।" বিবি হীরালালের শেষের কথা কটী আপনি পুনরুচ্চারণ করিলেন, "আমিও বাস্তবিক অসুখী হইয়াছিলাম।" হীরালালের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আজ আমি যার পর নাই সুখী হইলাম।" বিবি নীলবর্ণ বিশাল চক্ষু দুটী একবার অবনত করিলেন—ঘোর রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর দুইটী একবার ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। শ্বেত রক্তমিশ্রিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। হীরালাল তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। হীরালালের হস্ত উত্তপ্ত—বিবি তাহা অনুভব করিলেন। হীরালাল কহিলেন, "তুমি আমাকে এদেশীয় বলিয়া ঘৃণা করিও না।" বিবি কহিলেন "কখনও না।" হীরালাল বলিলেন "আমি তোমাকে হৃদয় প্রদান করিয়াছি, তাহা গ্রাহ্য হইল কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।" ব্রিটিস্মহিলা পরিষ্কার স্বরে কহিলেন, "তুমি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন কর—আমি তোমাকে বিবাহ করিব প্রতিশ্রুত হইলাম।" এই বলিয়া বিবি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। রাস্তায় যান প্রস্তুত ছিল, বিবি তাহাতে আরোহণ করিয়া নিমেষমধ্যে চলিয়া গেলেন।

হীরালালের হৃদয়-মধ্যে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি কিছুক্ষণ পরে

পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, বিবি চলিয়া গিয়াছেন। রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও তাঁহার গাড়ী নাই। হতাশ হইয়া স্বীয় কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে। হীরালাল শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করি—অথবা এ প্রলোভন ত্যাগ করি? পূর্ণবাবুর সহোদরাকে বিবাহ করিয়া যাবজ্জীবন সুখে যাপন করি। কিন্তু প্রসাধিকার উপর আমার বাস্তবিক প্রণয় জন্মে নাই। সে কেমন ভেবা গঙ্গারাম গোছ। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই—বয়সের চাপল্য নাই—যৌবনের তীব্রতা নাই। কিন্তু এই বিজাতীয় রমণীতে তাহাদের প্রাচুর্য্য বর্ত্তিয়াছে। এক্ষণে আমি কি করি? প্রসাধিকাকে বিবাহ করিলে, পূর্ণবাবুর সহিত সৌহার্দ্দটী প্রগাঢ়তম ও চিরস্থায়ী হইবে। অমন অকপট, হিতাকাঙ্ক্ষী, পরম বিজ্ঞ, পণ্ডিত বন্ধু আমি বাঙ্গালীর ভিতর আর কোথায় পাইব? আহা, পূর্ণবাবু কি অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি অমায়িক উদারচেতা ব্যক্তি—এরূপ বন্ধু এ জগতে কোথায় পাইব? প্রসাধিকাকে বিবাহ না করিলে, হয় ত পূর্ণবাবু বিরক্ত হইতে পারেন। তিনি আপনি উপযাচিত হইয়া ভগিনী প্রদানেচ্ছু হইয়াছেন। এ উপহার—এ অনুগ্রহ ফিরাইয়া দিয়া তাদৃশ সহৃদয় লোকের অবমাননা করা উচিত হয় না। বিশেষ তিনি পরম কুলীন, আমি শ্রোত্রীয়, তথাপি আমায় ভগিনীদানে তিনি পরম উল্লাসিত। তিনি কৌলীন্য প্রথা গ্রাহ্য করেন না। সে দিবস তিনি ভগিনী গ্রহণে অনুরোধ করিলে আমি কোন উত্তর দিই নাই। হয় ত তাহাতে তিনি কত বিরক্ত হইয়াছেন, আমাকে দাম্ভিক স্থির করিয়া মনে একটু ক্লেশ পাইয়াছেন। অথবা অন্যে হইলে পাইত—তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক আমি তাঁহার এই সবিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিলেও তিনি আমাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ যত্ন করিবেন, অন্যথা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন "অনেক কথা আছে" কি কথা? ভাল বুঝিতে পারিলাম না। প্রসাধিকা দান করিবার কথা? অথবা নিজের কথা? নিজের কথা কি? সুরসুন্দরী সম্পর্কীয় কথা? তা কিরূপে হইবে? তিনি আপন অনন্য সাধারণ আন্তরিক বলে উদ্বেল চিত্ত প্রশমিত করিয়াছেন। সাধু সংযমী মহাপুরুষের ন্যায়, স্বর্গীয় দেবতার ন্যায় তিনি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বিশ্বপ্রেমের

মূলোৎপাটন করিয়াছেন। বিশেষ তিনি এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। সুরসুন্দরী সম্পর্কীয় কোন ঘটনার সহিত তাঁহার সংস্রব নাই। আমাকে তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন। যখন এ লিপি পাইয়াছি তখন আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এক্ষণে গ্রীষ্মাবকাশ আছে। কিন্তু মিস্‌লুইসের কথা—যাউক ও বিষয় আর ভাবিব না। ঐ কথা পূর্ণবাবুর নিকট কহিয়া সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে কি তিনি আমাকে শিথিলেন্দ্রিয় লম্পট ভাবিবেন? ভাবুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মনের কথা তাঁহার নিকট লুকাইতে পারিব না। প্রসাধিকা! প্রসাধিকা! কেন তুমি চতুরা গুণবতী হইলে না? তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিতাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা।

দামোদর শর্ম্মা নৈমিষারণ্যের প্রত্যেক মঠে, দেবালয়ে অনুসন্ধান করিয়াও পূর্ণ অথবা নগেন্দ্রের কোন উদ্দেশ পাইলেন না। কেবল একজন উদাসীন দামোদরের পরিচয় লইয়া বলিলেন "অনেক দিন হইল, তিনি জ্বালামুখী প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার এক কন্যা এই স্থানে একজন সন্ন্যাসীর নিকট রাখিয়া যান। সন্ন্যাসী তাহাকে পিতৃবৎ পালন করিতেন।" দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন কেন? উদাসীন বলিলেন, "কন্যা পীড়িতা ছিল, বিশেষতঃ সে পিতার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা-খ্যাপন করিয়া উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত এই তীর্থে কিছু দিন বাস করিতে অভিলাষিনী হইয়াছিল। এইরূপ শ্রুত আছি—কিন্তু সত্য কি তাহা জানি না।" দামোদর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যা কোথায়?" "অনেক দিন হইতে তাহাকে ও তাহার মন্ত্রদাতা সেই সন্ন্যাসীকেও দেখি নাই।" দামোদর বিষণ্ণ হইলেন। তিনি নৈমিষারণ্য পরিত্যাগ করিয়া জ্বালামুখী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দামোদর কয়েক দিন পরেই জ্বালামুখীতে উপস্থিত হইলেন। নগেন্দ্রের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বলিতে পারিল না। দামোদর বহু অনুসন্ধানে বিফল হইয়া হতাশ হইলেন। নগেন্দ্রের অনুসন্ধান পাইলেন না এবং পূর্ণচন্দ্রেরও কোন উদ্দেশ পাইলেন না। ব্রাহ্মণ যার পর নাই ব্যথিত হইয়া কয়েক দিবস জ্বালামুখী তীর্থে অবস্থান করিলেন। তৈর্থিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া ও পূর্ণবাবুর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় দিবস পাহাড়ে পাহাড়ে, পল্লীতে পল্লীতে, তীর্থস্থানে তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দিবা রজনী মধ্যে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

একদিন সায়ংকালে একটী পর্ব্বত-কন্দরের পার্শ্ব দিয়া বৃদ্ধ অধিকারী গমন করিতেছিলেন। আকাশ ঘনতর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। সোঁ সোঁ করিয়া প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। অধিকারী বিপদ ভাবিয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পূর্ণচন্দ্র, নগেন্দ্র, কোথায় তোমরা? হা বিধে!"—অমনি গুহা মধ্য হইতে একটী ক্ষীণ করুণ স্বর ব্রাহ্মণের শ্রুতিমূল-সংলগ্ন হইল। সন্দিগ্ধ দামোদর সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। একবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। আবার শুনিলেন, সেই অস্পষ্ট করুণ স্বর!—কিছুই বোঝা যায় না—বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে সকল শব্দই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দামোদর চিন্তিত হইলেন। কি কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন "দূর হউক্ উহাতে কাণ দিয়া আমার প্রয়োজন কি? এই দুর্য্যোগের কালে যত শীঘ্র পলায়ন করা যায় তাহাই শ্রেয়। কোথায় কোন্ উপদেবতা বিকৃতস্বরে শব্দ করিতেছে—হয়ত পথিকগণকে করুণস্বরে সমীপে আহ্বান করিয়া রুধির পানের আশায় অবস্থান করিতেছে। জগদম্বে! এ বিপদে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিও।" ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন পুনশ্চ সেই ক্ষীণ করুণ স্বর।—এবার একটু একটু শোনা গেল, "সুর—সুরসু—সুরসুন্দ—মা—কোথায়?" ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক নখ হইতে চুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। থর্ থর্ করিয়া বায়ুবিতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। অস্পষ্টস্বরে মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে বহির্গত হইল। "আমি—আমি দামো—"

আবার গুহামধ্য হইতে করুণস্বর উত্থিত হইল। "কে? দামো—দামোদর! শী—শীঘ্র—এস—প্রাণ—যায়।"

ভীত ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। জড়িত পদে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গুহা অধিক গভীর নহে। কয়েক পদ যাইয়াই শবাকার একটী মনুষ্যমূর্ত্তি ধূলিতে অবলুণ্ঠিত দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই দামোদরের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। গুহার অভ্যন্তরে একটী ভগ্ন প্রদীপে একটী ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে শাস্ত্রী যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চেতনা রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ড সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। মূহুর্ত্তেই ব্রাহ্মণ সেই শবাকার মূর্ত্তির পার্শ্বে হতচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে যখন দামোদরের চৈতন্য হইল, দেখিলেন, তিনি পাথরের কঠিন শয্যায় শায়িত—পার্শ্বে শবাকার মূমুর্ষু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়!—হরি হরি!! একি!! "মধুসূদন রক্ষা কর" দামোদর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মূমুর্ষু নগেন্দ্র অতিকষ্টে বলিল "দা—দামোদর, আ—আমার—অন্তিম—কাল—একটু জল—জল—প্রাণ যায়!" দামোদর আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন। রোগীর শিয়রে একটী মৃণ্ময় ঘটে জল ছিল, মূমুর্ষু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহা দেখাইয়া দিল। দামোদর অশ্রুজল-প্লাবিত চক্ষে সেই ঘট হইতে বারি লইয়া নগেন্দ্রের মুখে বিন্দু বিন্দু প্রদান করিতে লাগিলেন। পিপাসা নিবারণ হইলে নগেন্দ্র হাত নাড়িয়া জল দিতে বারণ করিলেন। দামোদর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "নগেন্দ্র, সখে, তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?"

মূমুর্ষু নগেন্দ্র হস্ত-সঙ্কেতে কাঁদিতে বারণ করিলেন। পরে একটু বিশ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া বলিলেন "সুর কোথায় আছে জান?"

দামোদর। "না।"

মূমুর্ষুর চক্ষে অতি সূক্ষ্ম একবিন্দু রক্তবর্ণ অশ্রু দেখা দিল। নগেন্দ্রের চক্ষে জল ছিল না, সে টুকু তরল শোণিতের ন্যায়—মস্তিষ্ক হইতে আসিল। ব্রাহ্মণের শরীরে শোণিতও ছিল না। দেখিয়া দামোদর শিরে করাঘাত করিলেন। নগেন্দ্র হস্ত-সঙ্কেতে নিবারণ পূর্ব্বক ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন "কিও! তুমি কি পাগল!" দামোদর কিছু বলিলেন না। নগেন্দ্র পুনরপি অতিকষ্টে বলিলেন "আমার মাথার কাছে যে গাঁঠরী আছে, উহার মধ্যে সন্ধান করিও

—আমার সম্পত্তির উইল আছে।" এত কথা একেবারে বলিতে গিয়া মুমূর্ষু এত শ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। সেই নিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মণ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "সু—র—সু—র স—ন্ধা—ন করিও—বলিও—হত—ভাগা—কন্যাকে বলিও—তাহার—জন্য—তাহার—পিতার—মরণ—হইল।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের সর্ব্বশরীর নদীতীরবর্ত্তী বেতসের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পুনশ্চ অস্পষ্টস্বরে বলিলেন "সাধু—পূর্ণ—সাধু—তাহাকে—আমার আশী—আশী—জানাইও। সুর—সুরসু—" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের সর্ব্বশরীর আর একবার কাঁপিয়া উঠিল।—সেই সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কন্যার নাম মুখে থাকিতে থাকিতেই নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল!!

দামোদর অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর মন্দিরে সুরসুন্দরীর সহিত পূর্ণচন্দ্রের প্রথম দর্শনাবধি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় দামোদরের মানসপটে দেখা দিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া দামোদর আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীত ব্রাহ্মণের শরীরে ভয়ের লেশও ছিল না। দারুণ মানসিক যন্ত্রণা হৃদয়াধিকার করিয়াছিল। সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নগেন্দ্রের এইরূপ অনাথার ন্যায়, ভিখারীর ন্যায় কঠিন প্রস্তর-স্তূপের উপরে ঘোরতর মানসিক যাতনায় জীবনাবসান হইল, ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া নগেন্দ্রের শিয়রস্থ গাঁটরী খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে কয়েক খানি গেরুয়া বস্ত্র, একটি জপের মালা, কিঞ্চিৎ ফলমূল ও এক তাড়ি কাগজ পত্র রহিয়াছে। দেখিয়া দামোদরের বুক ফাটিয়া গেল। দামোদর ধীরে ধীরে সেই গুলি যথাস্থানে রাখিয়া গাঁটরী কটীদেশে দৃঢ় বন্ধন করিলেন। তখন রাত্রি এক ঘণ্টা হইয়াছে। কিন্তু সে পার্ব্বত্য-প্রদেশে কতিপয় অসভ্য মনুষ্য ব্যতীত জনমানবের সমাগম নাই। সে স্থান মনুষ্যের আবাসস্থল নহে। দামোদর কাহার সাহায্য লইয়া এ পবিত্র প্রাণের বন্ধুর শব দাহ করিবেন? একবার এই ভাবনা মনে উদয় হইলেই দামোদর সেই অচিন্ত্য পুরুষকে মনে মনে স্মরণ করিয়া হৃদয়-শোষক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। বোধ হয় ব্রাহ্মণের অর্দ্ধেক প্রাণ সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। অগত্যা দামোদর কঙ্কাল দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বভাবের বিপরীত সাহসাবলম্বন করিয়া সেই বন্ধুর মৃত দেহ উঠাইয়া স্কন্ধে লইলেন এবং "জয় মা আনন্দময়ী" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গুহা হইতে বহির্গত হইলেন। গুহা মধ্যে সেই ভগ্ন প্রদীপের ক্ষীণালোক পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু নগেন্দ্রের প্রাণপ্রদীপ ইতিপূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

দামোদর শাস্ত্রী সেই মৃত শব দেহ স্কন্ধে লইয়া সমস্ত রজনী দাহ করিবার স্থানানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে দাহ করিবার উপকরণ বহ্নিভোজ্য দ্রব্যাদি পাইলেন না। সমস্ত রজনী কণ্টকাকীর্ণ প্রস্তর-খণ্ড বিক্ষিপ্ত বন্ধুর পর্ব্বত পথে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দরদর ধারায় রুধির পড়িতে ছিল। সে দিকে দামোদরের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তিনি উন্মত্তবৎ সেই শব স্কন্ধে সমস্ত রজনী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া পর্ব্বত সকল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য জন্তুগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিকৃত জন্তু জ্ঞানে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঊষাকালে সেই উন্মত্তব্রতধারী দামোদর শর্ম্মা এক ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় নদীতটে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন—স্কন্ধ হইতে শব নামাইয়া নদীতটে রক্ষা করিলেন। অদূরস্থিত ক্ষুদ্র জঙ্গল হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। তদ্দ্বারা চিতা সজ্জা করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে নিষ্পেষিত অন্তঃকরণে সেই বহুকালের বন্ধু নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবনিন্দিত পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি তদুপরি স্থাপিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার সেই হৃদয়-বন্ধুর মৃতদেহ জ্বলচ্চিতায় দগ্ধ হইয়া গেল। রাশীকৃত ভস্মরাশি মাত্র পড়িয়া রহিল। দামোদর একদৃষ্টে এতক্ষণ সেই মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়াছিলেন।

যখন নগেন্দ্রের দেহ দগ্ধ হইতেছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ও দগ্ধ হইতেছিল—চক্ষে বাষ্প বিন্দুমাত্রও ছিল না। অবশেষে যখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট রহিল, দামোদর তখন, মাথা ধরিয়া আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন।

শরীর ক্রমে অবশ হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ সেই খানেই ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। সমস্ত রজনী পর্য্যটনে দামোদরের দেহ অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল, তাহার পর এই দারুণ হৃদয়বিদারক ঘটনা অন্তঃকরণকেও পরিশ্রান্ত করিয়া তুলিল। দামোদরের চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে চেতনা বিলুপ্ত। দামোদর সেই শৈলবাহিনী তটিনীতটে দূর্ব্বাশয্যায় ঘোর নিদ্রিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই দামোদর স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একটী বালিকা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে। বালিকার স্বর পরিচিত। দামোদর চমকিয়া উঠিলেন। অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, প্রভাত সূর্য্যরূপিণী সুরসুন্দরী অনিবারিত রোদনে প্রবৃত্ত। দামোদর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! কোথা হইতে আসিলে? তোমার এ বেশ কেন?" সুরসুন্দরী বলিলেন "আমি এই তীর্থে দুই দিন আসিয়াছি। আসিয়া অবধি পিতার অনুসন্ধান করিতেছি—কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না কারণ কি?" দামোদর তখন সজল নয়নে তাবদ্বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া সুরসুন্দরী কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। এক ফোঁটা অশ্রুজল ত্যাগ করিলেন না। অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সেই দূর্ব্বাচত্বরে শয়ন করিলেন। নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। যেন বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। দামোদর দেখিলেন, সুরসুন্দরী নিদ্রিতা হইলেন। অল্পক্ষণেই শাস্ত্রী বুঝিলেন যে, সুরসুন্দরী নিদ্রিতা নহে—দামোদর অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে জাগরিত করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, বালিকা বুঝি মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তিনি কন্যার মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে বালিকা ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। তখন দামোদর বুঝিলেন যে বালিকার মৃত্যু হয় নাই। বালিকা শয়ন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে দামোদরের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। দামোদর আস্তে আস্তে গাঁটরীর মধ্য হইতে কাগজ কয়খানি বাহির করিয়া সুরসুন্দরীর হস্তে দিলেন। সুরসুন্দরী গ্রহণ করিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি এ?" দামোদর বলিলেন "তোমার পিতা মৃত্যুকালে আমাকে ইহা দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা সুরকে দিও।" সুরসুন্দরী ঔদাসভাবে কহিলেন "এ দেখিতেছি উইল, ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

দামো। মা! আমার সঙ্গে গৃহে চল—আমি তোমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিব। যাহাতে তুমি অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পার, তাহার বন্দোবস্ত করিব।

সুর। আমি গৃহে ফিরিব না—ইহা নিশ্চিত। স্নেহময় পিতা যে পথে গিয়াছেন, আমিও অবিলম্বে সেই পথ অবলম্বন করিব! পিতৃবিহীন হইয়া এ সংসারে একদিনও থাকিব না। এ জীবন-যন্ত্র অনেক দিন বিগ্‌ড়িয়া গিয়াছে। দেহে যা কিছু জীবনী শক্তি ছিল, অদ্য তাহা নষ্ট হইয়াছে। আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট। এখন আমার অন্তঃকরণ আপনাকে অন্তিম সময়ের দু একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আপনি গৃহে ফিরিয়া যান্। আমি এক্ষণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী—আর আপনি সম্পত্তি রক্ষক—উইলে এইরূপ লেখা আছে। আমি সমস্ত সম্পত্তি আনন্দময়ীর সেবার্থ দেবত্তর করিয়া দিতেছি।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরসুন্দরীর পরিণাম।

সুরসুন্দরীর এ প্রার্থনা দামোদর শুনিলেন না। তিনি আর্য্যশাস্ত্র রাশি মধ্য হইতে উত্তমোত্তম নীতি-উপদেশ সকল সঙ্কলন করিয়া মৃদুগম্ভীরস্বরে সুরসুন্দরীকে শুনাইতে লাগিলেন।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ" মহামতি চাণক্যের এই নীতিবাক্যও দামোদর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলি ব্যর্থ হইল। দামোদর ভাবিলেন একজন মূর্খকে এত করিয়া বুঝাইলে সে পণ্ডিত হইত। কিন্তু এ স্ত্রী অথবা বালিকা শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া আমার ন্যায় বৃদ্ধের উপদেশ সহজে অগ্রাহ্য করিল। স্ত্রীলোকে বিদ্যাবতী হইলে এইরূপ ঘটিবে তাহার বিচিত্র কি? সুরসুন্দরী গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিবেন জ্বালামুখী তীর্থে অবস্থান করিবেন এ কথা বারংবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। দামোদর যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। শেষে ব্রাহ্মণ সুরসুন্দরীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, বৎসে! তোমার পিতা মৃত্যুকালে প্রার্থনা করিয়াছেন, "সখে দামোদর, দেখিও কন্যা যেন আমার সুখে থাকে।"

তাহার কি পরিণাম এই হইল? আমি ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিশ্রুত আছি তোমাকে কোন কষ্টভোগ করিতে দিব না। এখন কি আমাকে অঙ্গীকার-পালনে অসমর্থ করিয়া আমার নরকযাত্রার সদুপায় করিতেছ? হা ধিক্! বালিকে? তোমার পিতা অপেক্ষাও বর্ষীয়ান্ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা কি ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল? আজি এ যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া এই সম্মুখস্থ শৈলবাহিনী নদীজলে নিমজ্জিত হইব। যদি ব্রহ্মহত্যায় ভয় থাকে সাবধান হও—"আমি আর গৃহে যাইব না" এ কথা পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিওনা। বলিতে বলিতে দামোদর কৃত্রিম কোপে কাঁপিতে লাগিলেন। অনুনয়ে উপদেশে কিছু ফল হইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণ এই শেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ উপায়টী অমোঘ—ইহা প্রায় ব্যর্থ হয় না। স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও মধ্যে মধ্যে এই উপায় গ্রহণে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায়। দামোদরের কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনের আশু বিশেষ ফললাভ হইল। সরলা সুরসুন্দরী ভীতা সঙ্কুচিতা হইয়া দামোদরের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুরসুন্দরীর চক্ষে এতক্ষণ এক বিন্দু জল ছিল না। এক্ষণে জল দেখিয়া দামোদরের আনন্দ সঞ্চার হইল।

সুরসুন্দরী সুরসুন্দরীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন, গুরো! ক্ষমা করুন—আপনার রৌদ্রমূর্ত্তি পরিহার করুন। আমি আর বাটী যাইতে আপত্তি করিব না। আপনি যেখানে লইয়া যাইবেন, সেইখানেই যাইব। আপনি এক্ষণে আমার পিতৃস্থানীয়, কিন্তু বাবা আমার কোথায়? এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে রোদনের পবিত্রতা কে বুঝিবে? এই সময়ে পার্ব্বতীয় জঙ্গল হইতে কয়েকজন পর্ব্বতবাসী অসভ্য লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে চারি দিকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিল। পরস্পর মৃদুস্বরে কি কথোপকথন করিতে লাগিল। দামোদর তাহাদিগকে বিকটমূর্ত্তি আরক্তনেত্র ধনুর্ব্বাণ-হস্ত দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইলেন। তিনি ভীত-চকিতনেত্রে সুরসুন্দরীর প্রতি চাহিলেন। সুরসুন্দরী ভয়ের কোন চিহ্ন দেখাইলেন না। প্রত্যুত, সজলনয়নে বিকটাকার ধনুর্দ্ধারীগণের প্রতি নিরাতঙ্কে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা একজন অসভ্য অগ্রসরণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া সুরসুন্দরীকে প্রণাম করিল। দেখাদেখি সকল

ধনুর্দ্ধরই একে একে অগ্রসর হইয়া সুমধুর ভক্তিভাবে মৃত্তিকাতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। দামোদর অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সকলই তাঁহার নিকট ইন্দ্রজালবৎ প্রতীত হইল। বোধ হয়, পার্ব্বতীয়গণ সুরসুন্দরীকে দেবতা জ্ঞান করিয়া প্রণাম করিল—কিন্তু দামোদর ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে অশ্রদ্ধেয় বোধ করিলেন। কেননা কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিল না। তিনি সগর্ব্বে উপবীত ধারণ করিয়া পার্ব্বতীয়গণকে দর্শন করাইলেন। তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কেহ বা মুষ্টি প্রদর্শন করিল। সুরসুন্দরীর অলৌকিক রূপপ্রভায় যে তাহারা বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছিল, দামোদর এতক্ষণে তাহা ভাবিয়া স্থির করিলেন।

নগ্ন অসভ্যনিচয়ের মধ্যে একজন পক্ক কেশ বৃদ্ধ সুরসুন্দরীকে আবার প্রণাম করিয়া একটী ধনুর্ব্বাণ উপহার দিল। আর এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া দৌড়িয়া কুটীরাভিমুখে গেল। অবিলম্বে কিয়ৎ পরিমাণ আম মাংস আনিয়া সুরসুন্দরীকে উপহার দিল। অপর একজন বনজাত মধু আনিয়া দিল। কেহ বা প্রকার বিশেষ মদ্য আনিয়া দিল। সুরসুন্দরী সকলি সাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। অসভ্যগণের স্ত্রীগণ নিজ নিজ শিশু সন্তান আনিয়া সুরসুন্দরীর পদমূলে রাখিতে লাগিল। সুরসুন্দরী সকল গুলিকে এক একবার কোলে লইয়া আদর প্রকাশ করিলেন।

বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অসভ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। দামোদর মহাবিরক্ত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না—ভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে ছিল। তখন সুরসুন্দরী অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আপন গমন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এবং তাহাদিগকেও স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহা বুঝিয়া পক্ক কেশ বৃদ্ধ মৃদুস্বরে সকলকে কি বলিল। অবিলম্বেই সকলে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। অসভ্য বৃদ্ধ একটুকু যাইয়া আবাব ফিরিয়া আসিল। এবং তাহাদিগের নিজ ভাষায় কতকগুলি কথা বলিয়া পুন প্রস্থান করিল। সকল কথার মধ্যে একটী কথা সুরসুন্দরীর স্মরণে রহিল। সেটীর অর্থ তিনি জানিতেন না। কিন্তু বক্তা যে

ভাবে কথাটী উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে সেই কথাটী বড় প্রয়োজনীয় বোধ হইল। এই জন্য সুরসুন্দরী সেটী মনে রাখিলেন। তাহা পাঠক মহাশয়ের অগোচর রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। সেটী এই—

"প্রকট্ জং ঝিঁ"

দামোদর বুঝিলেন ইহা বৃদ্ধের নাম।

অসভ্যগণ অন্তর্হিত হইলে দামোদর সুরসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ স্থানাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তিন দিন জালামুখী তীর্থে অবস্থান করিয়া তৈর্থিক ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা কবিলেন। দিল্লীতে আসিয়া দেখিলেন চারি দিকে অট্টালিকা সমূহের পৃষ্ঠে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন। একটী প্রকাণ্ড মসজীদের পৃষ্ঠে একখানি ঐরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া পড়িতে লাগিলেন, তাহাতে এইরূপ রহিয়াছে।

পাঁচ শত টাকার পুরস্কার।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশের বিষ্ণুপুর পরগণার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কন্যা অদ্য তিন মাস হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। যিনি তাঁহাদের উভয়ের কাহারও সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবেন আমি তাঁহাকে পাঁচ শত মুদ্রা পুরস্কার করিব। নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরবর্ণ, শীর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, গোঁফ দাড়ী কামান। মস্তকে শিখা আছে। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। সুরসুন্দরী ১৫ বৎসরের বালিকা। গৌরবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, সুশ্রী—নাকে একটী তিল আছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রামনগর, জেলা ঢাকা।

দামোদর আপনি সমস্ত পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন এ পাঁচ শত টাকা ত আমিই মারিব—যাবে কোথা? ব্রাহ্মণের বদনে হাস্য রেখা দেখা দিল। সুরসুন্দরী তখন অন্য মনে তাঁহার সঙ্গে পদব্রজে যাইতেছিলেন! তাঁহার দৃষ্টি কোন দিকেই ছিল না। কেবল পথে কত প্রকার লোক যাইতেছে তাহাই দেখিতেছিলেন ও আপন মনে কত কি ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার সীমা নাই—অবধি নাই—শেষ নাই—বিরাম নাই। কত কি ভাবিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতনতর চিন্তা

আসিয়া হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তে প্রচণ্ড ভবিষ্যৎ চিন্তা আসিয়া ঝটিকার ন্যায় হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। কি ছিলাম, কি হইলাম, ভবিষ্যতে কি হইবে, কি কর্ত্তব্য, এই সকল ভাবিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। সকলই অন্ধকারময় অস্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন। কোন বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে দামোদর ডাকিলেন "সুরসুন্দরী," সুরসুন্দরী দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—"বিজ্ঞাপন দেখ।"

সুরসুন্দরী স্থিরমনে একবার সমস্ত পাঠ করিলেন। মুখমণ্ডলে যুগপৎ নানা মনোভাবের ছায়া পড়িল। দামোদর তাহা দেখিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। সুরসুন্দরীর মুখমণ্ডল ক্রমে রক্তবর্ণ হইল। যেন দেহের সমস্ত শোণিত ছুটিয়া আসিয়া মুখে জমিল। সুরসুন্দরী আর চলিতে পারিলেন না। বিশ্রামার্থ সেই প্রকাণ্ড মসজীদের পার্শ্বস্থ এক সোপানোপরি বসিয়া পড়িলেন। হাত দিয়া মাথা ধরিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনারও কূল কিনারা নাই। দামোদর বিশ্রামার্থ তথায় উপবিষ্ট হইলেন। নানা ভাবনায় যখন হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন অবশেষে সুরসুন্দরী ভাস্করাচার্য্যের জীবন্ত উপদেশ সকল একে একে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা সেই সকল উপদেশ সুরসুন্দরীর হৃদয় অধিকার করিল। উপদেশগুলি—ভাস্করাচার্য্যের বাক্যগুলি, যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে প্রবল প্রতাপের সহিত উপবেশন করিল। সুরসুন্দরী দেখিলেন, তাঁহার ভগ্ন-হৃদয় ক্রমে সবল হইতে লাগিল। সুরসুন্দরী দেখিলেন তাঁহার অন্ধকারময় চিত্ত ক্রমে ভাস্করাচার্য্যের প্রদত্ত স্নিগ্ধ গূঢ়তম সুন্দর আলোকে আলোকিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই পণ্ডিতবর ভাস্করাচার্য্য এক্ষণে কোথায়? সহসা দেখিলেন, সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় এক ব্যক্তি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

লক্ষ্ণৌ।

কেশর-বাগ।

অত্যুচ্চ অপার অই, জলধি-জীবনে,
সারি সারি শোভে যথা সুরম্য তরণী,
অদূরে নয়নপরে দিবা অবসানে,
শোভিছে যেরূপ আজি লক্ষ্ণৌ-ধরণী।
ভাসিছে অযোধ্যা হৃদে পুরী অগণন,
কামিনী কোমল কণ্ঠে হীরকের হার,
তার মাঝে বিরাজিছে কেশর কানন,
অপূর্ব্ব প্রতিমা যার সম্মুখে বিস্তার,
চপল চরণে তবে পাঠক সুজন,
আসিয়ে নেহার ওই কেশর ভবন।

অর্দ্ধেক আমিনাবাদ করেছে বেষ্টিত,
"সৌধ-কিরীটিনী" বাগ ভুবনে অতুল,
চৌদ্দিকে প্রাচীর-রূপে হর্ম্ম্য সুশোভিত,
হইয়ে বেড়েছে অই কেশর কাননে।
দীর্ঘ পরিসর যুড়ে ঠিক মধ্যস্থলে,
শোভে অতুলিত ভবে "দ্বাদশ ভবন,"
অমর-বাঞ্ছিত যথা স্বরগ-মণ্ডলে,
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত ইন্দ্র-নিকেতন,
স্বরগ-মণ্ডলে একা নন্দন ভবন,
কেবল কেশর-বাগে শত নিকেতন।

বার-দ্বারী সম্মুখেতে ধবল প্রস্তরে,
সুনির্ম্মিত চতুষ্কোণ বেদির প্রতিমা,
সূক্ষ্মরূপী শিল্পময়ী চারু স্তম্ভবরে,
ধরিয়ে রয়েছে ছাতে শিল্পীর গরিমা।
পাদদেশে দীর্ঘময়ী চৌবাচ্ছা ভাসিছে,
জানু পরিমিত তোয়ে পূর্ণিত হইয়া।

দর্পণ সমান তাহে বদন বিম্বিছে,
দ্বিরদপ্রতিম শুভ্র পাষাণে গ্রথিত,
সর সর বহিতেছে সায়াহ্ন সর্ব্বদা,
তুলিছে হিল্লোল মৃদু চৌবাচ্ছার নীর।

এই কি ভুবন-খ্যাত বিলাস কানন,
ওয়াজিদ্ আলী সার আরাম আলয়?
কামিনী-কুলের রত্ন যথা আহরণ
করিয়া রাখিয়াছিল চিত্ররথ প্রায়।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা এলোকেশী শত,
বেষ্টিয়া মাতিত মদে শচীদেবী-নাথে,
অসংখ্য বেগম-বৃন্দে বিদ্যাধরী মত
লইয়ে নবাবে খেলে উল্লাসে সুরতে।
অনঙ্গের রঙ্গভূমি ক্রীড়া উপবন,
কেনবা রয়েছে এবে ভীষণ দর্শন।

শত লক্ষ মুদ্রা যার ভিত্তির স্থাপনে,
কোটী কোটী মানবের শ্রম-বিনিময়ে
পাইল নবাব যেই অমূল্য রতনে,
অনুপম সেই ধন আজিকে হেলায়ে
পড়িয়ে রয়েছে এবে; জীর্ণ ভাব ধরি
প্রদানিছে কেশরের অবনতি দশা;
বিষণ্ণা ভূষণহীনা বঙ্গের সুন্দরী
হারাইয়ে পতিধনে যেরূপ বিবশা।
বঙ্গের বিধবা সদা ভাসে অশ্রুজলে,
কেশর কানন আজি কাঁদে অবিরলে।

কেনবা নেহারি শূন্য সুবর্ণ পিঞ্জর,
কোথায় সাধের শত বন-বিহগিনী,
ঢালিত শ্রবণ-দ্বারে অমৃতের ধার
সপ্তম কুহরে তুলি কলকণ্ঠ ধ্বনি;

সঙ্গীত-সাগর মাঝে নাচে তালে তালে ;
উন্মত্তা ময়ূরী যথা জলদ-গর্জ্জনে,
মধুকরী নাচে যথা স্ফুট শতদলে,
বঙ্কিমে ফণিনী দোলে বেণুর স্বননে,
নাচিত তেমতি বাগে যত বামাদল ;
সুন্দরী রমণী এবে কোথায় সকল ?
"কোথায় এখন সেই রঙ্গিণীর মালা !"
নিঠুর নিদাঘ-তাপে শুকাইয়ে গেছে !
অনঙ্গ-রূপিণী রূপে উপবন আলা
অকালে বামার দল নির্ব্বাণ হয়েছে !
বন-বিহঙ্গিনী সবে কোথায় এখন
ফেলিয়ে সুবর্ণ হর্ম্ম্য উধাও হয়েছে,
মদন-লালসা-মত্ত ফণিনী তেমন,
না নাচে দোলায়মানা ; বিবরে পশেছে,
দুর্জ্জয় দৈত্যের করে ইন্দ্রের পতনে,
অদৃশ্য হয়েছে যত বিদ্যাধরীগণে ।
অটল অচল যথা মহাযোগী সম,
কে আর শোভিবে অই বেদীর উপরে,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সদা যোগেতে মগন
হইয়ে ভাবিবে ঘোর প্রেমের ঈশ্বরে ।
হৃদে আরাধিছে দেবী সুন্দরী প্রতিমা,
আনন্দ-সরেতে ভাসে মানস-কমল,
বিবসনা যুবজনা শারদ-চন্দ্রিমা,
চঞ্চল চরণে তাড়ে চৌবাচ্ছার জল ।
বারির মধুর রবে কিঙ্কিনীর রোলে,
প্রেমের পরম যোগী আর প্রেমে ঢুলে ।
এমন সুখের স্থান বিলাস ভবনে
নিথর নিঝুম ভাব, নিরাশা উদয়,

সহসা কেনবা হয় দর্শকের মনে,
শোকের জলধি বল কেন উথলয় ;
বর্ত্তমান কাল সহ অতীত তুলনে,
একে একে সব কথা হয় যে স্মরণ ?
ঢাকিয়াছে চারি দিক্ দুঃখ-আবরণে,
অতীত যে স্থান ছিল সুখের সদন,
কেশরের আদ্যোপান্ত করি আলোচন,
শত শত দার্শনিক পায় জ্ঞানধন ।

বাদ্‌শা-বাগ ।

একি এ ! কিসের দৃশ্য নয়ন উপরে
সহসা আপনি আসি অজ্ঞাতে ভাতিল,
সহসা দুঃখের চিন্তা আমার অন্তরে
পশিয়ে উথলা মন ফিরাইয়া নিল ।
আপনা আপনি কেন শোক-পারাবার,
উদ্বেল হইয়া আজি ভাসাইল মন,
যেন পরিচিত কোন প্রেমের আধার
বন্ধুর দুর্দ্দশা হেরে হইল এমন !
"উদ্যান-নগর" মধ্যে উদ্যান-রতন
ভাসিছে নয়নজলে বাদশা-কানন ।
কেনগো বিরলে বসে কাঁদ অবিরলে,
চির-বিনোদিনী তুমি নবাব-মোহিনী ;
ঝর ঝর ঝরিতেছে শোক-অশ্রুজলে
ভাসাইয়া বক্ষ তব বিদ্যুৎ-বরণী ।
নিষ্প্রভ হয়েছে কেন মুখ-শতদল,
চির-বিকসিত পুষ্প চির বিমলিন
ছিল যাহা ; প্রাণপতি কিরণ অমল
না বিতরে তবোপরে ; কিরণ বিহীন

সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাই পড়িছে সঘনে,
শতদল দল নড়ে পবন-কম্পনে।
উচ্চশির তরুমালা অচল সমান
নির্জীব নিস্পন্দ ভাবে আছে দাঁড়াইয়া
যেন বা তোমারে হেরি দুঃখে ভাসমান ;
কাঁপিয়া উঠিছে ক্ষণে থাকিয়া থাকিয়া,
রসাল তরুর মূল বিশুষ্ক হয়েছে,
অবিরত বৃক্ষপত্র হয়ে শাখাচ্যুত,
তরুতল ধরাতল সদা আচ্ছাদিছে,
ফল শোভে আর তরু নয় সুশোভিত,
কুসুমিকা তরু লতা কুসুম-বিহীন,
কুসুম সুন্দরী যারা ছিল চিরদিন।
স্তবকে স্তবকে যথা শোভিত বিরলে,
কুসুম-কুলের রাণী গোলাপ কামিনী,
অকাতরে অবহেলে ঢালে পরিমলে,
মলয় বাতের স্রোতে ভাসিয়া আপনি।
কুসুমে কুসুমে অঙ্গ করে আবরিত
হেসে হেসে ঢলে পড়ে বাতাস সাগরে,
লালিমা বসনে শোভি স্বামী প্রতারিত
মোহিনী রঙ্গিণী যথা যায় অভিসারে।
কি কারণে বরাননে কালিমা ঢেলেছ,
পরিহরি ফুল-সাজ বিধবা হয়েছ ?
অটবী-মালার মাঝে প্রাসাদ মোহিনী
দীপিছে স্তিমিতভাবে লাবণ্যের বাতি,
মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে রোগাতুরা ধনী,
নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ, ক্লিষ্ট, কৃশ, হীন-ভাতি।
হইয়াছে ভগ্ন, ক্ষত, রুগ্ন কলেবর,
সুচারু সুন্দর বপু না হেরি তেমন,

কমনীয়-কামিনীর দেহ মনোহর,
(যৌবন-নদীতে যবে দেয় সন্তরণ)
অসময়ে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন একে একে,
যৌবন মুকুল যথা অলি সবে ঢাকে।
প্রবল ঝটিকাঘাতে মহীরুহবর,
নিস্তেজ নির্জীব হয়ে পড়ে ধরাতলে,
সে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত লতিকা উপর
পড়িলে সহে কেমনে ; জলধি সলিলে,
প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোত বারি-ভেদী যবে,
সবেগে বিদ্যুৎ-বেগে চলে ; তাহে কাঁপে
অতলের অম্বুরাশি গর্জ্জে ঘোর রবে ;
অস্থিরিত চির-স্থির সিন্ধু ; সে প্রতাপে
কেমনে হৃদয়ে ধরে সঙ্কীর্ণ তটিনী,
যাহাতে ব্যাকুল হয় ভীম কল্লোলিনী ?

বঙ্গের সামাজিক অবস্থা।

দলাদলি।

দলবদ্ধ হইয়া একত্রে সমবেত অবস্থান প্রকৃতির নিয়ম। সেই আদিম আরণ্য অবস্থা হইতে মানবগণ একত্র বাস করিয়া আসিতেছে। পশুগণ কি অরণ্যে, কি লোকালয়ে, দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভাল বাসে। পক্ষিগণ একত্রে স্ব স্ব কুলায় রচনা করিয়া রাত্রিযাপন করে, এবং দিবসে দলবদ্ধ হইয়া দূর দূরান্তরে বিচরণ করে। প্রকৃতির নিয়মই সমবেত অবস্থান। সকল জীব জন্তু অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদের একত্র বাসের নিয়মপ্রণালী উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। পুত্র, পৌত্র, কলত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি নিতান্ত আত্মীয়গণ সহ এক গৃহে বাস করিলে, সেই গৃহস্থকে এতদ্দেশে একটী-পরিবার কহে, এক পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া বহু গৃহস্থ হইলে এক পল্লী

কহে। অতএব দুই চারিটী পল্লি লইয়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এক নিয়মে চলিলেই, একটী সমাজ সংঘটিত হইল। বহু লোক লইয়া একটী সমাজ রচিত হয় সত্য, কিন্তু সেই বহু লোক একই নিয়মের অনুবর্ত্তী। বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণগণ সেই সমাজের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, তাহাদের নিম্নে কায়স্থ, কায়স্থের নিম্নে নবশাক ও অন্যান্য ইতর হিন্দু। যেমন দেবীবর ঘটক দোষ দেখিয়া কুলীনের মেলবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তদ্রূপ বঙ্গীয় সমাজে দোষ লইয়া এক একটী দুই তিনটী করিয়া দলবদ্ধ ছিল। পরিবার বিশেষের সমাজ-গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সমাজ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। সেই সেই দলের এক এক জন কর্ত্তা থাকিতেন, তাঁহাদিগকে দলপতি কহে। এক্ষণে বক্তব্য, ঐরূপ দলাদলি প্রথা দ্বারা বঙ্গ সমাজের কোন উন্নতি সাধিত হইত কি না? সে বিষয় নির্ণয় করিতে গেলে কি কি কারণে দলাদলি বাঁধিত তাহা বলা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রথমে জানিতে হইবে বঙ্গে কোন্ সময়ে দলাদলির আবশ্যক হইল, কি কি কারণেই বা দলাদলির উৎপত্তি হইল।

বঙ্গে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে সকলেই হিন্দু ছিল, ব্রাহ্মণ সেই হিন্দু-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ। সকলেই সেই বর্ণের প্রার্থিত সম্মান প্রদান করিত, অন্য বর্ণের লোকে ব্রাহ্মণকে দেবতা বিশেষে সেবা করিত, ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের নেতা ছিলেন। রাজা কর লইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মাধিকরণে প্রজাগণের সমাজগত দোষের বিচার করিতেন। পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, সেই ব্রাহ্মণের অনুশাসন এরূপ ভাবে মানবের অস্থি-মজ্জায় দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে যে, এতদিনেও সে অনুশাসন মানবে ভুলে নাই! এখনো সেই পুরাতন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়াও বিবৃত বেশে বঙ্গের সমাজে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণের সুবিচারে সুন্দর ও প্রখর বুদ্ধি সমুদ্ভূত ব্যবস্থার গুণে, সে সময় দলা লির আবশ্যক হয় নাই; কালক্রমে মানবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটী হিন্দুসমাজে, দুই তিনটী বা ততোধিক পৃথক্ পৃথক্ সমাজের আবশ্যক হইল, কিন্তু ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এক নিয়মেই পরিচালিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১॥০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৵০	...	...	১৵০
ত্রৈমাসিক	॥০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৴০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

আশ্বিন, সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

				পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	...	...	...	১৯৩
প্রেম প্রত্যাখ্যান	...	...	...	১৯৯
ছাত্র-শিক্ষা	...	...	...	২০২
নব-মৃণালিনী	...	...	...	২০৬
পিশাচী	...	...	...	২০৯
সমালোচনা	...	...	...	২১৩

কলিকাতা।

নিউমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট, বি বেনার্জি এবং কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরসুন্দরী সহসা দৌড়িয়া গিয়া ভাস্করাচার্য্যের উত্তরীয় গেরুয়াবস্ত্র ধরিলেন। ভাস্করাচার্য্য ফিরিয়া দেখেন সুরসুন্দরী। তিনি বিস্ময়ভাব না দেখাইয়া স্থিরভাবে কহিলেন "সুর, কেমন আছ? এত দিন কোথায় ছিলে?" সুরসুন্দরী কহিলেন সে দীর্ঘ উপন্যাস—পরে নিবেদন করিব।

ভাস্করাচার্য্য। "মন কি রূপ আছে? শরীর অতিশয় কাহিল দেখিতেছি।" সুরসুন্দরী কাঁদিয়া বলিলেন সম্প্রতি পিতার মৃত্যু হইয়াছে—এ সংসারে আর আমার কেহ নাই। ভাস্করাচার্য্য করযুগল দ্বারা স্বীয় বদন আচ্ছাদন করিলেন। কিন্তু অঙ্গুলী নিচয়ের মধ্য দিয়া অশ্রুবিন্দু সকল নীরবে পড়িতে লাগিল। অল্পক্ষণেই চিত্তসংযম করিয়া ভাস্করাচার্য্য কহিলেন "সুশীল নগেন্দ্র! এইরূপে কি তুমি দুঃখের পৃথিবী ত্যাগ করিলে?" পরে সুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রূপে তাঁহার মৃত্যু হইল?" সুরসুন্দরী সংক্ষেপে কহিলেন "আমায় আপনার নিকট রাখিয়া পিতা জ্বলামুখী তীর্থে গমন করেন। তথায় কঠিন পীড়ায় পীড়িত হন। একে দুর্ভাবনা তাহাতে পথশ্রম তাহাতে ভগ্ন শরীর কয়দিন থাকে? এক দিন পীড়িত অবস্থায় পদব্রজে কোথায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় নিকটস্থ এক পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লন। তথায় কয়েকদিন নিরাহারে পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। দামোদর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি।" ঐ নাম শ্রবণ মাত্র ভাস্করাচার্য্যের বদন আরক্তিম হইল—সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ কম্পিত হইল। সুরসুন্দরী তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না। তিনি এই সকল পরিচয় দিতে দিতে অনিবারিত রোদন করিতেছিলেন। ভাস্করাচার্য্য কহিলেন, দামোদর শাস্ত্রী কোথায়? তিনি কিরূপে তোমার পিতার সংবাদ পাইলেন?

সুর। তিনি ঐ মস্‌জীদ-পার্শ্বস্থ সোপানোপরি উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। পিতার অন্তিম সময়ে তিনি পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন।

তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ পর্ব্বত-গুহায় ঘটনাক্রমে উপস্থিত হন। তথায় পিতাকে দেখিয়া শেষ সময়ে জলবিন্দু দান করেন।

ভাস্করাচার্য্য দামোদরের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে কত ভাবের উদয় হইতেছিল কে বলিবে? তার পর তিনি সুরকে কহিলেন, "দামোদরের সহিত তোমার বা কিরূপে সাক্ষাৎ হইল?"

সুর। দামোদর যেরূপ পিতার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, আমিও সেইরূপ আপনার সন্নিকট ত্যাগ করিয়া উন্মাদিনী-বেশে পিতার অনুসন্ধান করিতেছিলাম। বহু অনুসন্ধান করিতে করিতে হিমালয়ের এক নির্জ্জন অন্তর্দ্দেশে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত দামোদরকে দেখিলাম। তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিলাম।

ভাস্কর। এক্ষণে কোথায় যাইবে?

সুর। "গৃহে যাইব।" ভাস্করাচার্য্যের মুখ হর্ষ-প্রফুল্ল হইল। নয়নে আনন্দজ্যোতিঃ খেলিল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস, ঈশ্বর করুন তুমি চিরসুখিনী ও ধর্ম্মপরায়ণা হও?" সুরসুন্দরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "গুরুদেব! আমার সমভিব্যাহারে বিষ্ণুপুর চলুন, তথায় আমার পিতৃ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। পায়ে পড়ি অমত করিবেন না।" ভাস্কর কহিলেন, "এক স্থানে ক্রমাগত অবস্থান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কেন না আমি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে একস্থানে অনেক দিন থাকিলে ব্রতভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।" সুরসুন্দরী কাঁদিয়া কহিলেন, "আপনার যখন ইচ্ছা হইবে স্থানান্তরে যাইবেন, তাহাতে বাধা কি? আবার ফিরিবেন। এক্ষণে চলুন—আর দ্বিধা করিবেন না। আমরা অদ্য সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাত্রা করিব।" ভাস্করাচার্য্য স্বীকৃত হইলেন। সুরসুন্দরী মস্‌জীদের নিকট আসিয়া দামোদর শর্ম্মার নিকট ভাস্করাচার্য্যের ও তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং অমানুষিক ক্রিয়া সকলের পরিচয় দিলেন। তাঁহাকে সমভিব্যাহারে বিষ্ণুপুরে লইয়া যাইবেন তাহাও বলিলেন। দামোদর কিছুই বলিলেন না, পরন্তু সেই দিবস তিন জনে দিল্লী সহরে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে বাষ্পীয় রথারোহণে বিষ্ণুপুরে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপুর।

তিনজনে যথাসময়ে বিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন। গ্রামের মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি উঠিল। কেহ কেহ নগেন্দ্র বাবুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। দেওয়ান গণেশ ঘোষ আসিয়া আপনার বিষয়-নীতিজ্ঞতা শতমুখে বলিতে লাগিল। দামোদর সুরসুন্দরীর নিকট গণেশ ঘোষের প্রবঞ্চনা ব্যাপার ও কৌটিল্য ব্যবহার ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন। সুরসুন্দরী গণেশচন্দ্রের নিকট কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। গণেশ আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল। যথাসময়ে নগেন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

পূর্ণচন্দ্র শুনিলেন যে, সুরসুন্দরী বিষ্ণুপুরে আসিয়াছেন, এক্ষণে দেখা করিবেন কি না চিন্তা করিতে লাগিলেন। এতদিন তিনি নগেন্দ্র বাবুর বিষয়সম্পত্তির পরিদর্শক স্বরূপ ছিলেন। যে দিন গণেশচন্দ্র সরকারি মালগুজারি বন্ধ করিয়া বিষয়সম্পত্তি আপন নামে ক্রয় করিবার চেষ্টা করে, সেই দিন তিনি নিজ হইতে মালগুজারি সরবরাহ করিয়া বিষয় রক্ষা করেন। পরে গণেশচন্দ্রকে অনেক অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু সে নগেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে বিষয়ের অধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ণচন্দ্র তাহাকে ছাড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার কাজকর্ম্মের প্রতি এতাবৎকাল সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিতেন। কেবল তাঁহার ভয়ে গণেশ আপন পাপ-প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারে নাই।

সুরসুন্দরী এক্ষণে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। তিনি একবার মনে ভাবিলেন, সমস্ত সম্পত্তি আনন্দময়ী দেবতার নামে দান করিয়া চিরপ্রব্রজ্যাবলম্বন করিবেন। আবার ভাবিলেন, বিষ্ণুপুরেই বাস করিয়া দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবশিষ্ট জীবন এক প্রকারে অতিবাহিত করিবেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত করিলেন।

পণ্ডিতবর ভাস্করাচার্য্যের অসামান্য উপদেশবলে সুরসুন্দরীর হৃদয় এক্ষণে

অনেক পরিমাণে সুস্থ ও সবল হইয়াছে। হৃদয়ের সে দৌর্ব্বল্য এক্ষণে অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বালিকা শিক্ষাবলে চিত্ত দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। সবলে মনকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়াছিল। কিরূপে এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে কতক কতক বলিয়াছি। এক্ষণে আরও কিছু বলিব। ভাস্করাচার্য্য প্রথমে সুরসুন্দরীর হৃদয়ঙ্গম করাইলেন যে পার্থিব সুখ প্রকৃত সুখ নহে—উহার পরিণাম অনিবার্য্য দুঃখপূর্ণ। মনুষ্যজন্ম অতি শ্রেষ্ঠ জন্ম। এই মানবদেহ ধারণ করিয়া যদি আমরা প্রবৃত্তিসকলকে বশীভূত ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারি, তবে এ জন্ম বৃথা হইল। যত্ন করিলে আমরা প্রবৃত্তিসকলকে স্ববশে আনিতে সক্ষম হইতে পারি। তন্নিবন্ধন আমাদিগকে যে সামান্য অসুখ সহ্য করিতে হয়, পরে তাহার শতগুণ সুখ অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়। সেই পরম আধ্যাত্মিক সুখের কারণ যাবতীয় অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দাও। দেখিবে, সে সুখ লাভ হইলে হৃদয় এক অপ্রমেয় অনুপম আনন্দে অহর্নিশি প্রমত্ত থাকিবে। চৈতন্য, যীশুখ্রীষ্ট ও রামমোহন রায় অপেক্ষা সুখী ব্যক্তি এ জগতে কয়জন জন্মিয়াছে বলিতে পার? কিন্তু ইহাঁরা কেহই পার্থিব সুখে সুখী ছিলেন না। ধন মান সম্পদ ইহাঁদের মধ্যে কাহারও ছিল না বলা যাইতে পারে। এই সকল তত্ত্ব ক্রমাগত তিন মাস ধরিয়া বুঝাইলে সুরসুন্দরীর চিত্তবৃত্তি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইল। এই পরিবর্ত্তনের মুখেই পণ্ডিতপ্রবর ভাস্করাচার্য্য পাপাত্মাদিগের পারিণামিক যন্ত্রণার বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শত শত উদাহরণ দ্বারা দেখাইলেন, পাপী ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে নাই। দেখাইলেন, ইহজগতেই সে তাহার পাপকার্য্যের যথোপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। তখন মর্ম্মজ্বালায় দগ্ধ হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিয়াছে "হায়! কেন এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম—এ যে দেখিতেছি দুষ্কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার সৃষ্টি! বিভো! তুমি আমায় এমন কুমতি কেন দিয়াছিলে?" কিন্তু বিধাতার দোষ কি? তিনি তাহাকে সেই পথ হইতে ফিরিবার জন্য শতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন দুর্ম্মতির মন্ত্রণা শুনিয়া পাপিষ্ঠ সে কথায় কর্ণ দেয় নাই। এক্ষণে বিধাতৃবিহিত দণ্ড তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন, আর তাহার অন্যথা

করিতে পারেন না। কারণের পর কার্য্য অবশ্যম্ভাবী। পাপের ভীষণ যন্ত্রণা মানসচক্ষে দেখিয়া সুরসুন্দরীর হৃদয় ভীতিরসে মগ্ন হইল। শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তার পর পণ্ডিতপ্রবর ভাস্করাচার্য্য সেই বালিকাকে মন দৃঢ় করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শুধু শিক্ষা নহে—দৃষ্টান্ত দ্বারা পদে পদে দেখাইতে লাগিলেন। শেষে আপন জীবনীবৃত্ত একদিন কহিলেন। তিনি বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি দস্যুদলের অধিনায়ক ছিলাম। কিন্তু যত্ন দ্বারা কেমন সৎপথ আশ্রয় করিয়াছি। আমি কেবল একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য একটী সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম। এবং তাঁহার একটী বাক্যই আমার মনে ধর্ম্মভাব প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই একটী বাক্য আজিও আমার হৃদয়ে আগ্নেয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তদবধি আমি দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুশীলন আরম্ভ করিলাম। কালে তুমি আমাকে যেরূপ দেখিতেছ এইরূপ হইয়াছি। কিন্তু অদ্যাপিও পূর্ব্বকৃত পাপের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন এ যন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করিতে না হয়। তুমি আমাকে দেখিয়া শিখিয়া লও। উৎসাহিত মনে অশঙ্কিত চিত্তে ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। তুমি বলিতে পার, আমি কি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি? তোমার বিবেচনা এক্ষণে অতি ক্ষীণ। পরে বুঝিবে, তুমি কিরূপ ভয়ানক পাপপথের পথিক হইতে যাইতেছিলে। ভাস্করাচার্য্যের এই সমস্ত উপদেশ সুরসুন্দরীর কোমল মন দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছিল।

বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও সুরসুন্দরী আপন বেশ ভূষা ও আহার শয়নাদির কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি যৎসামান্য তণ্ডুল গ্রাস ব্যতিরেকে আর কিছুই আহার করিতেন না। সামান্য পরিধেয় ব্যতিত মহার্হ বসন পরিতেন না, এবং শিব-মন্দিরের মসৃণ শিলাতল ভিন্ন অন্য শয্যায় শয়ন করিতেন না। পূর্ণচন্দ্র লোক মুখে এ সকল শুনিলেন। গ্রামের লোকেরা কাণাকাণি কত কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল সুরসুন্দরী সন্ন্যাসব্রত আশ্রয় করিয়াছে। কেহ বলিল উহাঁর সঙ্গে যে সন্ন্যাসী আসিয়াছেন উহাঁর উপদেশে সুরসুন্দরী ভৈরবী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইল। উইলের প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে সুরসুন্দরীর বিষয় সম্পত্তির উপর দান ক্রিয়াদির ক্ষমতা ছিল। অতএব

তিনি এক্ষণে নিত্য দান আরম্ভ করিলেন। নানা দেশে তাঁহার নাম ঘোষিত হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে দরিদ্র বিকলাঙ্গ কন্যাভারগ্রস্ত বিপদাক্রান্ত জনগণ আসিয়া তাঁহার নিকট যথোপযুক্ত সাহায্য পাইতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালাল উকীল হইল।

উইলিয়ম্‌স্ কিছু দিন রেলওয়ে কোম্পানির অধীনে সম্মানের সহিত কার্য্য করিলেন। তার পর তিনি সহসা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন কেহই জানিল না। হীরালাল আর তাঁহার পত্র পান না। এ জন্য তিনি অতিশয় দুঃখিত। এদিকে হীরালালের মহাবিপদ উপস্থিত। মিস লুইস্ তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই আসিতে লাগিলেন। স্ত্রীজনোচিত নানাবিধ কমনীয় গুণে হীরালাল আকৃষ্ট হইলেন। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মিস্‌কে বিবাহ করিবেন, কি স্বধর্ম্মে থাকিয়া সুখে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। এদিকে পূর্ণচন্দ্র উপর্য্যুপরি পত্র লিখিতেছেন "তুমি আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি না, অবিলম্বে জানাইবে। আমি আর তাহাকে অনূঢ়া অবস্থায় রাখিতে পারি না। তুমি স্পষ্ট উত্তর দিলে আমি বিহিত বিধান করিব।" হীরালাল ভাবিয়া ভাবিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অন্য দিকে মিশন কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে একটী জনরব উঠিল। হীরালালের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল। অনেকেই মিস লুইসের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার চরিত্রে কালিমা লেপন করিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবর্গ ক্রমে তাহা শুনিলেন। অবিলম্বে হীরালাল কর্ম্মচ্যুত হইলেন। নির্দ্দোষী হীরালাল কর্ম্মচ্যুত হইয়াও বিশেষ দুঃখিত হইলেন না। এ দুঃখের বার্ত্তা জানাইবারও লোক ছিল না। আত্মীয়ের মধ্যে একজন পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির অনেক নষ্ট হইয়াছিল। নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই সময়ে

সুযোগ পাইয়া তাঁহার পিতার এক পরম বন্ধু (যিনি নাবালকের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন) অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন। হীরালাল আর পরের চাকরী করিবেন না স্থির করিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া হীরালাল সম্মানের সহিত আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তিনি আহ্লাদিত মনে পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া কোন জেলার কোর্টে ওকালতী করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

প্রেম প্রত্যাখ্যান।

আশার প্রদীপ মম নিবে কেন নিবে না
বুঝিতে না পারি আমি আশার এ ছলনা ;
সংসার শশ্মান মত,
প্রিয় পরিজন হত,
শুষ্ক তড়াগের মত হৃদয় আমার,
তবুও তাহাতে কেন আশার সঞ্চার ?
এ জীবনে যেই সুখ আর নাহি ফিরিবে,
এ আঁখি সে সব মুখ আর নাহি হেরিবে ;
হৃদয়ের যে বাসনা,
কভু মোর পুরিবে না,
তবু তার তরে কেন হৃদয় আকুল,
আশার কুহক জালে নবীন মুকুল।
আশার প্রদীপ মম তাই বুঝি নেবে না,
কত দুঃখ আছে ভালে তাও আমি জানি না ;
আশার আবর্ত্ত বেড়ে,
মুগ্ধ হয়ে আছি পড়ে,

তাই সদা সহি এত আশার ছলনা,
আশা যে ছাড়িলে পরে ফুরাবে যাতনা।
কত কষ্ট হয় হায় সেই মুখ স্মরণে,
সেই মুখ ভুলিব না কভু এই জনমে ;
কত দিন তার সনে,
যাপিয়াছি এক স্থানে,
উভয়ে মনের কথা কহিয়াছি কত,
হায় রে সে সব কথা স্বপনের মত।
নিবুক আশার দীপ আর ভাল লাগে না,
মরীচিকা প্রলোভিত হ'তে আর পারি না ;
দাও প্রিয়ে নিবিবারে,
জ্বালিওনা আর তারে,
বিশুষ্ক আশার বৃক্ষে হ'ক্ বজ্রপাত,
পাষাণে অশনিপাতে কি আর আঘাত।
হবে না আমার তুমি আমি মনে জেনেছি,
দুরাশা আমার প্রেমে আমি তাহা বুঝেছি ;
কুহুকী আশার মোহে,
কাজ কি বাঁচিয়া দোঁহে,
আশা ছাড় আশা ছাড়ি কাজ নাহি আর,
নিরাশ জীবন প্রিয়ে তোমার আমার।
অদৃষ্টের অত্যাচার শত শত সয়েছি,
অনন্ত দুঃখের স্রোতে আমি হায় পড়েছি ;
এ দুঃখ সাগর পার,
হতে সাধ্য নাহি আর,
জীর্ণ তরি জোড়া দিতে করনা যতন,
অনন্ত জলধি তলে হই নিমগন।
কত মাস কত বর্ষ আশার ছলনে,
ধরিতেছি এই দেহ জান তাত লুলনে ;

কিন্তু আশা না পুরিল,
নিরাশ জীবন হ'ল,
হলে না আমার তুমি, হব না তোমার,
আশার প্রদীপ তবে জ্বালিও না আর।
পঙ্কিল প্রণয়—তুমি এই পাঁকে পড় না,
সাধ ক'রে হলাহল নিজ হাতে খেও না ;
যদি ভাল বাস মোরে,
তাহলে এরূপ ক'রে,
বার বার কুআশার কোয়াসা করিয়ে,
অন্ধ ক'রে কাজ নাই আমারে মজায়ে।
জান ত সকলি তুমি—বেশি বলা সাজে না,
নিবুক আশার দীপ আর তারে জেল না ;
কলঙ্কে না হ'য়ে কাল,
আঁধার জীবন ভাল,
পারিব সহিতে আমি তব অদর্শন,
চাহিনা চেওনা আর এরূপ মিলন।
সত্য—নিষ্ঠুর অভাগা কিন্তু কেন তুমি জান না,
সহজে অবলা একে ভবিষ্যৎ ভাবনা।
হৃদয়েতে আজি মোর,
সংগ্রাম কিবা যে ঘোর,
হতেছে কেমনে তাহা তোমারে দেখাব,
কত যে বিঁধিছে শেল তোমারে জানাব।
আমার অদৃষ্ট তরে মুহূর্ত্তেক ভাবি না,
আমার নিরাশ প্রাণে কষ্ট আর জানি না ;
ভাবি শুধু তোমা তরে,
প্রাণ যে কেমন করে,
করিতে তোমার এই প্রেম প্রত্যাখ্যান,
হৃদয়ে বহিছে মোর সহস্র তুফান।

জানি মনে পুরুষের নাহি কোন ভাবনা,
রমণী হৃদয় মত স্থির কভু রয় না ;
নানা বস্তু পৃথিবীতে,
পুরুষে ব্যস্ত রাখিতে,
আছে সত্য, কিন্তু হায় রমণীর মন,
জীবিত প্রণয়ে রয় প্রণয়ে মরণ।
হৃদয়ে নীরবে আমি ওই মূর্ত্তি পূজিব,
জগতে এ কথা আমি কভু নাহি জানাব ;
জানাইব বিধাতারে,
তুমিও জানাও তাঁরে,
জনমিতে হয় যদি মরিলে আবার,
এইরূপ জন্ম যেন নাহি হয় আর।

ছাত্র-শিক্ষা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।

জগদীশ্বরের অপরিসীম ক্ষমতা এবং অত্যাশ্চর্য্য কৌশল যেরূপ মনুষ্যের মন দ্বারা জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। এই-মন শিক্ষিত হইয়া অনন্ত কালের সুখের অধিকারী হইবার জন্য এ জগতে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার বৃত্তি সকল এই স্থানে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয় এবং যে সকল শক্তি মনের অনন্ত কালের সহচর, সেই সকল শক্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। এতাদৃশ ক্ষমতাবান্ মনের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ইহসংসারে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া এতদূর উন্নতির পথে আরোহণ করিবে যে, এইক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগের সময় কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতে না হয়।

মহাযোগী শুকদেবের ন্যায় কয়জন ব্যক্তি ভূমিষ্ট হইয়া বৈরাগ্যের চরম সীমায় একেবারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন? কয়জন ব্যক্তি সেক্সপিয়র ও

কালিদাসের ন্যায় বিনা শিক্ষায় কবিকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। অতএব পৃথিবীতে এরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। অধিকাংশ ব্যক্তিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উৎসাহ, সাহায্যের নিমিত্ত উপদেশ এবং পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রদর্শনের আবশ্যক করে। যে সকল কার্য্য ছাত্রদিগের করা কর্ত্তব্য এবং যাহা বজায় করিব বলিয়া মনে মনে আশা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কয়টি কার্য্য বজায় রাখিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে কয় জন ব্যক্তি পারে? ইহার কারণ এই, যে জ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করা যায়, সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাহারা বৃথা অধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকে। আমি যখন বাল্যকালের পঠদ্দশার অবস্থা একবার স্মরণ করি, তখন দেখিতে পাই যে কত সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি। যে সময়কে রীতিমত সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আমি অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম, সেই সময় কুসংস্কার এবং কুঅভ্যাসের দাস হইয়া বিফলে ব্যয় করিয়াছি। যখন আমি কোন বিদ্যালয়ের সম্মুখ দিয়া গমন করি, তখন সেই স্থানে কিঞ্চিৎ কাল দণ্ডায়মান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে থাকি যে হায়! যদি আমি বাল্যকালে বর্ত্তমান বহুদর্শীতার সহিত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিতাম, কিম্বা যে প্রবন্ধটী এক্ষণে আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, এরূপ কোন প্রবন্ধ সে সময়ে আমার হস্তে পতিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিত সন্দেহ নাই। আমার এই প্রবন্ধটীতে বোধ করি ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে, কারণ আমি আমার বহুদর্শিতা দ্বারা সেই সকল অভাব অনুভব করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ছাত্রদিগের যেন ইহা নিশ্চয় স্মরণ থাকে যে, যে চরিত্র এক্ষণে তাহারা অবলম্বন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছে সেই চরিত্র তাহাদিগের জীবনাবধি থাকিবে। ছাত্রদিগের পরস্পরের উপর পরস্পরের যে প্রকার মনের ভাব এক্ষণে আছে বৃদ্ধ বয়সে কখনই পরিবর্ত্তন হইবার নহে। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে আপনাদিগের চরিত্রাক্রান্ত দোষের নিমিত্ত যে আরোপিত নাম সকল করিয়া থাকে তাহা তাহাদিগের সমধ্যায়ী কখনই বিস্মরণ হয় না। পঠদ্দশায় যে ছাত্রের যে প্রকার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং মানসিক বৃত্তি জীবনের

নিকট গমন করে, চিকিৎসক তাহাকে চস্‌মা ব্যবহার করিতে বলে, মুষিক বহু দিন চক্ষে চস্‌মা ধারণ করিয়া চক্ষুটী হারাইয়া ছিল। মনুষ্যের পক্ষে ইহা উপকারী বটে কিন্তু মুষিকদিগের পক্ষে নহে।

যদি কখন তোমরা কোন অধ্যবসায়শীল শিক্ষিত ব্যক্তিকে তাঁহার সময়ের সদ্ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তিনি বলিবেন যে অনেক তাহার বিফলে ব্যয় হইয়াছে। তিনি যদি সেই সকল সময় রীতিমত ব্যবহার করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি বেকণ বা নিউটনের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

ক্রমশঃ।

নব-মৃণালিনী।

১

লজ্জাশীলা অয়ি মৃণালিনি!
সু-নীল সলিল-তলে,
চির দিন ডুবে র'লে,
কেন বল দেখি বিনোদিনি!

২

সুমধুর মন্দ মন্দ বাতে,
ও কোমল দেহখানি,
ভাঙ্গে ভাঙ্গে অনুমানি,
তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে।

৩

বড় লজ্জাশীলা তুমি সতি!
শীতে স্নিগ্ধ অম্বু-তলে,
থাক তবু কভু স্থলে,
নাহি দেখা দেও, গুণবতি!

৪

পাছে কেহ দেখে দেহ খানি;
তাই ভাবি মৃণালিনী!

জল-তলে একাকিনী
কর বাস, মনে অনুমানি।

৫

কিন্তু তব লজ্জার কারণ,
আছে, আছে, সুহাসিনি!
আমি তাহা ভাল জানি,
—দেহেতে কণ্টক-অভরণ!—

৬

দেহে তব কণ্টক-ভূষণ।
তাই লজ্জা মনে গণি,
জল-তলে তুমি, ধনি,
কর বাস বলনা কেমন?

৭

কিন্তু বঙ্গ-সরে মৃণালিনী;
আছে কত শত শত,
লুকাইয়া অবিরত,
থাকে তারা দিবস রজনী।

৮

নাহিক কণ্টক কারো গায়,
ললিত লাবণ্য মাখা,
সে দেহ অম্বরে ঢাকা,
মৃণালিনী! নিয়ত লজ্জায়!

৯

হাসে সদা সুমধুর হাসি;
কথা কয় মধু স্বরে

অমৃত অধরে ক্ষরে,
যাহা আমি বড় ভালবাসি।

১০

তোমা হ'তে ভাল ব'লে জানি,
বঙ্গ-সরসীর জলে,
দোলে সোহাগের বলে,
লাবণ্যের নব-মৃণালিনী।

১১

তুমি বিষধরীর আশ্রয়!
ফণিনী কুণ্ডলি করি,
তোমার চরণে ধরি,
নিরন্তর তারা সুখে রয়।

১২

ইহা কিছু কভু ভাল নয়,
ক্রূরা কাল-কূটে ভরা
ভুজঙ্গী সঙ্গিনী করা,
জেন তুমি অন্যায় নিশ্চয়!

১৩

সঙ্গ-দোষ ভয়ানক অতি;
যে যেমন সঙ্গকরে,
তারে সঙ্গী-দোষ ধরে,
ক্রূরা তুমি তবে ভবে, সতি!

১৪

কিন্তু নব মৃণালিনী যত,
নাহি ক্রূর সঙ্গে রয়,

ক্রূরতায় করে ভয়,
নম্রতায় নিরন্তর নত!

১৫

বচনে চলনে ক্ষরে মধু
সারল্য মাখান মুখ,
হেরিতে অপার সুখ,
নব-মৃণালিনী—বঙ্গ-বধূ!

পিশাচী।

—ss—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা। রাত্রি চারিদণ্ড অতীত হইয়াছে। আকাশে মেঘ মাত্র দৃষ্ট হয় না। মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছে; বায়ু ভরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাবলি তরুশিরে নিত্য করিতেছে। পক্ষিগণ কুলায়ে বসিয়া প্রীতমনে সুললিত গীত গাইতেছে। চকোর দম্পতি শূন্যমার্গে সুধাপান করিয়া ক্ষুধাদূর করিতেছে।

শ্রীরামপুর নিবাসী প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায়, স্বীয় অট্টালিকার ছাদে পদচারণ করিয়া বেড়াইতেছেন। বিষণ্ণ বদনে প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বিষাদ সম্ভূত এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। কখন দন্তদ্বারা নিজ অধর দংশন করিতেছেন, কখন বা অস্ফুট স্বরে দুই একটি বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, ভালস্থ ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তা-ফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, পবনদেব উহা হরণ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন কিন্তু প্রিয়মাধব বাবুর অলক্তক রাগ রঞ্জিত বিস্ফুরিত নয়ন প্রহরীর ভয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। পবনদেব! অধিক ব্যস্ত হইবেন না।

ক্ষণকাল এই রূপে অতিবাহিত হইলে তিনি ম্লান বদনে তথায় উপ-

বেশন করিলেন, অনিবার্য্য চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

হায়! পৃথিবীতে আমি কি অসুখী! স্নেহময়ী মাতা, ও প্রাণোপমা প্রিয়তমাকে ত্যাগ করিয়া কল্য প্রাতে আমাকে বিদেশযাত্রারূপ অপার দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে। ঐ চকোর আপনার প্রিয়তমাকে সঙ্গে লইয়া পরম সুখে রজনী যাপন করিতেছে, আজীবন ঐরূপ সুখেই অতিবাহিত করিবে কিন্তু এই অভাগা কল্য নিজে প্রাণ তুল্য প্রিয়তমাকে অকূল বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া তুচ্ছ অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে গমন করিবে। উঃ! জগদীশ্বর! এই দুর্ভাগা বাঙ্গালিজাতিকে এই প্রকার যন্ত্রণা দিবে বলিয়াই কি আমাদিগকে এত দরিদ্র করিয়াছ? ভাল দরিদ্র হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই দাসত্বজীবন বাঙ্গালি হৃদয়ে, দয়া মমতা, স্নেহ প্রেম কেন দিয়াছ! উঃ! কি যাতনা।

প্রিয়মাধব বাবু নীরব। সহসা তাঁহার পশ্চাদ্দিকে ঠুন ঠন্ করিয়া শিঞ্জিনী শব্দ হইল। তদীয় পত্নী বিনোদিনী পতির নিকট আগমন করিল। পতিকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে ম্লান মুখে উপবেশন করিল। স্বামী নিজ পত্নীর কোমল করপল্লব ধারণ পূর্ব্বক কাতর ভাবে বলিলেন;—বিনোদিনি।

বিনো। নাথ!

প্রিয়। বলদেখি এই সংসারে সুখ কি?

বিনোদিনী পতিকে সাশ্রু নয়ন দেখিয়া সজল নয়নে বলিল আমাদের সুখ মৃত্যু!

আর তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। স্বামী ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পতি তাহাকে শান্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এরূপ অবস্থাতে তাঁহার অধিকক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করা কঠিন হইয়া উঠিল। বিদেশবাসী চাকরিপরায়ণ প্রেমিক পাঠক! প্রিয়মাধব বাবুর বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লেখকের বোধ হয়, অধিক মসীব্যয় করিতে হইবে না।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল। প্রিয়মাধব বাবু যথা সময়ে আহারাদি করিয়া নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিনোদিনী তথা পান সাজ করিতেছিল অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া স্বামীর হস্তে পান দিবার সময় তাহার বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা ঠক করিয়া পতিত হইল; চিন্তাকুল বিষাদ মলিন স্বামীর কর্ণে সে শব্দ পৌঁছাইল না। বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ উহা কুড়াইয়া লইল।

প্রিয়মাধব বাবু বিনোদিনীর নিকটে দাঁড়াইয়া স্নেহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন, থাকৃতে পারবেত?

বিনো। তুমি কেন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চলনা। আমি একা কখনই থাকৃতে পারব না।

প্রিয়। নিয়ে যেতাম তাহলে বৃদ্ধা মাতার কে সেবা করবে!

এই কথায় বিনোদিনী অধোমুখে রোদন করিতে লাগিল। তাহার পতি তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল। আতট পূর্ণ ভাগীরথী বক্ষবহিয়া অপরাহ্নে এক খানি ক্ষুদ্র তরনী যাইতেছে। গগনতল তরল মেঘাচ্ছন্ন। মেঘছায়া পতিত হওয়ায় গঙ্গা অতি রমণীয় সুসমা ধারণ করিয়াছে।

নৌকামধ্যে একটি যুবক ও একটি যুবতী মাত্র।

যুবতীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক হইবে না। গৌরাঙ্গী, মধ্যমাকার, হস্ত পদাদি গঠন কমণীয় ও সুগোল। অধরোষ্ঠ লাল ও হাঁসিমাখা। চক্ষু দুইটি বিশাল নীল ও চঞ্চল। কটাক্ষ বড় তীব্র। ফলতঃ যুবতী আহামরি সুন্দরী না হউক, সুন্দরী বটে; যেহেতুক আমরা অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে যুবতী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে গমন করিত কত তরল বয়স্ক যুবক হা করিয়া ও প্রৌঢ়গণ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাহার সৌন্দর্য্য শোভিত দেহ খানি দেখিতেন।

যুবতী যুবককে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবে এমন সময় যুবক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখ দেখি প্রিয়ে! গঙ্গার কি সুন্দর শোভা! পূর্ণাবস্থা কি মনোহর! দেখ তোমার পূর্ণ যৌবনই আমায় উন্মত্ত করিয়াছে। ঐ দেখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলি নদী বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পবন দেব ভাগীরথীর শীতল জলে স্নান করিয়া কেমন সুখস্পর্শ হইয়াছে।

যুবতী যুবকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। সহসা যুবকের মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ প্রেমের হাঁসি হাসিল। তৎসহ তীব্র কটাক্ষশর নিক্ষেপ করিতে ভুলিল না। যুবকের স্বভাব-দর্শন বন্ধ হইল। হাঁ করিয়া যুবতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী তাঁহার চিবুকে হস্ত দান করিয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল;

"এখন আমরা কোথা যাব?"

যু। তার ঠিক্ নেই।

যুবতী। "এরূপ করে বেড়ালে, তুমি কত টাকা এনেছ যে অনেক দিন চল্‌বে?"

যু। কেন তুমি!

যুবতী। "আমিত নগত টাকা কিছুই আন্তে পারিনি; যে সোনা রূপা এনেছি তার মূল্য দশ টাকার বেশী নয়।"

যুবক বিস্ময় সহকারে বলিলেন,

"আমি মনে ভাবিয়া ছিলাম চার পাঁচ শ টাকা আনিবে।"

যুবতী। তা পাইনি। যাহক্ তুমি কি এনেছ? "পঞ্চাশ টাকা মাত্র?"

এই বলিয়া যুবক পাঁচ পাঁচ করিয়া পঞ্চাশ টাকা দশ বারে যুবতীর করে অর্পণ করিলেন। যুবতী স্মিত মুখে তাহা গ্রহণ করিয়া আপনার কাপড়ের পুঁটলির ভিতর বাঁধিয়া রাখিয়া দিল।

ক্রমে গোধূলি আসিয়া উপস্থিত হইল। রবিদেব সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামাশায় নদীবক্ষে স্বীয় স্বর্ণাসন বিস্তৃত করিলেন, পক্ষীগণ তদীয় শ্রমাপনোদনার্থ সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিবিড় তমসাচ্ছন্ন গভীর নিশি। নিস্তব্ধতা অপ্রতিহত প্রভাবে গ্রামে, নগরে ও প্রান্তরে রাজত্ব করিতেছে। কাটোয়া গ্রামের একটি গৃহে নবীনকৃষ্ণ

বাবু নামক জনৈক পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবক রুগ্ন শয্যায় শায়িত। গৃহে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। নিকটে একটী রমণী বই আর কেহই নাই। নবীনকৃষ্ণ বাবুর পীড়া অতিশয় কঠিন। মুহুর্ম্মুহু ঔষধ সেবন করান হইতেছে। রোগীর সম্পূর্ণ বিকার।

রমণী নবীনকৃষ্ণের কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল

"দুধ খাবে?"

নবীনকৃষ্ণ বাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন

"খাব"

দুগ্ধ পান করিয়া যুবকের শরীর কিছু সবল হইল। সজল নয়নে রমণীর মুখ পানে চাহিলেন। স্থির বিশাল নীল নয়ন হইতে অশ্রু ধারা বিগলিত হইল। যুবতী অঞ্চল দ্বারা তাহা মুছাইয়া নীরবে থাকিতে ইঙ্গিত করিল। যুবকের কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, সে তাহা বলিতে দিল না। রোগী ক্রমে নিদ্রিত বা হত চেতন হইয়া পড়িলেন।

নবীনকৃষ্ণ নীরব হইলে ক্ষণপরে রমণী দুই তিন বার তাহাকে আহ্বান করিল, যখন কোন উত্তর পাইল না তখন গৃহ হইতে একটি বস্ত্রের পুঁটলি লইয়া দীপ নির্ব্বাণ করত, দ্বার শৃংঙ্খল বদ্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদ বিক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এ গৃহে রমণী তাহার জীবনে দ্বিতীয় বার পদ বিক্ষেপ করে নাই।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

পদ্যমালা। জনৈক বঙ্গমহিলা প্রণীত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক কলিকাতা রামবাগানে প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। বঙ্গমহিলা প্রণীত বলিয়াই এই পুস্তক খানির সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অস্মদ্দেশীয় কোন মহিলাকে পুস্তক লিখিতে দেখিলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে বঙ্গ মহিলাগণ অদ্যাপি উপযুক্তরূপ বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই এখন ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ

অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে—কত দিনে যে সেই নিবিড় অন্ধকার রাশি সরিয়া যাইবে—বিদ্যার বিমল জোতি প্রসারিত হইবে বলিতে পারিনা—সেই নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার মধ্যে আলোকের চিহ্নমাত্রও দেখিলে যে মনে আশার সঞ্চার হইবে—হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়াউঠিবে তাহার আর বিচিত্র কি? তবে কেন আমরা এই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হই? এস ভাই বঙ্গবাসিগণ যাহাতে আমরা আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগনের মনের অন্ধকার ঘুচাইতে পারি—যাহাতে তাঁহারা অমূল্য বিদ্যাধন অর্জ্জন করিয়া হৃদয়ভাণ্ডার সাজাইতে পারেন সে বিষয়ে প্রাণপণ করি। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে কত শত মহিলা আমাদের এই "পদ্যমালা" রচয়িত্রীর ন্যায় বঙ্গ সাহিত্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকিবেন। বিদ্যালাভ না করিলে কে আজ এই অন্তঃপুরবাশিনী গ্রন্থকর্ত্রীকে জানিতে পারিত কেইবা তাঁহার এই "পদ্যমালা"পাঠে মুগ্ধ হইয়া যশোগানে প্রবৃত্ত হইত?

এই পুস্তক খানিতে অনেক গুলি কবিতা আছে ও তাহার মধ্যে "অবোধমন" "দরজিলিং" "প্রবাসীর বিলাপ" "কলিকাতা" প্রভৃতি কয়কটী অতি চমৎকার হইয়াছে। "অবোধ মনের" একস্থলে লিখিত হইয়াছে—

কি কারণে এত তুমি দিতেছ বাহার,
কার তরে পর গলে গজমতী হার;
কাহাকে করিয়া মনে
সদা সুখী হও প্রাণে,
জাননা জগতে স্থায়ি নাহিক তাহার।
পরিয়া মুকুতা মালা
কেনরে সাজাও গলা,
শুনরে অবোধ মন কিছু দিন পর
স্নেহের যতেক ধন হবে ছারখার।"
"কার তরে ঝরে তব নয়নের নীর,

কার তরে হও তুমি ভাবিয়া অস্থির।
এত স্নেহ ভালবাসা,
কেন এত মিথ্যা আশা,
মায়াতে মোহিত হয়ে ঘোর দ্বার দ্বার।
কাহাকে বাসিয়া ভাল,
বল তুমি সদা কাল,
কি লাগি অবোধ মন যাতনা তোমায়,
কি হেতু উথলে উঠে শোক পারাবার।"

সংসারে স্ত্রীর স্বামীই একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা স্বরূপ। স্বামীর সোহাগে সোহাগিণী হইলে—স্বামীর ভালবাসা পাইলে পতিব্রতা কামিনী জগতে আর কিছুই চাহেন না—সকলই তুচ্ছজ্ঞান সকলই অসার বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। অন্নাভাবে শীর্ণকায়—বস্ত্রাভাবে শীতার্ত্ত হইয়া পর্ণকুটীরে বাস করিলেও কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করেন না। সেই স্বামীর সোহাগ—সেই পবিত্র প্রণয়ও আমাদের গ্রন্থকর্ত্রীর নশ্বর বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে—এই পার্থিবসুখে সুখী হইতে তাঁহার বাসনা নাই—যাহাতে এই সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথ অবলম্বন করিয়া সর্গীয় সুখে সুখী হইতে পারেন তাহার জন্য অবোধ মনকে হিতশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বাগাড়ম্বরপ্রিয় স্ত্রীজাতীর এইরূপ সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া কেনা চমৎকৃত হইবেন?

যে কুলকামিনী কখন অন্তঃপুরের বাহির হন নাই নদ নদী পর্ব্বত প্রভৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া যে তিনি বিমোহিত হইবেন তাহাতে আর সংশয় কি? আমাদের গ্রন্থকর্ত্রী দরজিলিং আসিয়া যে সকল সুন্দর পদার্থ দেখিয়াছেন "দরজিলং" শীর্ষক কবিতাটিতে তাহাই লিখিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেখানে ইংরাজেরা পাহাড় কাটিয়া গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মস্তকোপরি আকাশ মণ্ডলে অসংখ্য তারকাপুঞ্জ ঝিকমিক করিতেছে। নিম্নে চতুর্দ্দিকে যে দিকেই তিনি দৃষ্টি ফিরাইলেন তারকার দীপ সকল জ্বলিতে

দেখিতে পাইলেন—ভাবিলেন যেন আকাশ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে। তিনি লিখিলেন——

"বড় বড় গৃহতলে, রাত্রিকালে আলো জ্বলে,
দূরহতে তারা যেন হেরি ॥
উপরে দেখিতে পাই, নীচেও দেখিলে তাই,
তারা হেন করি দরশন।
আকাশ সমান যেন, হইয়াছে ত্রিভুবন,
কোথায় না হেরিছি এমন ॥

স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া—বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ভক্তিরসে গলিয়া গেল—তিনি লিখিলেন—

"যে করেছে গিরিবর, করি তাঁরে নমস্কার
কৃতাঞ্জলি হইয়ে শত শত।
ধন্য তাহাঁর মহিমা, বেদে যাঁর নাহি সীমা;
ক্ষুদ্রজীব আমি কব কত।"

অস্থিরচিত্ত স্ত্রীজাতীর মধ্যে এরূপ ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া কেনা বিস্মিত হইবেন?

আর দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিবার মানস থাকিলেও বাহুল্যভয়ে আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল। এক্ষণে এইপুস্তক সম্বন্ধে দুই একটি কথায়এই সমালোচনার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। এই পুস্তক খানি যে সর্ব্বতোভাবে সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আশা করি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন। দুই এক স্থলে যে দোষ ঘটিয়াছে প্রকাশক মহাশয় যেন দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দেন।

শ্রী

শ্রীদীননাথ...

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১৷৷০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৶০	...	...	১৶০
ত্রৈমাসিক	৷৷০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৵০ হিসাবে ডাক মাসুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ন, পৌষ, সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

	পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	২১৭
পিশাচী	২৩১
উচ্চাভিলাষ	২৩৮
নির্ব্বেদ	২৪৫
পদ্মাবতী	২৪৮
কেন কাঁদে	২৭২
অর্থ কি	২৭৫
প্রাচীন হিন্দুদিগের রাজ্য শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৮০

কলিকাতা।

গ্রেটমার্কেণ্টাইল প্রেস।

১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট্, এ, এল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কোম্পানী দ্বারায় মুদ্রিত।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

অতিথির মূল্যের নিয়ম।

	অগ্রিম			পশ্চাদ্দেয়
বার্ষিক	১।৷০	...	...	২৲
ষান্মাসিক	৸৶০	...	...	১৶০
ত্রৈমাসিক	।৷০	...	...	৸০

ইহা ভিন্ন মফস্বলের গ্রাহক গণের মাসিক ৴০ হিসাবে ডাক মাশুল লাগিবেক।

কলিকাতা।
অতিথি কার্য্যালয়,
১৬নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট।

শ্রীজ্ঞানাভরণ মুখোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ।

অতিথি।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ন, পৌষ, সন ১২৮৯ সাল।

সূচী।

				পৃষ্ঠা।
সুরসুন্দরী	...	...	...	২১৭
পিশাচী	...	...	...	২৩১
উচ্চাভিলাষ	...	...	...	২৩৮
নির্ব্বেদ	...	...	...	২৪৫
পদ্মাবতী	...	...	...	২৪৮
কেন কাঁদে	...	...	...	২৭২
অর্থ কি	...	...	...	২৭৫
প্রাচীন হিন্দুদিগের রাজ্য শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ				২৮০

কলিকাতা।

গ্রেটমার্কেণ্টাইল প্রেস।
১৬ নং ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট, এ, এল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কোম্পানী দ্বারায় মুদ্রিত।

PUBLISHED BY MESSRS ROY & FRIENDS, BEHALAH.

সুরসুন্দরী।

ত্রিংশ-পরিচ্ছেদ।

তেজস্বিনী।

কলিকাতার একটী সুরম্য অত্যুচ্চ খ্রীষ্টিয় উপাসনামন্দিরে মিস লুইস বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। সায়ংকালীন মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণ গবাক্ষ দ্বার দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক মিস্ লুইস ও অন্যান্য ইংরেজ মহিলার অলকদাম লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। সেই পবিত্র উপাসনা মন্দিরে সকলেরই হৃদয় পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়াছিল। সকলেরই চক্ষু ও মুখমণ্ডল ধর্ম্ম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল। সকলেই পার্থিব শোক দুঃখাদি বিস্মৃত হইয়া সেই পরম পিতায় চিত্ত নিয়ম করিতেছিল। দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী শুক্লকেশ অশীতিবর্ষ দেশীয় একজন বৃদ্ধ আচার্য্য অতি সুমধুর স্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিল। সকলেই একাগ্রচিত্ত। কেবল তন্মধ্যে একজন বিংশবর্ষীয়া পূর্ণ যৌবনা রমণীর মুখমণ্ডল তাহার আন্তরিক যন্ত্রণার পরিচয় দিতেছিল। রমণীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, নয়নদ্বয় স্থির, বোধ হয় হৃদয়ে উল্লাস নাই। কে সেই রমণী? মিস্ লুইস্ ভিন্ন আর কে হইতে পারে?

ধর্ম্ম সংগীতাদি সমাপ্ত হইল। সুমধুর বাদ্যযন্ত্র নীরব হইল। সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া গির্জ্জার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে আসিয়া স্ব স্ব যানে কেহ বা পদব্রজে বাসস্থানাভিমুখে চলিয়া গেল। কেবল একটী রমণী গির্জ্জার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একাকিনী পদচারণ করিতে লাগিলেন। মিস্ লুইস্ উদাসহৃদয়ে ঝাউবৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করতে করিতে এক একবার পবিত্র উপাসনা মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল। সায়ংকালীন সমীরণ বিশাল ঝাউবৃক্ষের মধ্য দিয়া অস্ফুট স্বরে কি দুঃখের গান গাইতেছিল। মিস্ লুইস্ সে গান শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইলেন। ধীরে ধীরে উপাসনা মন্দিরের বিশাল প্রস্তরনির্ম্মিত শীতল সোপানোপরি উপবিষ্ট হইলেন। একটুকু বিশ্রাম করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—হীরালাল অদ্য এই উপাসনালয়ে আসিবেন বলিয়া ছিলেন—কেন আসিলেন না? পাদ্রি আমাকে হয়ত মিথ্যাবাদী মনে করিলেন। হীরালাল সত্যবাদী হইয়া কেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন? হৃদয়! শান্ত হও, অস্থির হইও না—এই কয়েক দিনের অদর্শনে যে রূপ বিহ্বল হইয়াছ—ঈশ্বর না করুন— হীরালালের সহিত মিলিত জীবন না হইলে তুমি কি রূপে জীবন যাপন করিবে?

মিস্ লুইস্ এক একবার এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। সেই নিশ্বাস-বায়ু ঝাউগাছের প্রবল বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে। সহসা মিস্ লুইস রাজপথ পানে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন একটী দেবমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথের পথিক হইল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। হীরালাল দ্রুতবেগে ধর্ম্মমন্দিরাভিমুখে আসিতেছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ইউরোপীয়ের ন্যায়। মিস্ লুইস্ অগ্রগামিনী হইয়া করধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সম্বর্দ্ধিত হীরালাল বিষণ্ণ মুখে কহিলেন "তুমি এখনও এখা ন আছ?"

মিস্। কেন থাকিব না? তোমার যে আজ আসিবার কথা ছিল এস নাই কেন? সে জন্য এখন পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতেছি।

হীরা। আমি আসি নাই কেন তাহা জিজ্ঞাসিতেছ?—তাহা বলিব।

মিস্। হীরালাল, তোমার মুখ মলিন কেন? তুমি আজি এভাবে আমাকে কেন উত্তর দিতেছ?

হীরা। এই সপ্তাহ মনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। তাহার ফল শুনিবে? মিস্ লুইসের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল। ভয়ে বিস্ময়ে কহিলেন "শুনিব"

হীরা। আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিব না—তোমাকেও বিবাহ করিব না আমার প্রধান হৃদয় বন্ধু পূর্ণ বাবু আমার মন ফিরাইয়াছেন; তাঁহার যুক্তি অকাট্য। আমি পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিব না। প্রসাধিকা ত্যাগ করিয়া যবনী বিবাহ করিব না, স্থির করিয়াছি।

মিস্ লুইস্ চীৎকার করিয়া ধীরে ধীরে ঝাউবৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। একবার অস্ফুট স্বরে কহিলেন, হীরালাল, কি অপরাধ? হীরালাল উত্তর দিলেন না। গম্ভীরভাবে চিন্তাকুল চিত্তে ঝাউবৃক্ষতলে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া হীরালাল মিস্ লুইসের নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার কোমল কণ্ঠে কহিলেম 'বিবি আমার প্রিয়বন্ধু পূর্ণ বাবু বলেন যে বিলাতের আইবী লতার সহিত বঙ্গের সহকার বৃক্ষের কদাচ তুলনা হইতে পারে না—কিন্তু কি করি—সকল কথা স্পষ্ট বলা ভাল। আমিত তোমার স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম—কিন্তু এই সাত দিনে হৃদয় ফিরাইয়াছি। তুমি চেষ্টা করিলেও আমাকে অনায়াসে ভুলিতে পারিবে, আমার এরূপ বিশ্বাস আছে।'

মিস লুইস্ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে ঝাউবৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন পরে অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন হীরালাল তোমার হৃদয় নাই—তুমি হৃদয় শূন্য? বলিতে বলিতে নয়ন বাষ্পভরে প্লাবিত হইল। বিবি ক্রন্দন অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "হীরালাল তোমার নিজের বিচারশক্তি নাই—তোমার বন্ধু যাহা বলিবেন তাহাই তোমার শিরোধার্য্য হইবে—ইহা অতি বিচিত্র কথা। কিন্তু যাই হউক—এই পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখে তুমি আজ আমায় যে কথা বলিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিলে, এ হৃদয় পুনঃ নির্ম্মিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমিও এই পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরসম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জন্মে আর কাহাকেও ভালবাসিব না। হীরালাল তুমি বাঙ্গালী যুবক। বাঙ্গালী যুবকের ভালবাসা অস্থায়ী তাহা আমি জানিতাম না। জানিলে তোমার ভালবাসা এতকাল হৃদয়ে সযতনে পোষণ করিতাম না। আমার ভালবাসার উত্তম প্রতিফল হইয়াছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। বিদায় দাও আমি চলিলাম। এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ইংরাজ মহিলা দ্রুতপদে যাইবার উপক্রম করিলেন। হীরালাল একবার বাধা দিলেন—বলিলেন ক্ষণেক অপেক্ষা কর আমার গুটিকতক কথা আছে। বিবি আমার বিচারশক্তি আছে। শুদ্ধ বন্ধুর কথায় ভুলি নাই—বন্ধুর কথা উপলক্ষ মাত্র।

বিবি হীরালালের সমস্ত কথা শুনিলেন কি না, জানি না, হীরালালের

কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া ঝাউবৃক্ষের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

নিরাশ প্রেমের শোচণীয় পরিণাম।

ছয়মাস পরে হীরালাল বিলাতীয় টাইম্‌স্‌ নামক পত্রের একটি স্তম্ভে শোচনীয় গল্প পাঠ করিলেন। উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল। ১২ ই অক্টোবর রবিবার অপরাহ্নে সেন্টপল নামক লণ্ডনস্থ গির্জাঘরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মান্যবর আচার্য্য যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবল হইতে একটী সদুপদেশ পরিপূর্ণ নীতিমূলক গল্প ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং প্রেম মনুষ্যের হৃদয়ে কিরূপ ভাবে অবস্থিত মনুষ্য মাত্রেই প্রেমে গঠিত এই বিষয়ে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন। তখন অনেকের চক্ষে জল পড়িতেছিল। সহসা উপাসকমণ্ডলী একটি হৃদয়ভেদী চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সকলে শশব্যস্তে সেই চীৎকারকারিণীর প্রতি চাহিল। দেখিল একজন রমণী সহসা অচেতন হইয়া পড়িল। আচার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আপাততঃ স্থগিত করিলেন। সকলেই সেই মুর্চ্ছাপন্না যুবতীর চৈতন্য সম্পাদনে তৎপর হইলেন। অবিলম্বেই একজন ভিষক্‌ আনীত হইল; বহুবিধ চিকিৎসায় যুবতী রমনী চেতনা পাইলেন। কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন আসন্ন মৃত্যু বলিলেও হয়।

মান্যবর আচার্য্য মহাশয় তাহার নিকট নানাবিধ মধুর বাক্য প্রয়োগে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়? কি কারণে সহসা এরূপ দশা পাইলে?" অপরিচিতা যুবতী ধীরস্বরে কহিলেন, আমার আসন্নকাল উপস্থিত—সুতরাং আমি এই পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে আর কিছুই গোপন করিতে পারিব না। ঈশ্বর অধিনীর প্রতি সদয় হও—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না? মান্যবর আচার্য্য পুনরপি সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন আমরা সকলে প্রর্থণা করিতেছি, ঈশ্বর তোমাকে আপনার নিকট গ্রহণ করুন। ভদ্রে, তোমার অন্তিম কালের কি অভিলাষ আছে ব্যক্ত কর।

যুবতী উত্তর করিলেন, "আমার পরিচয় জিজ্ঞাসিতেছিলেন, তাহা শুনুন আমার এরূপ দশাপন্ন হইবার কারণ জিজ্ঞাসিতেছিলেন তাহা শুনুন। আমার নাম মিস্‌ লুইস্‌—এই লণ্ডনসহরই আমার জন্মস্থান। আমার পিতা লুইস বিলাতস্থ কোন খ্রীষ্টীয় সভা হইতে কলিকাতাস্থকোন কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় যাত্রা করি। তথায় কিছুদিন বাস করিয়া একটি স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষক হইলাম। এই সময় আমি কলিকাতাস্থ একটী ধর্ম্মমন্দিরে প্রতিদিন অপরাহ্নে ভজনা করিতে যাইতাম। দেখিতাম একটি দেবমূর্ত্তি প্রশান্তস্বভাব বাঙ্গালী যুবক প্রত্যহ ধর্ম্মমন্দিরে সমাগত হইয়া আন্তরিক দৃঢ়তর ভক্তির সহিত আমাদের ভজনাকার্য্যে যোগ দিত। অজানিতরূপে সেই বাঙ্গালী যুবককে আমি প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিলাম। সেও আমাকে আন্তরিক ভালবাসার চিহ্ন সকল দেখাইতে লাগিল। আমি তাহার সরল উদার অমায়িক ব্যবহারে প্রীত চমৎকৃত অধিক কি মুগ্ধ হইলাম। একদিন তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলাম তুমি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন কর—আমি সত্য তোমাকে বিবাহ করিব। যুবক তখন স্বীকার করিল। কিন্তু সে এমনি সিথিলমনা যে কিছুদিন পরে তাহার মতির পরিবর্ত্তন হইল।

সে আমাকে স্পষ্ট বলিল যে সে আমাকে বিবাহ করিবে না—খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। আমি বজ্রাহত হইলাম। একমাস পরে পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম তাহার মনের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে একটি বাঙ্গালী রমণীকে বিবাহের আয়োজনে আছে—এবং তাহার প্রতি গাঢ় অনুরক্ত হইয়াছে। আমি তাহাকে আমার ভালবাসার বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। তাহাকে না পাইলে আমি চির জীবন অসুখী হইব তাহাও বলিলাম। সে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল—আমাকে অনেক বুঝাইল কেন সে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল না, কেন সে আমাকে বিবাহ করিল না, তাহার সুন্দর যুক্তির সহিত আমাকে বুঝাইয়া দিল। আমাকে চিরদিন অন্যভাবে ভালবাসিবে তাহা বারম্বার বলিল। সে দিন আমাকে বিশেষ স্নেহ ও

ভালবাসা জানাইব—এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। আমি তাহার তর্কে পরাস্ত হইয়া পর দিবসেই কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু এতদিন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না। তাহার সেই হেমকান্তি ও অমায়িক সরল উদার প্রকৃতি তাহার সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বচন মাধুর্য্য কি রূপে বিস্মৃত হইব? আমি অনুক্ষণ সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে তাহার পত্র পাইতাম—কিন্তু জবাব দিতাম না। ক্রমে আমার হৃদয় গরলময়; হইল—কামানলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই দগ্ধমান হৃদয়কে শীতল করিবার জন্য ধর্ম্ম মন্দিরে—উপাসনালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয় শীতল হইল না—পূর্ব্ববৎ অনিবার্য্য ভাবে জ্বলিতে লাগিল।

আজি হৃদয় যাতনায় অস্থির হইয়া এই পবিত্র উপাসনালয়ে আসিয়াছিলাম। প্রেম সম্বন্ধীয় সুমধুর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ের বৃত্তি সকল অবসন্ন হইয়া আসিল। অবিলম্বেই মূর্চ্ছিত হইলাম। আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছে। আর অধিক ক্ষণ বাঁচিব না। আপনি এক্ষণে আমার পিতৃস্থানীয়—আমার অন্তিম কালের একমাত্র প্রার্থনা যেন আমার অপমৃত্যুর পর আপনারা আমার সমাধিস্তম্ভের উপরি ভাগে এই কটী কথা খোদিত করিয়া দিন। আমার কিছু সম্পত্তি আছে—তাহা লণ্ডন রোগী শালার চিকিৎসক আমার ভ্রাতার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইবেন অথবা এখনি তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনাইতে পারিলে আমি একবার তাহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। আমাকে স্থানান্তর করিবেন না। আমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই—এই পবিত্র উপাসনা মন্দিরে মরিতে পারিলে আমি আপনাকে সুখী বোধ করিব" যুবতী নিরব হইল—ভগ্ন হৃদয়ে ক্ষীণ স্বরে একেবারে এত গুলি কথা বলিয়া যুবতী নিরস্ত হইল। অবিলম্বেই তাহার ভ্রাতাকে আনয়নার্থ একজন লোক প্রেরিত হইল।

ভ্রাতা আসিয়া দেখিলেন ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি উপাসনালয়স্থ অন্যান্য ব্যক্তির নিকট ভগিনীর ইতিহাস শুনিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। অনেক বিলাপ পরিতাপ করিলেন।

যথা সময়ে মিস্‌লুইস্‌কে সেই উপাসনামন্দিরের সন্নিকটে কবর দেওয়া হইল। তাঁহার কবরের উপর সমাধি স্তম্ভ গ্রথিত হইল। ও তদুপরি তাহাঁর শেষ প্রার্থনানুসারে একটি কবিতা খোদিত হইল। সে কবিতাটি এইরূপ ;—" বন্ধু! আমার পরিচয় জানিতে চাহিও না—আমি অভাগিনি! তুমি যদি হতভাগা হও আমার জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করিও।"

হীরালাল টাইমস্‌ পত্রে এই গল্পটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও রোমাঞ্চিত হইলেন। অনেকক্ষণ জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন—তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল।

পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একাকী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি হৃদয় ব্যথায় হীরালাল দুই দিন আহার করেন নাই—প্রায় সপ্তাহ নিদ্রা যান নাই।

কয়েক দিন পরে হীরালাল একখানি পত্র পাইলেন সে পত্র উইলিয়মসের স্বাক্ষরিত। হীরালাল বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।

প্রিয় হীরালাল,

এত দিন যে তোমাকে পত্র লিখি নাই তজ্জন্য ক্ষমা করিবে। আমি সম্প্রতি আমেরিকায় একখানি কুলীর জাহাজের ডাক্তার হইয়া আসিয়াছি। এখানে আসিয়া খনির আকরিক উত্তোলন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছি। ইহাতে অতিশয় পরিশ্রম, তাদৃশ বেতন নাই, কতকগুলি এদেশীয় ভদ্র সওদাগরের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছে। তাঁহারা আমাকে প্রতিনিধি করিয়া অতি শীঘ্রই কলিকাতায় পাঠাইবেন, তথায় আমরা এক বিস্তীর্ণ কারবার খুলিব। তোমাকে সেই কারবারের একজন অংশীদার করিব মনস্থ করিয়াছি। প্রিয় মিত্র! ঈশ্বর তে মার মঙ্গল করুন। বন্ধু! স্বাধীন ব্যবসায় ভিন্ন এ জগতে উন্নতির উত্তম উপায় আর নাই। দাসত্বকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা কর।

প্রিয় বন্ধো! এ পৃথিবীতে বাঙ্গালি জাতির এত দুর্গতি কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছ কি? আমি জানি বাঙ্গালির অধ্যবসায় নাই—কোন বিষয়ে দৃঢ়তা নাই। তাই বাঙ্গালির অধঃপতনের মূল কারণ।

উচ্চ অবস্থা হইতে হীন অবস্থায় পড়িলে তাহারা সহসা হতবুদ্ধি হইয়া যায়। পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা পাইবার চেষ্টা করা তাহাদিগের পক্ষে সুদূর পরাহত।

জানি অনেক কোমল গুণে জগদীশ্বর বাঙ্গালীর হৃদয়কে বিভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত কোমল গুণ নিচয়ের সহিত পৌরুষ ও সামর্থ্যের সংমিশ্রণ নাই। আমার পরিচিত একজন বাঙ্গালী একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর। তিনি ৩০ টাকা মাসিক বেতন পান আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি ২২ বৎসর বয়সের সময় সেই বিদ্যালয়ে ৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার আর্থিক উন্নতি যেরূপ মানসিক উন্নতি তদপেক্ষা অধিক নহে। তিনি এই দীর্ঘকাল সমভাবেই যাপন করিয়াছেন বাঙ্গালী বিদ্যালয় ছাড়িলেই বিদ্যাচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করে। জীবনের উদ্যম ও চেষ্টা যা কিছু যৌবনে একবার উদয় হয় মাত্র—সংসার বন্ধনে বদ্ধ হইলেই তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। প্রিয়মিত্র, বাঙ্গালির এই সকল দৌর্ব্বল্য অবলোকনে আমার মন যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছিল সম্প্রতি আমেরিকার নব অভ্যুদয় দেখিয়া সেই সুদূর জলরাশি পারস্থ দরিদ্র ভারতের কথা স্বরণ পথে আসিল। তাই দুঃখিত অন্তঃকরণে এত কথা আজ তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। প্রিয়বন্ধো! বাঙ্গালীর আলস্যপরতা কাপুরষতা পরিহার করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষ কর, ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা।

এরূপ মনে করিও না, যে আমি বাঙ্গালিকে ঘৃণা করি—বরং আমি তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অসুখী হই। কেননা তাহারা মানসিক গৌরবে ইয়ুরোপের সমকক্ষ। তাহাদের দর্শন, তাহাদের কাব্য ও বিজ্ঞান পৃথিবীর যাবতীয় লোকের নিকট সাদরে পূজিত হইবার সামগ্রী।

প্রিয়বন্ধো, তুমি সুশিক্ষিত। দেশের ও সমাজের বিবিধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে বদ্ধ পরিকর হও—তোমার সহযোগী ভ্রাতাগণকে আহ্বান কর। বাঙ্গালা সমাজের কুরীতি সকল সংসোধনে মন প্রাণ সমর্পণ কর ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।

প্রিয়মিত্র, যদি এই নব অভ্যুদিত, গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের মধ্যাহ্ন সূর্য্যসম প্রচণ্ড তেজস্বী আমেরিক জাতি দেখিতে তাহা হইলে তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইত। তাহা হইলে ইহারা স্বাবলম্বনে নির্ভর করিয়া যে কি মহতি উন্নতি সাধন করিয়াছে দেখিতে পাইতে ও দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতে। আর সেই অভাগা দরিদ্র পর-মুখপ্রেক্ষী পরোপজীবি ভারতের কথা স্মরণ হইলে অবিরল অশ্রুমোচন করিতে। আর নয়—এক কথা—প্রিয়বন্ধু নব উৎসাহে উৎসাহিত হও।

জীবনের অনন্ত চেষ্টা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংলিপ্ত হও। জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া অনুপম আনন্দ অনুভব কর, এই মঙ্গলেচ্ছার সহিত আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তোমার—
এইচ উইলিয়ম্‌স।

পত্রপাঠ করিয়া হীরালাল স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেন। দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহার মন একটু খারাপ ছিল উইলিয়ম্‌স্ সাহেবের আশ্বাস বাক্যে তাহা দূর হইল। তিনি এই সকল সংবাদ সহ পূর্ণচন্দ্রকে এক পত্র লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পূর্ণবাবুর সহিত তাঁহার আর কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাক্ষাতের ফলাফল ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। হীরালাল স্বয়ং পূর্ণবাবুর কর্ম্মস্থানে গিয়া মাসে মাসে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বলন হইতে, যবনীর প্রেম হইতে তাঁহার মন ফিরাইবার গুরু পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের হিতোপদেশ সকল তাঁহার এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী হইত যে তাহা অবলম্বন করিয়া চলাই তিনি আপনার পক্ষে সুখকর ও মঙ্গলকর বিবেচনা করিতেন। তাঁহার চক্ষে তিনি পূর্ণচন্দ্রকে দেবতাস্বরূপ দেখিতেন। পূর্ণ ও তাঁহার সরল ও অমায়িক প্রকৃতি দেখিয়া ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন। পূর্ণ স্বভাবতঃ স্নেহশীল ছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ দর্শন।

সুরসুন্দরী বদান্যতাগুনে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার

পিতা নগেন্দ্র বাবুর জমিদারীর আয় অনেক ছিল। সুরসুন্দরী সেই প্রভূত অর্থ সৎকার্য্যে নিঃশেষ করিতে লাগিলেন। যে কোন ব্যক্তি সৎকার্য্যের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিত; কখন নিরাশ হইত না। দীন নিরুপায় অক্ষম ও বিধবাগণকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। নগেন্দ্রবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার চতুঃস্পার্শ্বে প্রত্যহ অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। অতি দূরদেশ হইতে বৃদ্ধ খঞ্জ অন্ধ বিকলাঙ্গ প্রভৃতিগণ আসিয়া তাঁহার নিকট অর্থ ও আশ্রয় লাভ করিত। ভদ্রবংশীয় বিধবাগণ তাঁহার নিকট ভগিনীর ন্যায় প্রতিপালিত হইতেন। বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ, সেতু, রাজপথ ও সাধারণ সুবিধার জন্য যে কোন বৃহৎ উপকার হউক না কেন তাহাতে তিনি বিশেষ সাহায্য করিতেন। সুরসুন্দরী এই পূর্ণ যৌবনকালে তাপসীর ন্যায় আচরণে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিনের পর রাত্রিকালে যৎসামান্য আহার করিতেন। দেবমন্দিরের প্রস্তর শয্যায় শয়ন করিতেন। সমস্ত দিবস দান ও দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে তাঁহার জীবন-কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে তিনি করুণাময়ী দীন-জননী নামে অভিহিত হইতেন। যিনি নূতন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক। পূর্ণ বাবু তাঁহাকে স্বয়ং পাঠাইয়াছিলেন। তিনি পূর্ণ বাবুর আত্মীয়।

পূর্ণবাবু সুরসুন্দরীর কার্য্য সকল লোকপরম্পরায় শ্রুত হইতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কার্য্য সকল স্বীয় আত্মীয় দেওয়ানজীর লিখিত পত্রে অবগত হইতেন তাহাতে তাঁহার মন সদাই প্রফুল্লিত হইত। তিনি প্রতি পত্র দুর্গাবতীকে দেখাইতেন। দুর্গাবতী পত্রপাঠ করিয়া কখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন কখন বা বাষ্পবারি বিমোচন করিতেন।

প্রায় দশবৎসর পরে পূর্ণবাবু রামনগর হইতে একদা সিদ্ধগঞ্জে নৌকা-যোগে গমন করিতেছিলেন। তিনি পুনরায় সিদ্ধগঞ্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। যখন বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ বাঁধাঘাটের নিকট দিয়া জলপথে যাইতেছিলেন সহসা দেখিতে পাইলেন অদূরে ঘাটের নিকট বহুলোকের জনতা। ঘাটে নামিয়া কারণ অনুসন্ধান করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে সহসা স্তম্ভিত হইলেন।

দেখিলেন, দীনগণ "আমরা জননী স্নেহে বঞ্চিত হইলাম" এই কথা বলিয়া ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। অনেক ধনী ও মানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ একটী মৃতপ্রায় দেহ বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রুজল পড়িয়া মূমূর্ষু দেহকে অভিষিক্ত করিতেছে। দীনগণের উচ্চীৎকারের সহিত গগনভেদী রোদনধ্বনি বিধবা ও নিরাশ্রয় গণের আর্ত্তনাদ নদীতটে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঘাট লোকে লোকারণ্য।

পূর্ণবাবু সেই মূমূর্ষু দেহের প্রতি অনেকক্ষণ অবিচলিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষুর পলক পড়ে না, মুখমণ্ডল একবার রক্তোচ্ছ্বাসে রঞ্জিত হইল। পরক্ষণেই সে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিচলিত দৃষ্টিতে সেই মূমূর্ষু দেহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সে সময় তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও জল ছিল না। অন্তঃ-করণের সহিত চক্ষুও যেন পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল।

ঐ মূমূর্ষু দেহ কোন মহাত্মার যাহা এত লোকে শ্মশানে আনয়ন করিয়াছে? পূর্ণচন্দ্র দগ্ধীভূত অন্তঃকরণে বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন তাহা সুর-সুন্দরীর নবনীত সুকুমার সুগৌর পবিত্র দেহ। তাহা নানাবিধ লোকের পবিত্র অশ্রুতে অভিষিক্ত। ধন্য সুর-সুন্দরী।

পূর্ণচন্দ্র অতি যন্ত্রণার সহিত দুই পদ অগ্রসর হইয়া মূমূর্ষুর শয্যা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচিত দুই এক জন কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী লোককে দেখিলেন। তাঁহারা পূর্ণচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুজলপ্লাবিত-দেহে সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

সহসা পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন এক জন উন্মত্ত ব্রতধারী বিপ্র নির্ব্বাক্ নিশ্চলভাবে সুরসুন্দরীর লোহিত বর্ণ মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ব্রাহ্মণের মস্তকের কেশ সমস্ত শুক্লবর্ণ—শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষ পর্য্যন্ত লম্বমান। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ—শোকরাগে বিবর্ণিত, পূর্ণচন্দ্র ইহাঁকে চিনিলেন। ইনি পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী।

অদূরে এক জন বিভূতিভূষিত-দেহ কৌপীনধারী সন্ন্যাসী গগনমণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজিত করিয়া একান্ত মনে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার

চক্ষুদ্বয় অসাধারণ জ্যোতি বিশিষ্ট, ইনি উদাসীন ভাস্করাচার্য্য। ভাস্করাচার্য্য আপনা আপনি কি আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলাপ্লুত।

সুধীর পূর্ণচন্দ্র মুমূর্ষুর নিকট যাইয়া সজল নেত্রে দেখিলেন সুরসুন্দরী অস্থিরভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। একবার অস্ফুটস্বরে বলিলেন "নগেন্দ্র, কোথায় তুমি?"

সুরসুন্দরীর নয়নদ্বয় পূর্ণের উপর নিপতিত হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। একবার জনতার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, নয়নদ্বয় অশ্রুজলাকীর্ণ হইল। পরক্ষণেই মৃদুকণ্ঠে কহিলেন পূর্ণবাবু, এই আসন্নকালে আপনি—আর বলিতে পারিলেন না—সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া যাইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরপি কহিলেন, আমার জীবন অবসান প্রায়—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। বলিয়া পূর্ণচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পূর্ণ কিছুই বলিতে পারিলেন না, ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন "আপনাকে হারাইয়া আজি জগৎ কাঁদিতেছে, বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে। সাধারণের মঙ্গল বাসনার সহিত আপনি অনন্ত স্বর্গধামে চিরদিন স্বর্গসুখ সম্ভোগ করুন।" পূর্ণচন্দ্রের কণ্ঠস্বর কম্পান্বিত ও অস্পষ্ট।

লোকমণ্ডলী একবার কলরব করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সমস্ত নিস্তব্ধ। সুরসুন্দরীর প্রাণবায়ু পূর্ণের চক্ষের উপর পঞ্চভৌতিক-দেহ পরিত্যাগ করিল। একবার সকলে কাঁদিয়া উঠিল।

ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার জন্য সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য সমানীত হইয়াছিল। দামোদর আরক্ত বদনে সেই সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে চিতা রচনা করিলেন পরে সেই নবনীত সুকুমার দেহ পূর্ণচন্দ্রের সুরসুন্দরীর কোমল-দেহে গন্ধদ্রব্যাদি লেপন করিলেন, সহাস্যে আনিয়া চিতার উপর স্থাপিত করিলেন, অবিলম্বেই চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত লোকের অন্তঃকরণের সহিত

চৌদিকে সৌগন্ধ বিতরণ করিতে করিতে সেই গন্ধদ্রব্য বিলেপিত সুরসুন্দরীর নবনীত সুকুমার দেহ অবিলম্বেই ভস্মীভূত হইয়া গেল।

পূর্ণচন্দ্র "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" স্থিরভাবে সেই দহ্যমান পবিত্র দেহের প্রতি বৈরাগ্য বিভাসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া হৃদয়হারা হইলেন। চিতা দগ্ধ হইলে আর ক্ষণমাত্র কাল ব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে যাইয়া নৌকারোহণ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রাগে রঞ্জিত। তাহা দেখিয়া নৌকাস্থিতা দুর্গাবতী ও প্রসাধিকা উভয়েই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার মুখ এরূপ কেন?——ঘাটে কাহার সৎকার হইতেছিল?"

পূর্ণচন্দ্র ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া উত্তর করিলেন, "হতভাগিনী সুরসুন্দরীর" দুর্গাবতী কাঁদিয়া ফেলিলেন, তথা হইতে নৌকার এক প্রান্তদেশে গিয়া নীরবে অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পরদুঃখকাতরাশ্রুজলপ্লাবিত বিষণ্ণ বদনের কাতরভাব চিত্র করিতে কবি অক্ষম।

অনেক দিন হইতে সুরসুন্দরীর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া আসিতেছিল। তিনি এই সমস্ত সৎকার্য্যের ব্যবধানে কখন কখন গভীর নিশীথে একাকিনী শয্যা হইতে উঠিয়া খিরলে বসিয়া গভীর হৃদয়-ভেদী চিন্তায় সমস্ত রজনী মগ্ন থাকিতেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে একাকিনী সৌধোপরি বসিয়া গগনমণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজিত করিয়া গভীর চিন্তায় চিত্ত হারাইতেন। তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছিল। সেই ভগ্ন হৃদয়ের এক একটি উপাদান ক্রমে প্রনষ্ট হইতে ছিল, এত দিনে তাহা একেবারে ধ্বংস হইল। ভীষণ যক্ষ্মারোগে সুরসুন্দরীর মৃত্যু হইল।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি হীরালালের নিবাস সিদ্ধগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে। পূর্ণবাবু সিদ্ধগঞ্জ হইতে স্থানান্তরিত হইলে উভয়ের পুনর্ম্মিলন হয়। এই মিলনের পাঁচ ছয় দিবস পরেই হীরালালের সহিত প্রসাধিকার মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া যায়। এই বিবাহে হীরালাল পরম সন্তোষ লাভ করেন। যে সকল গুণরাশি তিনি প্রথমতঃ স্থূলদৃষ্টিতে প্রসাধিকাতে দেখিতে পান নাই সে সকল কমণীয় রমণীসুলভগুণে সম্প্রতি প্রসাধিকাকে বিভূষিত দেখিলেন। এই বিবাহ সমারোহে দুর্গাবতী যে সকল রহস্য-

কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। হীরালালকে জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসে উইলিয়ম্‌স এণ্ডকোং নামে একটি বৃহৎ সওদাগর কোম্পানি কলিকাতা সহরে একটি বিস্তীর্ণ কারবার খুলিলেন। আমাদিগের নব বিবাহিত হীরালাল বাবু মাসিক ১৫০০ শত টাকা বেতনে উইলিয়ম্‌স কোম্পানির আফিসে মুচ্ছুদ্দী নিযুক্ত হইলেন। পাঠক মহাশয়! ইনি সেই উইলিয়ম্‌স যিনি এক দিন কলিকাতায় কোন ধনীলোকের বাটীতে প্রহরীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। যিনি একদিন একমুষ্টি অন্নের জন্য হীরালালের বাসায় অতিথি হইয়াছিলেন। ইংরাজের ভাগ্যবল আশ্চর্য্য! ইংরাজের অধ্যবসায় আশ্চর্য্য! হীরালাল প্রসাধিকাকে লইয়া কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুরসুন্দরীর মৃত্যুর পর ভাস্করাচার্য্যকে আর কেহ দেখে নাই। অনেকে বলিত তিনি যোগ সাধনার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন।

সুরসুন্দরী আপন বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশ রাধানগরস্থ প্রসিদ্ধ আনন্দময়ী দেবীর নামে দান করিয়া যান। সেই উইল সুরসুন্দরী আপনার মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া ছিলেন।

দীন গণকে অন্ন দান ও আশ্রয় দান করিবার জন্য নগদ বহু অর্থ পূর্ণচন্দ্রের নামে দান করিয়া যান। সেই উইল দামোদর পূর্ণকে দেখাইয়া নগদ্ টাকা সকল পূর্ণকে গ্রহণ করিতে বলেন। পূর্ণ সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া বিষ্ণুপুর গ্রামে এক অতিথিশালা স্থাপন করিলেন। এবং অপরাংশের সুদ হইতে অতিথিশালা নিয়মিত রূপে চালাইতে লাগিলেন। পূর্ণ বাবু তাহার জন্য একজন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

দামোদর শাস্ত্রী অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া নগেন্দ্র বাবুর বিধবা ভগ্নিকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। এবং মাতৃনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য সুরসুন্দরী সুন্দর বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি নগেন্দ্র বাবুর ভগিনী আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। সুরসুন্দরীর মৃত্যুর তিন মাস পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

এতক্ষণে আমাদের উপন্যাস পরিসমাপ্ত হইল। সুরসুন্দরীর মৃত্যু পর্য্যন্ত পূর্ণ প্রেম বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। হৃদয়ের সহিত অনেক প্রবল যুদ্ধ করিয়া ও অবশেষে পরাস্ত হইলেন। স্ত্রীলোকের দুর্ব্বল চিত্ত পরাজিত হইল——প্রেমের জয় লাভ হইল।

পিশাচী।

পরদিন প্রাতঃকালে চিকিৎসক আসিলেন, দ্বার মুক্ত করিয়া দেখেন, গৃহে কেহই নাই;—রোগী সংজ্ঞা শূন্য। চিকিৎসক মহাশয় অনেকক্ষণ স্ত্রীলোকটির অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু সে আর আসিল না।—তিনি দেখিলেন, অর্দ্ধরাত্রির পর আর ঔষধ সেবন করান হয় নাই; বুঝিলেন, মধ্যরাত্রি হইতেই রমণী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নবীনকৃষ্ণকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলেন না, ক্ষণকাল শূন্য নেত্রে চিকিৎসকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সাশ্রুনয়নে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

এক দুই করিয়া দিনগত হইতে লাগিল। রোগীর রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসক মহাশয় আর আইসেন না। নবীনকৃষ্ণ বাবুর নিকট আর এক কপর্দ্দক নাই। এরূপ অবস্থায় রোগ না বাড়িয়া আর কি হইবে? রোগীর যখন জ্ঞান হইতেছে, গৃহের চতুর্দ্দিক শূন্য নেত্রে চাহিতেছেন, দেখিতেছেন;—গৃহে কেহ নাই। অমনি অজ্ঞাতসারে নেত্র-প্রান্ত হইতে দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহার সমুদায় যাতনা হরণ করিতেছে।

নবীনকৃষ্ণবাবু নিতান্ত দরিদ্র নহেন। কলিকাতা নিবাসী হরেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের ইনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। শুদ্ধ নিজের দুশ্চরিত্রতা দোষে এই বিদেশে অর্থাভাবে রোগী-শয্যায় এই ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেছেন। আহা! তদীয় পিতা মাতার বহু যত্নবর্দ্ধিত মনোহর স্বর্ণকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে; সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন!

অদ্য রোগী-শয্যায় একটী ষোড়শবর্ষীয়া অবিবাহিতা ব্রাহ্মণ কুলিনকন্যা উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। ইহাঁর নয়নে, কি, গঠনে, নব-

যৌবন-সঞ্চার-জনিত কোন চাঞ্চল্য নাই। দেখিলে বোধ হয়, কোন প্রৌঢ়া রমণী একমনে কোন আত্মীয়ের সেবা করিতেছেন। একদৃষ্টে রোগীর মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। মুখের দৃশ্য, সরলঅমায়িক স্নেহ পূর্ণ। মুখখানি প্রতিনিয়ত স্বর্গীয় শোভায়,—প্রভাতের পদ্মের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে। তালবৃন্ত হস্তে রোগীকে ব্যজন করিতেছেন। যথা সময়ে ঔষধ সেবন করাইতেছেন। ভালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নীর দেখা যাইতেছে। তাঁহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন, রোগীর যাতনায় তিনিও ভয়ানক মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন। জগদীশ্বর জানেন!

নবীনা একটি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা। মাতা ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহ নাই। মাতারও এমন সঙ্গতি নাই, যে, উপযুক্ত ব্যয় করিয়া কন্যাটীর বিবাহ দেন। কুলিন পুরুষেরা ও লাভ অর্থাৎ কতকগুলি পণ না পাইলে বিবাহ করিতে স্বীকার করেন না যেহেতুক বিবাহ তাহাদের সংসার করিবার জন্য নহে; কেবল ব্যবসায়ের জন্য। সুতরাং দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর কন্যার এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। কন্যা সুন্দরী হইলে কি হয়? কন্যাটীর নাম মালতী। নবীনকৃষ্ণ ইহাদেরই বাটীতে বাসা লইয়াছিলেন। সেই নিরাশ্রয় নবীনকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া মালতী স্বীয় মাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেবা করিতেছেন। তাঁহাদের যে সামান্য ব্রহ্মত্তর জমি ছিল, তাহার আয় হইতে মাতাও কন্যার দৈনিক ব্যয় চলিত; আর মালতী বাল্যকালে পিতার নিকট লেখা পড়া ও কোন প্রতিবাসিনীর নিকট শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন; এতদুভয় কার্য্যে যে আয় হইত তাহা সময় অসময়ের জন্য সঞ্চিত রাখিতেন। এক্ষণে মাতার নিকট অর্থ সাহায্য না পাইয়া আপনার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নবীনকৃষ্ণ বাবুর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলে, "বাবুর নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা হইতেছে" এই বলিতেন।

রোগীর রোগের আজ একবিংশ দিন। বাতশ্লেষ্মা বিকার। রাত্রি দুই প্রহর। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে, গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। মালতীর মাতা পার্শ্বের গৃহে শয়ন করিয়াছেন, গাঢ় নিদ্রাভিভূতা। আহা অভাগী মালতীর চক্ষে কেবল ঘুম নাই।

ঔষধ খাওয়ান হইল। তৎপরে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পানে রোগীর শরীর যেন কিঞ্চিৎ সবল ও সুস্থ হইল; তিনি আপনার শুশ্রূষা-কারিণীর মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন,—বড় সুন্দর! পবিত্রা মনে করিলেন কি বলিতে পারি না অস্ফুট স্বরে বলিলেন;—

"কেন মজিলাম না!"

ক্ষণকাল নীরবে মালতীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে ক্ষীণ স্নেহ-জড়িত মধুর স্বরে ডাকিলেন;—

"মালতি!"

মালতী রোগীর মুখ পানে চাহিয়া মস্তক অবনত করিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না।

"নবীনকৃষ্ণ আবার বলিলেন;—মালতি! নিরুত্তর হলে যে?—বল,—কেন তুমি আমার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও রাত্রি জাগরণ করিতেছ?"

মালতি! (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) করিয়া বলিলেন, কেন করিতেছি তাহা উনি জানেন।

মালতীর নেত্রে জল আসিল। নবীনকৃষ্ণ বুঝিলেন, অভাগী কূল পাইবার জন্য অনন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন;—"মালতি! কেন তুমি এ অবস্থায় আমায় ভাল বাসিলে, আমার ত জীবনের কোন আশা নেই।"

ম'। তাতে ক্ষতি! পর জন্মে ও পাইবার ত আশা করিতে পারি।

মালতী এইবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। নবীনকৃষ্ণ হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহার অশ্রু মুছাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ পারিলেন না। বুঝিলেন;—যে কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, দুঃখিত হৃদয়ে নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন:

"বোধ হয় পর জন্মেই আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। ইহজন্মে সে আশা নাই, আমার মৃত্যু নিশ্চয়ই।"

এতগুলি কথা বলিয়া নবীনকৃষ্ণ বাবু নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

মালতী তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতে দিলেন, রোগী ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার সজল-নয়নে ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন।

"মালতি!——কিছু দিন আগে——তুমি——আমায় ভাল বাস——জানিলে——প্রাণখুলে, আমার অনেক দুঃখের——কথা——বলিয়া——হৃদয়ের সহস্র——বৃশ্চিক দংশন হতে নিস্কৃতি—পাইতাম। এই বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, অতি কষ্টে জড়ীভূত স্বরে বলিলেন ;—"এজন্মে হল না। তুমি যদি আমায় ভালবাস——পর জন্মে হইবে।"

এই কথা বলিয়া একদৃষ্টে মালতীর মুখ পানে চাহিয়া থাকিলেন। নিমেষ শূন্য-নেত্র সেই পবিত্র শোভাময় বদন মণ্ডল দেখিতে লাগিলেন।

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য মরিব।" এই কথা শুনিয়া মুমূর্ষু রোগীর ও মুখ প্রফুল্ল হইল। স্নেহ-পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"পারিবে?"

মা। পারিব।

ক্ষণকাল নীরব থাকিতে থাকিতে নবীনকৃষ্ণের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বাক্য জড়িত হইয়া পড়িল, নীল প্রশস্ত নয়ন মালতীর বদনে ন্যস্ত করিয়া বলিলেন "মালতি!—মরি—বড় যাতনা—জল,—" আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। মালতী মুখে জল দিলেন কিন্তু নবীন বাবুর তাহা পান করিবার শক্তি রহিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে নবীনকৃষ্ণ বাবু সংসারের সুখ জলাঞ্জলী দিয়া চিরদিনের মত নয়ন মুদ্রিত করিলে। মালতী আর ডাকিয়া উত্তর পান না। তখন আপনার মাতাকে জাগরিত করিলেন, তাঁহার মাতা অবস্থা বুঝিয়া—কন্যার সাহায্যে ত্বরায় নবীনকৃষ্ণ বাবুকে গৃহের বাহির করিয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করাইলেন। নবীনকৃষ্ণ বাবু সেই অবস্থায়ও মালতীর মুখ পানে চাহিয়া, সেই নবীন বয়সে,—বিদেশে,—পরগৃহে,—অসহায়ে,—একটী বালিকার হৃদয় গ্রন্থি জন্মের মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মালতীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া গগনমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমা মৃত নবীনকৃষ্ণ বাবুকে পুনর্জীবীত করিতে যেন, তাঁহার ম্লান বদনোপরি অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও অভাগিনী

মালতীর ভাগ্য ফিরিল না। মালতী তাঁহার আশা-লতার একমাত্র আশ্রয়, ছিন্নমূল, ভূ—লুণ্ঠিত সহকারের পাদদেশে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

মালতি চিরদিনের মত নবীনকৃষ্ণের সুন্দর মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লও ;—মনশ্চক্ষে উহা দেখিয়া দেখিয়া নীরবে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বীরভূম জেলায়, রাইপুর নামক, একটি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম আছে। তথায় একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। প্রিয়মাধব বাবু তাহার প্রধান শিক্ষক। এক দিন, বেলা প্রায় এগারটা ;—প্রিয়মাধব বাবু অনন্য মনে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। এমন সময়ে সহসা একজন দীর্ঘাকার, স্কন্ধে একটী তাল পাতার ছাতি, হাতে দীর্ঘ যষ্টি, ধূলি ধূময়িত, অঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই প্রথম শ্রেণী। তথায় প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রণামান্তর তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান পূর্ব্বক বাবুর আদেশ অনুসারে, বিদ্যালয়ের ভৃত্যের সহিত স্নান আহারার্থ তদীয় বাসায় গমন করিল।

প্রিয়মাধব বাবু পত্র মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন। নেত্র অশ্রু ভরাক্রান্ত হইল। আর কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পত্র হস্তে দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে পদচালনা করিতে লাগিলেন। পত্র হস্তে আছে কিন্তু আর পড়িতে সাহস হয় না। ভাব ভঙ্গি ও আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন গুরুতর অশুভ সংবাদ ইহাঁর হৃদয় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। নির্জ্জনে বিষণ্ণ বদনে গভীর চিন্তায় মগ্ন। কি সে চিন্তা কে বলিতে পারে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আর কেহ প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে রাইপুরে, দেখিতে পায় নাই। বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সেই রাত্রিতেই কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেলা অপরাহ্ন। সূর্য্যদেব লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, অস্ত যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এমন সময়ে একটী ক্ষুদ্র কাপড়ের বোঁচ্‌কা হাতে করিয়া, প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের নিজ বাটীতে উপনীত হইলেন, দেখিলেন গৃহ শূন্য। একটী দাসী মাত্র আছে। তাঁহার আগমনের আট দিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। গৃহে স্থানে স্থানে ইন্দুরে মাটী তুলিয়াছে। কপাটে জানেলায় উই লাগিয়াছে। কে দেখে? দাসী পর—বেতন ভোগী—তাহার এত যত্ন কেন হইবে?

প্রিয়মাধব বাবুর এক্ষণে আর চিন্তার সময় নাই। জ্ঞাতি কুটুম্ব ডাকাইয়া মাতৃ শ্রাদ্ধের পরামর্শাদি করিতে বসিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ ফলারের বরাদ্দ করিলেন, তাঁহার তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু একথা তাঁহারা কেহ ভাবিলেন না। প্রিয়মাধব বাবুর নিকট তিন শত টাকার অধিক ছিল না। তিনি তাহা প্রকাশ করিলে তাঁহার এক জ্ঞাতি খুড়া বলিলেন, বাপু! এই তোমার আপাততঃ শেষ কায। ধার কর্জ্জ করিয়াও দশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করান উচিত। তুমি ছেলে মানুষ বলিয়াই এত কম ফর্দ্দ করা গেল। বিশেষ আত্মীয় বলিয়া হাজারে পার পাইলে-অন্য কেহ হইলে তিন হাজারের কমে পার পাইত না। ধন্য হিতৈষিতা!

অধিক টাকা নাই দেখিয়া তাঁহার সরকারী খুড়া কিছু বিষণ্ণ হইলেন। ক্ষণকাল বিবেচনার পর ব্রাহ্মণের বাড়ী বন্ধক দেওয়াই স্থির হইল। তৎপরদিন বাড়ী বন্ধক দিয়া সাত শত টাকা কর্জ্জ করা হইল।

দুই এক দিন করিয়া শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া পড়িল। যথারীতি শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। যথা রীতি ব্রাহ্মণ গণকে নিমন্ত্রণ করা হইল।

ক্রমে রবিদেব গগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রখর ময়ুখমালী বিস্তার

করিতে লাগিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস,—পশু পক্ষী রৌদ্র ভয়ে নীরব হইয়া ছায়ায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ব্রাহ্মণগণ প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শুভাগমন করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি, বালুকার উত্তাপে দগ্ধ পদ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিতেছে। বয়স্ক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা অনেক সহিষ্ণু। পা পুড়িয়া গেলে ও মুখ ভঙ্গিতে কোন যাতনা অনুভবের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। বক্ষেতে সূত্র পরিষ্কৃত, স্কন্ধে উত্তরীয়; লগ্ন পদ, এক এক জল পাত্র মাত্র হস্তে। ক্রমে আসিয়া প্রিয় বাবুর অঙ্গন উপরে চন্দ্রাতপ তলে পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। সভা জম্‌জমা হইয়া উঠিল। নানা তর্ক নানা কথা উপস্থিত হইল। ছেলে গুলি সূর্য্যতাপে ও বালুকার উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া স্ব স্ব অভিভাবকের উরুতে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। ধন্য ফলার!!

শ্রাদ্ধাদি শেষ হইল। পুরোহিত মহাশয় পাঁচ সাতটি বোঁচকা বাধিয়া গৃহে চালান দিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণদের আসন উঠিল। ক্রমে উঠান ঝাঁট হইলে পাত পড়িল। সকলে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া বসিয়া গেলেন। যাঁহারা অধিক চতুর ও ফলারে পরিপক্ক তাঁহারা পাতে জল দিলেন না লুচির ধামা বাহির করিয়া পরিবেশকেরা সকলেরপাতে দিতে লাগিলেন। চতুর ফলারেরা অমনি পাতা হইতে কোঁচোড়ে তুলিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণেরা ভোজন শেষ করিয়া স্ফীত উদরে মিষ্টান্ন পূর্ণ জল পাত্র হস্তে গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। আর দরিদ্র কাঙ্গালিরা তাঁহাদের সুদু পাত লইয়া টানা টানি করিতে লাগিল। এইরূপে ফলাহার শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ব্রাহ্মণ মহলে প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি হইল না। কারণ আহারের সময় পাতের দ্রব্য ফুরাইলে ব্রাহ্মণ গণকে চাহিয়া লইতে হইয়াছিল। বৃষ তোলারদিন, তদুপলক্ষে একটী সামান্য রকম ভোজ দিয়া প্রিয় মাধব বাবু তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধ শেষ করিলেন। তাহার পর ময়রা মুদী প্রভৃতির দেনা শোধ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আজ্‌কাল আর বাড়ীতে এক প্রাণী ও নাই এ কয়েক দিন শ্রাদ্ধের গন্ধে বাটী লোক জনে পূর্ণ ছিল। —সকলেই এক এক

করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া প্রিয়মাধব মুখোপাধ্যায় স্বীয় শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। শয়ন করিলেন বটে কিন্তু নিদ্রা হইল না। প্রিয়তমার নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবনাবধি হৃদয়ে এক অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। শূন্য শয্যায় শূন্য মনে শুইয়া কঁ দিয়া কাঁদিয়া রজনী যাপন করিলেন। আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। পরদিন প্রাতঃকালে দাসীকে পূর্ব্বের ন্যায় বাটী রক্ষনাবেক্ষনের ভার দিয়া সশ্রু নয়নে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কি অভিপ্রায়ে কোথায় গমন করিলেন, যাইবার সময় তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। সেই বাড়ী পূর্ব্বের ন্যায় আবার হাঁ হাঁ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

উচ্চাভিলাষ।

উচ্চাভিলাষ মনুষ্য দিগের উন্নতির এক মাত্র কারণ। উচ্চাভিলাষ মনুষ্য দিগের মনকে উন্নত হইতে উত্তেজিত করে। উচ্চাভিলাষ মানব গণের উন্নতি সোপান। এই উন্নতি সোপান পরিস্কৃত রাখিবার জন্য রাজনীতি যতই কেন দৃঢ় অনুশাসন লিপি প্রচার করুন না সমাজনীতি যতই কেন কঠোর অনুশাসনে সমাজ অন্তর্গত পল্লী সমুদয়কে অনুশাসিত করুক না যদি সতন্ত্র উচ্চাভিলাষ অঙ্কুর জনসমূহের হৃদয়ে অঙ্কুরিত না থাকে তাহা হইলে রাজচেষ্টা বা সমাজচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইবে। অধিক কি প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে মনুষ্যসমাজের উন্নতিসাধক রাজনিয়ম বা সমাজনিয়ম মানব হৃদয়ের অতৃপ্ত উন্নতীচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়া সমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি করে। রাজপুরুষগণ বা সমাজনেতৃগণ সুকৌশল নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া বিঘ্ন বিপত্তি হইতে সেই উন্নতি সোপান রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে আরোহণ করাইতে পারেন না।

পর্ব্বত প্রবাহিনী নির্ঝরিণী সদৃশ হৃদয়ের উন্নতীচ্ছা স্বতঃই প্রবাহিত হইতে থাকে অপরের চেষ্টা সেই নির্ঝরিণীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে

পারে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারে কিন্তু যদি স্বীয়াভিলাষ মত তাহাকে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার উপকার করা দূরে থাকুক প্রবাহ-শক্তি পর্য্যন্ত হরণ করে। সচরাচর মনুষ্যগণ এই উন্নতির ভার রাজনিয়ম বা সমাজ নিয়মের উপর ন্যস্ত করিয়া থাকে। তাহারা এই বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করে।

রাজা নিষেধ করিতে পারেন, সমাজ নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেহই প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না। সুনিয়ম মনুষ্যগণের শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ফল রক্ষা করিতে পারে কিন্তু কোন নিয়মই অলসকে শ্রমশীল, অদূরদর্শীকে দূরদর্শী করিতে পারে না, এ সমস্ত ক্রিয়া নিয়মের দ্বারা সম্পাদিত হইবার নহে। এ সমস্ত ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়া ও উদ্যোগের ফলাফল ও এই ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়ার ফল মনুষ্য সমাজের উন্নতি ও অবনতির কারণ। অতএব ব্যক্তি বিশেষের উন্নতীচ্ছা বা উচ্চাভিলাষ সমাজের উন্নতির একমাত্র কারণ।

যে রাজ্যে বা যে সমাজে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সমুদয় নিয়ম সেই রাজ্যস্থ বা সেই সমাজ-ভুক্ত জনসাধারণের মানসিক অবস্থার চিত্র। রাজা ইচ্ছা করিলে অসভ্য রাজ্যে উন্নতি নিয়ম চালাইতে পারেন না অথবা সুসভ্য প্রজাগণকে অসভ্যের ন্যায় অনুশাসন করিতে পারিবেন না।

জাতীয় উন্নতি বা অবনতি এক একটী ব্যক্তির পরিশ্রম, উদ্যোগ ও ধর্ম্মপরায়ণতার বা আলস্য, আত্মম্ভরিতা ও পাপের সমষ্টি। আমরা যাহাকে জাতীয় দোষ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি সেটী সেই জাতীর এক একটী ব্যক্তির মানসিক বিক্রিয়ার ফল। যতক্ষণ না সেই ব্যক্তিগণের চরিত্র সংশোধিত হইবে, ততক্ষণ রাজা সেই দোষোৎপাটনের জন্য যতই কেন অনুশাসনলিপিবদ্ধ করুন না, তাহা এক ভাবে না এক ভাবে সমাজে দীপ্যমান থাকিবেই থাকিবে। অতএব জাতীয় উন্নতি সংসাধিত করিতে হইলে শুদ্ধ রাজনিয়ম বা সমাজনিয়ম সংশোধিত করিলে হইবে না জনসাধারণের চরিত্র সংশোধিত করিতে হইবে, উন্নতির সুন্দর ছবি

তাহাদের সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিতে হইবে ও তাহাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ পদচালনে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। রাজা কঠোর নিয়মে ক্রীতদাস বিবেচনায় প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিতেছেন বিনা সমাজ অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে স্বার্থ পরতায় যষ্টি সঞ্চালন করিয়া মনুষ্যগণকে পদতলস্থ করিতেছে কি না এই সমস্ত বিষয় লইয় আন্দোলন করা যথার্থ দেশহিতৈষিতার কার্য্য বটে কিন্তু পরোপকারী দেশহিতৈষী মহাত্মন্ আপনি এ সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া কি করিতে পারেন আপনি নাহি হয় স্বীয় প্রতিভা প্রভায় সেই তেজস্বীর তেজ হরণ করিতে পারেন আপনার প্রতিভা বিনা অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করিয়া দিয়া সমাজকে নবরসে রঞ্জিত করিতে পারে। কিন্তু সেই যে অত্যাচারী দস্যু সেও মনুষ্য হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তৃত করিয়া নিজ কুপ্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতেছে, তাহার আপনি কি করিলেন। তাহার অত্যাচারের নিকট ভূস্বামীর অত্যাচার কি? কোন দস্যু অধিক ভয়ানক? কাহার হস্ত হইতে আগে পরিত্রাণ পাওয়া উচিত? আপনি যে নবালোকে সমাজকে বিভূষিত করিলেন, আপনি যে জ্ঞান প্রদীপমুখ মানব হৃদয়স্থ পিশাচের সম্মুখে ধরিলেন, তাহার ফল কি ফলিল? পিশাচগণ সে আলোক দেখিয়া আরও অত্যাচার বাড়াইল না কি? আপনি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহাদিগের উন্নতি প্রস্রবণমুখ উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন বিদ্যা বিভাগে শত শত সহস্র সহস্র নিয়ম সংস্থাপন করিলেন সে প্রস্রবণ রক্ষা ভার লইয়া তৃপ্ত হইলেনা নিজে চালাইতে আরম্ভ করিলেন—কি ফল ফলিল? আপনার নিয়মাধীন হইয়া সেই বারিরাশি চলিতে লাগিল, তাহার আর পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক তেজ নাই। কত প্রস্রবণ যে এইরূপে সুকাইয়া গিয়াছে কে বলিবে? কত প্রস্রবণ যে এইরূপে তেজহীন হইয়া গিয়াছে কে তাহার গননা করিবে? আপনার মঙ্গলেচ্ছার, আপনার প্রতিভার কি ফল ফলিল দেখিলেন কি? দুটী একটী তেজস্বিণী প্রস্রবণী আপনার নিয়মাবলীকে তৃণবৎ ভাসাইয়া লইয়া স্ববেগে সাগের সন্নিধানে পৌঁছাইয়াছে দেখিতে

পাইতেছেন কি? এই সকল ঘটনা কি আপনাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে না যে স্বভাবের প্রতিপোষক হউন—মঙ্গল ঘটিবে। বিদ্যাবিভাগে আপনিতো পূর্ব্বে স্বভাবের প্রতিপোষক ছিলেন। স্বভাবনিস্থতা নির্ঝরীর পথ পরিষ্কারক নিয়মাবলী সংস্থাপন করিয়া আপনিতো পূর্ব্বে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তবে কেন আজি আবার নির্ঝরিণীকে স্বীয় ইচ্ছামত চালাইতে ইচ্ছা করিলেন? এব্রিজওয়াটারের বুদ্ধি আপনাকে কে দিল? দেশ হিতৈষী মহাত্মন্ বুঝিলেন কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন সময়ান্তরে আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিব। সে যাহা হউক আপনি যে পিশাচগণ সমক্ষে জ্ঞানপ্রদীপ ধরিলেন তাহার ফল কি ফলিল? সেই জ্ঞানালোকে সেই পিশাচগণের বিবাদ ভিন্ন আর কি হইল? দেশহিতৈষী মহাত্মন্ বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বিবাদই করিলেন পিশাচগণকে হত্যা করিতে পারিলেন না সমাজকে নিষ্কণ্টক করিতে পারিলেন না। অথবা না আপনার কোন দোষ নাই রাজনিয়ামকগণ আপনার সদিচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। এই পিশাচ রাজত্বে পরদুঃখ কাতরতাও শিখাইতে পারিলেন না—পাঠক মহাশয় রাগ করিবেন না এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সহৃদয়তার লেশ মাত্র ও নাই, আর পরদুঃখ কাতরতা কাহাকে কহে তাহা কেহ জানে না। আমরা অন্য প্রস্তাবে আমাদের এই উক্তির সার্থকতা বুঝাইয়া দিব ক্ষণেক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। রাজনীতি সংস্কারক—সমাজ সংস্কারক মহোদয়গণ অগ্রে মনুষ্য হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বীজ বপন করুন। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যাহাতে বৃক্ষে পরিণত হয় চেষ্টা করুন পরে সেই বৃক্ষ ছায়ায় পিশাচগণ আপনি মরিবে ও সুফল ফলিবে।

যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন সমূহের নিজ নিজ হৃদয়ে বলবতী না থাকে তাহা হইলে সে জাতি কখনই উন্নতি করিতে পারে না। ইতিহাস পরিবর্ত্তনের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া দুই একটী অধিনায়কের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু অধিনায়কগণ ঐ পরিবর্ত্তনের প্রতিপোষক মাত্র—কারণ নহেন। জনসাধারণ তাহার কারণ। যদি ঐ পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের হৃদয়ে বলবতী না থাকিত তাহা হইলে অধিনায়ক কি করিতেন? পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যদি

পরিবর্ত্তন জনসাধারণের অভিপ্রেত ছিল তবে অধিনায়ককে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কেন ? ইহার উত্তরে আমি বলি কষ্ট শুদ্ধ অধিনায়ককে পাইতে হয় নাই তাঁহাকে যাহারা অধিনায়ক করিয়াছিল তাহারাও পাইয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে শুদ্ধ ঐ অধিনেতা ও তাঁহার শিষ্যেরা এই পরিবর্ত্তনপক্ষ ছিলেন না। জনসাধারণ তাঁহার পক্ষে ছিল নচেৎ এ পরিবর্ত্তন ঘটিত না। অতি অল্প সংখ্যক লোক—মুহুরীরা হিসাব করিতে গিয়া যে সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া থাকে সেই সংখ্যার লোক তাঁহার বিপক্ষে ছিল। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল বটে কিন্তু এই বহুকালের বদ্ধমুল চিরপ্রচলিতপ্রথার মূলোৎপাটনে তাঁহাকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। পাঠক মহাশয় পুনরপি এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ঐ প্রচলিত প্রথার মূল যদি সংস্কারক পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তিগণের দ্বারায় শিথিল হইয়াছিল তবে তাহা উৎপাটনে এত কষ্ট হইল কেন ? সংস্কারক ভিন্ন ইহার কারণ-মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে কে সমর্থ হইবে ? জনসাধারণ যদিও তাঁহার পক্ষপাতি কিন্তু সমাজের নানামত নিয়মপাশে বদ্ধ থাকায়, আত্মীয় স্ত্রী পুত্র কন্যার স্নেহ-জালে জড়ীভূত থাকায় তাহারা তাহাদিগের সে মনোভাব প্রকাশ করিতে পায় নাই—প্রত্যুত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অনিচ্ছায় তাঁহার বিপরীতাচরণ করিতে হইয়াছিল। সংস্কারককে কষ্ট তাই এত সহ্য করিতে হইয়াছিল। উন্নতীচ্ছা-অগ্নি জনসাধারণের হৃদয় মধ্যে নিহিত ছিল। কোন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল কোন অগ্নিবা চির প্রচলিতপ্রথাভস্মাচ্ছাদিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল। সেনাপতি যুদ্ধাবসানে বিজয় সম্মান গ্রহণ করেন কিন্তু সৈন্যসমূহহৃদয়স্থ জিগীষাই সেই বিজয়ের কারণ। সেইরূপ এই সংসার সমর-ক্ষেত্রে অধিনায়ক সম্মান গ্রহণ করেন কিন্তু জনসাধারণের পরিবর্ত্তনেচ্ছাই সেই সংস্কারের কারণ। মহীপতি বল্লাল সেন বঙ্গ-সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিলেন কিন্তু যদি ধর্ম্মপিপাসু বঙ্গবাসিগণ সমাজ মধ্যে এইরূপ উচ্চনীচ ভেদ করিবার জন্য লালায়িত না হইত তাহা হইলে সে ভুস্বামী কখনই কৃতকার্য্য হইতেন না যদি বঙ্গনারী

হৃদয়ে প্রগাঢ় জ্বলন্ত জীবন্ত অলৌকিক স্বামী ভক্তি না থাকিত তাহা হইলে কি ভূপতি গণেশচন্দ্র বঙ্গ-সমাজে বৈধব্য প্রথা প্রচলিত করিতে পারিতেন ? কোন একটী বৃহৎ কার্য্য সংসাধিত করিবার পূর্ব্বে জনসাধারণ হৃদয়স্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষাচক্ষু সমক্ষে সেই কার্য্যটী ধরিতে হয়। যখন সে চক্ষু তাহার উপর পতিত হইবে, যখন জনসমাজেয় উচ্চাভিলাষ প্রস্রবিনী সে দিকে ধাবিত হইবে তখন সে তোয়-রাশি প্রবাহে সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ভাসিয়া যাইবে ও অভিলষিত পরিবর্ত্তন সহজে ঘটিবে। পাশ্চাত্য প্রদেশীয়েরা ইহার মর্ম্ম উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন তাই জন্য পরিবর্ত্তন ঘটাইবার পূর্ব্বে জন-সাধারণের উচ্চাভিলাষ দৃষ্টি সেই দিকে পতিত করাইবার জন্য সম্বাদপত্রের সৃষ্টি করেন।

আমি কে ? আমার দ্বারা সমাজের কি উপকার হইতে পারে ? আমার আকাঙ্ক্ষা অত উচ্চ হইবার আবশ্যক কি ? আমি মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যাই—আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আবশ্যক নাই। অথবা যদি উচ্চাভিলাষ প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে এই পল্লীর মধ্যে যে সামান্য নগণ্য ব্যক্তি হইয়া পড়িয়া আছি তাহা না থাকি আত্মীয় স্বজন সমক্ষে আমি দশজনের মধ্যে এক জন হই। এই অভিলাষ স্বপ্নে দর্শন করিলেও করিতে পারি, কিন্তু যদি ইহাও অতিক্রম করিয়া চিন্তা অধিক দূরে গমন করে তাহা হইলে কি লোকে আমাকে উন্মাদ বলিবে না ? আমি কি তাহা হইলে বাস্তবিক উন্মাদ নই ? যে দেশের লোকেরা মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন সে দেশ কখনই উন্নত হইতে পারে না। বঙ্গবাসিগণ তোমাদের মনোভাব ঠিক এইরূপ—তোমাদের উচ্চাকাঙ্খা এত নীচ—তোমরা যত দিন না এই উচ্চাকাঙ্খার সীমা পরিবর্দ্ধিত করিবে তত দিন উন্নতির মুখ দেখিতে পাইবে না—উন্নতি কাহাকে বলে তাহা ও তোমরা জানিবে না—তোমাদের এই সামান্য মনোবাঞ্ছা ও পূর্ণ হইবে না। মনকে উন্নত করিতে হইলে উচ্চাকাঙ্খার সীমা চিন্তাচক্ষুপারাবধি বিস্তৃত করিতে হইবে তবে মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ এইটী স্থির জানিবেন যে উচ্চাকাঙ্খার চরম সীমায় কেহ কখন ও পৌঁছাইতে পারে নাই—উচ্চাকাঙ্খা যাঁহার বিশ যোজন দূরে

তিনি দশ যোজন অবধি অগ্রসর হইবেন—উচ্চাকাঙ্খা যাঁহার দুই ক্রোশ দূরে তিনি অর্দ্ধ ক্রোশ অবধি অগ্রসর হইতে পারেন অতএব উচ্চাকাঙ্খা যত অধিক হইবে উন্নতি তত অধিক হইবার সম্ভাবনা ধনুষ্কোটীতে ছিলা আরোপিত করিয়া দশ যোজন দূরে তীর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ্য হইবেন এই অভিলাষ হৃদয়ে প্রবল রাখুন তবে তীর ছয় যোজন অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয়তঃ আকাঙ্খা উচ্চাদপি উচ্চতর হইলে ও লোকে আপনাকে কেন উন্মাদ বলিবে? কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ আকাঙ্খা হৃদয়ে প্রতিপালিত না করিয়া মনুষ্য সমাজে উন্নত হইতে পারিয়াছেন? চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আপনাকে উৎসাহিত করিবে—ধন্যবাদ দিবে। মূর্খেরা আপনাকে উপহাস করিবে কিন্তু শৃগাল কুক্কুরের কলরবে আপনার কি ক্ষতি হইবে? অভ্রভেদী হিমাদ্রি শিখর হৃদয়ে যে সারবত্ত্বা আছে তুষার রাশি তাহা কেমনে জানিবে? হিমবান্ বা তাহাদিগকে দেখাইবে কেন? আপনার মনোভাব আপনি অপাত্রে প্রকাশ করিবেন কেন? জন সমাজের কলরব হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়া উচ্চাভিলাষ দুর্গ হৃদয় মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করুন। কিন্তু দেখিবেন আকাশ কুসুমবৎ সেই দুর্গভিত্তি যেন অমূলক নাহি হয়! বিদ্যানুশীলন, উদ্যোগ, অনিবার্য্য পরিশ্রম দ্বারা সেই দুর্গভিত্তিকে দৃঢ়িষ্ট করুন। লোকের উপহাস, অবস্থার বিপর্য্যয়, ক্রুরের হিংসা, ঘটনার বিঘ্ন বিপত্তিরূপ অশনিপাতে যাহাতে উহা নষ্ট না হয় এরূপ উপাদানে উহা নির্ম্মাণ করুন। কালের বিচিত্র গতিতে যখন ঐ দুর্গোপরি দণ্ডায়মান হইবেন—যখন নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন—তখন দেখিতে পাইবেন যে যাহারা এক কালে আপনার বিপক্ষ হইয়া প্রতিদ্বন্দীতা করিতে সাহসী হইয়াছিল তাহারা আপনার পদতলে লুটাইতেছে ও অবাক্ হইয়া আপনার উন্নত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে!

পাঠক মহাশয় এ স্থলে বলিতে পারেন যে, এই সমস্ত উন্নতির বিষয় কল্পনায় আঁকিতে পারা যায়, যুক্তিতে দেখান যায় অথবা উপদেশে প্রকাশ করা যায় কিন্তু ঘটনায় সংঘটিত করা যায় না। আমি এই নীচ অবস্থা হইতে কেমনে এত উচ্চ হইতে পারি? চিন্তা শক্তি যাহা ধারণা করিতে

পারেনা, ফলে তাহা কেমনে ঘটিবে? পাঠক মহাশয় এই সমস্ত ভাবিয়া আপনি নৈরাশ হইবেন না। উন্নতির উচ্চতর শৃঙ্গোপরি যে সমস্ত মহাত্মা দণ্ডায়মান আছেন, দেখুন দেখি, তাঁহাদের মধ্যে আপনার পরিচিত কেহ আছেন কিনা, বলুন দেখি তাঁহারা পূর্ব্বে আপনার মত হীন অবস্থাবান্ ছিলেন কিনা। ঐ দেখুন গিরিদেহ প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন তাহাদের পদাবলীর চিহ্ন রহিয়াছে, কত পদ ভ্রান্তি বশতঃ কুস্থানে পতিত হইয়া স্খলিত হইয়াছে! আপনি ঐ পদাবলী লক্ষ্য করিয়া উঠিতে চেষ্টা করুন আপনি ও তথায় উঠিতে পারিবেন।

ক্রমশঃ।

নির্ব্বেদ।

১

যাক্‌রে সংসার পুড়ে, যাক্ ধ্বংস হয়ে,
এরূপ সংসারে আর নাহি প্রয়োজন,
রসাতলে যাও পৃথ্বী আর কেন জীয়ে,
অথবা হোক্‌রে হোক্ উল্কা বরিষণ।

২

অথবা প্রচণ্ড বাত্যা হইয়া উত্থিত
ছিন্ন ভিন্ন করে দাও এই পাপ ধরা,
একটি মানব যেন না থাকে জীবিত;
সমুদ্র ডুবায়ে দাও হয়ে শত ধারা॥

৩

হে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী দেব বিশ্বেশ্বর!
কি হেতু সৃজিলে নাথ! এ হেন মেদিনী,
শোভিতা ভূষণে চারু মনো-মুগ্ধকর
নদ নদী বিভূষিতা জীবিতধারিণী।

যদি বা রচিলে বিশ্ব, কেন বা আবার
সৃজিলে মানবে তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করে ?
মূর্ত্তিমান পাপ এরা অতি দুরাচার
হিংসা ক্রোধে, সিংহ ব্যাঘ্রে পরাজয় করে ॥

৫

খলতা, শঠতা, মিথ্যা আর প্রতারণা
কে দিল এদের বল হৃদয় ভূষণ ?
বোধ হয় কোন দৈত্য করিয়া বঞ্চনা
সৃজিত মানব তব করিয়া হরণ——

৬

স্থাপিল তাহার স্থানে এ হেন জীবেরে
দিইল তাদের এই চারু আভরণ ;
(নতুবা) সরল প্রেমের খনি জানিহে তোমারে,
তুমি কি করিতে পার এ হেন সৃজন ?

৭

এই ত তোমার সৃষ্টি হেরি চারি ধারে,
চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় তারকা সুন্দর,
নদ নদী বৃক্ষ লতা কত শোভা ধরে,
সতত সাধিছে তারা মঙ্গল বিস্তর।

৮

অকৃতজ্ঞ জীব মোরা সতত কেবল,
পরস্পর করিতেছি কতই কলহ,
মরা মারি কাটা কাটি কেবল কোন্দল,
পৃথিবীতে এই শোনা যায় অহরহ।

৯

ভুলেও ভাবিনা ভবে আসিয়াছি কেন,
থাকিতেই হেথা যেন হবে চির দিন,

দুর্লভ মানব দেহ পাইয়া এমন,
তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য না করি সাধন।

১০

কি কাজ রাখিয়া পিতা এ হেন জীবেরে,
এ হেন মেদিনী মাঝে এত সুখভোগে,
বিনাশ বিনাশ প্রভো এ হেন জীবেরে,
উল্কা বরষিয়ে কিম্বা সাংঘাতিকরোগে।

১১

রে ধনিক ! স্বার্থপর যুবা দুরাচার !
ভাবিয়াছ এই দিন যাবে কি তোমার ?
মুদে দেখ দুই আঁখি কে আর কাহার ?
বিষয় অনিত্য—হতে পারে ছার খার।

১২

অনিত্য সংসার এই অনিত্য যৌবন,
অনিত্য সকলি এই প্রিয় পরিজন,
অনিত্য ও হীরকাদি রত্ন আভরণ,
অনিত্য অনিত্য এই মানব জীবন !

১৩

কীর্ত্তি সুবিমল নিত্য নিত্যনিরঞ্জন,
আর নাহি কিছু নিত্য অনিত্য সকল,
সেই কীর্ত্তি না লভিয়া কেন অকারণ,
হিংসা দ্বেষে অহঙ্কারে ফাটিছ কেবল।

১৪

সত্য আছয়ে ক্ষমতা তব দরিদ্র উপরে,
মারিলে মারিতে পার রাখিলে রাখিতে,
কিন্তু হে বারেক তুমি দেখ চিন্তা করে,
আছেন জগত-পিতা শ্রেষ্ঠ তোমা হতে।

১৫

তাঁর কাছে,
কিবা ধনি, কি দরিদ্র সকলি সমান,
রাজা প্রজা তাঁর কাছে একই বিচার,
তোমাতে আমাতে ভিন্ন নাহি তাঁর জ্ঞান।
নাহি তিনি করিবেন কভু অবিচার।

পদ্মাবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী কে?

সায়ংকাল। গৃহস্থগণের গৃহ হইতে মঙ্গল শঙ্খনিনাদ নাদিত হইয়া সন্ধ্যার আগমন সূচনা করিতেছে। অনন্ত নীল গগণমণ্ডলে দুই একটী নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইতেছে। চতুর্দ্দিক অল্প অল্প অন্ধকারে ক্রমে আবৃত হইতেছে। এমন সময়ে পল্লীর অভ্যন্তর দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন, এব্যক্তি কে? দেখিয়াছ কেমন বীরমূর্ত্তি! কেমন গম্ভীর অথচ প্রশান্ত আকৃতি! আপাদ মস্তক রণবেশে সজ্জিত। কটীবন্ধে অসি —হস্তে সঙ্গিনযুক্ত বন্দুক। বীর পুরুষ কি অভিপ্রায়ে তীব্রবেগে গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছেন?

ক্রমে দেব-মন্দির সমূহ শঙ্খ ঘণ্টার গম্ভীর রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ধরণী জ্যোৎসনালোকে বিভাসিতা হইলেন। শৃগালবৃন্দের কর্ণবধিরকারী চীৎকার রবে, অদূরস্থিত আরণ্য জন্তুগণের গম্ভীর গর্জ্জনে গ্রামটীকে আরো ভীষণ করিয়া তুলিল। অশ্বারোহী এ সকলে দৃকপাত না করিয়া সোৎসুখ অন্তঃকরণে আপন গন্তব্য পথে প্রধাবিত।

গ্রামটী তরঙ্গিনী কাবেরীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। কতকগুলি কৃষিজীবি ইহার অধিবাসী—ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প। পল্লীর অধিকাংশ

ভূমি কৃষকগণের কায়িক শ্রমের ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দক্ষিণ সীমায় দুরতিক্রম্য নিবিড় জঙ্গল ঘোর ঘনঘটার ন্যায় উপত্যকাভূমি আবৃত করিয়া রহিয়াছে। উহা নরমাংসলোলুপ ভীষণ অসভ্যজাতির আরামস্থল।

এ ভূখণ্ড কাহার অধিকৃত? যদি জিজ্ঞাসা করেন—বলিব সুলতানটিপুর। ইতিহাসে পড়িয়াছেন, দস্যুদলপতি হায়দর আলী নিজ বাহুবলে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বীরকুলশেখর সুলতানটিপু এখন সেই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার সুশাসনে প্রকৃতিবৃন্দ সকলেই হৃষ্ট—প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বাস করিতেছে।

অশ্বারোহী বীরপুরুষ অবিলম্বেই একখানি জীর্ণ কুটীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দুইটী তরুণবয়স্কা বালিকা চন্দ্রালোকে তথায় দুর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন। সহসা অশ্বারোহীর আগমনে ভীত হইয়া তথা হইতে দ্রুতপদে অন্দরাভিমুখে অপসৃত হইলেন। অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে অভয়দান করিয়া সত্বর অশ্বপৃষ্ট হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমে অবতরণ করিলেন।

পরে নিকটস্থ এক বিল্ববৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কুটীরবাসের প্রাঙ্গণ ভূমে উপনীত হইলেন।

দেখ মা আমাদের বাড়ীতে কে এসেছে? বলিয়া একটী শিশু অদূরোপবিষ্টা একটী বৃদ্ধাকে সম্ভাষণ করিল। বালকের কণ্ঠস্বর ভীতিজনক। "কৈ?" বলিয়া প্রাচীনা বিস্ময়ে বালকের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। বালক অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক কুটীর প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান বীরমূর্ত্তিকে দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধা দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন—সবিস্ময়ে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইলেন।

জ্যোৎস্নার অস্ফুটালোকে বর্ষীয়সী দেখিলেন—বীরমূর্ত্তির পরিচ্ছদ সৈনিকের ন্যায়—সুদীর্ঘ শস্ত্রজালে গলদেশ ও বক্ষের অর্দ্ধভাগ আবরিত—চক্ষুদ্বয় অসাধারণ জ্যোতিঃবিশিষ্ট—যেন অপরের অন্তঃকরণের গুঢ় অভিসন্ধিরও মর্ম্ম ভেদে সম্যক সমর্থ! প্রসস্ত ললাটদেশে এক খণ্ড হীরক অসামান্য প্রভা বিকাশ করিতেছে। তাদৃশ সময়ে তাদৃশ অবস্থায়

তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে অতি সাহসী জনের ও হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হইয়া থাকে। একাকিনী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন ?

আগন্তুক ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে গম্ভীর বদনারবিন্দে সে মৃদুহাসি বড় মনোহর দেখাইল। বৃদ্ধা পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়! কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

আগন্তুক কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "একটু বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকটে আসিয়াছি—পরে অবগত হইবেন।"

প্রাচীনা উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলে যুবক তাহাতে উপবেশন করিয়া পুনরপি কহিলেন ;—মহীশূরের পূর্ব্বাধিপতি মহারাজ বীরচন্দ্রের কোন উত্তরাধিকারী এই প্রদেশে গোপনভাবে বাস করিতেছেন। অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানার্থ এখানে আসিয়াছি। বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন—ভয়ে তাঁহার দেহযষ্টি কম্পিত হইতে লাগিল। অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "তার পর ?" আগন্তুক গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তার পর অনেক সন্ধানের পর জানিলাম এই কুটীরই তাঁর আবাস স্থান।"

বৃদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীতা হইলেন। কেননা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, সুলতান টিপুর প্রেরিত এই সৈনিক পুরুষ বীরচন্দ্রের উত্তরাধিকারীকে তৎসকাশে লইয়া যাইবার নিমিত্তই এতদূর অনুসন্ধান করিয়া এতদূর আসিয়াছেন। বীরচন্দ্রের বংশের সমূলোৎপাটন করাই মানরাজের আন্তরিক অভিপ্রায় ; অতএব হতভাগ্য বালক বীরচন্দ্রের পুত্র, প্রমাণীকৃত হইয়া হয় যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ নয় প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেক। সভয়ে কম্পিতস্বরে বৃদ্ধা কহিলেন "না ;—এ তাঁহার আবাস স্থান নহে। আমি অনাথা বৃদ্ধা এই জীর্ণকুটীরে একাই বাস করি। এই বালক আমার এক আত্মীয়ের পুত্র—আমার কাছে কল্য আসিয়াছে। আপনি ভ্রান্ত হইয়াছেন—এ কুটীরে বীরচন্দ্রের কোনও সম্বন্ধ নাই।" আগন্তুক কহিলেন ভীত হইবেন না—আমি আপনাদিগের মঙ্গলার্থ আসিয়াছি। আমি সুলতানের কর্ম্মচারী বা দূত নহি।

অপ্রতিহত প্রতাপশালী ইংরাজ বাহাদুরের সেনাদলের একজন সামান্য কর্ম্মচারী। বৃদ্ধা—(সাশ্চর্য্যে) আপনার কি অভিপ্রায় ?

আ—আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি। দুর্জ্জয় সুলতান অধুনা ইংরাজ বাহাদুরের অধিকৃত রাজ্যে উপদ্রব ও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বৃ—এ সকল ত পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি—কিন্তু এ সকল ব্যাপারের সহিত আমার কি সংশ্রব আছে ?

আ—শ্রবণ করুন—অধীরা হইবেন না—যদি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এই যুদ্ধে ইংরাজ বাহুবলে জয় লাভ করেন—করিবার খুব সম্ভাবনা—তাহা হইলে তাঁহারা মৈসুরের পূর্ব্বাধিপতি তনয়কে ঐ সিংহাসনে স্থাপিত ও অভিষিক্ত করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃদ্ধার অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি হর্ষবিষাদের যুগপৎ আক্রমণে বিভ্রান্তচিত্তা হইলেন। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত নীল আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন।

আগন্তুক তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—বিস্মিত হইবেন না। আমাকে আপনার আত্মীয় ও অকপট বন্ধু বলিয়া জানিবেন! মহারাজ বীর সিংহের সহিত আমার স্বর্গীয় জনকের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। বৃদ্ধা অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার পিতার নাম কি ? আগন্তুক আত্ম পরিচয় দিলেন।

তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধাআনন্দনীরে অভিষিক্তা হইলেন। সেই আনন্দের প্রতিঘাতে হৃদয় কপাট উদ্ঘাটিত হইল তিনি সজোরে কহিলেন, বৎস! আমিই সেই স্বর্গগত মহাপুরুষ বীরচন্দ্রের হতভাগিনী সহধর্ম্মিনী—পার্শ্বোপবিষ্ট দীনবেশ ধারী এই শিশুই সেই মহাত্মার একমাত্র নন্দন। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ? তুমি আমাদের জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়াছ! ধন্য তোমার পরোপকারক-ব্রত! ধন্য তোমার উদার অন্তঃকরণ!

কুটীরের অন্তরাল হইতে দুইটী তরুণী বৃদ্ধা ও বীরপুরুষের কথোপ-

কথন শ্রবণ করিতেছিলেন। তথায় ও উক্ত বৃদ্ধার আশীর্ব্বচন প্রতিধ-নিত হইল।

আগন্তুক নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। কহিলেন—আপনি নিরর্থক আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেদিন এই বালক শ্রীরঙ্গপট্টনের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সমুদ্রকুল হইতে ও করগ্রহণ করিবেন সেইদিন আপনার —স্বর্গগত মহাত্মা বীরচন্দ্রের অপরিসাধ্য ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিব। স্বর্গগত মহাত্মা বীরচন্দ্র আমার পিতার অকপট বন্ধু ছিলেন—তাঁহার সন্তানের উপকারার্থ আমি নিজ জীবন দান করিতে ও কুণ্ঠিত বা অসমর্থ নহি। যে দিন এই অবগণ্ড শিশু মহীশুরের সিংহাসনে আসীন হইয়া, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রজার ধন প্রাণ মানের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিবেন—সেই দিনে—সেই শুভ দিনে আমার যত্ন, চেষ্টা আয়াস আকাঙ্ক্ষা ও জীবন সার্থক হইবে।

বৃদ্ধা প্রীতি প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, বৎস! দীর্ঘজীবী হও—ঈশ্বর তোমার সুইচ্ছা সফল করুন।

আ—ইংরাজেরা অতি ভদ্র লোক।—তাঁহাদের কথাও যা কাজ ও তা—তাঁরা যা অঙ্গীকার করেন প্রাণান্তেও তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। ঈশ্বরের নিকট ইংরাজ জাতির কুশল ও অভ্যুদয় প্রার্থনা করুন।

বৃ—সত্য। কিন্তু তাঁহাদিগকে কেবল আমাদের জন্যই যিনি সহস্র অনুরোধ করিয়াছেন—রাজপুত্র হইয়া কেবল আমাদেরই জন্য যিনি তাঁহাদের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিতে ও কুণ্ঠিত হয়েন নাই—সেই মহাপুরুষ তদপেক্ষাও আমার ও মহীশুরের যাবতীয় লোকের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ভাজন।

আ—আর অধিক লজ্জা দিবেন না।

অনেক ক্ষণ কথোপকথনের পর আগন্তুক বিদায় চাহিলেন। বৃদ্ধা অনিচ্ছায় অগত্যা সম্মত হইলেন। যুবা বহির্ভাগে আসিয়া অশ্বারোহণে দ্রুত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। যতক্ষণ তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি নয়ন গোচর

হইতে লাগিল, বৃদ্ধা অতৃপ্ত লোচনে দেখিতে লাগিলেন। পরে যখন তিনি দিগন্তে মিশ্রিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন, তিনি মনে মনে কহিলেন—

"আমি কি এ সকল স্বপ্ন দেখিলাম?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

নূতন প্রণয়—বিশ্বাসঘাতকের লিপি।

পাঠক মহাশয়! যে পল্লীর বিষয় পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, উহার নাম মধুপুর। ঐ পল্লীর মধ্যস্থলে পদ্মপুকুর নামে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা। ঐ দীর্ঘিকার চারিপার্শ্বে বিরল জঙ্গল আছে—কিয়া, ডুম্বুর, দেব-দারু, খর্জ্জুর প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় বৃক্ষে দিঘীর চারি পাড় অধিকৃত। তাহার ঝোপে ঝোপে কত রকম বিচিত্র বিচিত্র পক্ষীসকল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কেমন মধুরস্বরে গান করিতেছে! ঐ দেখুন, অবিশ্বাসী মাছরাঙ্গা দেবদারুর একটী ক্ষুদ্র, কোমল শাখার উপর বসিয়া এক দৃষ্টে দিঘীর কৃষ্ণবর্ণ স্বচ্ছজলের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। আবার দেখুন, "বউ কথা কও" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া একটী ক্ষুদ্রকায় পক্ষী কিয়াঝোপের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া বাপীজলসংস্পর্শী একটী পেয়ারা শাখায় উপবিষ্ট হইল। পাখীর গায়ের বর্ণ কষিত কাঞ্চনের ন্যায়—চক্ষু দুইটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চোক্ গেল চোক্ গেল বলিয়া আর একটী পক্ষী দীর্ঘিকারউপরে শূন্য পথে বেগে উড়িয়া গেল। খর্জ্জুর বৃক্ষের নিকটস্থ একটী গুহা হইতে একটী শীর্ণকায় শৃগাল বহির্গত হইয়া এক-বার চারিদিক অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করিল।—আবার কি ভাবিয়া দ্রুত পদে দূরে প্রস্থান করিল। ক্রমে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। একটী বেঁজি বাপীসন্নিবিষ্ট ভাঁটবনের অভ্যন্তর হইতে চঞ্চল ভাবে বহির্গত হইয়া চারিপার্শ্বে আঘ্রাণ করিয়া অবিলম্বেই একটী অপ্রশস্ত পথে ধাবিত হইয়া দূরে চলিয়া গেল। বাপীজলস্পর্শী হেলায়-মান একটী ডুম্বুর বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় মূলে কাণ্ডে কতকগুলি ক্ষুদ্র

জাতীয় পক্ষী গমন ধাবন ও নর্ত্তন করিয়া পক্ক ডুম্বুর ভক্ষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখ ভ্রষ্ট ডুম্বুরের বীচি সকল সরসীসলিলে টুপ্ টাপ্ করিয়া পড়িতেছিল।

এই দিঘীর পূর্ব্বপাড়ে ভগ্ন প্রস্তরময় ঘাটের বামপার্শ্বে একটী শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী জীর্ণ—তাহার উপরিভাগে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কপাট দুইখানি কীটে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং রাত্রিকালে রাত্রিচর প্রাণীগণ আসিয়া নিয়তই মল মূত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিত। রীতিমত শিবলিঙ্গের পূজা হইত না। ভোগ বা আরতী কিছুই হইত না। গ্রামবাসিগণের অনবধানে শিবমন্দিরের অবস্থা শোচনীয় !!

যখন সন্ধ্যার প্রায় চারিদণ্ড বাকি আছে সেই সময়ে দুইটী বালিকা গল্প করিতে করিতে কুম্ভ কক্ষে লইয়া পদ্মপুকুরের উক্ত ঘাটে উপনীত হইলেন। প্রিয় পাঠক! বালকা দুইটী কে চিনিতে কি পারিয়াছেন? অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ যখন কুটীরে প্রবেশ করেন, সেই সময় যে দুইটী বালিকার কথা বলিয়াছিলাম ইহাঁরা সেই দুইটী।

জ্যেষ্ঠার নাম চাঁপা, বয়স অনুমান আঠার, বর্ণ শ্যাম! দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব, চক্ষু দুইটী বড় বড়, ভাসা ভাসা এবং সর্ব্বদাই চঞ্চল। দেহের গঠন কিছু স্থূলাকার, তজ্জন্য গমন মৃদু। শরীরের যত্ন কিছুই নাই—রাশি রাশি আলুলায়িত কেশগুচ্ছ ক্রমে গণ্ডদেশ, কপোল আবৃত করে ফেলেছে। বস্ত্রখানি একরূপ যেমন তেমন করে পরিধান করেছেন। অর্দ্ধেক অঙ্গ বস্ত্রে আবৃত—অর্দ্ধেক অনাবৃত। বেশভূষার কোন পারিপাট্য বা কৌশল নাই।

কনিষ্ঠা পদ্মাবতী। নবীন যৌবনের কমনীয় আভা দেহমুকুরে—প্রতিবিম্বিত হয়েছে। চম্পক বিনিন্দিত অঙ্গলাবণ্য কোমলতা মাখান হয়ে অতি মনোহর হয়েছে। চক্ষু দুটী টানা—যেন কোন চিত্রকর অতি যত্নে তুলিকা দ্বারা চিত্রিত করেছে। তাহার মধ্যস্থলে ভ্রমরের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দুটী তারা ঈষচ্চঞ্চল—কিন্তু যেন সরলতা ও উদারতার আধার। নিবিড় কেশরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সিঁথি অপূর্ব্ব, নেত্রতৃপ্তিকর শোভা বিকাশ করচে। চুলগুলি পরিপাটীরূপে বিন্যস্ত—পশ্চাতে

মনোমোহিনী পুষ্পমালায় বেষ্টিত। মুখখানি পরিপূর্ণ—শ্বেতমিশ্রিত আরক্তবর্ণ। সে মুখ দেখিলে অতি পাষণ্ডজনের হৃদয়ে ও স্নেহ সঞ্চার হয়। পাঠক যদি সে মুখের প্রতিকৃতি চাক্ষস দেখিতে অভিলাষ করেন তবে তিনি যে ললনার মুখখানিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর বলে জানেন, তারি মুখ মনে করুন—তাহলে অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হবেন। পদ্মাবতীর হস্ত-পদ সুগোল কোমল, মুখখানি সর্ব্বদাই ম্লান—চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন? আর সেই দৃষ্টি—প্রশান্ত—উজ্জ্বল অথচ সরল? কিম্বা ভারতচন্দ্রের মতানুসারে।

"সেই নয়নেতে যদি হয় দৃষ্টিপাত।
বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাৎ॥"

কক্ষে কুম্ভ গ্রহণ করিতে দেহলতা ঈষৎ হেলায়মানা হইয়া, পুষ্পভারাবনত কুসুমিকা লতিকার ন্যায় আরো মনোহর আরো হৃদয়হারী শোভা বিকাশ করিতেছে। ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে করিতে চাঁপা হাসিল। পরে বলিল, "আচ্ছা পদ্মিনি! প্রিয়সখি! তোর মুখ এত মলিন কেন?"

প। মলিন আবার কি?—মলিন কারে বলে?

চাঁ। মুখখানি শুষ্ক কেন?

প। মুখ শুষ্ক কি রকম?—মুখ কি আবার ভিজে থাকে?

চাঁ। আচ্ছা, মুখ বিরস কেন?

প। মুখ বিরস আবার কি?—মুখ কি সরস থাকে?

চাঁ। ধন্য তোমাকে! আচ্ছা, মুখখানি নিষ্প্রভ কেন?

প। আমার মুখে কোন কালে কি প্রভা দেখিচিস্ চাঁপা?

চাঁ। দেখিচি—সেদিন রাত্রে।

প। কবে?

চাঁ। যে দিন প্রতাপসিংহ এসেছিলেন।

পদ্মাবতী কোন উত্তর দিলেন না। বৈরাগ্যসূচক হাস্য করে আপন অঙ্গুলী দ্বারা কবরী হইতে একটী পুষ্প খসাইয়া নখরে তাহা ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

প। দেখ ভাই! মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে, কিছুই ভাল লাগ্‌চে না।

চাঁ। কেন বল দেখি? এর কারণ কি?

প। কারণ ত জানিনা—কারণ না থাকিলে কি কার্য্যোৎপত্তি হয়? চিন্তা গুরুতর।

চাঁ। এর কারণ আছে। কিন্তু বড় গূঢ়—বড় সূক্ষ্ম—তুমি নিজেও হয়ত জাননা। কিন্তু যদি আপনার অন্তঃকরণ অনুসন্ধান কর, তাহলে সম্পূর্ণ ও না হয় কতক কতক বুঝ্‌তে পার।

প। তবে চাঁপা এর কারণ কি বল্‌না ভাই?

চাঁ। বল্‌বো—তবে শোন্? কেন বল দেখি সে দিন, যে দিন আমাদের বাড়ীতে সেই সৈনিক পুরুষ এসেছিলেন, তুমি অন্তরালে থেকে তাঁর কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছিলে? কি জন্যইবা কথা শুন্‌তে শুন্‌তে অশ্রুজল ত্যাগ করেছিলে?

প। তাঁর মহানুভাবতা দেখে—তাঁর অতিমানুষ প্রকৃতি মনে মনে অনুধাবন করে?

চাঁ। তাতে কি কান্না আসে?

প। আসে না? তিনি অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে নিঃসম্পর্কীয় হয়েও আমার সহোদরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত বা ক্ষুব্ধ নন!! তিনি কি মানুষ?—নিশ্চয়ই তিনি দেবতা!!

চাঁ। মুখে যে আর ধরে না—সরস্বতী জিহ্বাগ্রে আবির্ভূত হলেন না কি?

প। সত্য বলিতে কি ভাই? তিনি অতি অমায়িক লোক। দেখিচিস্ কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা।—মধুর হাসি? ইচ্ছে করে সর্ব্বদা সেইরূপ কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাই—সর্ব্বদা সেইরূপ মধুর হাস্য দেখ্‌তে পাই। এরকম ইচ্ছা কি তোর মনে হয় না চাঁপা?

চাঁ। হয় বৈ কি? (ঈষৎ হাসিয়া) হরিবোল্ হরি? এক দিনের দেখায় এই! তবে পাঁচ ছয় দিন দেখা হলে নাজানি কি কাণ্ড ই ঘট্‌তো। এক দিনের দেখায় এত ভালবাসা জন্মেছে?

প। নির্ব্বোধ! ভালবাসা যে জন্মেছে তা তুমি কি করে জান্‌লে?

চাঁ। জ্বলন্ত আগুণ কি কাপড়ে ঢাকা থাকে?

প্রমোদার মুখ-কান্তি আরো উজ্জ্বল হলো চক্ষু দুটী আরো স্থির হলো। সাদরে চাঁপার হস্ত ধারণ করে গদ গদ স্বরে বল্লেন "চাঁপা, এ জীবনের কোন রহস্যই তোমার নিকট গুপ্ত নাই—তুমি আমার দুর্ব্বহ জীবনের একমাত্র শান্তিনিকেতন!—একমাত্র আরামস্থল! শুন, বলি—সেই অপরিচিত সৈনিককে দেখে অবধি আমার মন কেমন চঞ্চল হয়েছে।" সহাস্যে চাঁপা বলিল—কিন্তু ভাই! একদিনের দেখায় এই হলো?

প। চাঁপা, প্রথম দর্শনে—আমি আর কি বলিব—যে প্রেম না জন্মায় সে আর প্রেম কি? চাঁপা হাসিল।

পরে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"একটীমাত্র ভাবনা আমার চিত্তকে অভিভূত করিতেছে। 'পদ্মিনি! তিনি কি আর কারো প্রণয়-পাত্র? তাঁর কি অন্য প্রণয়িনী আছে?"

পদ্মাবতীর দৃষ্টি সহসা পুষ্করিণীর অপর পারে পড়িল। তিনি দেখিলেন, একটী অপূর্ব্ব শ্বেত-মূর্ত্তি দেবদারুতলায় উপবিষ্ট হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে উভয় হস্তে কি আহার করিতেছেন। তাঁহার বিরল, পাতলা কেশগুলি সমীরণভরে ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বন্দুক ও একটী ক্ষুদ্র ব্যাগ পড়িয়া রহিয়াছে। সাহেবের পেণ্টুলন স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়াছে। মাথার টুপিটী কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ভক্ষ্য চর্ব্বণকালে প্রকাণ্ড শ্মশ্রু ঈষৎ নাচিতেছে। বিড়ালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অক্ষিদ্বয় অতি তীক্ষ্ণ অতি সতর্কভাবে নিকটস্থ ঝোপের ভিতর ও উচ্চতম বৃক্ষের অগ্রভাগ ও শাখাপল্লব সকলে অস্থিরতার সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছে। নিকটে কতকগুলি লতাবদ্ধ মৃত পক্ষী পতিত রহিয়াছে। সাহেব এক একবার উৎসুকচিত্তে সস্পৃহ নয়নে সেই গুলি পরিদর্শন করিতেছেন।

পদ্মাবতী চাঁপাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সাহেব দেখাইল। চাঁপা দেখিয়া কৌতুক করিয়া কহিল—"আমরি! যেন সাক্ষাৎ পবননন্দন মর্কট-রূপে ভূতলে উদয় হয়েছেন।"

প। সে দিন একটা সাহেব এই বনে পক্ষী মার্‌তে এসেছিলো, সে কিন্তু ভাই! এর মত নয়। তার পোষাকগুলি কেমন উজ্জ্বল! মাথায় টুপীর উপর পালক দিয়া সাজান—সে বোধ হয় এদের দেশের কোন বড় লোকের পুত্র।

চাঁ। এ কিন্তু চাষালোক তার সন্দেহ নাই? আকৃতি দেখেই স্পষ্ট জানা যাচ্চে। আমার বোধ হয় এ কোম্পানীর সেনাদলে কাজ করে—অল্প বেতন পায়—যেই জন্যে ভাল পোষাক কিনিবার ক্ষমতা নাই।

প। তবে ওর কাছে তাঁর সংবাদ বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। চলনা জিজ্ঞাসা করিগে।

চাঁ। তাঁর কার? প্রতাপের?

প। হাঁ

চাঁ। তাঁর খবর ও কিরূপে জান্‌বে?

প। শুনিস্‌নি? তিনিও যে কোম্পানীর সেনাদলে কাজ করেন।

চাঁ। সত্যইত—ভাল কথা মনে—তবে চল ওর কাছে যাই? তিনি ত বলে গিয়াছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আস্‌বেন আজও কেন এলেন না?

প। বোধ হয় আমাদের কোন কাজ করে উঠ্‌তে পারেন নি। সেইজন্য লজ্জায় আস্‌তে পারেন নি।

চাঁ। এওকি সম্ভব? তাঁর কল্পনাও যা কথাও তাই; কথাও যা কার্য্যও তাই? যেহেতু রাজপুত!!

প। সত্য! চাঁপা তবে চল সাহেবের কাছে যাই।

পাঠক মহাশয়! এই দুই বালিকার ইংরাজ পুরুষের সমীপ গমনে সাহসিনী হওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সেই সময়ে উক্ত প্রদেশে অসংখ্য ইংরাজ সদা সর্ব্বদা শিকার করিতে যাইতেন। বিশেষতঃ পদ্মপুকুরতটে যে বিরল জঙ্গল আছে, সেই খানে বালিকারা অনেকবার ইংরাজের শ্বেতমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিল। অনেক সময়ে তাহাদের প্রনষ্ট শিকারের পলায়নপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। চাঁপা ও পদ্মাবতী দেবদারুতলের সন্নিকটে

উপস্থিত হইলে, ইংরাজরাজপুরুষ তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহীসুরী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি চাও?" চাঁপা বলিল—"আপনি কে? আপনার নাম কি?" ইংরাজ সগর্ব্বে বলিল—আমি কাপ্‌তেন উইলিয়মস্‌।

চাঁ। আপনি সেনাদলে কাজ করেন? ইংরাজ ভ্রুকুটী করিয়া কহিল "তোমার কি প্রয়োজন?"

চাঁ। আপনি কর্ণেল প্রতাপসিংহকে চেনেন?

ইংরাজ। প্রতাপ? হাঁ প্রতাপকে চিনি বটে।

চাঁপা। আমি তাঁকে একটী কথা বলে পাঠাব। বল্‌বেন কি?

ইংরাজ। কি কথা বল।

চাঁ। শীঘ্র তাঁহাকে মধুপুরে আসিতে বলিবেন। আমার নাম চাঁপা। মনে থাকিবে?

সাহেব তখন এক মনে একদৃষ্টে পদ্মাবতীর অলোক সামান্য অপূর্ব্ব শ্রী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন এরূপ সুন্দরী অথচ কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে জন্মে না। ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতি বড় সুগঠনা—বড় কোমলাঙ্গী। এরূপ কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক পাইলে আমি অনেক সুখী হইতে পারি। কিন্তু দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সাহেবকে বিবাহ করিতে চায় না—কারণ ইহারা পৌত্তলিক হিন্দুজাতি। কিয়ৎক্ষণ পরে চিত্তসংযম করিয়া সাহেব সকৌতুহলে প্রশ্ন করিলেন—প্রতাপ তোমাদের কে হন? চাঁপা পদ্মাবতীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "ইহাঁর সহোদর।" পদ্মাবতী অঙ্গুলী প্রহার করিয়া টিপি টিপি একটু হাসিলেন, সে হাসি মধুমাখান—দেখিয়া সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল।

সহসা অদূরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। সাহেব স্বীয় সহরে শিকারীর আগমন বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেইরূপ শব্দ আবার হইল, সাহেব সমভিব্যাহারীর বিপদাশঙ্কা করিয়া বন্দুক বারুদের থলী ও মৃত পক্ষীস্তূপ লইয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইল। সাহেব প্রস্থান করিলে পর চাঁপা দেখিল দেবদারুতলায় একখানি মোড়ক করা চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি

ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া পড়িবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না—উহা বিজাতীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

রামগড়—বাদানুবাদ।

"দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্যমকৃন্তীং
ন জিঘ্রেতি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥"

উদ্ভট।

আনন্দগড় একটী সৌষ্ঠবশালী নগর। নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের বিপণিতে নিয়তই ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। সুপ্রশস্ত রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে সুন্দর বৃক্ষের শ্রেণী আতপতাপিত পথিকগণকে ছায়াদানে বিগত ক্লম করিতেছে। ঐ নগরীর মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ—চতুর্দ্দিক বিস্তৃত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। একদা মধ্যাহ্নকালে ঐ অট্টালিকার পূর্ব্বদিকস্থ একটী নিভৃতকক্ষে একজন প্রাচীন ও একটী সুন্দর যুবা উপবিষ্ট হইয়া কি কথোপকথন করিতেছিলেন!

যুবার পরিচ্ছদ বহুমূল্য বস্ত্রে প্রস্তুত—তাহাতে স্থানে স্থানে শিল্পনৈপুণ্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুজাল এক একবার বামহস্তে আকর্ষণ করিতেছেন। প্রকৃত জ্বলন্ত অনলের তেজোশালী নয়নদ্বয় এক একবার গৃহভিত্তিসংলগ্ন একখানি প্রতিমূর্ত্তির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

প্রাচীনের পরিধান একখানি গৈরিকবস্ত্র—উত্তরীয় ও গৈরিকবস্ত্রে প্রস্তুতীকৃত। গলদেশে সুদীর্ঘ স্থূল উপবীত বিলম্বিত। সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি বিলেপিত। সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু নাভি পর্য্যন্ত লম্বমান। মূর্ত্তি প্রশান্ত—স্থির!! দেখিলেই করুণরসের আধার বলিয়া প্রতীত হয়। দক্ষিণহস্তে জপমালা লইয়া মৃগচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভবানীপতি

ভৈরবের ন্যায় রজতগিরিনিভ শ্বেত কলেবরে বিরাজ করিতেছেন। সহসা ধীরে ধীরে কয়েকটী বাক্য উচ্চারিত হইল।

"পশুনাং পতিং পাশনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কীর্ত্তিং বসানং বরেণ্যং
জটাজুটমধ্যে প্রবাহিত গাঙ্গ্য বারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিং॥"

প্রাচীন এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করে আনন্দগড়ের অধিপতি বসন্ত কুমারকে কহিলেন—বৎস! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার কথা অবহেলা করিও না।

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্পিতকণ্ঠে সরোষে মহারাজাধিরাজ কহিলেন—গুরো! এ আপনার অন্যায় আজ্ঞা; আমি কখনই বিধর্ম্মী যবনের আজ্ঞাবহ হইতে পারিব না।

প্রাচীন। না হয়, ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন কর—সেও বরং শ্রেয়। আজ কাল তাবৎ ভারতরাজন্যবর্গ তাহাদের হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। আর আগত যুদ্ধে তাহাদেরই জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহাদের দুর্গস্থ তোপ শ্রেণীর মুখে সুলতান টিপুর অর্দ্ধশিক্ষিত সৈনিকগণ কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না।

ব। কি? জন্মভূমির বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গির সহায়তা করিব? সুলতান টিপু সহস্র অত্যাচারী হইলেও খ্রীষ্টিয় ফিরিঙ্গি অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রদ্ধার ও ভক্তির যোগ্য—উপযুক্ত।

প্রা। বসন্ত! তোমার দুর্ম্মতি ঘটিতেছে। তুমি না ইংরাজপক্ষ না সুলতানপক্ষ কোন পক্ষের ও পরিপোষক নও। সুতরাং কি ইংরাজ কি সুলতান্ উভয়েই তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইবেন। তখন তুমি নিঃসহায় হইয়া উভয়েরই কবলে নিষ্পেসিত হইবে।

ব। তাহাতে বসন্তকুমার ভীত নহেন। আমি কোনপক্ষ অবলম্বন করিব না। অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক—তাহাতে আমি কাতর নহি। আমি সুলতান টিপুকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি; বিজাতীয় ফিরিঙ্গিগণকে

ততোধিক ঘৃণা করিয়া থাকি। অতএব উভয়পক্ষের কেহই আমার নিকট হইতে তিলমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবেন না।

রঘুনাথস্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া কহিলেন—বিধিলিপি অখণ্ডনীয়!—"ভবিতব্যং ভবত্যেব"—তোমার নিকট ইংরাজ সেনাপতি প্রেরিত যে দূত আসিয়াছিল, তাহাকে কি বলিয়া বিদায় করিয়াছ?

ব। ফিরিঙ্গি দূতের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। লোকদ্বারা জানাইয়াছিলাম, আমি তাহার সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছুক।

র। কি দুর্দ্দৈব!—তার পর?

ব। তার পর সে অপমানিত হইয়া প্রস্থান করেছে।

র। ভাল! টিপুর পক্ষাবলম্বনে তোমার আপত্তি কি?

ব। আপত্তি? টিপু আমার স্বর্গীয় পিতৃব্যের অনেক অপমাননা করিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির ও বিগ্রহ সকল চূর্ণ ও উৎখাত করিয়াছে। সেই হেতু ক্রোধ ও প্রতিহিংসা নিয়ত আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। আমি প্রাণসত্ত্বে ও টিপুর সহায়তা করিতে পারিব না।

সহসা গৃহদ্বার মুক্ত হইল। একটী দিব্যমূর্ত্তি কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বসন্তকুমারের কন্যা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন—পিতঃ! কুলগুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করুন নচেৎ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ঐ শুনুন ইংরাজের তোপধ্বনি বজ্রসম গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে।

বিরক্তচিত্তে, সভ্রুভঙ্গে, বসন্তকুমার কহিলেন—যাও তুমি আপনকক্ষে গমন কর—এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ শ্রবণ যোগ্য নহে। তুমি বালিকা।

পিতার নিকট অসম্ভাবিত তিরস্কৃত হয়ে বালিকা সাভিমানে স্বীয় কক্ষে প্রতিগমন করিলেন। অভিমানিনী আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করিলেন না। কিন্তু বিরলে উপবেশন করে একাগ্রমনে জগদীশ্বরের নিকট পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অমঙ্গল শঙ্কায় বালিকার কোমলচিত্ত উদ্বেলিত হইয়াছিল অনেক রোদন ও অনেক প্রার্থনার পর মন কিছু সুস্থ হইল।

কুলগুরু রঘুনাথস্বামী বসন্তকুমারের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনে অসমর্থ হয়ে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্তঃকরণে দারুণ বেদনা অনুভব করিলেন। বসন্তকুমারের ভাবী দুরবস্থা ও ধ্বংস আলোচনা করিয়া একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন।

উষ্ণশোণিত বসন্তকুমার তাহা দেখিতে পাইলেন। অতি কাতরস্বরে গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আচার্য্য! আপনি কি ক্ষুব্ধ হলেন?" রঘুনাথস্বামী কহিলেন—"বৎস! বৃথা অভিমান-বৃথা কোপ সংহার কর—দয়াশীল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ কর।"

বসন্তকুমার উদ্ধতস্বরে কহিলেন—"আপনি আর আমাকে বিষবাণে বিদ্ধ করিবেন না।—ক্ষমা করুন। ইংরাজেরা কেনইবা আমার বিপক্ষ হইবেন? আমি তাঁহাদিগের কোন অপকার করি নাই। সুলতানই বা আমায় কেন শত্রু ভাবিবেন আমি তাঁহার কোনও ক্ষতি করি নাই। বিবেচনা করুন, কাহারো শত্রু কাহারো মিত্র হওয়া অপেক্ষা মধ্যস্থলে থাকাই ভাল—আমি তাহাই শ্রেয় বিবেচনা করি। আর উভয় দলের যে কোন পক্ষ বিনষ্ট হয় আমার ইষ্ট বই তাহাতে অপকার সম্ভাবনা নাই। সুলতান আমার পৈতৃক শত্রু—ইংরাজ আমার দেশবৈরি। এতক্ষণে আমার অন্তরের কথা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

রঘু। তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ। কি ইংরাজ কি সুলতান কেহই তোমায় অল্পে ছাড়িবে না। সকলেরই তোমার উপর জাতক্রোধ। তুমি ইংরাজ দূতের অবমাননাকারী অপিচ টিপুর পুরাতন শত্রু।

ব। আপনি আজন্ম ব্রহ্মচারী—রাজনীতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকিলেও সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হন। বিশেষ বিবেচনা করুন এবং আমিও করি। পরে যাহা উচিত বিবেচনা হইবে তাহাই করিব।

শীতল সমীরণময়ী সায়ন্ত সময় সমাগত হইল। বিহঙ্গ কূজনে দিগ্বলয় প্রতিধ্বনিময় হইল। রঘুনাথস্বামী অপ্রফুল্লচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সহসা তাঁহার বামাক্ষি স্পন্দিত হইল। ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা করিয়া নিঃশব্দে কহিলেন; "জগদীশ! প্রভো! যদি ব্রাহ্মণ কুলে আমার জন্ম হয়—আর আশৈশব সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন

করিয়া থাকি, তবে বসন্ত যেন আমার কুশলী ও নিরাপদ হয়, এইমাত্র আমার ভিক্ষা।"

সহসা অতি কঠোর বজ্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। বসন্তকুমার ও দ্বিজবর চমকিয়া উঠিলেন। "শ্রীমধুসূদন" এই বাক্য জিহ্বাগ্র হইতে ব্যক্ত করে ব্রাহ্মণ সত্বরে বহির্গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী এখানে কেন?

"————————নিজকর্ম্ম দোষে
মজালে রাক্ষসকুল—মজিলে আপনি।"মাইকেল।

সশস্ত্রে, অশ্বারোহণে, প্রতাপ একাকী দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। কোথায় যাইতেছেন? নিজপ্রতিশ্রুতি পালনার্থ সিংহপুরাভিমুখে চলিয়াছেন। বৃদ্ধার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন সপ্তাহমধ্যে আসিবেন—আজি সেই অঙ্গীকারের শেষ দিবস। তাঁহাদিগকে পুনরায় অতুল সৌভাগ্যের অধীশ্বর করিবেন, যে আশা দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বস্ত হইয়া কি এত প্রফুল্লভাবে চলিয়াছেন? বা আরো কোন কারণ আছে?

প্রতাপের বদন প্রফুল্ল, তেজোময়। বাহন অশ্বের ও প্রফুল্লতা ও অস্থিরতা প্রতি পাদক্ষেপেই অনুমিত হইতেছে। ঘোটকটী সুন্দর, দীর্ঘ অথচ কৃশ নহে। প্রতাপ তাহাকে বিজয় নামে সম্ভাষণ করিতেন।

প্রতাপ অন্যমনে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। বৃদ্ধা ও বীরচন্দ্রের পুত্রের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন। গিয়া তাহাদিগকে কি বলিবেন, কেমন করিয়া সম্ভাষণ করিবেন, এইরূপ ভাবনায় তাঁহার মন অধিকৃত হইয়াছে, এমন সময়ে সহসা আলুলায়িত কুন্তলা রোরুদ্যমানা এক ললনা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার অশ্বের সম্মুখ পথ অবরোধ করিল। সবিস্ময়ে, প্রতাপ সত্বর অশ্ববেগ সংযত করিয়া সম্মুখে দৃকপাত করিয়া দেখিলেন—বিনোদিনী—বসন্তকুমারের প্রিয়তমা কন্যা, বিনো-

দিনী!! "একি বিনোদিনি, ভগিনি! তুমি এখানে কেন?" এই কটী কথা প্রতাপ সিংহের মেঘাবৃত বদন হইতে উচ্চারিত হইল। সহসা বিনোদিনী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—ছল ছল চক্ষে প্রতাপের মুখপানে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপচন্দ্র শৈশবকালে আনন্দগড়ে বসন্তকুমারের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েন। সেই বিনোদিনীর সহিত তাঁহার স্নেহ সঞ্চারিত হয়। বসন্তকুমার প্রতাপের পিতৃবন্ধু—সুতরাং সেই সম্পর্কে প্রতাপ তাঁহাকে ভগিনী সম্বোধন করিতেন। প্রতাপ বিনোদিনীকে এত ভাল বাসিতেন, যে তাঁহার অভিলাষ পূরণার্থ অতি দুষ্কর কার্য্য ও সমাধা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আজি সহসা বিনোদিনীকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া প্রতাপের মনে কত যে অমঙ্গল শঙ্কা উদিত হইল তাহা কে বলিতে পারে? তিনি প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"বিনোদিনি! ভগিনি! তুমি এখানে কেন?

বিনো। প্রতাপ!—পিতা বন্দী—আনন্দগড় ছিন্ন ভিন্ন—চতুর্দ্দিক অন্ধকার!! আর আমি বলিতে পারি না—প্রাণ যায়!!

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিনোদিনী এই কটী কথা বলিলেন। প্রতাপ তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া সস্নেহে বিনোদিনীকে আপন অশ্বে তুলিয়া লইলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া তাঁহাকে এক নিভৃত নিরুপদ্রুত স্থানে রাখিয়া আপনি বসন্তকুমারের উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। গমনকালে কহিলেন, ভগিনি! উতলা হইওনা—আমি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনন্দগড়ে পুনরায় স্থাপিত করিয়া প্রভূত আমোদ প্রমোদ করিব। বিনোদিনী আশ্বস্ত হৃদয়ে কহিলেন—"তবে যাও প্রতাপ! আমি তোমার আগমনপথ চাহিয়া রহিলাম।" পরে প্রতাপ চলিয়া গেলে বালিকা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন—"হায়! পিতা! নিজ কর্ম্ম দোষে আপনি ও নষ্ট হইলেন, আনন্দভবন আনন্দগড় ও উচ্ছিন্ন করিলেন!! সে সময়ে যদি গুরু বাক্য অবহেলা না করিতেন, তাহা হইলে কি আজি এ দুর্দ্দশা ঘটিত?" বালিকা এই বলিয়া কমলনেত্র হইতে কয়েক বিন্দু

উষ্ণ অশ্রু মোচন করিলেন। তাঁহার সেই নির্জ্জন রোদন কেহই দেখিল না—কেহই জানিল না।

প্রতাপের তেজোগর্ব্ব নৃত্যশীল সুন্দর সৈন্ধব অশ্ব অবিলম্বেই বিনোদিনীর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। সেখান হইতে আনন্দগড় অর্দ্ধক্রোশ মাত্র। যেখানে বিনোদিনীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অতি নিকটেই ইংরাজেরা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব প্রতাপ জানিতেন এখানে বিনোদিনীর কোন শঙ্কা নাই।

প্রতাপ আনন্দগড়ে গিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন—উষ্ণ শোণিত বসন্তকুমার প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শেষে শত্রু হস্তে—যবন হস্তে বন্দী হইয়াছেন। শত্রু কাহারা? সুলতান টিপুর প্রেরিত সৈন্যদল। এরূপ অত্যাচারের কারণ কি? মহামান্য সুলতান উপস্থিত যুদ্ধে বসন্তকুমারের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু বসন্তকুমার অতি কর্কশ উত্তর দিয়া যবনদূতকে বিদায় করেন। এই অপরাধে সুলতান বসন্তকুমারের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে ও রাজ প্রাসাদ লুণ্ঠণ করিতে আদেশ দেন।

প্রতাপ যখন আনন্দগড়ে উপনীত হইলেন, তখনও তথায় লুণ্ঠণকার্য্য চলিতেছিল। তিনি একাকী কি করিবেন? অসংখ্য যবন-সেনা তাঁহাকে লক্ষ্যও করিল না। তিনি সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুসলমান শিবিরে প্রবেশ করিলেন। আনন্দগড়ের অদূরেই শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রতাপ গিয়া বসন্তকুমারের সন্ধান করিলেন, দেখিলেন মহারাজ দীন জনের ন্যায় বন্দী অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন। তখন প্রতাপের চিত্ত যে কতদূর কাতর ও চঞ্চল হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া বসন্তের দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। প্রতাপ তাঁহাকে বহুতর আশ্বাস ও ভরসা দান করিয়া অনেক সুস্থ করিলেন। পরে সেনাপতির সাহত সাক্ষাতের জন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি অধিকাংশ প্রহরীর নিকট সেনাপতির বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল।

মুসলমান সেনাপতির সহিত প্রতাপের বাল্যকালের অকৃত্রিম সখ্যতা ছিল। উভয়ে এক শিক্ষকের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতেন। শিক্ষক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—পরে তাঁহার কথা উল্লিখিত হইবে। এই কারণে তিনি শিবিরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—নতুবা তিনি শিবিরে কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

যখন তিনি সেনাপতির কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন মুসলমান সেনানী প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িত রহিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহই ছিল না। যুদ্ধে একান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত ও আহত হইয়া সেনানী সেই সমস্ত যন্ত্রণা উপশমের জন্য তীব্র সুরাগরল পান করিয়া ঈষৎ নিদ্রিত অবস্থায় পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িত ছিলেন। প্রতাপ গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ অরুণবর্ণ নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" প্রতাপ সহাস্যে আত্ম পরিচয় দিলেন। মত্ত তখন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রতাপের কর ধারণ করিয়া প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন। প্রতাপ স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিয়া আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

সায়েস্তা খাঁ সমস্ত শ্রবণ করিয়া শেষে কহিলেন—"আমাদের আশৈশব বন্ধুত্ব কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। আপনার প্রার্থনা সাদরে গৃহীত হইবে। আমি যথাসাধ্য আপনার জন্য যত্ন করিব। আর আমার মত বোধ হয় সুলতানের অভিমত হইবে। না হয় অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব। কিছুমাত্র চিন্তিত বা সন্দিগ্ধ হইবেন না।" প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আপন হস্তে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া অতি কোমল স্নেহ সম্ভাষণে সায়েস্তার চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেন। সেনাপতি প্রতিশ্রুত পালনে শপথ করিলে প্রতাপ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০০—

ব্রিটিস্ কুলের কলঙ্ক।

"হেনকালে কালমেঘ উদিল আকাশে
উড়িল মরালরাজ মানস—বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগ ভরে
ডুবিয়া অতলজলে মৃণালিণী মরে।" বঙ্কিম।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডিভন সায়ার প্রদেশে হোরেস্ উইলিয়মসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অতিশয় দরিদ্র বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে পরেন নাই। অগত্যা উইলিয়ম্স সৈন্য সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া সংগ্রাম কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ট স্বভাব ছিলেন বলিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে দূর করিয়া দেন।

তাঁহার পিতা অনেক চেষ্টা ও অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাকে এক সংগ্রামিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দেন। উইলিম্স এবারে আর কোন গতি নাই জানিয়া আপন কর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২১ বৎসর বয়সের সময় তিনি সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারী হইয়া ভারত ভূমিতে পদার্পণ করেন। সেই অবধি মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ সেনাদলভুক্ত হইয়া অনেক দিন কর্ম্ম করেন। পরে সৌভাগ্যক্রমে প্রথম মৈসুর যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া লেফ্টিনাণ্ট পদে উন্নমিত হয়েন। ২৬ বৎসর বয়সের সময় মিস্ বলটন্ নামে একটী কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন। প্রবাদ এই, বিবাহের ১ বৎসর পরে, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে, তিনি একদা আপন সহধর্ম্মিণীকে স্বহস্তে হত্যা করেন।—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

যাহাহউক তিনি যে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত—ইহা অনেকেই জানিত। বাস্তবিক তিনি আত্মস্বার্থী—লোভী—ক্রুর ও হিংস্রক। গুণের মধ্যে তিনি

অন্যান্য ইংরাজের ন্যায় উদ্ধত স্বভাব ছিলেন না। নির্ব্বিবাদে দেশীয় লোকের সহিত অমায়িক ভাবে মিশিতেন।

রাজপুরুষ উইলিয়ম্স যখন দেবদারু তলায় বসিয়া আহার করিতেছিলেন সেই সময়ে অনবধানতাবশতঃ তাঁহার পকেট হইতে একখানি পত্র সরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই পত্রখানি কুড়ইয়া লইয়া চাঁপা সযত্নে আপনার কাছে রাখিয়াছিল। কিন্তু পত্র বিজাতীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া তাহার অর্থ গ্রহণে সমর্থ হয় নাই।

উইলিয়মস্ নিজ আবাস স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পকেটে পত্র নাই। সন্দিগ্ধচিত্ত আরো সন্দেহাকুল হইল। তখন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে লাগিলেন। সহসা স্মরণ হইল দুইটী বালিকা আসিয়া তাঁহার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। তাহারাই বা দুষ্টতা করিয়া উহা অপহরণ করিয়াছে। তখন মনে অতিশয় ভয় জন্মিল—ভয় জন্মিবার বিশেষ কারণ আছে। সে পত্র যদি আর কেহ দেখে তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা।

উইলিয়মস্ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপে পারি সেই পত্র আদায় করিব। আমি সৈনিক কর্ম্মচারী—মনে করিলেই যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু কার্য্যটী গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে। সহসা সাহেবের একটী কথা মনে পড়িল—চাঁপা বলিয়াছিল, প্রতাপ তাহার সঙ্গিনীর সহোদর। তাহাই যদি সত্য হয় তবেই সর্ব্বনাশ! অবশ্য প্রতাপ সে লিপি দেখিবে। সে ব্যক্তি আমার চির-শত্রু—উন্নতি পথের প্রধান কণ্টক! সে ব্রিটিস সেনাদলে না থাকিলে আমি এত দিনে জেনারল হইতাম। দুষ্ট নেটিভ্ আমার উপরে সর্ব্বদা প্রভুত্ব প্রকাশ করে। আমাকে বিজাতীয় ঘৃণা করে। অতএব ঐ পত্র তাহার হাতে পড়িলে—পড়িবার ও বিশেষ সম্ভাবনা—আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

এইরূপ চিন্তায় উইলিয়ম্সের মন আন্দোলিত হইল। সে তখন চিত্ত স্থির করিয়া মতলব কল্পনা করিবার জন্য উত্তেজক তরল পদার্থের অনুসন্ধান করিল। পরে একটী নির্জ্জন, ক্ষুদ্র, বস্ত্রাগারে, একাকী বসিয়া ঘোর পিপাসীর ন্যায় সস্পৃহ মনে প্রচুর পরিমাণে মদিরা পান করিল।

ক্রমে আসুরিক পৈশাচিক মনোবৃত্তি সকল স্ব স্ব স্বভাব ও স্থান প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এতক্ষণ তাহারা সুষুপ্ত অবস্থায় নিঃশব্দে কাল যাপন করিতেছিল; সহসা তীব্র গরলের অমানুষিক উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল ক্ষীণতা প্রযুক্ত তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অতি দুর্ব্বলভাবে দুই একটী ভাল উপদেশ দিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের ভীষণ পীড়নে মৌনাবলম্বনে রহিল অথবা অদৃশ্য ও লুপ্ত হইল।

উইলিয়মস্ ভাবিল যে স্ত্রীলোকটী আমার সহিত কথা কহিয়াছে সে কেমন সুন্দরী!!—তাহার সঙ্গিনী কেমন সুশ্রী, সুগোল, কোমল গঠনা! কেমন ললিত, সুগৌর কান্তি!! কেমন চঞ্চল বিশাল নয়না!! আমি কিন্তু আমার চক্ষে এদেশীয় স্ত্রীজাতীকে আমাদের দেশের অপেক্ষা সুন্দরী দেখি! তাহাদের কেবল বাহ্যাড়ম্বর সার—প্রকৃত সৌন্দর্য্য ইহাদিগেরই আছে। গ্রে সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন—"মরুভূমেও সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে সৌগন্ধ বিতরণে দিক্ আমোদিত করে? সাগর তলেও সমুজ্জ্বল রত্ন পঙ্কে পতিত হইয়া জ্যোতি বিতরণ করে? কিন্তু তাহাদিগকে তথায় প্রশংসা করিতে, আদর করিতে বা দেখিতে কেহই নাই।" নতুবা এই নিবিড় জঙ্গলময় পল্লীর মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী কেন জন্মিয়াছে? কাহারই বা উপভোগ হইবে? আমি বিশুদ্ধ ইংরাজ টিউটনিক জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছি—সুসভ্য দেশে আমার জন্ম স্থান! আমি এই কন্যার কর গ্রহণের অধিকারী হইতে অবশ্যই পারি। কিন্তু নেটিভের কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিব না—তাহা হইলে ইংরাজকুলে কলঙ্ক হইবে। তবে কিছুদিন তারে নিয়ে আমোদ প্রমোদ করিলে কোন হানি হইতে পারে না। বালিকা আবার প্রতাপের সহোদরা—উত্তম হইয়াছে—এই সুযোগে আমি প্রতাপের উপর প্রতিশোধ লইতে পারিব। সে আমার যা কিছু মন্দ চেষ্টা করিয়াছে, এইবারে সেই সকলের প্রতিশোধ লইতে পারিব। কিন্তু একাকী কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না—যাই, আপন অধীনস্থ সৈনিক বর্গের সহিত এই অবশ্য কর্ত্তব্য শুভকর্ম্মের পরামর্শ ও আয়োজন করিগে। এইরূপে চিন্তা করিয়া

সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী কক্ষে সানন্দ-হৃদয়ে প্রফুল্লমুখে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উইলিয়মস্ সাহেব আপন অধীন রেজিমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া কি পরামর্শ করিল। সকলকে প্রচুর পরিমাণে মদ্য বিতরণের অঙ্গীকার করিল। অবিলম্বেই রেজিমেণ্টের মধ্যে আনন্দসূচক হুর্‌রোধ্বনি পড়িয়া গেল। হা প্রভু যীশু! এই দেখ তোমার ভক্তগণ পৈশাচিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কতদূর পর্য্যন্ত উল্লাসিত হইয়াছে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলিয়া থাকে খ্রীষ্টানেরা পরোপকারী, ন্যায়বান্—কিন্তু দেখ দেখি এই সমস্ত দুর্ব্বৃত্তগণ কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক?

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে অভ্যাসমত খানা খাইয়া রেজিমেণ্টসহ প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করিয়া ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান উইলিয়মস্ সাহেব শিষ্যগণের সহিত বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রজনী গভীর হইলে, উইলিয়মস্ সাহেব শিষ্যগণ সহিত প্রচ্ছন্নভাবে তাম্বু হইতে বহির্গত হইয়া অদূরস্থ মধুপুর গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পদ্মপুকুর পারে যে বিরল জঙ্গল আছে, তথায় ১২ জন গোরাকে গোপনে রাখিয়া দুর্ব্বৃত্ত, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর আবাস স্থান সাভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে কৃতকার্য্য হইয়া সেই বিজন স্থানে আসিয়া পুনরায় সদলে তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেই দিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় সতীশচন্দ্রের গৃহে—বীরচন্দ্রের শিশুপুত্র—পিশাচের দল উপস্থিত হইল। অবিলম্বেই রৈ রৈ শব্দে পড়িয়া গেল। বালক সতীশচন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পদ্মাবতী ও চাঁপা মুক্তকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল। নিকটস্থ কৃষকপরিবারবর্গ সাহায্যার্থ দ্রুত আসিল। কেহ তীর ধনুক, কেহ বল্লম, কেহ ভল্ল, কেহ লাঠী হস্তে আসিয়া গোরাগণকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্ষিপ্রহস্ত গোরাগণের ভীষণ বন্দুকের সম্মুখে কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। অনেকে ধরাশায়ী, অনেকে আহতমাত্র হইল। অবশেষে ইংরাজগণ লব্ধবিজয় হইয়া পদ্মাবতী ও চাপাকে লইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার কালে পর্ণকুটীরে বহ্নি প্রদান করিতে ভুলিল না। এই

দুর্দ্দিনে সতীশচন্দ্র উইলিয়মসের নিজ হস্তে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁহার জীবনের কোনও আশা রহিল না। বৃদ্ধা কি করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

ক্রমশঃ।

কেন কাঁদে!!!

১

নীরদ বিহীন সুনীল আকাশে,
মন্দরশ্মি অই ভাস্কর বিকাশে,
শাখায় বসিয়া কোকিল কুহরে,
মধুর মলয় মৃদুল সঞ্চরে,
প্রসূন প্রসূতী মাধবী অই,—
প্রসূত-রতনে রাখি বক্ষ পরে,
সহকার-সহ প্রফুল্ল অন্তরে,
সাজিয়া যতনে মনোহর সাজে—
হেলিয়া দুলিয়া ডাকে ঋতুরাজে,
প্রকৃতি আনন্দে মেতেছে অই।

২

কভু বা সপ্তমে কভু বা পঞ্চমে,
কভু বা উত্তমে কভু বা মধ্যমে,
ছড়াইছে অই সঙ্গীত লহরী,
ভেদিছে সে রব কানন বল্লরী,
শাখায় পাপিয়া বসিয়া অই ;—
সে রবে লইয়া নাচায়ে নাচায়ে,
অনন্ত আকাশে গড়ায়ে গড়ায়ে,
বুকে রাখি দ্রুত ছুটিছে পবন,
বেপিয়া ভূধর কন্দর কানন,
প্রতিধ্বনি পুনঃ গাইছে অই।

৩

বসিয়া নলিনী মৃণাল আসনে,—
সাজিয়াছে যেন মনোজ্ঞ ভূষণে ;
চৌদিক বেপিয়া সুবাস ছড়ায়ে,
সুদূর নিবাসী ভ্রমরে মাতায়ে,
মলয় মারুতে দুলিছে অই ;—
পরিমল লোভে, ছুটিছে ভ্রমর
মাতোয়ারা, মুখে গুন্ গুন্ স্বর ;
পাইয়া আপন মনোমত ধনে,
দুলিয়া হেলিয়া মৃদুল পবনে,
সোহাগ করিছে পদ্মিনী অই।

৪

কিন্তু হের অই বসি তরু তলে,
ভাসাইছেক্ষিতি নয়নের জলে ;
অই উচ্চ রবে, ফাটায়ে গগন—
সুদূর ব্যাপিয়া, কাঁপায়ে কানন,
সেধ্বনিতে হৃদি বিদরে হায় ;—
ঘোর অনাবৃতা গভীরা রজনী—
সবে সুপ্ত যবে নিস্তব্ধ ধরণী
সমস্বরে যবে রবে ঝিল্লীগণ।
শুন মন দিয়া যদিহে তখন
এধ্বনি শুনিতে পাইবে হায়।

৫

নাহিক সকাল, নাহি সন্ধ্যাকাল,
নাহি দুপ্রহর, নাহি কালাকাল,
যখনই শুন, শুনিবে তখন
সম ভাবে এই করুণ রোদন ;

কি দুঃখ উহার জান কি হায় !—
জান বটে, কিন্তু জেনেও জাননা,
সকলেই জানে ! কে করে গননা ?
সকলেই যদি শুন এক মনে,
বুঝিতে পারিবে করুণ নিস্বণে,
কি লাগি রমণী কাঁদিছে হায়

৬

যে জ্বালায় আজি জ্বলিছে রমণী—
সে জ্বালা কখন না মানে অশনি ;
মধ্যাহ্ন রবির প্রখর কিরণে,
কি হবে বামার ! জ্বলে যে জ্বলনে,
পাগলের বিষ উরে কি হায়,—
হয় হক্ রমা রসায় মগন,
উঠুক্ গগণে দ্বাদশ তপন,
সাগরের জলে ভাসাক্ মেদিনী
কভু কি তাহাতে ডরেরে কামিনী,—
ডরে কি রমণী—মরণে হায় !

৭

মরিবে না কিন্তু চির দিন তরে,
কাঁদিবে রমণী ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
চির জীবী করি বিধাতা উহারে,
সৃজিয়াছে হায়, সদা কাঁদিবারে
এ যাতনা তার কে বুঝে হায়,—
বুঝিত রে যদি যাতনা ইহার,
তবে কি রমণী কাঁদিত আবার !
সেই দুঃখে আরো হইয়ে আকুল,
ভিজাইছে সদা বসন—দুকুল,
তাই আজি হের এ বেশ হায় !

৮

অনাহারে শীর্ণ মলিন বদন
শত গ্রন্থিযুক্ত মলিনবসন,
আলু থালু, আহা সুক্ষ্ম রুক্ষ কেশ,
অনাথিনী যেন পাগলিনী বেশ,
ঝুরিছে সদাই নয়ন হায়,—
চিন কি উহারে কে অই রমণী— ?
"পুত্র শোকাতুরা" ভারত জননী,
ছাড়িয়া বিষাদে মানব সমাজ
কানন-বাসিনী, অনাথিনী আজ,
হৃদয় বিদরে দেখিয়া হায় !

৯

পুত্র হীনা মায়ে পর পুত্র গণ,
'মা' বলিয়া যদি ডাকে অনুক্ষণ,
স্বীয় পুত্র শোক ভুলে কি জননী ?
পূর্ব্ব ভাব মনে পড়িয়া তখনি,
দ্বিগুণ তাহাতে জ্বালায় হায়,—
চাতকিনী যদি মরে পিপাসায়
পান হেতু কভু নদী হ্রদে যায় ?
সুধার আধার চন্দ্রমা কিরণে,
হাসে কি নলিনী কুমুদীর সনে ?
শশী বিনা তারা শোভে কি হায় !

অর্থ কি ?

সাংসারিক ব্যক্তি কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করে, কিরূপে তাহা রক্ষা করে কিরূপে বা তাহার ব্যবহার করে ইহা জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি বাস্তবিক জ্ঞানী কি না স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সত্য বটে অর্থ মনুষ্যের

জীবনের উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু তাহা বলিয়া বৈজ্ঞানিক যে ইহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিবেন তাহা কদাচ করিতে পারিবেন না—সামাজিক উন্নতির—শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার ইহা একটী প্রশস্ত কারণ। মনুষ্য হৃদয়কে সমস্ত সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করিতে হইলে অর্থ চাই ও তাহার সদ্ব্যবহার চাই। মনুষ্য হৃদয়ের সুন্দর আভরণ বদান্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, সুখ-সচ্ছন্দতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি অর্থের দ্বারায় নির্ম্মিত হয় আবার এই অর্থের বিকৃতিতে প্রতারণা, শঠতা, অত্যাচার, জঘন্য প্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আর এই জন্যই পুরাতন আর্য্য ঋষিগণ অর্থকে যৌবনের ন্যায়—শাণিত অশির অগ্রভাগের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। যৌবনের সদ্ব্যবহার করুন উদ্যম উৎসাহ নির্ভীকতা শারীরিক ও মানসিক তেজ আপনাকে উন্নতি পথে অগ্রসর করিবে অসদ্ব্যবহার করুন শিথিলতা নৈরাশ ভীরুতা কায়িক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য আপনাকে অবনতির পথে লইয়া যাইবে, অশির সদ্ব্যবহার করুন শত্রু-শিরশ্ছেদ করিবেন অপব্যবহার করুন নিজের অঙ্গ নিজে ক্ষত করিবেন। অর্থের সদ্ব্যবহার করুন দ্যুলোকবাসী অমরবৃন্দের ন্যায় হৃদয় উন্নত হইবে অপব্যবহার করুন নরকের কীট অপেক্ষাও হীন হইবেন।

অর্থ সংসারের তুচ্ছ বস্তু, এ তুচ্ছ বস্তু লইয়া কেন এত কথা হইতেছে তুচ্ছ বস্তু লইয়া নীচমনা ব্যক্তিরা সময় নষ্ট করিয়া থাকে, আমার কি ইহাতে সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য? আমার উদার অন্তঃকরণে এ সমস্ত বস্তু স্থান পাইবে কেন? প্রিয় পাঠক মহাশয় এরূপ ভাবিলেও ভাবিতে পারেন, কিন্তু ইহা আপনার ভ্রান্তি, অর্থ সংসারে তুচ্ছ বস্তু নহে, অর্থ সাংসারিক ব্যক্তির অবশ্য প্রয়োজনীয়। পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন সাংসারিক ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি হীন, ব্যবহার হীন, অতএব প্রয়োজন ও হীন। অর্থ সাংসারিক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা মহান্ হইতে পারে না। মহাশয় আপনি বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জগন্নিয়ন্তা জগদীশ্বর যেমন জড়জগতের নির্ম্মাণকালে জড়পদার্থের গুণ-রাশির সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যেমন বৃক্ষ নির্ম্মাণ কালে বৃক্ষের কাঠিন্যগুণ বৃক্ষকে দিয়াছেন সেইরূপ সেই বিধাতা পুরুষমনকে সৃজন

কালে ইহার গুণ সকল ইহাকে দিয়াছেন—আমরা যেরূপ সেই জড় পদার্থের বিকৃতি করিয়া নানাপ্রকার অস্বাভাবিক বস্তু প্রস্তুত করি সেই-রূপ এই অন্তর্জগতস্থ মানসিকবৃত্তিগণের বিকৃতি করিয়া স্বীয় স্বীয় চরিত্র—প্রবৃত্তি উৎপাদন করি কিন্তু এই সমস্ত প্রবৃত্তি বিধাতৃদত্ত গুণনিচয়ের বিকৃতি মাত্র অপর কিছু নহে—ক্রূরতা খলতা ঈশ্বর দেন নাই বটে কিন্তু ইহা স্বতঃ মন হইতে উত্থিত হয় নাই ইহা ঈশ্বরদত্ত গুণ বিশেষের বিকৃতি মাত্র। অবিকৃত স্বতঃ উত্থিত মানসিক প্রবৃত্তি ঈশ্বর দত্ত, এইরূপ প্রবৃত্তি আমাদিগকে সংসারে বাস করিতে অনুরোধ করিতেছে, ইহারা স্রষ্ট হইতে আসিয়াছে স্রষ্টার দূত স্বরূপ আমরা ইহা-দের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, আমরা অবশ্য সংসারী হইব। ঈশ্বর পূজায় জীবন অতিবাহিত করা ঈশ্বরের অভিলষিত নহে। ঈশ্বর যদি আমাদিগকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্য রাত্রি দিবস তাঁহার নাম জপ করণ ও তাঁহার তোষামোদ চাটুবাদ সৃষ্টজগৎ হইতে শ্রুতিকারণ নহে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবার জন্য আমি ক্ষুদ্রচেতা মানব, আমি কোন ভৃত্য নিযুক্ত করি না তবে কি সেই জগন্নিয়ন্তা মহান্ ঈশ্বরে ইহা সম্ভব হইতে পারে? মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অবসর কালে তাঁহার এই অসীম অনন্ত দয়ার চিহ্নস্বরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কি তাঁহার আজ্ঞা? কি প্রতিপালন করিব? কেন? হৃদয়ের স্বতঃ উত্থিত প্রবৃত্তি আপনাকে কি বলিতেছে? আপনাকে অনেকগুলি আদেশ করিতেছে, তন্মধ্যে একটী মহান্ আদেশ সাংসারিক হউন, কিন্তু সংসারী হইতে হইলে প্রথমেই অর্থ চাই। অতএব ঈশ্বরের অনুমতি প্রতিপালন করিতে হইলে—যে ইচ্ছা স্রষ্টাকে এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত করি-য়াছে, সে ইচ্ছা ফলবতী করিতে হইলে অর্থরূপ যন্ত্র চাই। যন্ত্র হীন ভৃত্য কেমনে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, অর্থ হীন মনুষ্য কেমনে ঈশ্ব-রেচ্ছা সংসাধিত করিবে—কেমনে তাহার জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করিবে? অতএব পাঠক মহাশয় অর্থ বড় তুচ্ছ পদার্থ নহে—জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র বলিলেও বলা যায়।

প্রতি মনুষ্যেরই সুখ লিপ্সা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সংসারে অর্থ চেষ্টায় সৎপন্থা অন্বেষণ করিবার অধিকার আছে। প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, যে শ্রেণীর লোকেরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, বোধ হয় যেন তাহারা এই অর্থের মর্য্যাদা অধিক বুঝিয়াছে কিন্তু যেরূপে তাহারা অর্থ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মূহুর্ত্তে অর্থ তাহাদের হস্তগত হয়, তাহার পর মূহুর্ত্তেই নিসহায় পর-ভাগ্যোপজীবী হইয়া পড়ে। শ্রমজীবী শ্রেণীর উপর ইংলণ্ডেশ্বরের করনির্দ্ধারণ কালীন তাঁহাকে নিজ হীনাবস্থা জানাইয়া তাহারা কর দানে অসমর্থ প্রকাশ করিলে জন রসেল এইরূপে তাহাদিগকে উত্তর দিয়াছিলেন, "নিশ্চয় জানিও যে তোমরা তোমাদের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থের জন্য যে কর নিজেদের দান কর, তাহার সহিত তুলনায় আমার এ কর কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।" ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় যে এই ইতর শ্রেণীর লোকেরা অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া রাত্রি দিবস প্রাণপণে পরিশ্রম করে কিন্তু তাহাদের অভাব কখনই দূরীভূত হয়না এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোক আজীবন কাল কষ্টে দুঃখে অতিবাহিত করিয়া থাকে। সমাজ সংস্কারক মহাত্মাগণ সমাজের উপকার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া স্বার্থশূন্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সমাজের মহান্ অনর্থ প্রতিদিন তাঁহাদের চক্ষু পথে পতিত হওয়াতে ও তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয়েন না। কিন্তু এ শ্রেণীর লোক লইয়াই সমাজ গঠিত। ইহা দিগকে এই সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা না করিতে পারিলে, সামাজিক উন্নতি কখনই সংসাধিত হইতে পারিবে না। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন রাজনীতির পরিবর্ত্তন সহজে সংঘটিত হইতে পারে। সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তি গণের চরিত্র সংশোধন করা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু তাহাদের চরিত্র সংশোধিত করিতে না পারিলে সমাজ প্রচলিত প্রথার মূলোৎপাটন করা হইল না—সমাজের স্থায়ী উপকার করা কিছুই হইল না।

কব্‌ডেন সাহেব বলেন সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত (১) যাহারা অর্থ রক্ষা করিয়াছে (২) যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়াছে। বাণিজ্য প্রভৃতি

উন্নতিসোপান প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারায় গঠিত হইয়া থাকে ও অপর শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের কৃতদাসের মত আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হয়। স্বর্গ ও নরক উভয়েই এই জগতে। প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তিগণ স্বর্গের অধিকারী হয়েন ও অপরেরা নরকের সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। রচডেল সাহেব বলেন উন্নতিসোপান প্রশস্ত রাজপথ নহে যদি উন্নত হইতে চাহেন তাহা হইলে যাঁহারা উন্নত হইয়াছেন সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণের চরিত্রের অনুকরণ করুন আপনিও সফল হইবেন। অর্থের নিয়মিত ব্যবহার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া সমাজের দূরপনেয় কৃপণ অপবাদে পিসিত হইয়া যে সমস্ত মহাত্মা আজ সমাজের উচ্চ-শ্রেণীতে বিচরণ করিতেছেন তাঁহাদের অনুকরণ করুন। ঈশ্বরের এমন কোন আদেশ নাই যে আপনারা চিরকাল কায়িক পরিশ্রমে কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিবেন। এমন কোন দুর্ব্বহ সংসার নাই যাহার আয় সহস্র অভাবের মধ্য হইতে, ইচ্ছা বলবতী থাকিলে, অল্প অল্প করিয়া রক্ষা করা যায় না, এত অল্প জমাইয়া কি হইবে এরূপ বিবেচনা কখন ও করিবেন না। কতকগুলি অল্প একত্রিত হইলে একটী মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। ইংরাজ গুরু যীশু বলেন 'টুকুরা গুলি সংগ্রহ করিও ফল জানিতে পারিবে' ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "কপর্দ্দক রক্ষা তুমি করিও মুদ্রা আপনার রক্ষা আপনি করিবে"

ইংলণ্ডের সুপ্রশিদ্ধ পণ্ডিত এডিসন্ ও সুইফট সমস্বরে বলিয়াছেন, "মস্তকে করিয়া অর্থ বহন করিবে, হৃদয়ে ধারণ করিও না। অর্থরক্ষা জ্ঞানের কন্যা, মিতব্যয়ের ভগ্নী, ও স্বাধীনতার জননী।

সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস্ সাহেবের পিতা ফ্রান্সিস্ সাহেবকে এই কথা বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, "প্রিয় পুত্র সংসারে সুখসচ্ছন্দতা ভোগ কর ইহা আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা কিন্তু তাহা বলিয়া অর্থ নষ্ট করিতে আমি পরামর্শ দিই না। নিশ্চয় জানিও অর্থ ব্যয় না করিলে এক অপবাদ—এক কষ্ট লোকে কৃপণ বলিবে, কিন্তু অর্থ ব্যয় হইয়া যাইলে সহস্র অপবাদ—সহস্র কষ্ট—অভাব দূর করিবার জন্য পরপদ লেহন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে—পরের দাসত্ত স্বীকার

করিতে হইবে ও সমাজের অন্যায় নিন্দা, ঘৃণা ও অত্যাচারের পাত্র হইতে হইবে।

ক্রমশঃ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের রাজ্য শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রাচীন ভারতবর্ষবাসী আর্য্যেরা পৃথিবীস্থ যাবতীয় সভ্য জাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করেন না। কি সাহিত্যে কি দর্শনে কি শিল্পবিদ্যায় সংক্ষেপে বলিতে হইলে সকল বিষয়েই তাঁহারা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অন্যান্য জাতিদিগের ন্যায় তাঁহাদের নিয়মিত কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা এ বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন। গ্রীক ও মুসলমান পুরাবৃত্ত লেখকদিগের ইতিহাস হইতে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য হইতে ও পুরাতন তাম্রলিপি পাথর মুদ্রার অঙ্কণও অন্যান্য শিক্ষকগণ হইতে এই প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে সামান্য ছড় ভঙ্গ বিবরণ জানিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন সংক্ষেপে তাঁহাদের সমস্ত বিবরণই অন্যান্য জাতিদিগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে এই বিষয়ের গূঢ় গূঢ় মর্ম্মোদ্ভেদ করা অতি সহজ। প্রথমতঃ ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে— যে প্রাচীন হিন্দুরা বিদেশ পর্য্যটনে সম্পূর্ণ অনভিযুক্ত ছিলেন বিদেশীদিগের আগমন ও তাঁহারা সমাদরে গ্রহণ করিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে স্বদেশের সীমানার বাহিরে যাইতে সাহস করিতেন না। আটক প্রদেশ মনু হিন্দুদিগের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। আটক শব্দার্থ হইতেই প্রতীত হইতেছে যে আটকান, পরপারে গমন নিষিদ্ধ।

ক্রমশঃ।